পরিশিষ্ট।

সংবাদ-পত্রসমূহের মতামত।

—:•:—

হিতবাদী।

গতপূর্ব্ব বুধবার রাত্রিকালে, বোম্বাই হাইকোর্টের দায়রার বিচারে যে মহাত্মা, রাজবিদ্বেষ-প্রচারের অভিযোগে, জুরিদিগের দ্বারা অপরাধী প্রতিপন্ন হইয়া, মাননীয় বিচারপতি ডেভারের আদেশে ছয় বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরবাসের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই মহামতি বাল-গঙ্গাধর তিলকের সমতুল্য সুপণ্ডিত, পবিত্র-চরিত্র, করুণ-হৃদয়, স্বদেশানুরক্ত এবং সর্ব্বজনপূজ্য ব্যক্তি ভারতে বৃটিশাধিকারের প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান-কালের মধ্যে কখনও দ্বীপান্তর-বাসের আজ্ঞা প্রাপ্ত হন নাই। এককালে যিনি বোম্বায়ের শাসনকর্ত্তার ব্যবস্থাপক সভার মাননীয় সদস্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, এককালে জটিল ও দুরূহ শাসন-কার্য্যের মীমাংসার জন্য উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ বিশেষ আগ্রহ সহকারে যাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন, মহামারী দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দুর্ব্বিপাকে বিপন্ন জনসাধারণ প্রতিকার-লাভের প্রত্যাশায় যাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন, সেই তিলক আজ দস্যু, তস্কর, নরহন্তার সহিত সাগরপারে, আত্মীয় স্বজনশূন্য দ্বীপে সুদীর্ঘ ছয়বৎসরকাল অতিবাহিত করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। যাঁহার পাণ্ডিত্য দর্শনে আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মনি মুগ্ধ হইয়াছিল, অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার যাঁহার শাস্ত্র-জ্ঞান-দর্শনে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, সেই দেশপূজ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তিলক আজ রাজরোষে পতিত হইয়া সাগরপারে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন! "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র, ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্"।

মহারাষ্ট্র দেশ-নায়ক, স্বদেশ-হিতব্রত, স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত বাল-গঙ্গাধর তিলক গ্রহ-বৈগুণ্য-বশতঃ রাজরোষে পতিত হইয়া যে ভীষণ দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তৎশ্রবণে ভারতবাসী আবাল-বৃদ্ধবনিতা মর্ম্মাহত হইয়াছেন। * * তিলকের ব্যক্তিগত ক্লেশ সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ কিছুই বক্তব্য নাই। কারণ, এই হতভাগ্য দেশে স্বদেশসেবার পথ কুসুমাবৃত নহে—তিলক নিজেও এই দণ্ডের জন্য বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই।

ফলতঃ তিলক সুদীর্ঘ ছয় বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরে গমন করিলেন, ইহাতে আমাদিগের অধিক দুঃখ হয় নাই; যে কারণে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করা হইল, তাহাই আমাদের উদ্বেগ ও মর্ম্মপীড়ার বিষয়। রাজনীতি-বিষয়ে ইদানীং তিলকের সহিত কোন কোন বিষয়ে আমাদিগের মতভেদ ঘটিয়াছিল। বিগত সুরাট কংগ্রেসে তিনি যে কার্য্য-প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছিলেন, আমাদিগের বিবেচনায় তাহা অদূরদর্শিতার পরিচায়ক হইয়াছিল, সে

সে কথা [illegible] [illegible]রে স্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। কিন্তু তিলকের সহিত মতভেদ ঘটিলেও আমরা তাঁহার পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা বা দেশ-হিতৈষণা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি সম্বন্ধে কখনও সন্দিহান হই নাই।

আজ [illegible] দেবতার বিচিত্র-বিধানে দেশের সুসন্তান তিলক ছয় বৎসরের জন্য [illegible] নিকট হইতে অপসারিত হইলেন। কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার অভাব আমাদিগকে পদে পদে অনুভব করিতে হইবে, ইহাও আমরা বুঝিতেছি। কিন্তু উপায় কি?

এবারে শ্রীযুক্ত তিলক-স্বপক্ষ সমর্থনার্থ কোন উকিল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি উকিল ব্যারিষ্টারকে অর্থ-প্রদান অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়াছিলেন। উকিল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত না হউক, তিলক নিজে যেরূপ দক্ষতার সহিত আত্ম-পক্ষ-সমর্থন করিয়াছিলেন, কোন উকিল বা ব্যারিষ্টার তদপেক্ষা অধিক নিপুণতার পরিচয় দিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

বিচারপতি বলিয়াছেন, তিলক যে অপরাধে অপরাধী, [illegible] যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাসের আদেশ পর্য্যন্ত তিনি দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি অনুকম্পা প্রকাশ-পূর্ব্বক কেবল ছয় বৎসরের জন্য নির্ব্বাসনের আদেশ দিয়াছেন। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাসের আদেশ করিবার অধিকার বিচারপতি মহাশয়ের ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কয়েকটী বিষয়ের বিবেচনা করা তাঁহার উচিত ছিল।

প্রথমতঃ তাঁহার দেখা উচিত ছিল, যে, জুরিদিগের মধ্যে যে দুইজন ভারতবাসী ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা উভয়েই তিলককে নির্দ্দোষ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংরাজ জুরিদিগের মতে অনুমোদন করিবার সময় বিচারপতি মহাশয়ের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, ইদানীং বয়কট, "স্বদেশী" ও স্বরাজ্যের প্রার্থনা-মূলক আন্দোলনের ফলে নেতৃবর্গের উপর ভারতীয় শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মনের ভাব [illegible]প হইয়াছে। তিলক ঐ শ্রেণীর আন্দোলনকারীদিগের অগ্রণী ছিলেন। সুতরাং তাঁহার উপর শ্বেতাঙ্গ সমাজের মনের ভাব কিরূপ হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখাও বিচারপতির কর্ত্তব্য ছিল।

বিশেষতঃ শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ-ঘটিত মোকদ্দমার বিচারকালে শ্বেতাঙ্গ জুরিগণ অধিকাংশ-স্থলে বিবেক অপেক্ষা স্বজাতিবাৎসল্যের আদর অধিক করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহারা এদেশে দুর্নাম কিনিয়াছেন, তাহাও সম্ভবতঃ বিচারপতি মিঃ ডেভারের অবিদিত নহে। অধিকন্তু শ্বেতাঙ্গদিগের পরিচালিত কোন কোন সংবাদপত্রে কিরূপ "সুরে" লেখা হইয়া থাকে, অথচ তজ্জন্য সহৃদয় কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগের উপর আইনের বজ্র নিক্ষেপ করেন না, শ্রীযুক্ত তিলক ইহা সন্তোষ-জনক-রূপে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। অবশ্য একজনের অপরাধের জন্য অপরের অপরাধ মার্জ্জনীয় হয় না, ইহা আমরা জানি। তথাপি যে সকল সংবাদপত্রের উক্তির উত্তর-দান-প্রসঙ্গে তিলক অভিযোগের মূলীভূত প্রবন্ধাবলী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই সকল সংবাদপত্রের আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিলকের অপরাধের গুরুত্ব নির্ণয় করা তাঁহার উচিত ছিল। কোন কোন সংবাদপত্র গুরুতর অপরাধ করিয়াও কর্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টির গুণে অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতেছে, আর তিলক অপেক্ষাকৃত লঘু অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াও এই শেষ বয়সে নির্ব্বাসন-দণ্ড-ভোগ করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন, ইহাতে কি অত্যধিক কঠোরতা প্রকাশ পায় নাই?

বিচারপতি মহাশয় বলিয়াছেন যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তিলকের ন্যায় [illegible] ও মেধাবী ব্যক্তির কিছুদিন দেশের বাহিরে থাকাই উচিত। আমাদিগের [illegible] মণিপুরের ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের আচরণের সমর্থন-কল্পে তাদানীন্তন [illegible] সচিব বলিয়াছিলেন যে, সেনাপতির ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন, স্বাধীনতাপ্রয়াসী যুবক দেশীয় রাজ্যে থাকিলে ভবিষ্যতে অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। তবে কি মেধাবী ও বিদ্বান হওয়াই তিলকের অপরাধ হইয়াছে? ফলতঃ যেদিক্ দিয়াই দেখা যাউক, তিলকের দণ্ড তাঁহার অপরাধের গুরুত্ব অপেক্ষা বহুগুণ কঠোর হইয়াছে বলিয়াই আমাদিগের মনে হয়।

আমরা দেখিতেছি, তিলকের রাজনীতি-বিষয়ক নূতন মতই তাঁহার নিগ্রহের মূল হইয়াছে। তিনি যদি চরমপন্থী সম্প্রদায়ের নেতা না হইতেন, তিনি যদি প্রতিভাবলে ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণে সমর্থ না হইতেন, তিনি যদি স্বীয় আন্দোলন-প্রণালীর জন্য ভারতবাসী শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের বিরাগ-ভাজন না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার লঘুপাপে এরূপ গুরুদণ্ড কখনই হইত না।

আমরা আজ বিষাদভরে তিলককে বিদায় দিতেছি। তাঁহার বয়স ও স্বাস্থ্যের বিষয় বিবেচনা করিলে ছয় বৎসর পরে আবার যে আমরা তাঁহাকে সুস্থদেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিব, এ আশা করিতে পারিতেছি না বলিয়াই আমরা অধিক মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেছি। তিলক যে রাজদ্রোহের উদ্দেশ্যে অভিযোগের বিষয়ীভূত প্রবন্ধ দুইটী লিখিয়াছিলেন, ইহা আমাদিগের বিশ্বাস নহে, তিলক নিজেও তাহা স্বীকার করেন নাই। গ্রহবৈগুণ্য-বশতই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার এই কঠোর শাস্তি ঘটিল। তিলকের প্রতি এই দণ্ড-বিধানের ফল ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, সে সম্বন্ধে আমরা এক্ষণে কোন কথা বলিব না। স্যার হেনরি কটন সেদিন পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন যে, তিলককে এ সময়ে দণ্ডিত করিলে ফল ভাল হইবে না। তিলক নিজে বলিয়াছেন, হয় ত তাঁহার নিগ্রহের ফলে দেশের উপকার হইবে। কাহার কথা সত্য হয়, ভবিতব্যতাই তাহার মীমাংসা করিবে।

জনসাধারণের মত।

তিলকের প্রতি যে ভীষণ দণ্ড প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা এক শ্রেণীর এংলো-ইণ্ডিয়ান ব্যতীত দেশের অন্য সকল সম্প্রদায়ের লোকেই অন্যায় বলিয়া মনে করেন। বোম্বাই নগরের মধ্যপন্থী দলভুক্ত পার্শীদিগেরও ধারণা ঐরূপ। বস্তুতঃ যে জন্য তিলককে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল, যে ভাবে তাঁহার জামিনের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা হয়, যে ভাবে জুরি নির্ব্বাচিত করা হয়, তাহাতে সকলেরই মনে অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছিল। তার পর বিচারক মহাশয় জুরিদিগকে মোকদ্দমা বুঝাইবার সময়ে তাঁহাদিগকে নিরপেক্ষভাবে মত প্রকাশ করিতে বারংবার অনুরোধ করিলেও মনের ভাব গোপন করিতে পারেন নাই, এজন্যও লোকে অসন্তুষ্ট হইয়াছে। পরিশেষে তিনি সাতজন ইংরাজ জুরির মত শুনিয়া তিলকের প্রতি যে ভীষণ দণ্ডের বিধান করিয়াছেন, তাহাতে সকলেই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। আদালতের বিচারে তিলকের দণ্ড হউক, সাধারণের দৃষ্টিতে তিনি নির্দ্দোষ। সেই জন্য তাঁহার দণ্ডাদেশ শ্রবণে দলে দলে ব্যবসায়িগণ কার্য্য বন্ধ করিয়া শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের টাইমস্ এজন্য নেতৃগণকে তির-

স্কার করিয়াছেন, বোম্বাই-লাটও তিরস্কার করিতে বিরত হন নাই। কিন্তু সে তিরস্কারে লোকের মন বিচলিত হয় নাই। বোম্বাই অঞ্চলে তিলকের ভক্তের সংখ্যা কত, এই ব্যাপারেই সকলে তাহা দেখিয়াছেন। কর্ত্তারা ত তিলককে নির্ব্বাসিত করিলেন, কিন্তু তিনি লোকের মনে যে ভাব জাগাইয়া গিয়াছেন, তাহা দূর করিতে পারিবেন কি?

মহারাষ্ট্রে মহাপ্রলয়।

(বসুমতী হইতে উদ্ধৃত)

ছত্রপতি শিবাজীর পদরেণুপূত মহারাষ্ট্রের জন নায়ক, প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ-সিংহ শ্রীযুত বালগঙ্গাধর তিলক রাজদ্রোহের অপরাধে ছয় বৎসর দ্বীপান্তর ও এক হাজার টাকা অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। স্বদেশভক্ত জনপ্রিয় তিলকের এই কঠোর দণ্ডে বোম্বাই প্রদেশে অসন্তোষের জ্বালামুখী অগ্নি উদ্গার করিতেছে। অশ্রুজলে তিলক-ভক্ত মারাঠী জন-সাধারণের রক্ত মিশিয়াছে। সমগ্র ভারতে, বোম্বাই হইতে পঞ্জাব, মান্দ্রাজ হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত সমগ্র দেশে সহানুভূতি ও সমবেদনার উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই তরঙ্গ সমুদ্রপারে ব্রহ্মের উপকূলে আঘাত করিতেছে। ব্যক্তিবিশেষের জন্য এমন সর্ব্বজনীন সমবেদনা, এমন সার্ব্বভৌমিক শোক ভারতে অদৃষ্টপূর্ব্ব। ভারতের অতীত ইতিহাসেও এরূপ ঘটনার উল্লেখ নাই। নব্য ভারতের আধুনিক ইতিহাসে, স্বদেশ-ভক্তের লাঞ্ছনার ইতিহাসে, রাজা ও প্রজার মনোমালিন্যের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে অনেক সমবেদনার কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু তিলকের জন্য ভারতে ভাবের যে অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস দেখিতেছি, তাহার সহিত এ যুগের কোনও ঘটনার তুলনা হয় না। ইতিপূর্ব্বে নব্য-ভারতে সাধারণের শোকাশ্রুর সহিত ভক্তের হৃদয়-রক্ত আর কখনও মিশ্রিত হয় নাই।

তিলক ছয় বৎসরের জন্য মাতৃভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। তাই বোম্বাই প্রদেশের শ্রমজীবি-সম্প্রদায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে,—ছয় দিন আমরা কলে কাজ করিব না। ভারতের শিক্ষিত-সমাজে তথাকথিত নেতার অভাব নাই। কিন্তু আর কখনও কোনও জন-নায়ক নিরক্ষর জনসাধারণের—'অন্যভক্ষ্য-ধনুর্গুণ' শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের হৃদয় অধিকার করিতে পারেন নাই। শিক্ষিত-সমাজে লাঞ্ছিত নেতার জন্য বিলাপ শুনিয়াছি; সংবাদপত্রে সমবেদনার উচ্ছ্বাস দেখিয়াছি; সভায় শোকের পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু জনপ্রিয় নেতার জন্য নিরক্ষর শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ে এমন বিক্ষোভ আর কখনও দেখি নাই। তিলক স্বভাবসিদ্ধ জন-নায়ক; তাঁহার নায়কত্ব সফল, সার্থক; তিনি মহারাষ্ট্রের সর্ব্ববাদিসম্মত নেতা; তিনি মারাঠী জনসাধারণের হৃদয় দেবতা; উন্মত্ত জনসাধারণের এই রক্তদানে তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের প্রচণ্ড তাণ্ডব ও তাহার ফলে রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির সংঘর্ষ, উন্মত্ত কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য জনসাধারণের রক্ত-পাত, সমাজের শান্তি-নাশ, বিধি ও শৃঙ্খলার চির-নির্ব্বাণ কোনও কারণেই প্রার্থনীয় বা সমর্থন-যোগ্য নহে। তাহা সর্ব্বথা শোচনীয়; কিন্তু উপেক্ষণীয় নহে। বোম্বাই প্রদেশের এই শোচনীয় ভীষণ

কাণ্ডে প্রতিপন্ন হইতেছে,—রাজনীতিক সমস্যা ভারতের [illegible]
হইয়াছে; জনসাধারণ বিরাগে অন্ধ ও হতাশায় উন্মত্ত হইয়াছে; অসাধারণ [illegible]
সম্প্রদায়ের মনের অসন্তোষ বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এ অসন্তোষ [illegible]
এত আন্তরিক, এত গভীর যে, ইংরেজ সৈনিকের বন্দুকের [illegible]
বিভীষিকাও তাহা দমন করিতে পারিতেছে না। এত দিন যে ভাব ক্ষুদ্র সম্প্রদায়-
বিশেষে সঞ্চিত হইতেছিল, সেই ভাব সহসা প্রবল বন্যার মত মহাবেগে ভারতের
জনসাধারণ-সমাজ প্লাবিত করিয়াছে। ভারতের এই নূতন ও ভীষণ ভাবান্তর উপেক্ষার
যোগ্য নহে। রাজা ও প্রজা উভয়ের পক্ষেই এই ভীষণ ভাব সাংঘাতিক। ভারতে
নবজীবনের প্রভাতে এ কি প্রলয় সূচনা!

মাতৃভক্ত তিলক প্রজার মনে বিরাগের সৃষ্টি করিয়াছেন, রাজদ্রোহের বিস্তার করিয়াছেন, এই অপরাধে তিনি দ্বীপান্তরিত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য—এই বিরাগের, রাজদ্রোহের মূলোচ্ছেদ। তিলক নির্ব্বাসিত হইয়াছেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্যও বিফল হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, তিলক রাজদ্রোহী নহেন।—তিলক অসন্তোষের, বিরাগের, রাজদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন কি না, তাহার বিচার বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। কিন্তু দেখিতেছি, তিলকের কঠোর দণ্ডে 'হিতে বিপরীত' হইয়াছে। বোম্বাই খণ্ডে সেই আনুমানিক অসন্তোষ, বিরাগ মূর্ত্তিমান হইয়াছে; তাহার ফলে, সংঘর্ষের দাবানলে প্রজার কল্যাণ, রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা ভস্মসাৎ হইতেছে।

সমগ্র ভারতে তিলকের জন্য সহানুভূতি দেখিয়া ইংরেজ ক্রোধে অন্ধ ও আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের স্বতঃসিদ্ধ মন্ত্রী, ভারতবাসীর চিরশত্রু "টাইম্‌স্ অফ ইণ্ডিয়া" কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া এই বিষম দুর্দ্দিনে গরল উদ্গার করিতেছেন। তাঁহার মতে, তিলক ভীষণ অপরাধে, রাজদ্রোহের অভিযোগে, উচ্চ আদালতের বিচারে দণ্ডিত হইয়াছেন; যাহারা সেই অপরাধীর সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে,—তিলকের জন্য শোক-প্রকাশ করিতেছে, তাহারাও গবর্ণমেণ্টের শত্রুগবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণই তাহাদের স্বভাব! গবর্ণমেণ্ট এই নরাধম রাজদ্রোহীদিগকেও উপযুক্ত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করুন।

আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু কিছু বক্তব্য আছে।

"টাইম্‌স্ অফ ইণ্ডিয়ার" সম্পাদক ও এই শ্রেণীর কূপমণ্ডুক সঙ্কীর্ণ-চিত্ত ইংরেজগণের মানব চরিত্র ও মানব মনস্তত্ত্বের সহিত পরিচয় নাই। আইন ও শাসন মানুষকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারে, কিন্তু মানুষের মনের উচ্ছ্বাস দমন করিতে পারে না। আইন ও বিচার তিলককে—পুরুষসিংহকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া আণ্ডামানের বর্ব্বর-নিবাসে—দস্যু, তস্কর ও নরঘাতীর উপনিবেশে নির্ব্বাসিত করিতে পারে, কিন্তু তাঁহাকে দেশবাসীর ভক্তিশ্রদ্ধায় বঞ্চিত করিতে পারে না। যে মহাপুরুষ, যে অসাধারণ মনীষী, যে সর্ব্ব-ত্যাগী স্বদেশভক্ত জন-সেবায় চিরজীবন যাপন করিয়াছেন, যে স্বতঃসিদ্ধ জননায়ক জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় অজ্ঞান জনসাধারণের চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন, যে পুরুষসিংহ পৌরুষ ও চরিত্রবলের উন্নত ও উজ্জ্বল আদর্শে দেশবাসীর হৃদয় উন্নত ও কর্ত্তব্যপথে প্রণোদিত করিয়াছেন, যে উদারচরিত নিঃস্বার্থ নিষ্কাম মাতৃভক্ত দেশের ও দশের জন্য আত্মদান

করিয়াছেন, প্রজাসাধারণ তাঁহাকে হৃদয়-রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারে না। তিনি ইংরেজ-সম্প্রদায়ের চক্ষুঃশূল ও রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন; কিন্তু কোনও রাজদণ্ডই তাঁহাকে প্রজাসাধারণের শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি-লাভে বঞ্চিত করিতে পারে না। দণ্ডে জন-নায়কের গৌরব বর্দ্ধিত হয়। ইহা স্বাভাবিক।

এই জন্য সমগ্র ভারতবাসী তিলকের দণ্ডে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে। ভারতের বাহিরে সুদূর ব্রহ্মেও তিলক-ভক্ত ভারতবাসীর বিলাপধ্বনির প্রতিধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। ইহা রাজদ্রোহের সমর্থন নহে;—মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ। ইংরেজ ভ্রান্ত হইয়াছেন। স্বভাবের নিয়ম, মানব-প্রকৃতির অনুশাসন ইংরেজের বিরাগের ভয়েও অতিক্রম করিবার কোনও উপায় নাই। তিলক গত ত্রিশ বৎসর স্বদেশের সেবা করিয়াছেন। একাদশবর্ষ পূর্ব্বে তিনি রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহার উনিশ বৎসরের সাধনার, প্রাণগত মাতৃভক্তির পুরস্কার,—লাঞ্ছনা, কারাদণ্ড। কারামুক্তির পর মহাপুরুষ তিলক আবার দেশমাতৃকার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভারতে যখন নব-ভাবের ভেরী জীমূতমন্দ্রে বাজিয়া উঠিল, 'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্রের তুমুল রোলে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল, মার মঙ্গল-শঙ্খ স্বর্গ মর্ত্ত্য পূর্ণ করিয়া ভারতবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে ধ্বনিত হইতে লাগিল, তখন তিলক সেই শঙ্খনিনাদে মার আহ্বান শুনিতে পাইলেন। মহারাষ্ট্রের নেতা নব-তন্ত্রের উপাসক হইলেন। সমগ্র ভারতের নব-ভাবের ভক্তগণ ও নায়কগণ তাঁহাকে নেতা বলিয়া বরণ করিলেন। মহারাষ্ট্রে 'স্বদেশী' ও 'বয়কট' বদ্ধমূল হইল,—নব ভাব প্রভাব বিস্তার করিল। তিলকের ভাগ্য-বিবর্ত্তনের সূচনা হইল। তিলক ছয় বৎসরের জন্য তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির ক্রোড় হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। তিলকের সৌভাগ্য, না দুর্ভাগ্য? স্বদেশভক্তের আত্মত্যাগ সৌভাগ্য, না দুর্ভাগ্য?

জাতীয় জীবনে জন-নায়কের লাঞ্ছনা কখনও নিষ্ফল হয় না। লাঞ্ছনায় জন-নায়কের সাধনা সিদ্ধির সন্নিহিত হয়। জন-নায়কের আত্মত্যাগ বা আত্মদান অচিরে অভীষ্ট ফল দান করে।

সমগ্র ভারতে অনন্যসাধারণ তিলকের তুলনা নাই। মাতৃনিষ্ঠ, মনীষী, চিন্তাশীল, অগাধ-বুদ্ধি, বাগ্মী, বাণীর বরপুত্র, ভারত-লক্ষ্মীর ললাট-তিলক,—বালগঙ্গাধর তিলক সমগ্র ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। বিশাল ভারতে এই ত্রিশকোটী মানবের গহন বনে সেই মহাপুরুষের, সেই বিশাল বনস্পতির অভাব পূর্ণ করিবার লোক নাই। অতীত যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিলক পেশোয়ার সিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন। নব-যুগের ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি প্রজাতন্ত্রের নায়ক হইতেন। ইহা কল্পনার স্বপ্ন নহে, স্তাবকের স্তুতি নহে, অতিভক্তির অতিরঞ্জন নহে। মানব-যূথের এমন স্বভাবসিদ্ধ নেতা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে অত্যন্ত বিরল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? তিলক মানব-মনের ঐন্দ্রজালিক; তিলক মানব-বাহিনীর নেতা; জনসাধারণের মনোবৃত্তির নিয়ন্তা! এ যুগে আর কোনও নেতা তিলকের ন্যায় দেশবাসীর হৃদয়ে এমন অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই।

সেই তিলক সহসা মার যজ্ঞমণ্ডপ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। সমগ্র ভারত হাহা-

কারে পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু ভীরু কাপুরুষের ক্রন্দন নিষ্ফল। তিলকের ভক্ত [illegible] "সাধনা" চালিয়া দাও। তিলক গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উজ্জ্বল আদর্শ দেদীপ্যমান। সাধক নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, কিন্তু সাধনা শূন্য হইবার নহে। সেই একনিষ্ঠ ব্রতী নাই, কিন্তু শূন্য আসন নূতন ব্রতীর প্রতীক্ষা করিতেছে। মাতৃভক্ত উপাসক কর্ম্মসূত্রের আকর্ষণে অনিচ্ছায় মার মন্দির ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু বরপুত্র-বিরহাতুরা মমতাময়ী জননী আজ ত্রিশ কোটী সন্তানকে আহ্বান করিতেছেন। এসো তিলক-ভক্ত! এসো মার ভক্ত! সাধনায় মগ্ন হও,—তিলকের অসমাপ্ত ব্রত উদ্‌যাপন কর। যদি তিলকের আদর্শ অক্ষুন্ন থাকে, তিলকের নির্ব্বাসন-দুঃখ সফল, সার্থক হইতে পারে। কর্ম্মযোগী তিলক নিষ্কাম কর্ম্মের উপাসক ছিলেন। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই ভারতবর্ষে তিলকের প্রভাব, তিলকের আদর্শ অক্ষুন্ন থাকিতে পারে।

তিলক বলিয়াছেন,—আমার পক্ষে মহারাষ্ট্র ও আন্দামান—উভয়ই সমান। কে তাহা অস্বীকার করিবে? তিলক নির্ব্বাসিত ও স্বাধীনতায় বঞ্চিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আত্মা নির্ব্বাসিত, স্বাধীনতায় ও স্বাতন্ত্র্যে বঞ্চিত হইতে পারে না। তিলকের আত্মা এই পুণ্যক্ষেত্র আর্য্যাবর্ত্তে বিরাজ করিতেছে।

মনস্বী হেনরী থরো লিখিয়া গিয়াছেন,—কোনও দণ্ডই চিন্তা-শক্তিকে শৃঙ্খলিত, বন্দী করিতে পারে না।—

"I have paid no poll-tax for six years. I was put into a goal once on this account for one night; and as I stood considering the walls of soild stone, two or three feet thick, the door of wood and iron, a foot thick, and the iron grating which strained the light; I could not help being struck with the foolishness of that institution which treated me as if I were mere flesh and blood and bones, to be locked up. I wondered that it should have concluded at length that this was the best use it could put me to, and had never thought to avail itself of my services in some way. I saw that if there was a wall of stone between me and my townsmen, there was a still more difficult one to climb or break through before they could get to be as free as I was. I did not for a moment feel confined; and the walls seemed a great waste of stone and morter. I felt as if I alone of all my townsmen had paid my tax. They plainly did not know how to treat me, but behaved like persons who are underbred. In every threat and in every compliment there was a blunder; for they thought that my chief desire was to stand the other side of that stone wall. I could not but smile to see how industriously they locked the door on my meditations, which followed them out again without let or hindrance, and they were really all that was dangerous. As they could not reach me, they had resolved to punish my body; just as boys, if they cannot come at some person against whom they have a spite, will abuse his dog. I saw that the State, was half-witted, that it was timid as a lone woman with her silver spoons, and that it did not know its friends from its foes, and I * * * * pitied it."

ইহার মর্ম্ম এই,—আমি ছয় বৎসর 'পোল' ট্যাক্স দিই নাই। সে জন্ত আমার ভাগ্যে এক রাত্রি কারাবাস ঘটিয়াছিল। কারাগারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর, সুদৃঢ় দ্বার প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে আমি ভাবিলাম,—যাহারা আমাকে রক্ত-মাংসপিণ্ডমাত্র বিবেচনা করিয়া এই অবরোধের ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহারা কি ভ্রান্ত! ইহারা যে আমার অন্ত কোন উপযোগিতা নাই ভাবিয়াছে, তাহা ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইলাম! আমি দেখিলাম, আমার ও অন্ত নগরবাসীদিগের মধ্যে প্রাচীরমাত্র ব্যবধান। কিন্তু তাহাদিগকে আমার মত স্বাধীন হইতে হইলে, ইহা অপেক্ষাও অধিক দুরারোহ প্রাচীর অতিক্রম করিতে হইবে। আমি যে অবরুদ্ধ, আমার আদৌ তাহা মনে হইল না। আমার বোধ হইল, প্রাচীর-নির্ম্মাণ অপব্যয়মাত্র। আমার মনে হইল, যেন কেবল আমিই কর দিয়াছি। আমার নগরবাসীরা আমার সহিত বর্ব্বরের মত ব্যবহার করিয়াছে। তাহাদের সবই ভুল; তাহারা ভাবিয়াছে যে, প্রাচীরের পর পারে যাইতে পারাই আমার একমাত্র কামনা। তাহারা কত সতর্কতার সহিত আমার চিন্তারোধ করিবার চেষ্টা করিল, তাহা দেখিয়া আমি হাস্যসংবরণ করিতে পারিলাম না। চিন্তার গতি ত রুদ্ধ হইল না। আবার চিন্তাই ত ভয়ের কারণ! বালক যেমন এক জনের উপর ক্রুদ্ধ হইলে নিষ্ফল ক্রোধে শেষে তাহার কুক্কুরকে গালি দেয়, তাহারা তেমনই আমাকে না পাইয়া আমার দেহকে লাঞ্ছিত করিতে লাগিল। আমি দেখিলাম, 'ষ্টেট' স্ত্রীলোকের মত নির্ব্বোধ ও ভীরু,—তাহাদের শত্রুমিত্র জ্ঞান নাই। তাহাদের প্রতি * * আমার করুণার উদ্রেক হইল।"

মনস্বী বন্দীর পক্ষে এইরূপ চিন্তাই স্বাভাবিক, তাই তিলক বিহ্বল হন নাই। সুতরাং তিলকের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ভারতবাসীর বিহ্বল হইবার কারণ নাই।

নির্ব্বাসিত তিলক।

ভারতের রাজনীতির জটিলজালে জড়িত হইয়া শ্রীযুত বালগঙ্গাধর তিলক আজ নির্ব্বাসিত। তিলকের মত অগাধ পণ্ডিত, কুশাগ্রবুদ্ধি, জননায়ক বর্ত্তমান ভারতে আর নাই। মনে পড়িতেছে, বহুদিন পূর্ব্বে ভারতের ও ভারতবাসীর সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষার অন্তরায় 'পাইওনীয়র' একদিন বলিয়াছিলেন,—তিলকের মত লোক যে রাজনীতিতে আকৃষ্ট হইয়াছেন, ইহা দেশের ও লোকের দুর্ভাগ্য। যে প্রতিভা মেরুর তুষারস্তূপ ভেদ করিয়া আর্য্যদিগের আদিম আবাসের আবিষ্কার করিয়াছিল—সে প্রতিভা এখন আর প্রয়োগের অবকাশ পাইবে না; যিনি নব্য ভারতের জননায়ক ছিলেন, তিনি এখন দস্যু-তস্করের সহিত কারাগারে বন্দী। ইহা অদৃষ্টের উপহাস, সন্দেহ নাই। তিলকের নির্ব্বাসনদণ্ডের কথায় সহযোগী "অমৃতবাজার" বলেন, ইহাও অদৃষ্টের উপহাস যে, যে পার্শী সম্প্রদায় স্বদেশে লাঞ্ছিত ও স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ভারতে হিন্দুদিগের নিকট আশ্রয় পাইয়াছিল, সেই পার্শী সম্প্রদায়ের এক জন—বিচারক দাবার আজ হিন্দু স্বদেশ-সেবককে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। কিন্তু তিলকের নির্ব্বাসনই অদৃষ্টের মর্ম্মভেদী উপহাস। যে দেশের জন্ত অসাধারণ মনীষীর অধীশ্বর তিলক স্বেচ্ছায় পার্থিব সম্পদের আশা ত্যাগ করিয়া দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে দেশের জন্ত তিনি বহু বন্ধুর বন্ধুত্ব হারাইয়াছিলেন, যে দেশের জন্ত তিনি বহুপ্রকারে লাঞ্ছিত হইয়া-

ছিলেন, যে দেশ তাঁহার জননী, সাধনা,—স্বর্গ, আজ তিনি সেই দেশ হইতে নির্ব্বাসিত। তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের শেষভাগ তাঁহার স্বদেশে যাপিত হইল না। [illegible] তাঁহার স্বদেশে পঞ্চভূতে মিশিবে কি না, তাহা কে বলিবে? ইহাই অদৃষ্টের কঠোর উপহাস। তাঁহার আপনার সান্ত্বনার অভাব নাই। তাঁহার এ লাঞ্ছনা তাঁহার স্বদেশ-সেবার ফল। তাঁহাকে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বিচারক যখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাঁহার বলিবার আর কি আছে? তখন তিলক বলিলেন, নিয়তিচক্রের আবর্ত্তন মানবের ক্ষমতাধীন নহে; হয় ত মানবের অদৃষ্ট-নিয়ন্তা বুঝিয়াছেন, যে কার্য্যে তাঁহার জীবন উৎসৃষ্ট, তাঁহার লাঞ্ছনাতেই সে কর্ম্মের সিদ্ধি হইবে।" তিনি পূর্ব্বেও বলিয়াছিলেন, তাঁহার বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়াছে, তাঁহার আপনার জন্য আর ভাবনা কি? যাঁহার এইরূপ অটল বিশ্বাস, তাঁহার আবার সান্ত্বনার অভাব কি? কিন্তু তাঁহার দেশবাসী আজ কোন্ সান্ত্বনায় শান্তি-লাভ করিবে? * *

কন্‌গ্রেসের সহিত তিলকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। দাক্ষিণাত্যের কন্‌গ্রেস কমিটির সম্পাদকরূপে তিনি প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বোম্বাই অঞ্চলে তিনি প্রাদেশিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মুসলমানে বিরোধ বাধিয়া উঠে। তিলক নিঃসঙ্কোচে বলেন যে, এ বিরোধ কোনও কোনও রাজপুরুষের দোষে ঘটিয়াছে—ইহা লর্ড ডফরিণ প্রবর্ত্তিত ভেদনীতির ফল। এই নির্দ্দেশ করিয়া তিনি রাজপুরুষগণের বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু কর্ম্মবীর ভীত হন নাই। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পুণা কন্‌গ্রেসের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। তিনি অক্লান্ত শ্রমে কর্ম্ম করেন। কিন্তু সমাজ-সংস্কারসমিতির সহিত তাঁহার সহানুভূতি ছিল না; বিশেষতঃ তিনি রাজনীতির সহিত সমাজসংস্কার জড়িত করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন দুর্ব্বল করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। সেই মতভেদের ফলে তিনি সম্পাদকের পদত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহার শত্রু মিত্র সকলেই স্বীকার করেন, তাঁহার চেষ্টা ব্যতীত পুণা কন্‌গ্রেসের বিরাট যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইত না। কন্‌গ্রেসকে উদ্‌ভ্রান্ত দেখিয়া তিনি তাহার সংস্কার-চেষ্টায় চেষ্টিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা কন্‌গ্রেসে তিনিই নব্যদলের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। শেষে সুরাটে তিনি যে দৃশ্য দেখাইয়াছিলেন, তাহা নব্যভারতের ইতিহাসে নূতন। ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের নির্ব্বাচন লইয়া মণ্ডপে বিষম কোলাহল—সংক্ষুব্ধজনতা ঝঞ্ঝা বিতাড়িত সমুদ্রের মত উদ্বেলিত—বিপক্ষ পক্ষ গুণ্ডাঘাতকের সহায়তায় জয়লাভ-প্রয়াসী। তথাপি তিলক কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইলেন না। তিনি অন্যায় ও অনাচারের প্রতিবাদ করিতে উঠিলেন। স্বপক্ষের জয়োল্লাসে ও বিপক্ষের কোলাহলে মণ্ডপ পূর্ণ হইল। ক্রমে বিবাদ বাধিয়া উঠিল; কোনও পামর তিলকের দেহ লক্ষ্য করিয়া পাদুকা নিক্ষেপ করিল—সে পাদুকা তাঁহার বিপক্ষদলের দুই জন নেতার অঙ্গে আঘাত করিল; মেটাপ্রমুখ "নেতৃবৃন্দ" রণবার চঞ্চল অঞ্চল ধারণ করিয়া পশ্চাতের দ্বারপথে পলায়নপর হইলেন; তিলক স্থির—ধীর—গম্ভীর—কর্ত্তব্যরত। সেদিন বিজয়ী বীর কন্‌গ্রেস-মণ্ডপ হইতে অনাচারকে নির্ব্বাসিত করেন—কন্‌গ্রেসকে দেশবাসীর মতের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। সে কার্য্য নিষ্ফল হইবে না।

এবার জুরীর প্রতি তিলকের অভিভাষণের কথায় কোনও সংবাদপত্রের সংবাদদাতা বলিয়াছেন—শুনিতে শুনিতে মনে হইতেছিল, যেন তিলক দেশকালপাত্র ভুলিয়াছেন—

তিনি ভাবিতেছেন,—তিনি ইতিহাস গঠিত করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে নব্যভারতের ইতিহাস-সংগঠনে তিলকের কৃত কর্ম্ম কাহারও অবিদিত নাই।

তিলক আজ নির্ব্বাসিত—কিন্তু তিনি স্বদেশবাসীর ললাটে যে আত্মত্যাগের ও স্বদেশপ্রেমের সমুজ্জ্বল তিলক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, কেহ তাহা মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না;—তাহার দীপ্তি ভারতের অমানিশার অন্ধকারেও উজ্জ্বল আলোক বিতরণ করিবে—উদ্‌ভ্রান্ত পথিককে প্রকৃত পথের নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। তাহাতেই তাঁহার সাধনার সিদ্ধি, তাহাতেই তাঁহার কৃত কর্ম্মের সাফল্য! "বসুমতী"—১৭ই শ্রাবণ।

তিলকের বিচার।

মহারাষ্ট্রের পুরুষসিংহ তিলক ছয় বর্ষের জন্য মায়ের ক্রোড় হইতে নির্ব্বাসিত। তাঁহার বিয়োগে আজ সমগ্র দাক্ষিণাত্য ভূমি—কেবল দাক্ষিণাত্য কেন—সমগ্র ভারতভূমি মুহ্যমান। মনে হইতেছে—যেন আজ ভারতের আকাশ হইতে লোকচক্ষু খসিয়া পড়িয়াছে —ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার যেন আসমুদ্র ভারতকে আবরিয়া ফেলিয়াছে। দরিদ্র কৃষকের পর্ণ-কুটীরেও আজ সেই মনস্বী মহারাষ্ট্রীয় জননায়কের কথা লইয়া তোলাপাড়া চলিতেছে, —মধ্যবিত্ত লোকের চণ্ডী-মণ্ডপে সেই নির্ভীক মহারাষ্ট্রীয় বীরের বিচার-কথার আলোচনা হইতেছে,—ঐশ্বর্য্যশালী ধনকুবেরের সুরম্য হর্ম্ম্যে সেই আত্মত্যাগী মাতৃভক্তের নিষ্কাম স্বদেশহিতৈষণার কথা লইয়া বাদবিতণ্ডা বাধিতেছে,—সর্ব্বত্রই ইংরেজী আদালতের বিচারপদ্ধতি সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়া দাড়াইয়াছে। ধন্য তিলক, যাঁহার জন্য হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত সমবেদনার তপ্ত শ্বাস বহিতেছে,—ধন্য মাতৃমন্ত্রের মহান্ সাধক,—যাঁহার সাধনা-বিড়ম্বনায় বিশাল ভারত আকুল হইয়া পড়িয়াছে, —ধন্য নির্ভীক কর্ম্মবীর,—যাঁহার তেজস্বিতার শত্রু মিত্র সকলের মুখেই প্রশংসার উচ্চধ্বনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাজনীতিক্ষেত্রে সকলেই অবশ্য তিলকের সহিত একমত নহেন,—কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেই মতবৈষম্য যেন কোথায় লুকাইয়া পড়িয়াছে—এখন কেবল ভারতের এই বিশাল প্রান্তর কান্তার কাঁপাইয়া মর্ম্মবেদনার তপ্ত শ্বাস যেন অবিরাম বহিয়া যাইতেছে। সকলেরই মুখে একই কথা,—তিলকের মোকদ্দমার কি সুবিচার হইয়াছে?

পার্শী জজ ও ইংরেজ জুরীর বিচারে,—মাতৃভক্ত তিলক দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য,—এই অভিযোগের প্রয়োজন কি ছিল? এই অভিযোগ উপস্থিত না করিলে কাহারও কি ক্ষতি ঘটিত? আংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় ইহার উত্তরে বলেন, তিলক যে ভাবে রাজদ্রোহ প্রচার করিতেছিলেন,—যে ভাবে দেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত করিতেছিলেন,—তাহাতে তাঁহাকে শাস্তি না দিলে, দেশে অশান্তি জন্মিত,—দেশের বিস্তর ক্ষতি হইত। দুর্ভাগ্যক্রমে বিচারকালে এ সম্বন্ধে কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণই উপস্থিত করা হয় নাই! বহু সম্ভ্রান্ত স্বাধীনচেতা মহারাষ্ট্রীয় ভদ্র লোক কেসরীর মূল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—সাক্ষিমুখে সেসম্বন্ধে কোনও প্রমাণ আদালতে আদৌ উপস্থিত করা হয় নাই। সুতরাং আংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের এই সিদ্ধান্ত দেশীয় জনসাধারণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইবে

কেন? যে সকল ইংরেজ এই কথা বলিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেই বা কয় জন মহারাষ্ট্রীয় ভাষা বুঝিতে সমর্থ?

আমাদের দ্বিতীয় কথা,—তিলককে একেবারে সরাসরি আদালতে অভিযুক্ত না করিয়া যদি তাঁহাকে একবার সাবধান করিয়া দেওয়া হইত,—তাহা হইলে কোনও ক্ষতি ছিল না। বিশেষতঃ তিলকের নির্ব্বাসন-দণ্ডে মহারাষ্ট্র খণ্ডে যে চাঞ্চল্য জন্মিয়াছে,—তাহাতে কি ইহাই প্রমাণিত হইতেছে না যে, এ মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট বিষম ভুল করিয়াছেন? মূল প্রবন্ধে কি ছিল,—আদালতে তাহার বিচার করা হয় নাই—উহার অনুবাদ লইয়াই বিচার চলিয়াছিল। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, অভিযুক্ত প্রবন্ধ কয়টী পাঠে লোকের মনে রাজবিদ্বেষ ও জাতিবিদ্বেষ জন্মিতে পারে,—জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেও কি এই মোকদ্দমা না করিলেই ভাল ছিল না? যদি কার্য্যক্ষেত্রে দুইটী অমঙ্গল ঘটনার মধ্যে একটী না একটীর সংঘটন অপরিহার্য্য হইয়া উঠে,—তাহা হইলে, যেটী অধিকতর অমঙ্গলজনক, তাহারই পরিহারকল্পে যত্নশীল হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে কি? আজ তিলকের নির্ব্বাসনে সমগ্র মহারাষ্ট্রীয় সমাজে যে বিক্ষোভ উপস্থিত,—তাহাতে ত বুঝা যাইতেছে, যে, এই মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট অবিমৃষ্যকারিতারই পরিচয় দিয়াছেন। কেসরীর লিখিত প্রবন্ধে এরূপ অসন্তোষের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। যদি কেসরীর প্রবন্ধে গবর্ণমেণ্ট অনিষ্টপাতের আশঙ্কাই করিয়াছিলেন, তাহা হইলে তিলক মহাশয়কে ডাকাইয়া, বোম্বাই লাট সে কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেই পারিতেন। কিন্তু কোনও কল্পিত অমঙ্গল নিবারণ করিতে গিয়া এরূপ প্রকৃত অশান্তি সৃষ্টি করা কি যুক্তিসঙ্গত? আজ উদরের জ্বালায়, প্রবল রাজশক্তির তাড়নায়, মারাঠী মজুরের দল কর্ম্মে মন দিয়াছে বটে,—কিন্তু তাহাদের মনের জ্বালা নির্ব্বাপিত হইয়াছে,—না, আত্মীয় স্বজনের প্রাণনাশে সে জ্বালা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে? আমাদের বিবেচনায় এই মোকদ্দমায় আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই ভুল। বোম্বাই রাজপুরুষেরা নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় সেই ভুল করিয়া বসিয়াছেন।

বোম্বাই সহরেই তিলক মহাশয় ধৃত হন। বোম্বাই সহরেই তাঁহার বিচার হয়। এস্থলেও রাজপুরুষগণ আপনাদের দূরদর্শিতার অভাবেরই পরিচয় দিয়াছেন। বোম্বাই সহর প্রায় এক লক্ষ মহারাষ্ট্রীয় মজুরের কর্ম্মক্ষেত্র। তিলক তাহাদের আরাধ্য দেবতা। বহুদিন ধরিয়া মহারাষ্ট্রবাসীরা 'তিলক মহারাজ'কে গুরু বলিয়া মান্য করিয়া, দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি করিয়া আসিতেছে। সেই তিলক মহারাজ হঠাৎ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ও বন্দী,—এই সংবাদে সেই জনতা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে। * *

পুণা সহরে যদি তিলক মহাশয়ের বিচার হইত, তাহা হইলে তথায় মহারাষ্ট্রীয়-ভাষাভাষী জুরীর অভাব হইত না। পুণার দায়রা-জজও মারাঠী ভাষা জানিতেন। সুতরাং পুণায় বিচারের ব্যবস্থা করিলে মূল প্রবন্ধের উপরই বিচার হইত। অন্ততঃ কেহ এ বিষয়ে কোনও দোষ ধরিতে পারিত না, আর এরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামাও হইত না। তবে সম্ভবতঃ তিলক অব্যাহতি পাইতেন, অনেকেরই ইহা বিশ্বাস।

ইংরেজ ব্যবহারবিৎ সার জেমস্‌ফিট্‌জেম্‌স্ ষ্টীফেন বলেন,—ফৌজদারী দণ্ডবিধির

দ্বিবিধ উদ্দেশ্য। প্রথম উদ্দেশ্য,—দণ্ডভয়ে জনসাধারণকে অপরাধজনক কার্য্য হইতে বিরত করা; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য,—বৈধভাবে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায়বিধান করিয়া দেওয়া। প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই বলিয়াই মনে হয়;—কারণ, মহারাষ্ট্রীয় জনতা তিলকের এই দণ্ডে কিছুমাত্র ভীত হয় নাই। বরং অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া গুরুতর অপরাধ করিয়াছে। তবে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হইয়াছে কি না, তাহা তাঁহারাই জানেন। ইদানীন্তন সুসভ্য গবমেণ্ট বলেন, প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থের জন্য দণ্ডবিধির সৃষ্টি নহে,—সমাজের হিতসাধনের জন্যই দণ্ডবিধির প্রয়োজন। তিলককে দ্বীপান্তরে পাঠাইয়া সমাজের কোনও মঙ্গল ঘটিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। বরং এই ব্যাপারে তাঁহার ও তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের কথা সর্ব্বত্রই আলোচিত হইতেছে। যদি গবমেণ্টের কথা সত্য বলিয়াই মানিয়া লওয়া যায় যে, তিলক মহারাষ্ট্রীয় সমাজে ঐ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া অপরাধ করিয়াছেন,—তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, গবমেণ্ট সমগ্র ভারতবাসীর নিকট সেই প্রবন্ধের বিকৃত অনুবাদ প্রকাশ করিয়া অধিকতর অপরাধী হইয়াছেন।

গত ২৭শে জুলাই তারিখে প্রয়াগের "পাইওনীয়র" বিদ্বেষদগ্ধা "মনদিনী"র মত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছেন,—তিলকের দেশের জজই তিলকের বিচার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। নির্লজ্জের মত এরূপ উক্তি পাইওনীয়রের মুখেই শোভা পায়। স্বর্গীয় বিবেকানন্দ স্বামী বলিয়াছেন,—হাজার বৎসর ভারতের নুন খাইয়াও পার্শী ভারতবাসী হইতে পারে নাই। জিজ্ঞাসা করি, স্বদেশী হইলেই কি সব সময় সকল অবস্থার লোক স্বদেশীয় লোকের প্রতি সুবিচার করিতে পায়? পাইওনীয়রের স্বদেশে,—স্বাধীন ইংলণ্ডে রাজদ্রোহের মোকদ্দমায় কি ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিচার-বিভ্রাট কখনও ঘটে নাই? পাইওনীয়র কি এতই মূর্খ যে, এলগার্ণন সিড্‌নীর বিচার-কাণ্ডটাও জানেন না? যদি স্বদেশবাসীর দ্বারা সব সময় ঠিক সুবিচারই হয়, তাহা হইলে বিলাতে রাজা বা রাজকর্ম্মচারীদিগের হস্তে জজদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিবার ব্যবস্থা নাই কেন? তথায় এক জন জজকে কর্ম্মচ্যুত করিতে হইলে পার্লামেণ্টের লর্ড ও কমন্স উভয় সভার অধিকাংশ সভ্যের মত লইতে হয় কেন? কি কারণে বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য ইংলণ্ডে এত বজ্রবন্ধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে,—তাহাও কি পাইওনীয়রের জানা নাই? বিচারপতি ফ্লেচার ত ক্লার্ক সাহেবের স্বদেশী,—পাইয়োনীয়র-সম্পাদকেরও স্বদেশী; তবে শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীকে ডিক্রী দিয়াছেন, বলিয়া তাঁহার উপর কতকগুলি এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের এত আক্রোশ কেন? বিচারপতি দাবার অবশ্য যাহা ভাল বুঝিয়াছেন,—তাহাই করিয়াছেন; তিনি জানিয়া শুনিয়া অবিচার করিয়াছেন, এ কথা কেহ বলে না। কিন্তু তিনি ত আর অভ্রান্ত নহেন। বিশেষতঃ তিনি মারাঠী ভাষা ভাল জানেন না,—এ স্থলে তাঁহার ভ্রম হওয়াই স্বাভাবিক। সে জন্য বিষোদ্গার পাইওনীয়রেরই শোভা পায়। ফল কথা, তিলকের এই বিচার-কাণ্ডে জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। তিলকের ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হঠাৎ রাজদ্রোহ করিবেন, রাজা প্রজার বিদ্বেষবহ্নি জ্বালাইয়া দেশকে ছারখারে দিতে বসিবেন,—বিশেষ প্রমাণ না পাইলে যেন সে কথা বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হয় না। তাঁহার

ন্যায় দেশমান্য স্বদেশভক্ত জন-নায়কের বিচারকাণ্ডে [illegible] করা উচিত ছিল। বিচারকার্য্যে কোনরূপ ত্রুটী থাকিলে লোকের মনে নানা [illegible] উদয় হইতে পারে। কতকগুলি বিচার্য্য বিষয় শেষে তিনি [illegible] করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সে অবসর দেওয়া উচিত ছিল। এই বিচার-ব্যাপারের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনেক ত্রুটী রহিয়াছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত। তিনি রাজভক্ত কি রাজদ্রোহী, আমরা তাহা বুঝিবার অবসর পাইলাম না;—এই বিচার-কাণ্ডে সে সন্দেহের নিরসন হইল না। ইচ্ছা করিলে শাসকসম্প্রদায় এখনও সে সন্দেহের ভঞ্জন করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা করিবেন কি? "বসুমতী" ২৩শে শ্রাবণ।

অমিত্র-সম্প্রদায়ের মতামত।

বোম্বাই অঞ্চলের যে সকল দেশীয় পত্রের সম্পাদকের সহিত শ্রীযুক্ত বাল-গঙ্গাধর তিলকের সামাজিক ও রাজনীতিক বিষয়ে গুরুতর মতভেদ হেতু মিত্রতার একান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হয়, তিলককে অপদস্থ করিবার সুবিধা যাঁহারা সহজে পরিত্যাগ করেন না, এবং তিলক মহাশয়ও বাক্যবাণে যাঁহাদিগকে সর্ব্বদা জর্জ্জরিত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, সেই সকল দেশীয় সংবাদপত্রে তিলক মহাশয়ের নির্ব্বাসন দণ্ড উপলক্ষে যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই "অমিত্র-সম্প্রদায়ের মতামত" নামে এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।—

ইন্দু-প্রকাশ;—বোম্বাই।

শ্রীযুক্ত তিলকের অনুপম ধৈর্য্য, অসামান্য দৃঢ়তা ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা যখন তাঁহার ভয়ঙ্কর শত্রুর মনেও তাঁহার সম্বন্ধে শ্রদ্ধার উৎপাদন করিতে সমর্থ, তখন যাঁহারা তাঁহার দেশ-বন্ধু ও স্বদেশ-বৎসল, তাঁহাদের কথা বলাই বাহুল্য। শ্রীযুক্ত তিলক কেবল রাজনীতিক আন্দোলনের জন্যই দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। বেদাদি গ্রন্থের অধ্যয়ন, জ্যোতির্গণিতাদি শাস্ত্রে ও আইনে অভিজ্ঞতা প্রভৃতির জন্যও তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত গুণ তাঁহাতে একীভূত হওয়ায় "অধিকস্যাধিকং ফলং" এই ন্যায়ানুসারে তাঁহার যশোগৌরব অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র নিষ্কলঙ্ক বলিয়াও তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা একটি বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষীয় রাজনীতিক আন্দোলন-ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত তিলক একাকীই একটি শক্তিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। * * * শ্রীরামচন্দ্র যখন বনে গমন করেন, তখন অযোধ্যা নগরী যেরূপ মরুবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল, পাণ্ডবেরা বনে গমন করিলে হস্তিনাপুরীর নাগরিকদিগের মুখে যেরূপ প্রেতবৎ ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, আজ বোম্বাই নগরীর সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত তিলকের দণ্ডের কথা শুনিয়া প্রত্যেক নগরবাসীর হৃদয়ে গুরুতর বেদনার সঞ্চার হইয়াছে। প্রত্যেকের মুখে শোকোচ্ছ্বাস পরিস্ফুট হইতেছে। তিলকের বিরহে, পরিবারের মধ্যস্থিত সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জনের অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া বোম্বাইবাসীর মনে হইতেছে, তাহাদের হৃদয় বজ্রাঘাতে বিদীর্ণবৎ হইয়া গিয়াছে। বোম্বায়ের দৃশ্য দেখিয়া মনে হইতেছে যে, শ্রীযুক্ত তিলকের নির্ব্বাসনকে জাতীয় বিপত্তি বলিয়া সকলেই মনে করিতেছে।

জ্ঞান-প্রকাশ ;—পুণা।

কেসরীর মোকদ্দমার বিচারফল শুনিয়া যাহার হৃদয়ে বিদ্যুদ্বেগের সঞ্চারের ন্যায় দুঃখোদ্বেগের তীব্র আঘাত অনুভূত না হইবে, এমন একজনও মানুষ মহারাষ্ট্র-দেশে পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। যিনি যে মতাবলম্বী বা পন্থাবলম্বী হউন না কেন, গুণবানের গুণ-গ্রহণে তাঁহার কদাপি ঔদাস্যপ্রকাশ কর্ত্তব্য নহে। পর-লোকগত বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে যখন নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন, তখন শুদ্ধ সমগ্র মহারাষ্ট্রের নহে, সমগ্র ভারতীয় জনসমাজের হৃদয় শোকের যেরূপ ঘন আবরণে আবৃত হইয়াছিল, তিলকের নির্ব্বাসনদণ্ড সেইরূপ অথবা তদপেক্ষাও অধিকতর শোকের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। এই বয়সে তিলকের ন্যায় বুদ্ধিমান, দৃঢ়চিত্ত ও অসাধারণ সাহসী পুরুষের সেবা হইতে দেশ বঞ্চিত হইল, ইহা পরম দুঃখের বিষয়। শ্রীযুত তিলক ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হওয়ায় মহারাষ্ট্র রাষ্ট্রের নেতৃসমাজে যে অভাব ঘটিল, তাহা তিনি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত কেহ পূর্ণ করিতে পারিবে বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। * * * The country you profess to love এই কথাগুলি উচ্চারণ করিবার সময় বিচারপতির হৃদয়ে কোন্ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারিলাম না। দশ পাঁচ মিনিট পরে যাঁহাকে জন্মভূমির ক্রোড় হইতে নির্ব্বাসিত করা হইবে, তাঁহার প্রতি ধর্ম্মাধিকরণের উচ্চ সুখাসনে উপবেশন করিয়া এরূপ শ্লেষপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করিবার লোভ যদি তিনি সংবরণ করিতে পারিতেন, তাঁহা হইলে তাঁহার মহত্ত্বের-লাঘব হইত না। তিনি স্বয়ং যে ক্ষত করিয়াছিলেন, তাহাতে এরূপে স্বহস্তে গরল-প্রক্ষেপ করিবার কোনই প্রয়োজনই ছিল না। * * শ্রীযুক্ত তিলক তাঁহার কেসরীর প্রবন্ধে 'দেশের দুর্দ্দৈব' বলিয়া যে শিরোনাম দিয়াছিলেন, দেখিতেছি, তিলকের নির্ব্বাসনে তাহাই সত্য হইল। তিলক মহাশয়ের শেষ উক্তির ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেক অবস্থায় পতিত হইয়া যে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা লাভ করা যাইতে পারে, তাহা লাভ করা এবং অসীম সাহসে ও অকম্পিতপদে লক্ষ্য-পথে অগ্রসর হওয়াই জাতীয় মঙ্গলের নিদান।

গুজরাথী পঞ্চ ;—আহমেদাবাদ।

প্রথমে যখন তিলক মহাশয়ের গ্রেপ্তারের সংবাদ আমাদের কর্ণগোচর হয়, তখন সে সংবাদে বিশ্বাস করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় নাই। কারণ সার জর্জ ক্লার্কের আমলে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এমন অবিবেচনার কার্য্য করিবেন বলিয়া বিশ্বাস করা সহজ ছিল না। আমাদের বিশ্বাস, কিছু দিন পরে তাঁহারা নিজেই বুঝিতে পারিবেন যে,—তিলকের নামে মোকদ্দমা করিয়া রাজপুরুষেরা যে কেবল অবিবেচনারই পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা নহে, তাঁহারা ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক ভ্রমও সংসাধন করিয়াছেন। তিলকের সকল মতের সহিত আমাদের ঐক্য ছিল না। বিগত সুরাটের কংগ্রেসভঙ্গ-ব্যাপারে আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তিলকের কার্য্যের নিন্দা করিয়াছিলাম। তথাপি তিলকের দণ্ডের সংবাদ আমাদিগের হৃদয়ে বজ্রাঘাতের ন্যায় আসিয়া পড়িয়াছে। সে আঘাতে

আমাদের লেখনী অচল হইয়াছিল। আমরা স্বয় দেখিয়াছি, কি [illegible] বিষয়ে আমাদের মনে সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও [illegible] নেতাদিগের মধ্যে এক জনের ভাগ্যে এইরূপ বিপত্তি ঘটিল, ভাবিয়া আমাদের হৃদয় শোকাভিভূত হওয়ায় আমাদের লেখনীর গতি কুণ্ঠিত হইয়াছিল। দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যই তিনি (হাইকোর্টে) এক প্রকার উচ্চ অঙ্গের সংগ্রাম করিয়াছেন। এই মোকদ্দমায় তিলকের ব্যবহার ও তাঁহার শেষ উক্তির স্মৃতি এ দেশে ভারতবাসীর হৃদয় হইতে কখনই বিলুপ্ত হইবে না। হাইকোর্টে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার শত্রুদিগকেও বিস্ময় প্রকাশ করিতে হইয়াছে। তিলক যে কার্য্যের জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাহা সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পরিশেষে উহার জয় হইবে। বিচারের শেষ দিনে বোম্বাই হাইকোর্টে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সামান্য নহে। সে গুলি উৎকৃষ্ট চিত্রকরের চিত্রপটের বিষয়ীভূত হইবার যোগ্য; অথবা চিত্রেরই বা প্রয়োজন কি? সে সময়কার দৃশ্যের চিত্র প্রত্যেক ভারতীয়ের হৃদয়ক্ষেত্রে এরূপ স্থায়িভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে, মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহা বিলুপ্ত হইবে না। তিলকের শেষ উক্তিটি তাঁহার শ্রেষ্ঠতার অনুরূপ ও সময়ের উপযোগী হইয়াছিল। এবং তাহা হইতে সেই মহাপুরুষের মহানুভবতা ও অপূর্ব্ব দৃঢ়তার সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপরিমিত ধৈর্য্য ও তেজস্বিতায় দীপ্ত মুখকান্তি, উজ্জ্বল নেত্র, ও বজ্র-নির্ঘোষবৎ গম্ভীর ধ্বনি-সহকারে তিনি যে শেষ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয় যে, তাঁহাকে ছয় বৎসরের জন্য নির্ব্বাসিত করিয়া যে জীবন্ত অবস্থায় সমাধি দান করা হইয়াছে, সেই জীবন্ত সমাধি হইতেই যেন তিনি আপনার শেষ বক্তব্য তাঁহার স্বদেশ-বান্ধবদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

সুবোধ-পত্রিকা;—বোম্বাই।

তিনাভেলির রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে যেরূপ বর্ব্বর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে, তিলকের দণ্ডও সেইরূপ বর্ব্বর হইয়াছে, এ কথা বলিতে আমরা বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত নহি। তিলকের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে যে মতভেদ ছিল, তাহার তীব্রতা তাঁহার বর্ত্তমান বিপদ অপেক্ষাও হয় ত অধিক ছিল; তথাপি অদ্য তিনি আমাদের মানস-নেত্রে এই প্রাচীন দেশের উন্নতিকামী জাতির অকপট উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। (তাহার পর বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের দমননীতির নিন্দা করিয়া পত্রিকা-সম্পাদক বলিতেছেন) রাজপুরুষদিগের পক্ষ হইতে আইন অনুসারে কার্য্য করিবার প্রকাশ্য চেষ্টা-সত্ত্বেও উহার পশ্চাতে একটা অন্যায় বা পক্ষপাত অর্দ্ধ-লুক্কায়িত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, তাহা দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। তিলকের প্রতি অতি কঠোর দণ্ড বিহিত হইয়াছে। তাহার ন্যায় নিঃসন্দেহ নির্ম্মল-চরিত্র, অসাধারণ প্রতিভাশালী, সুবিদ্বান্, অসামান্য দেশভক্তের প্রতি এই বৃদ্ধ বয়সে ছয় বৎসরের জন্য নির্ব্বাসন ও এক সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ডের বিধান করিয়াও ন্যায়াসনে উপবিষ্ট জজ-সাহেবের মনে সন্তোষ জন্মে নাই। তিনি অনেক মর্ম্মভেদী বাক্য উচ্চারণ করিয়া হৃদয়-স্থিত কালকূট উদ্গিরণ করিয়াছেন। দণ্ডঘোষণা কালে তিনি অকারণে আসামীর

[illegible] করিয়াছিলেন। বিচারপতি ডাওয়ারের লঘু ও গুরুদণ্ড-
বিচার [illegible] মধুমেহ (বহুমূত্র)
রোগে [illegible] বশীভূত হইয়াছে, তাঁহার প্রতি
[illegible] বলিয়া তাঁহার ধারণা। আমাদের
[illegible] পরাকাষ্ঠা। তিলকের প্রতি ছয়
বৎসরের [illegible] ও যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে
বলিয়া যিনি মনে করেন, তিনি নিশ্চিতই [illegible] কলুষিতচিত্ত ও কোমলবৃত্তিপরিশূন্য।
[illegible] হইবে জানিয়া যিনি ক্রমাগত ৩।৪ দিন আপনার নির্দ্দোষতা প্রতিপন্ন করি-বার চেষ্টা করিতেছিলেন, নিজের নির্দ্দোষতা সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাঁহার প্রতি ছয় বৎসরের নির্বাসন দণ্ড প্রচার করা তাঁহার ভূতপূর্ব্ব পক্ষ-সমর্থকের নিকট দয়ার পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত হওয়া বিস্ময়কর,—অবস্থা-বৈগুণ্যেরই পরি-চায়ক। যিনি পূর্ব্বে ব্যারিষ্টারি করিবার সময় ১৮৯৭ সালে শ্রীযুক্ত তিলককে রাজ-দ্রোহের অপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, আজ পদো-ন্নতি হইবামাত্র তাঁহার এরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিল যে, তিনি সেই তিলককে, তাঁহার ভূতপূর্ব্ব মক্কেলকে ছয় বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর-বাসের আদেশ দিয়াও উহাকে দয়ার পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করিতেছেন! কিন্তু যে "বোম্বাই গেজেট"-সম্পাদক তিলকের এই বিপদে উল্লাসে অধীর হইয়াছেন, এবং কাল-সম্পাদকের লঘু দণ্ড হইয়াছে বলিয়া যিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার মতেও, তিলকের দণ্ড পর্য্যাপ্তই হইয়াছে। অথচ বিচারপতি ডাওয়ার ভাবিতেছেন যে, তিনি তিলকের প্রতি দয়া করিয়াছেন। দণ্ডদানকালে বিচারপতি ডাওয়ার যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কঠোর হৃদয়ের নিদর্শনরূপে ব্যবহার শাস্ত্রের ইতিহাসে চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে। শ্রীযুক্ত তিলকের সহিত নানা বিষয়ে আমাদের মতের বিরোধ ছিল। কেসরীর জন্মকাল হইতে এ পর্য্যন্ত ২৮ বৎসর তিলকের সহিত আমাদের মসীযুদ্ধ হইয়াছে। তথাপি কেহ ক[illegible]ও তাঁহার দেশভক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে নাই। কিন্তু সে দিন বিচারপতি [illegible]ার তিলকের দেশভক্তি সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়া অপূর্ব্ব মহত্ব দেখাইয়াছেন! আ[illegible]গের বিশ্বাস, বিচারপতির প্রদত্ত দণ্ড অপেক্ষা তাঁহার ঐরূপ সন্দেহ প্রকাশই শ্রীযুক্ত তিলককে বজ্রাঘাতবৎ বেদনা প্রদান করিয়াছে।

সুধারক ;—পুণা।

যে মোকদ্দমার বিচারফল শুনিবার জন্য বিগত এক মাস কাল আমরা সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলাম, তাহা গত বুধবার রাত্রি দশটার সময় শেষ হইয়াছে। কিন্তু বিচারশেষের সহিত শুদ্ধ মহারাষ্ট্র দেশের মহারাষ্ট্র-ভাষাভাষী লোকেরই নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের একটি প্রাণীরও উদ্বেগ হ্রাস পায় নাই। বরং এই বিচারের পরিণাম অত্যন্ত হানিকর ও উদ্বেগ-জনক হইয়াছে। পরিবারস্থ কোনও প্রিয়জনের বিরহ পরিবারবর্গকে যেরূপ শোকাকুল করে, আজ সমগ্র মহারাষ্ট্র সেইরূপ শোকাকুল হইয়াছে। বিগত ২৮ বৎসরকাল যিনি অলৌকিক বুদ্ধিমত্তা, অসাধারণ কর্ম্মশক্তির প্রভাবে স্বভাবতঃ অলস ও তর্কনিপুণ মহারাষ্ট্র-

[illegible]সীর মধ্যে নবজীবন সঞ্চারের [illegible]

[illegible]বে সাধন করিতেছিলেন, [illegible]

[illegible]তিবার অধিকতর উৎসাহের ও অধ্যবসায়ের [illegible]

[illegible]নিক সমস্তাসমূহের প্রকৃত তত্ত্ব দেশবাসীকে বুঝাইয়া [illegible]

[illegible]রনে অস্থস্থশরীরে কারাগৃহে ক্লেশভোগ করিতে হইবে। [illegible]

[illegible]তর আর কিছুই নহে। আপনার দেশের ও দেশবাসীর [illegible]

[illegible]ত উপায় উদ্ভাবন করিয়া অশ্রান্তভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন, [illegible]

[illegible]ইয়া ষড়্‌বর্ষব্যাপী কষ্টময় কারাগৃহবাস এবং হয় ত চিরকালের [illegible]

করিতে হইল ! তাঁহার সে উৎসাহ, সে অধ্যবসায়, সে [illegible]

[illegible]র্দ্ধনশীল সেই দৃঢ়তা, সে তীক্ষ্ণ ও বিশাল বুদ্ধি, সেই আত্মত্যাগ [illegible]

কি এইরূপ শোচনীয় হইল ? এইরূপ ঘটনায় শোকাবেগে চিত্ত বিভ্রান্ত [illegible]

এবং নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিরও নিষ্ঠা বিচলিত হয়। ভগবানের কার্য্য-প্রণালী অচিন্তনীয়। [illegible]

ত মহারাষ্ট্র-জন-নায়ক তিলক মহাশয়েরই চিরস্মরণীয় শেষ উক্তি অনুসারে, তাঁহার এই

শোচনীয় যন্ত্রণাভোগ হইতেই তাঁহার জন্মভূমির অধিকতর মঙ্গল সাধিত হইবে। প্রায়

সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই বিশ্বাস যে, করুণাময় ভগবান্ অনেক সময় কোনও অচিন্তনীয় কারণে

আপনার পরম-প্রিয় ভক্তকে গুরুতর ক্লেশভোগে বাধ্য করিয়া থাকেন। এই ঘোর

বিপৎকালেও ভগবানের প্রতি শ্রীযুক্ত তিলকের এইরূপ অচলা নিষ্ঠা ছিল, ইহা স্মরণ

করিয়াই এখন আমরা আশ্বস্ত হইতেছি। এই নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার বলেই তিনি দীর্ঘ কারাক্লেশ

অকাতরে সহ্য করিবেন, সন্দেহ নাই ; এবং গবর্ণমেণ্ট যদি ক্ষমতাশীলতার পরিচয় দিয়া

তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে মুক্তি-দান না করেন, তাহা হইলে ছয় বৎসর পরে স্বদেশে

ফিরিয়া আসিয়া তিনি এই শ্রদ্ধার বলেই দেশের সেবায় অধিকতর সাফল্য-লাভ করিবেন

বলিয়া আমরা আশা করিতেছি।

মিত্র পক্ষের মন্তব্য।

প্রতোদ—ইস্‌লামপুর।

যে প্রদেশে প্রকৃত পক্ষে বোমার উদ্ভব হইয়াছে, সে প্রদেশের রাজপুরুষেরা ও বিচারকেরা এরূপ অমানুষিক দণ্ডবিধান করিবার আবশ্যকতা অদ্যাপি উপলব্ধি করেন নাই ! তবে যে প্রদেশে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে, সেই বোম্বাই প্রদেশের জনসাধারণের মর্ম্মচ্ছেদী দণ্ড, লোকমান্য তিলকের ন্যায় সাত্ত্বিক প্রকৃতি মহাত্মাকে, প্রদান করিবার কি প্রয়োজন ছিল ? দণ্ডদানকালে বিচারপতি বলিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত তিলকের পক্ষে কিছুদিন দেশের বাহিরে থাকাই ভাল, দেশের শান্তি-রক্ষার পক্ষে তাঁহার দেশ-ত্যাগ আবশ্যক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যেরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা যায়,

সেরূপ কোনও প্রমাণ এই মোকদ্দমার বিচারকালে বিচারপতি মহাশয় পাইয়াছিলেন কি ? যে মহাপুরুষ আজ অষ্টাবিংশতি বর্ষকাল আপনার দেহ, মন ও ধন দেশের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন, দেশের জন্য অনেক প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, যাঁহার অত্যুৎকট দেশভক্তির দুন্দুভিনিনাদে সমগ্র জগৎ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে ডাওয়ারের মত বিচারপতির "যে দেশের প্রতি তোমার ভক্তি আছে বলিয়া তুমি প্রকাশ করিয়া থাক" ইত্যাদি শ্লেষোক্তি অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে ? দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে ব্যারিষ্টার-বেশে যিনি লোকমান্য তিলকের পক্ষ হইতে বিচারপতি বদরুদ্দীন তায়েবজীর আদালতে মামলা চালাইতে গিয়া তিলকের বহু প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, তিনি আজ জজের পরিচ্ছদ পরিধান করিবামাত্র তাঁহার সম্বন্ধে অনুদার মন্তব্য প্রকাশে অগ্রসর হইলেন, ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় ! লোকমান্য তিলক দেশের এত অধিক মঙ্গলসাধন করিয়াছেন, দেশের জন্য এত ক্লেশস্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি ছয় বৎসর কাল আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিলেও তাঁহার দেশবান্ধবেরা ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহার বিপত্তি ও ক্লেশের কথা চিন্তা করিয়া দুঃখিত, সন্তপ্ত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। মোকদ্দমার পরিণাম কি হইবে, তাহা এক প্রকার নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিয়াও কেবল দেশের লোকপক্ষের (popular party) মঙ্গলের জন্য নির্ভীকচিত্তে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত হাইকোর্টে যে বাগ্‌যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সত্য সত্যই অনির্ব্বাচনীয়। এরূপ সাহসী, এরূপ অধ্যবসায়-সম্পন্ন, এরূপ গুণবান্ বীর লোকের পক্ষে অসিয়া আবার মিলিত হইতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এইরূপ বীরপুরুষকে হারাইয়া লোক-পক্ষের বিশেষ ক্ষতি ঘটিয়াছে। তিনি আদালতের নিকট দয়া-প্রার্থনা না করিয়া ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এই কারণে কঠোর দণ্ড লাভ করিয়াও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। বরং ধীরোদাত্ত পুরুষের ন্যায় তিনি বিচারের উপসংহার-কালে যে ধৈর্য্যপূর্ণ, অর্থ-পূর্ণ, চিরস্মরণীয় উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা শত্রুপক্ষের প্রশংসা আকর্ষণ করিবে।

প্রকাশ—সাতারা।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট যে রাজদ্রোহ-যজ্ঞের আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে গত বুধবারে একটী অসামান্য বিভূতি আহুতিরূপে অর্পিত হইলেন, ইহা শুনিয়া শুদ্ধ মহারাষ্ট্র নহে, সমগ্র ভারতবর্ষ দুঃখাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। এ ক্ষেত্রে বিচারপতি ডাওয়ার কঠোর দণ্ডদান অপেক্ষাও, লোকমান্য তিলকের নিকট নহে, সমগ্র দেশবাসীর নিকট একটী অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন। যাঁহার দেশভক্তি দীপ্ত হুতাশন-তুল্য প্রখর, তাঁহার সম্বন্ধে ঐরূপ "দুষ্ট" মন্তব্য প্রকাশ করা বিচারপতির পক্ষে সামান্য অপরাধ নহে। এই ঘটনা পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের প্রতি অপোগণ্ড শিশুদিগের প্রস্তর-নিক্ষেপের ন্যায় বালকোচিত ও ভীরুতা প্রকাশের অথবা ধনুর্ব্বিদ্যায় অসামান্য শক্তিশালী অভিমন্যুকে চক্রব্যূহ-মধ্যে সপ্ত-রথী দ্বারা অভিভূত করিয়া জয়দ্রথের পদাঘাত করার ন্যায় অতীব নিন্দনীয় হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। লোকমান্য তিলক যখন পরমেশ্বরের অনুগ্রহে আমাদিগের নিকট ফিরিয়া আসিবেন, তখন যেন আমরা তাঁহাকে তাঁহার উপদেশের দৃষ্ট ফল দেখাইতে পারি।

শ্রীশাহু—কোহ্লাপুর।

তিলকের শেষ উক্তিটী দেশভক্তদিগের নিকট বেদবাক্যের ন্যায় স্মরণীয় ও পালনীয়। তাই, তিলকের ভয়ঙ্কর দণ্ডের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার শত্রুরাও ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। এরূপ অবস্থায় মহারাষ্ট্র দেশে, এমন কি, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র তাঁহার মতানুগামী যে সকল লোক আছেন, তাঁহাদের যদি মনে হয় যে, তাঁহাদের পরিবারের কোনও আত্মীয়ই বিপন্ন হইয়াছেন, তাহা হইলে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। বিচারপতি ডাওয়ার যে অভূতপূর্ব্ব কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আদালতে বিচার-কার্য্য পরিচালিত করিলেন, রাত্রিকালেই যে বিচারফল প্রকাশ করিলেন, তাহা প্রকাশ্য দিবালোকে প্রকাশ করিবার যোগ্য ছিল না—উহা গভীর অন্ধকারময়ী রজনীরই যোগ্য ছিল। বিচার-ফল কি হইবে, তাহা বুঝিতে পারিয়াই তিলক মহাশয় আদালতের সমক্ষে আপনার বক্তৃতায় গবর্ণমেণ্টের দমন-নীতি, দেশবাসীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বর্ত্তমান সময়ে গবর্মেণ্টের অবলম্বনীয় নীতি প্রভৃতি-সম্বন্ধে নির্ভীকভাবে স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করিয়া দেশের যে মঙ্গল-সাধন করিয়াছেন, তাহা যেন এই ছয় বৎসর অজ্ঞাতবাসকালে, তাঁহার অভাবে দেশের যে ক্ষতি হইবে, তাহা পূরণ করিবার জন্যই করিয়াছেন, বলিলে কোনও দোষ হয় না।

মুমুক্ষু—(ধর্ম্মবিষয়ক পত্র)।

তিলকের ন্যায় রাজনীতিক তপস্বী সমগ্র ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় কেহ নাই। তিলকের লোকোত্তর বুদ্ধিমত্তা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সাত্ত্বিকতা ও ধীরতা, অলোকসামান্য (যা পাষাণকে দ্রবীভূত করিতে সমর্থ) অধ্যবসায়, অদ্ভুত দৃঢ়তা, অনন্যসাধারণ ধৈর্য্য, সরল, পরোপকারপরায়ণ, অকপট নির্ম্মল স্বভাব এবং রাষ্ট্র সম্বন্ধে অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রভৃতি দিব্যগুণের বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয়, ভগবান ভারতভূমির উদ্ধারের জন্য এই মহাপুরুষকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিলকের মূর্ত্তি বিগত ত্রিশ বৎসরকাল মহারাষ্ট্রের পুরোভাগে বিরাজমান রহিয়াছে, তিলকের মুখোচ্চারিত শব্দ সহস্র সহস্র লোকের কর্ণে অদ্যাপি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তিলকের নাম লক্ষ লক্ষ জিহ্বায় কোটি বার উচ্চারিত হইয়াছে। অলৌকিক পণ্ডিত বলিয়া তিলকের স্তুতি করিব, কি ধৈর্য্যবান্ মহাত্মা বলিয়া তাঁহার গুণগান করিব, রাজনীতি-ধুরন্ধর বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি করিব, অথবা বিপৎকালে দেশবাসীদিগকে সুপথ-প্রদর্শনে সমর্থ নেতা বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিব, তাহা স্থির করা যায় না। তিলক এই সকল গুণে অলঙ্কৃত, এই সকল গুণে তিনি সকলের অগ্রগণ্য। কর্ত্তব্য-বুদ্ধির দ্বারা উদ্বোধিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার আর জ্ঞান থাকে না। কর্ত্তব্য-সাধন-কালে তিনি ফলের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না, স্তুতির অপেক্ষা করিতেন না, নিন্দার দ্বারা বিচলিত হইতেন না। শারীরিক ক্লেশের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকিত না। তিলক ২৫ বৎসরকাল এইরূপ কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়াছেন।

নেটিব ওপিনিয়ন—(এংগ্লো-মারাঠী সাপ্তাহিক পত্র) বোম্বাই।

গত বুধবারের রাত্রি ভারতবর্ষের পক্ষে কালরাত্রি-স্বরূপ হইয়াছিল। যে রাত্রিতে এরূপ ঘটনা ঘটিল যে, তাহার ফলে আগামী ছয় বৎসরকাল ভারতবর্ষে সূর্য্যের উদয়সত্বেও লোকমতে (public opinion) অন্ধকারের ছায়াপাত হইবে, সেই রাত্রিকে "কাল-রাত্রি" নামে অভিহিত করাই সঙ্গত। যাহার অন্ধকারে খদ্যোতকুল সূর্য্যের সমক্ষে আপনাদের দ্যুতি বিকাশে সমর্থ হইল, সেই রাত্রিকে "কালরাত্রি" ভিন্ন আর কোন্ বিশেষণে বিশেষিত করা যায়। যিনি লেখনীর চালনা করিয়া পাষাণবৎ মূর্খদিগকে প্রাজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন, যাঁহার বাণী জনসাধারণকে উপদেশামৃত পান করাইয়াছে, নীতি দাসীর ন্যায়, যাঁহার আচরণের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছিল, সরস্বতী যাঁহার নিকট বশীভূতা ও লক্ষ্মী যাঁহার অন্বেষণ-পরায়ণা হইয়াছিলেন, জ্ঞানকে যিনি কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন, সেই লোকোত্তর পুরুষকে যে রাত্রিতে বনবাসে গমন করিতে হইল, যে রাত্রি অসংখ্য লোককে রোদন করিতে বাধ্য করিয়াছে, সেই রাত্রিকে যে "কালরাত্রি" বলা উচিত নহে, এমন কথা কে বলিবে? এই ভয়ঙ্কর দণ্ডের সংবাদে সহস্র সহস্র লোকের হৃদয় সন্তাপে এরূপ দগ্ধ হইয়াছে যে, হয়ত তাহারা কয়েক মাস সুখে নিদ্রা যাইতে পারিবে না। কিন্তু যে দেহকে সেই দণ্ড ভোগ করিতে হইবে, সেই দেহ হয়ত সেই রাত্রে রেলগাড়ীতে অকাতরে নিদ্রা গিয়াছিল। যিনি রামচন্দ্রের ন্যায় এক-পত্নীব্রত, বৃহস্পতির ন্যায় পণ্ডিত, অর্জ্জুনের ন্যায় শূর, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ব্যবহার-চতুর, তাঁহার এই দেশে জন্ম-গ্রহণ, আমাদের দৈবদোষে, বিফল হইল বলিয়া লোকের মনে হইতেছে। ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিলে যিনি প্রধান মন্ত্রীর পদলাভ করিতে পারিতেন, আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করিলে সেখানকার প্রেসিডেণ্টের পদের শোভা বৃদ্ধি করিতে পারিতেন, তাঁহাকে জীবনের শেষাংশ দূষিত বায়ুতে যাপন করিতে হইবে, তাঁহার হৃদয়ে যে সকল চিন্তার উদয় হইবে, মনে মনে আন্দোলনেই তাহা পর্য্যবসিত করিতে হইবে,—ইহা মনে উদিত হইলে "হতভাগ্য ভারতবর্ষ" এই কথা স্বভাবতই বদন হইতে নিঃসৃত হয়।

গৌরাঙ্গ-সম্পাদকগণের মতামত।

(কেসরী হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীযুক্ত তিলকের নির্ব্বাসন-দণ্ডের সংবাদে এ দেশের গৌরাঙ্গ পত্র-সম্পাদকগণের আনন্দের সীমা নাই। "বোম্বে এডভোকেট" বলেন,—অতিদর্পেই তিলকের পতন হইয়াছে। তিনি অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া গবর্ণমেণ্ট রূপ সুদৃঢ় প্রাচীরে স্বীয় মস্তকের দৃঢ়তা পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার মস্তক অপেক্ষা এই প্রাচীর যে অধিকতর সুদৃঢ়, তাহা এক্ষণে তিনি সম্যক্রূপেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এইরূপ চমৎকার মন্তব্য-প্রকাশের পর, তিলক বোধ হয় আর ইহজীবনে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন না, ইঙ্গিতে এইরূপ ধ্বনিত করিয়া সহযোগী আনন্দে করতালি দিয়াছেন।

"বোম্বে গেজেটে"র মতে, তিলকের আদৌ দেশ-ভক্তি ছিল না! কারণ, যে ব্যক্তি রাজ-বিধানের লঙ্ঘন করিতে পারে, তাহার কখনই দেশ-ভক্তি থাকা সম্ভবপর নহে। তিলকের মত লোকের পক্ষে দেশভক্তির ও বিবেকসঙ্গত মতের (honest opinion) উল্লেখ করা জুরীদিগের মানহানিকর। হাইকোর্টে তিলক যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা আদালতের বাহিরে রাজদ্রোহী বাঙ্গালী ও বাজে লোকদিগকে উপদেশচ্ছলে প্রদত্ত বক্তৃতার ন্যায় হইয়াছিল। তিলকের মত সাধুপ্রকৃতি (honest) দেশভক্তগণকে যত দিন কারাগারে আবদ্ধ রাখিতে পারা যায়, তত দিনই ভারতবর্ষের মঙ্গল।

"টাইম্‌স্ অফ্ ইণ্ডিয়া" বলিয়াছেন,—তিলকের প্রতি যে দণ্ডের বিধান হইয়াছে, তাহাতে ন্যায় ও দয়ার সমভাগে সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। দেশ-ভক্তি, বৈধ আন্দোলন, আত্ম-রক্ষার বিধিসঙ্গত অধিকার, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে তিলক হাইকোর্টে যে বাবদুকতা করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই নির্ব্বোধের মত হইয়াছে।

"মান্দ্রাজ টাইম্‌সে"র মতে তিলকের নির্ব্বাসন-সংবাদ শুনিয়া সম্রাটের যাবতীয় রাজ-ভক্ত প্রজাই আশ্বস্ত হইয়াছে। কারণ এই ঘটনায় রাজদ্রোহরূপ শয়তানের যেন শিরশ্ছেদ হইয়াছে; সুতরাং অন্ততঃ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে শান্তি বিরাজ করিবে বলিয়া তাহারা আশা করিতেছে।

"পাইওনীয়রে"র মতে, তিলকের বয়সের তুলনায় ছয় বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর-বাসের দণ্ড পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। ইহার অপেক্ষা লঘুদণ্ড হইলে অপাত্রে দয়া প্রদর্শন করা হইত। তিলকের পক্ষে এই বৃদ্ধ বয়সে বর্ত্তমান দণ্ড কঠোর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় পুরাতন পাপীর (old offender) পক্ষে এ দণ্ড আদৌ গুরুতর হয় নাই। তিলক "অনেষ্ট" বা সাধু প্রকৃতির লোক হইতে পারেন, কিন্তু ভারতবর্ষে শান্তিরক্ষা করিতে হইলে, তাঁহার ন্যায় "অনেষ্ট" লোকদিগকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করাই শ্রেয়স্কর।

দেশীয় পত্রসমূহের মধ্যে, স্যার ফিরোজ শার পৃষ্ঠপোষিত পত্র "ওরিয়েণ্টাল রিভিউ" তিলক মহাশয়ের প্রতি গালি বর্ষণ-বিষয়ে গরলকুম্ভ গৌরাঙ্গ পত্র-সম্পাদকদিগকেও পরাস্ত করিয়াছেন। এই সকল সুহৃৎ সহযোগীদিগকে আমরা আপাততঃ "দদতু দদতু গালিং গালিমন্তো ভবন্তঃ"—ইহার অধিক আর কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না।

মহীশূর—হেরল্ড।

শ্রীযুক্ত তিলক মহাশয় তাহার প্রবন্ধের অর্থ-ব্যাখ্যা করিয়া জুরিদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, বৃটিশরাজ্যের ভিত্তি এদেশে দুর্ব্বল না করিয়া দৃঢ় করাই তাঁহার রচনার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাঁহার প্রবল স্বদেশ-হিতৈষণার জন্যই তাঁহার দণ্ড হইল। পাইওনীয়রের মতে দণ্ডটি তাঁহার বয়সের তুলনায় কঠোর হইয়াছে। অন্য সাহেবী সংবাদ-পত্রসমূহের মতে তিলকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হওয়াই উচিত ছিল—বর্ত্তমান দণ্ড অতি লঘু হইয়াছে। পক্ষান্তরে দেশীয় সম্পাদকেরা বলেন, তিলক মহাশয়কে শুদ্ধ সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দিলে গবর্ণমেণ্টের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইত—ব্রিটিশ-শাসন প্রজার সন্তোষ ও রাজভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইত।

আমরা দেশীয় রাজ্যের অধিবাসী। ব্রিটিশ ভারতীয় আন্দোলনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সহিত আমাদের কোনও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই, তথাপি শ্রীযুক্ত তিলক মহাশয়ের দণ্ডবার্ত্তা ২৩ শে তারিখে আসমুদ্রহিমাচল একেবারে মুখে মুখে প্রচারিত হইয়াছিল। সমগ্র সহরে বিষাদকালিমা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। যুবক, বৃদ্ধ, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই তাঁহার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। লর্ড মিন্টোর গবর্ণমেণ্ট যদি তিলক মহাশয়কে ও অন্যান্য কারারুদ্ধ স্বদেশভক্তদিগকে দয়া প্রকাশ করিয়া ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।

দ্বীপান্তরে তিলক।

(বঙ্গবাসী হইতে উদ্ধৃত।)

আজ তিলকের বিচারে যাহা হইল, বুঝি এ পৃথিবীতে আর কোন মানবের বিচারে তাহা হয় নাই। তিলকের বিচার-প্রক্রিয়া ভারতে একটা বিচিত্র ব্যাপার—আর ভারতেতিহাসে একটী অপূর্ব্ব পরিচ্ছেদ হইয়া রহিল। আজ যেন সমস্ত সংসার কি একটা প্রহেলিকাময় সংশয়ে সমাচ্ছন্ন।

ইংরেজ রাজ্যে বাস করিয়া, যে ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ কামনা করে বা ইংরেজের প্রতি বিষম বিদ্বেষ উদ্রেক করিবার চেষ্টায় থাকে, ইংরেজ বিচারকের বিচারে তাহার দণ্ড হইবে, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। ইংরেজ স্বর্গের দেবতা নহেন যে, তিনি মানুষের অসূয়া সহিবেন, মানুষের বিদ্বেষ অগ্রাহ্য করিবেন। ভারতে ইংরেজ মুষ্টিমেয়; শতবর্ষাধিক-কালেও ইংরেজ ভারতবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ নহে। ভারতবাসীর শান্তিদান্তির বিশ্বাসস্থাপনে ইংরেজ সত্যসত্যই সম্যক্ অসমর্থ; নহিলে ভারতবাসীর অস্ত্র-বিচ্ছেদে ইংরাজ অগ্রসর হইবেন কেন? ভারতবাসীর উপর ইংরেজের বিশ্বাস নাই; তাই ভারতবাসী অস্ত্রচ্যুত। বিদেশী ইংরেজে ইহা অস্বাভাবিক বলিব কিরূপে? * * * * শেষ বিচারে তিলকের দ্বীপান্তর হইল।

বিচার ত হইল। ইংরেজ যদি বিচার না করিয়াই তিলককে ফাঁসি কাঠে ঝুলাইতেন বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দিতেন, তাহা হইলে কে কি করিতে পারিত? বিচার আছে বলিয়াই ত, আজ তিলকের বিচার সম্বন্ধে দিগ্‌দিগন্তে নানাজনে নানা আলোচনা করিতেছে। বিচার আছে বলিয়াই ত, তিলকের বিচার সম্বন্ধে আজ অনেকেরই মনে অবিচারের সংশয় জাগিয়াছে। বিচার আছে বলিয়াই ত আজ তিলকের দ্বীপান্তরে কোটী কোটী নরনারী আকুল আর্ত্তনাদে ক্রন্দন করিয়া পার পাইতেছে। বিচার আছে বলিয়াই ত আজ ভারতে গিরি নদী তট বন তিলকের দ্বীপান্তর জন্য করুণরোদন রোলে অহরহ মুখরিত হইতেছে। বিচার আছে বলিয়াই ত আজ তিলকের বিচার সম্বন্ধে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহ সংশয়াপন্ন হইয়া অবাধে আলোচনা করিতেছেন। বিচার আছে বলিয়াই ত আজ আমরা সমগ্র ইংরেজ জাতিকে সদম্ভে আহ্বান করিয়া তিলকের বিচার-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। * * * তিলক আত্মপক্ষ-সমর্থনে যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, সেরূপ কৃতিত্ব অনেক বড় বড়

ব্যবহারজীবীও বোঝাইতে পারেন না। [illegible]
ফলই বা কি ? এখন কেবল সংবাদ [illegible]
সন্তান তিলক ইংরেজী বিদ্যায় বুদ্ধিমান। [illegible]
ইংরেজ জুরিদিগকে বুঝাইলেন, ইংরেজীশিক্ষিত [illegible]
ইংরেজ যেমন তাঁহার দেশকে ভালবাসেন, আমি তেমনই [illegible]
আমি আমার দেশবাসীর মঙ্গল জন্য ইংরেজ-শাসনের [illegible]
কোন কোন ইংরেজ-সম্পাদক এদেশবাসীর উপর [illegible]
পরন্তু এদেশবাসীদের প্রতি বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছিলেন,—অতি [illegible]
বৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, আমি তাহার উত্তরে তাহার [illegible]
আজ আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা, ইংরেজের দেশে সেইরূপ [illegible]
সম্পাদকগণ এইরূপই লিখিতেন।" কিন্তু তাঁহার বাগ্মিতা বিফল হইল, [illegible]
ব্যর্থ হইল; ইংরেজ জুরিরা সে বাগ্মিতায় বা তার্কিকতায় টলিলেন না। [illegible]
মতে তিলক দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইলেন। এদেশী পার্শী জজও [illegible]
বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। তিলকের দ্বীপান্তর হইল।

তাহা হউক; কিন্তু সংশয় ত রহিয়া গেল। এখনও চারিদিকে সংশয়,—[illegible]
যাহা লিখিয়াছিলেন, নিশ্চিতই তাহার অনুবাদ ভুল।" এ দেশের [illegible]
মহারাষ্ট্র ভাষা জানেন না; কিন্তু তিলক অনেক ইংরেজি লিখিয়াছেন, ইংরেজি [illegible]
তাঁহার ইংরেজি লেখায় বা কথায় রাজদ্রোহিতার ত আভাসমাত্র পাওয়া যায় নাই।
আমরা মহারাষ্ট্রীয় ভাষা জানি না; সুতরাং মূলে কি আছে কি বলিব? [illegible]
ইংরেজী অনুবাদের আভাস দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতেও বুঝিতে পারি নাই, কোথায়
রাজদ্রোহ কোথায় ?

তিলক রাজদ্রোহের কথা লিখিতে পারেন, এ বিশ্বাস এদেশবাসীর মনে নাই।
তাই আজ এদেশবাসী সংশয়াপন্ন। আজ সংশয়াপন্ন বলিয়া, এদেশের লোক তিলকের
দ্বীপান্তরে মুহ্যমান।

আমাদের মনে হয়, যদি পুণায় তিলকের বিচার হইত, অথবা যদি বোম্বাই হাইকোর্টে
সাধারণ জুরি বিচার করিতেন, তাহা হইলে এদেশবাসীর মনে তিলকের বিচার সম্বন্ধে
এমন সংশয় হইত না। যখন এদেশের লোক শুনিলেন, রাত্রি দশটার সময় তিলকের
বিচারক ভাভার দণ্ডাজ্ঞা দিয়াছেন, যখন শুনিল, জাহাজ প্রস্তুত ছিল, রাতারাতি সেই
জাহাজে করিয়া তিলককে দ্বীপান্তর পাঠান হইল, তখনই সংশয় বাড়িয়া গেল।

আজ কিন্তু সংশয়ে সমগ্র ভারতবাসী বিচঞ্চল। সংশয়,—"তিলকের বিচার মহা-
রাষ্ট্রীয় ভাষাবিদ জুরির কাছে হইল না কেন?" এ সংশয়ের কি অপনোদন হইবে না?
এগার বৎসর পূর্ব্বে রাজদ্রোহ-অভিযোগে তিলকের আঠার মাস কারাদণ্ড হইয়াছিল।
তখনও সংশয় হইয়াছিল বটে; কিন্তু এমন হয় নাই। তখন এদেশে রোদনের রোল
উঠিয়াছিল বটে; কিন্তু সে রোদনের রোল এমন সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনিক হয়
নাই। আজ এমন হইল কেন? এই কয় বৎসরে শান্ত দান্ত তিলক যে গুণের পরিচয়

দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বহুলোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এহেন তিলকের উপর বহু লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি বাড়িয়াছে, তাহার উপর বিচারে সংশয়; সুতরাং আজ তিলকের দ্বীপান্তরে ভারতের দিগ্দিগন্তে সর্ব্বত্রাণার তপ্তশ্বাস বহিতেছে। সংশয় থাকিলেই ত তিলকের প্রতি সহানুভূতি। এ সংশয়ের অপনোদন হইবে না কি?

তিলক! তুমি কোথায় তা জানি না, কিন্তু আমাদের মনে হয়, তুমি আবার শীঘ্রই ফিরিবে। এই ইংরেজ রাজত্বে এই বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের শাসনে লালা লাজপতের নির্ব্বাসন হইয়াছিল, আবার এই ইংরেজ রাজত্বে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের শাসনে লাজপৎ ফিরিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, তুমিও ফিরিবে। আর যদি নাই ফের, তোমার গুণ-স্মৃতি ভারতবক্ষে অভ্রভেদী কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া রহিবে।

THE GREAT SEDITION TRIAL.

DAILY INDU-PRAKASH, BOMBAY, 3RD JULY 1908.

The great case under sections 124 A and 153 A, of which the tryingly slow progress and development was so anxiously watched not only by united Bombay, in manner belying for once at least her character for too exclusive an absorption in the pursuit of Mammon and the resulting sobriety and apathy in politics, but also by India, and as the papers brought by the last mail show, by England too,—that great case has at last come to an end. It has come to an end sooner, than could have been expected, by the adoption of the unheard of procedure of a sitting continued to a late hour at night. Mr. Tilak has been pronounced guilty and sentenced in a heavy manner for which we cannot find a parallel either in disturbed Punjab, or dislocated and unhinged Bengal, or in the pro-loyal N. W. P's of the Imperial Mahomedan rule traditions—we cannot find a parallel anywhere except at Tinnevelly and Tuticorin. That the bulk of the citizens of Bombay, Parsis and Mahomedans no less than Hindus, and men of business and education, no less than mill-hands, dock-labourers and khatarawallas, have received the news of the conviction and sentence with deep feelings of sympathy, there can be no doubt. Even those who in the light of their reason have thought the present campaign against sedition necessary and justifiable could not but have felt deep emotions, as the Judge went through the melancholy procidure of passing a sentence of dread transportation and making remarks far from being calculated to carry consolation. The expression on the faces of the majority of the elite of Bombay, present in Court yesterday was sufficient indication of the predominant feeling prevailing. The general grief and emotion is easy to explain. * * * The undoubted ability and attainments of Mr. Tilak, his simplicity, his indomitable energy and ceaseless activity, the purity of his private life, his single-minded dedication of all, that was his, to public life, explain the hold and influence he has been able to gather round him like an irresistible and surging tide, and the admiration he extorts from opponent no less than friend. What human being could withstand the irresistible call

or deep sympathy which is made to the heart at the spectacle of [illegible] ike this being led by honest convictions into a course [illegible] hastisement from Government in spite of both having [illegible] common aim of the good of the people, and of his coming on [illegible] account under the clutches of the law and having to go into [illegible] nent from the world for 6 years—an almost death-like [illegible] man of 53, suffering long since from diabetes ! ! ! * * *

Cases like these inevitably draw our attention to questions of [illegible] moral soundness of positive law and of the far-sightedness or [illegible] of the policy adopted by the responsible authorities of the day [illegible] from these complex points of views that the general public would [illegible] at the trial and its tragical ending. It is impossible not to realise [illegible] more that sections 124 A and 153 A, as now worded and judicially interpreted, are so severe owing to their all-embracing width and indefiniteness that they leave scant protection to severe criticisms on measures of Government, and more scanty protection still to comments on the general policy or the structure and constitution of "the Government established by law" for the time being, whatever that illogical expression may mean. Popular mind can grasp well the penalizing of a direct attempt at, or incitement to riot, violence or rebellion. But the offence of attempting to excite ill-will and hatred and contempt against Government is one, of which the moral justification is never very clear, except in obstinate cases of gross perversity or in times of existing riot and violence on an extended scale.

Then comes the closely allied and all-important question of policy. We, for one, can express ourselves most freely on the question and declare, taking even the latest unsavoury developments into account, that to us the policy pursued by the Bombay Government seems to be entirely mistaken—to be highly fraught with unsavoury consequences in the future. We have had in our own presidency no lawlessness, no organized attempt at crime, no active propaganda for the overthrow of Government, or the undermining of its stability—in one word none of the uncompromising anarchism of Bengal. The extremist of Bombay is the Moderate of Bengal. Endowed with shrewdness and commonsense as Mr. Tilak was, he was the last person to have a programme of breaking his countrymen's head against a wall of invulnerable adamant. The ungenerosity and impudent perversion of truth shown by those who attribute to the writings of Mr. Tilak the petty mill-hand's disturbances in Bombay—disturbances which were the result, not of the writings, but of the attempts made to prevent the men from expressing their feelings at the trial, are too obvious to require serious refutation. * * *

Next we come to the several highly deplorable features of the trial of Mr Tilak. May we ask why, with the wide circulation of the "Kesari" all through Maharastra, sober and peaceful Bombay, least influenced as it is by the "Kesari" was selected of all other places for the trial, with the certainty that was known that neither Judge nor the Jury would know Marathi and that only a small minority thereof could be Indians ? Again, why were there two cases, in regard to two articles published on the same subject and with short interval between them, and why was it pressed that both cases should be tried before the

same Jury ? The course, if not positively illegal, has clearly been unfair and unjust. Why again were two counsel—the most experienced and the ablest of the practising members of the local bar retained to give to the learned Advocate General a help which he could not have wanted and which as a matter of fact he did not even requisition, except on one single day, when an adjournment could easily have tided over the difficulty ? Did it not effectively deprive the accused of the right to secure the help of a counsel who could cross swords on equal terms with that able lawyer and master of the art of producing dramatic effect—Mr. Branson. Then again, was there much rhyme and reason in adding a charge under S. 153A to that under S. 124A, when for the latter the next highest punishment after death was awardable by law. * * * If Anglo-Indians were referred to in the incriminating articles, they were with most rigid exclusiveness referred only in their capacity of Government officers. The pusillanimity of the addition of a charge under section 153A could not be demonstrated more convincingly than by the Judge's thinking the comparatively nominal penalty of Rs. 1000 fine as sufficient punishment for it. We have again to notice the events of the search, the wholly uncalled for raid on Sinhagada and the mountain of a rat, that was sought to be made out of the now famous and unmeritedly famous post card. We can understand the police clutching at it but we cannot excuse Mr Branson's ungenerous use of it, Couple this with the grave provocation which every Indian, without distinction of caste or creed is bound to feel at the immunity with which a *Pioneer* is allowed to connect the bomb-thrower with "the smooth tongued legislative councillor" and an *Asian* to suggest the indiscriminate slaughter of Bengalese, and add the threat of another Press Gagging Act and proposals of measures to manipulate Education—joining all these together we can easily see how the proceedings against presonality like Mr. Tilak in the extraordinarily rigorous manner detailed above must have been felt to be highly iniquitous by the public. Let us see what is the result. Even sober Bombay is excited. The mild Gujarati merchant of the Cloth markets closes his shop, the teacher has to let go his pupils, the Khoja and Bohra has got his first lessons in the politics of the new school and the mill-hand and labourer have begun to chafe under what he deems a persecution by Government of a patriot fighting for his country. It is sentiment and illiterate sentiment that alone is the prowerful factor with them. And what man can be called a statesman who does not, in dealing with masses of mankind, take full account of sentiment ? You may remove half a dozen offending editors but if the removal leaves behind sores that will rankle for years and years, the price paid for the little personal advantage is doubtless too heavy.

It is on this account that even the party opposed to that of Mr. Tilak—even the mild or the animated constitutionalist must feel the present policy of the Government of Bombay to be a sore grievance with him. The men of this party know full well the differences that separate their methods and ideals from those of the Nationalists, but we think we are not inaccurate in expressing this to be their almost unanimous conviction that the right and efficacious remedy for the present crisis consists in Government's strengthening their

ands by material concessions to the demands [illegible] ress of the day and then to leave them to [illegible] heir opponents alone. The constitutionalists [illegible] heir own. When Government actively [illegible] hen the constitutionalists run a great risk of being [illegible] nstrumets ministering to the commands of the executive. [illegible] his point of view also that we have regarded the [illegible] Tilak, in particular, by Government to be a series of grave [illegible] his prosecution and convicton in 1897, the law had to be [illegible] he straining validated by a change of the law in conformity with the [illegible] uling of Mr. J. Strachey. Then came the horrid persecution of the [illegible] Maharaja case. And the memories thereof have hardly yet faded, [illegible] comes this crowning procedure of an extraordinary trial ending with transportation. If the party and policy of Mr. Tilak was dangerous, Government have to thank themselves for making it so and for fostering its future growth and tenacity. All this may be law as it is and the manifestation of might. But it is not right and it is no paternal Government's forbearance, no tactful master's winning over of his pupils, no far-seeing statesman's practical wisdom.

THE INDIAN SPECTATOR.

Mr. Tilak has been sentenced to transportation for six years. Imitating the language which Dr. Maudsley and others of his school sometimes use, we may say that the enforcement of the sentence, in the case of a person of Mr. Tilak's alleged health, would be likely to eventuate in a "political murder." As a tragedy of that nature might produce undesirable consequences throughout India, it would be prudent for the Government to consider carefully the probable effect of the transportation on Mr. Tilak's health * * * . The main consideration, we believe, must be one of health, rather than of repentance. Mr. Tilak is a scholar, and his transportation from the field of politics to that of Vedic or other research is likely to be productive of good to the country. If he could be lodged in a place like Mandalay, and provided with the books and journals he wants, we believe, that the ends of justice and of peace would be fully met. We do not exactly know the nature of the evidence placed before the High Court concerning the effect on the public peace of Tilak's presence anywhere in India, but as the learned Judge referred to the desirability, in the public interest, of Mr. Tilak being away from India, we presume some evidence must have been placed before him, in addition to his personal knowledge of the conditions prevailing in India at the present time. We are not sure if the Government has reasons to apprehend that nothing short of transportation over the waters will answer the demands of peace, nor is it unlikely that Mandalay will become a place of pilgrimage hallowed, in the estimation of the Dekkanis and the Panjabis, by the dust of the feet of Mr. Lajpat Rai and Mr. Tilak. Some sort of distinction in the kind of punishment meted out should be shown between offences against the State and those committed by the ordinary criminals. The Penal Code is too stereotyped.

With all the faults of a demagogue Mr. Tilak is still a citizen and a scholar; and this may be the reason why he is not to undergo rigorous

imprisonment. Whatever one's differences, one cannot resist a thrill of compassion at this moment for the able and intrepid publicist. On the other hand, those of our countrymen who are inducing shop-keepers and labourers to go on strike, by way of protesting against the outcome of a judicial trial, are weakening Mr. Tilak's claim on the indulgence of right-thinking men, and making him responsible, in a way, for the starvation and suffering of thousands.

THE INDIAN NATION.

Mr. Tilak, who had been undergoing trial on charges of exciting disaffection, has been found guilty and sentenced to transportation for two periods of three years each, on two different charges, making up six years in all; he has also to pay a fine of rupees one thousand on another charge. We are sorry that a gentleman of the position, intelligence and acquirements of Mr. Tilak, should have met such a fate, and that he should be lost to a country which he might have served well. Already by his works he has acquired fame as a Vedic scholar and as an antiquarian. It was possible for him to have made further researches and to have enlightened not only this country but the world. He could not, however, abandon his interest in politics, and it is unfortunate that his politics were of an unpractical and militant character. We give him credit for sincerity. He was taken up by the dream of national independence to an extent that made him realise no disinction between the dream and the reality, and feel that the country was already ripe for self-government. Under this conviction he felt it his duty not only to proclaim the ideal but also to express sympathy with methods, legitimate or violent, which any persons might adopt towards the accomplishment of the end. Not only did he not use his experience and sobriety in checking the crude aspirations and lawless efforts of misguided minds, but he seems to have approved and even encouraged what he should have repressed. Fanaticism of this kind is probably a species of insanity, but the study of mental diseases is not yet so far advanced as to put political delusions in the category of aberrations which prove the irresponsibility of the person cherishing them. Therefore where a person cherishes such a delusion and is prepared to act in accordance with it so as to expose himself to serious risks, it is the duty of his friends to put him on his guard. Political somnambulism is attended with perils even more serious than those which attend night-walking in sleep. Mr. Tilak is an enthusiast of an ardent, sincere and audacious character. His extremist friends may profess to admire him, but few of them seem to be like him. Not merely as an anonymous writer in the press, but openly and publicly on the platform he has spoken out his political creed. When he was put on his trial, he unlike so many who profess to admire him, took full responsibility for the articles which were the subject-matter of the charge. If he had destroyed his manuscripts and denied authorship and publication, he might have saved himself. But he disdained to adopt those disingenuous and cowardly tactics. He stood forth as a man, fully prepared to take the consequences. So far his conduct was dignified. We wish however, he had not trusted himself for his defence. He conducted it,

with ability, but we are afraid portions of his speech were indiscreet. We wish also he had further maintained the dignity of his position by offering an apology. There are portions of the indicted articles, which are really indefensible. He may not have noticed their full significance at the time he wrote. At his trial he must have discovered their true character from a legal point of view. There is no use discussing the character of the sentence that has been passed. Another Judge might have passed a lighter sentence; a third might have passed a heavier. A Judge has always discretion in the matter of sentences. If Mr. Tilak had offered an apology of a proper kind, he might have deserved to be discharged with a warning. As he sought to defend something which was essentially indefensible, he brought punishment on himself. We are sory that he should have misunderstood the situation and misconceived his duty. We are sorry still more, as we said at the beginning, that his splendid literary talents and learning are lost to this country at any rate for the next six years.

REPRESSION AT ITS CLIMAX.

THE PANJABEE.

The news of Mr. Tilak's arrest has aroused wide-spread indingnation, accompanied by a sense of consternation and helplessness such as has never been felt before by the generations that are living. Mr. Tilak's name is one of those that are looked upon as the gods of Modern India. He is very deservedly held in very high estimation by all classes of people throughout the length and breadth of this Continent. Even who are not well disposed towards him or who differ from him in his politics or in his methods can not help admitting that the man is, every inch of him, a unique personality. His motives stand high and his patriotism ranks second to none. His life has been a standing record of earnestness and sacrifices, and the nerve that he displays in hours of difficulty lifts him head and shoulders above his contemporaries. * * * *

The article in question upon which the present prosecution is based, a translation of which has been supplied by the *Pioneer*, is hardly of that nature which could justly form the subject of a sedition trial in any European country. It is in no way very different in tone or in its nature the numerous articles that have appered on the subject in the Indian or the English Press. The article expressly condemns the action of the bomb-throwers and makes an earnest appeal to the Government for such reforms in the administration as are likely to root out causes which have given birth to the cult of the Bomb. On the perusal of the article one can not help feeling that that can not be the only basis of such a serious step against such a man. There must be something behind it, which must have influenced the decision of the Government for prosecuting Mr. Tilak on such a charge. Evidently, the Government having entered on a crusade of extermenation against the Nationalist Press in India, they thought their campaign was not likely to bear its fruit so long as the great Marhatta leader enjoyed his personal freedom to checkmate the varions moyes of the Government. All what we can say is that we are sorry for the Government as well as for ourselves, because we do not believe the convicion of Mr. Tilak is likely to improve, tne relations between the rulers and the ruled in this country.

THE CONVICTION OF MR. TILAK.

BY MR. H. E. A. COTTON.

[*From the "New Age."*]

* * * * * * * *

And one may despair of making the Englishman grasp the true inwardness of the events which have, under the "most perfect" and "most just" administration of India, relegated the Parnell of Indian Nationalism for six years to the society of murderers and forgers and professional thieves unless he can be induced to imagine a man of his own race standing in the dock lately illumined by Mr. Tilak with a burning eloquence and a noble courage which would have earned for him the plaudits of the Empire--if he had not been an Indian. Fortunately, an example is at hand.

Not many weeks ago an English journalist of the name of Bethell was put upon his trial at Seoul charged by the Japanese Government of preaching "Sedition" in Korea through the medium of his newspaper. Every precaution was taken to secure him a fair trial. An English Judge and an English prosecutor were brought from Shanghai; the proceedings were conducted throughout in English, and when, as a result, Mr. Bethell was sentenced to three months' imprisonment, the "great heart of England" refused to vibrate with indignation, in spite of the heroics of certain members of the Yellow Press gang, because it knew justice had been done and mercy had been tempered therewith. But what would that same "great heart" have said if Mr. Bethell had been tried by a jury composed of seven Japanese—men of the race that for political reasons was demanding a conviction—and two French Canadians; if the Judge had himself also been a French-Canadian—of ability admittedly, but still not of the same nationality as the accused; if, in spite of the fact that the incriminating articles were written in a language that was not the mother tongue either of the Judge or any single member of the jury, the crucial point at issue had centred in a question of correct and fair translation; if finally, the accused had been found guilty by a majority exactly representing the racial division on the jury—by seven adverse votes, that is to say, against two—and if the judge had accepted this verdict of the majority without hesitating, and, in passing a sentence of six years' transportation had deliberately declared that it was his intention to get Mr. Bethell "out of the way for some time"? Would fair-minded Englishmen have hold under these circumstances—every single one of which was present in the trial of Mr. Tilak—that justice had been fully and freely administered as between man and man?

And what is the result? Prior to this Tilak was but the leader of a party. He is now a national martyr and a popular hero. When he was taken before the magistrate some four weeks ago there occurred the most violent display of anti-British feelings that Bombay has known for years. The news of his conviction was followed by the closing of the markets and shops in the so-called "native" quarter. It may be that independent causes must be sought for the strike of the mill-hands and the rioting and bloodshed which have followed so close upon the

ieels of the trial ; but at any rate the coincidence is remarkable. There an be no doubt that Bombay has been thrown into a ferment even as Madras has been stirred by the savage sentences of ten years' transportation and transportation for life passed upon the accused in a "sedition" case at Tinnevelly. A prudent reactionary would have been satisfied with one Ireland in Bengal. The Government of Lord Minto, which is for ever talking of "reform" and progress, has deliberately set the heather ablaze in Western and Southern India as well.

A Tribunal without a Proper Sense of duty is no Tribunal.

To the Editor "Indu Prakash,"

Sir,—Mr. Justice Davar and the Jury had two duties to discharge in connection with Mr. Tilak's case—one to decide the correct meaning of the various Marathi expression in the condemned articles, and the other, their nature, i e. whether they were seditious. Now let us examine whether the Judge and the Jury proved equal to the task. As to the second of these duties we can not affirm that the Judge and the European Jurors did any thing against there conscience or that they did not consult their conscience. But what about the first of their duties? Did the Judge and Jury honestly believe that they were equal to the task? Did the Judge and the Jurors conscientiously believe that they were able to decide about the correct meaning of the Marathi expressions when the Government translations were challenged by one of the first-rate scholars? Did the Judge and European Jurors conscientiously believe that their decision upon that point was correct? People may well harbour doubts in regard to that. Did they do their duty by conscience in regard to this matter? The answer is plain. As men of conscience, men of integrity and honour they would have said they were not able to decide the point and they would have required as guide independent testimony or might well have declined to give any verdict at all. Mr Justice Davar should have taken steps to have the case referred to some other competent Judge knowing Marathi full well and the Jury should have refused to act as such ; or should have candidly said that they were unable to give any verdict. It is not incumbent upon a Judge or Jury to come to one decided conclusion or other on all the point referred to them. They must be alive to the heavy responsibility that lies over their shoulders of giving a verdict only when they are absolutely convinced. Mr. Justice Davar and the European Jury however clearly seem to have made light of this sacred responsibility. And it is really a great misfortune for India that the Judge and Jurors of the Highest tribunal in the Presidency should by their low estimate of duty and responsibility have tarnished the fame of the British administration of Justice.

Your etc.

[Our correspondent makes a point of very great importance. In such cases, we think it is absurd to rely upon official translations. When they are impugned at least the translators should be produced and subjected to cross-examination. We know that the Judge directed the Jury

to accept as correct the translations of some specified word which Mr. Tilak submitted. But Mr. Branson taking so technical a stand asked why Mr. Tilak had not called independent testimony. We may well ask if in such cases it is not for the prosecution to put their case on a basis free from cavil in regards to translations at least.—Editor I. P.]

20—8—08.

THE MORNING LEADER.

There are very few people in England in a position to realise what the arrest of Mr. Bal Gangadhar Tilak, the Nationalist leader, of Poona, actually means in India. His personal power is unapproached by any other politician in the country ; he dominates the Deccan, his own country, and is adored with a kind of religious fervour by every extremist from Bombay to the Bay of Bengal. * * * * * his force has directed the extraordinary movement against which the bureaucracy is now calling up all its resources. Bal Gangadhar Tilak is Mathratta Brahmin-thinker and fighter in one. He was sentenced for sedition in 1897, and since that time has felt the weight of the Government's hand in a series of prosecutions, from which he emerged triumphant and with a personal prestige that made him the most dangerous opponent of the Government's policy. He edits two newspapers in Poona—the "Mahratta" in English, and the "Kesari" in the vernacular. Although he has lately published an expression of regret for the bomb-outrages, he has evidently been driven to bay by the new Press Act. But it will be noted, he has been proceeded against under the regular clause of the Penal Code. Assuming that Reuter's summary of the offending article is passably correct, the Government obviously could not deal summarily with the editor, for there is here nothing like an incitement to violence. This, however, is a minor matter. The point of overwhelming importance is that Sir George Clarke has taken a step calculated to open the floodgates of popular fury. It may have been necessary ; but if so, the question still remains, who is to be held responsible for so desperate a condition of affairs ?

THE GUJARATHI—The composition of the Jury in Mr.Tilak's case raises another question of constitutional importance. Properly speaking Mr. Tilak should have been tried at Poona.* There most of the jurors would have been Marathi knowing gentlemen, even apart from the privilege which an accused person has under the provisions of the Criminal Procedure Code. Well, if it was deemed inadvisable to hold the trial at Poona—and we can well understand the considerations the Government had in mind in changing the venue of trial,—what was there to prevent the Jury from being so formed as to admit of the presence of an adequate number of Marathi-knowing Hindus or Indians on it ? In granting the Advocate-General's application for a special jury, the Hon. Mr. Justice Davar is reported to have declared that though the panel ordinarily consisted of a small majority of Europeans, the Indian community was fairly represented on it. His Lordship gave a further assurance that he would see to the observance of the rule in the trial of sedition cases. He futher went the length of declaring that "the chances were that if there was not a majority of Indians, at all events

there would be fair representation of them." Can it be said even by any strech of language that the Indian community was fairly represented on the jury empanelled for the trial of the charges laid against Mr. Tilak. * * * It will thus be seen that although Indian can as of right claim to be tried before a Court of Sessions by a majority of jurors who are not Europeans or Americans, even in an advanced city like Bombay he has no such privilege when he is tried before the High Court, though European British subjects can claim to be tried by a mixed jury before the Court of Sessions or the High Court. It is to be supposed that those Hindus, Mahomedans, Parsees and Portuguese, whose names figure in the list of special jurors in Bombay, are less competent or less qualified, morally and intellectually, than the jurors in the Moffussil? There is little doubt that the present system of trial of Indians before the High Court appears to be little short of anomalous, when it is compared to the one sanctioned by law in the Moffussil.

THE MADRAS STANDARD.

In a memorable speech which occupied in delivery 21 hours 10 minutes and which will ever remain a monument to his undoubted ability and a public record of his views on Indian politics, Mr Tilak sought to explain his position and vindicate himself. * * * (After commenting on Mr. Justice Davar's conception of leniency the paper goes on to say):

Moderates and Extremists alike cannot help regarding it as fatal to the liberty of the press in India. With inflammatory and seditious writing no one, least of all those of us, who accept British as essential and indspensable to the well-being, happiness and progress of India, will have any sympathy. But it must be conceded that the Indian press should be given some measure of freedom in criticising the actions of the bureaucracy and in repelling the venomous attacks of a certain section of the Anglo-Indian press.

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

"The conviction of Mr. Tilak will not surprise the public; they expected it. They were also not quite unprepared for the ferocious sentence of six years transportation passed on him by Mr. Justice Davar, for did not the same Judge claim great leniency when sending the editor of Kal to jail for nineteen months with hard labour? The composition of the jury was a guarantee against Mr. Tilak's escape. The seven European jurors who found him guilty and whose verdict was accepted by the Judge had no help in the matter. The Marathi language in which the offending articles were written was as strange to them as Egyptian or Arabic; while the speeches of the Advocate General and the summing up of the Judge could leave no doubt in their minds that the articles in question bristled with sedition. They had thus no option but find Mr. Tilak guilty.........The result, after all, is that Mr. Tilak is convicted of sedition, not by his own peers, but by some foreigners who are not only ignorant of the language in which the incriminating articles were written, but whose political views are diametrically opposed to those

of the accused. Although the Advocate-General, when addressing the jury, resented Mr. Tilak's reference to the political character of the trial, yet both he and the entire public know that it is on account of his politics that Mr. Tilak has been punished. Mr. Justice Davar practically admitted this when he said that it was desirable that the accused be banished from the country for half a dozen years in the interests of peace. In short, something like a death sentence—for, considering his age and the state of his health Mr. Tilak is not likely to survive six years' transportation—has been passed on him, because he proved disagreeable to the ruling classes for his political views. This may not, of course, be the opinion of his prosecutors or the Judge and jury who tried him, but we believe such is the view of his countrymen at large."

AKHBAR-E-SOUDAGAR :—Mr. Tilak is one of the greatest scholars that India had ever produced, and it should be the duty of Government to see that he is not treated in his confinemet like an ordinary convict. It should, therefore, be the aim, nay, even the duty of Government to see that though the man has transgressed the law of the land, his intellect and his talents are not allowed to suffer. If Government will in some way or other assure the general public that Mr. Tilak, who has of late been in indifferrent health, will be taken care of during the period of his transportation, and that his literary wants would be carefully and copiously supplied, it will gratify at least a very large number of his admirers, followers and friends throughout the country, who will persist in saying that he is a patriot, who has sacrificed his freedom and liberty on the alter of duty.

THE BENGALEE :—"The country has received the news with a sense of profound sorrow and disappointment, and in this feeling the personality of Mr. Tilak does not at all enter. It depends entirely upon the merits of the case and the extraordinary sentence passed by the presiding Judge. The public will not enter into legal or complicated technicalities, but there is the broad fact that the virdict was not a unanimous one and that two of the jurors who sat to try him brought in a verdict of not guilty. And let it be remembered that among the jurymen there was not a single Hindu or Deccan Brahmin, and that the Indian element was represented by only two Parsees. When there was such a difference of opinion among the jurors, the public would naturally conclude that the case was at least doubtful that there were at least two honest and capable men who, after a conscientious examination of facts, doubted the guilt of the accused and that, therefore, he was entitled to the benefit of the doubt. This is a commonsense view—apart from all legal technicalities, the force of which it is impossible to resist. At any rate, the fact that there was this diflerence of opinion regarding the guilt of the accused among the jurors ought to have determined the measure of punishment inflicted in the case. The presiding Judge ought to have realised the fact that strong as might have been his own view of the matter, there were honest and capable men who had formed a different opinion which he was bound to respect, if not by accepting it, at any rate, by recognising it as a factor in the determination of the punish-

ment to be inflicted. With respect for the Judge, we regard the sentence as monstrous—as utterly out of proportion to the offence alleged to have been committed, and as one which will be universally condemned by our countrymen and all right-thinking men."

THE HINDU—The verdict of 'guilty' in Mr. Tilak's case won't take the public by surprise, nor the sentence of six years' transportation inflicted upon the illustrious prisoner before him, by the learned Parsee Judge. The Judge had shown the bent of his mind when he declined to admit Mr. Tilak to bail and declared that he was not willing to give his reasons for the refusal, as, if given, they might prejudice the case. He had read the articles and had evidently come to the conclusion that they were seditious. He has now emphatically affirmed his view in passing sentence upon Mr. Tilak, that none but a diseased and perverted intellect would hold the accused innocent of the offence. This is an uncalled for and unmerited slander against the two Jurymen who honestly ventured to differ from the others in the Jury box. We undertake to say that ninety-nine out of one hundred persons who read the articles after the prosecution was launched, were struck with astonishment that the Bombay Government, under the liberal *regime* of Sir George Clarke, should have deemed such articles seditious and should have directed the prosecution. The facts, however, that one article of the 12th May in the *Kesari* was first pitched upon to prosecute and some days afterwards, another article of the 9th June was also tacked to it, showed a grim determination on the part of the authorities to bring all their forces to bear in their campaign against Mr. Tilak. Laboring under the dead weight of all possible adverse circumstances, Mr. Tilak presented his own case to the Jury in a manner which has evoked universal admiration in the country. Professional Advocates could not have put forth the case with an equal mastery of the subject, with equal forensic ability, intellectual force and moral fervour. He has by his powerful address vindicated the right, such as ought to exist, of the liberty of the Press in this country, for which all lovers of national progress ought to feel grateful to him. Mr. Tilak's dauntless courage in rising superior to his surroundings and subordinating self-interest to the country's cause, are the rare qualities of an ardent patriot. Mr. Tilak's remarkable address, though it has failed to convince the Jury and the Judge, has strengthened his hold on the minds of the people of this country as a steadfast, unflinching patriot, and a man of transcendant abilities. The Judge's summing up to the Jury was remarkable trivial and narrowminded.

THE INDIAN SOCIAL REFORMER.—The feature of the Tilak case which has caused the greatest impression on the public is, of course, the sentences passed on the accused. The learned Judge expressed an apprehension that they might be found fault with by some, as being sentences of misplaced leniency. That apprehension, we hope, has disappeared from his mind by this time. * * * This is not the first occasion that we have had to pretest against treating political offences on the same footing as murder, perjury and forgery. The effect on the public mind of the

infliction of violent and vindictive sentences such offenders, is to create a sympathy for the victims, which to a certain, effaces the real issue of the case. Anybody who moves am the people not only of one community or class but of all classes a ommunities in the City cannot but see that the dominant note in sympathy felt everywhere for Mr. Tilak is one of poignant regret at the severity of the sentences passed on him. Apart from all higher grounds, as a matter purely of political expediency, it behoves the State to protect from the corroding operation of judicial penalties which shock the public mind by their disproportionate severity. We have differed from Mr. Tilak's aims and methods of public controversy for the last fifteen years and more. But—and we say it with full deliberation—we have never for a moment believed him to be capale of such a political pagandism as appears to have actuated the originators and abettors the Muzafferpur crime. This is still our belief. The views expressed in *Kesari* in connection with that outrage have little in common with th hat we have expressed in these columns, but in the absence of proof the writer had intended them to be the starting point of a similar agandism, we are unable to think that that was his intention. Would body say that the comments of the *Pioneer* on the bomb-outrages in R ia, meant that the writer of them was or intended to be a manufacturer bombs himself? * * What other evidence was there to show that the articles were anything more than the outcome of intellectual perversit and of a certain moral purblindness which affects many persons, not exclusively of Indian nationality, in dealing with subjects of this nature? How can we justify the extremely severe sentences passed on the accused * * * It is obvious that that system, under which a Jury compose largely of men not acquainted with the language in which the wr ngs complained against are composed, can be found trying a fello subject for an offence punishable with transportation for life, hardly es up to the ideal judicial rightness which it should be the aim of ry Government to appropriate. Any one who has at all to expl in a vernacular language ideas political can well understand Mr. k's plea that the terminology of political controversy in Marathi is fixed and has to be eked out, often on the spur of the moment, by more or less approximate adaptations from that general reservoir of most of the Indian languages, Sanskrit. Under such circumstances when a phrase or sentence could be translated equally well in a more offensive and a less offensive sense, as the Translator in this case admitted more than once, it is evident that it is only fair to an accused person that it should be taken in the latter and not in the former sense. The Jury, or at least a majority of it, should for this purpose be composed of men who know not merely the dictionary of words but also their colour and their associations in the minds of the people who think in that language. In the case of a writer like Mr. Tilak, this defect of the present system is apt to press with more than ordinary hardship because, whatever we might think of him as a politician or a social reformer, it must be admitted that in relation to the Marathi language, he represents in the words of Walter Pater, "that living authority which languages need" and which "lies in truth in its scholars, who recognising always that every language possesses a genius, a very fastidious genius, are very

elements, which must needs change along with the changing thoughts of living people." It was a relief to us to read Mr. Justice Davar directing the Jury that the fairest thing to do would be to accept the accused's translations in every particular and then read the articles and be guided by the expressions on those articles. This, no doubt, was the right course under the circumstances, but it cannot be assumed with certainty that even this would eliminate all chances of injustice in every case. That can be done only by effecting much-needed improvements in the present system. Otherwise, writers in the vernaculars would be grieviously handicapped in the expression of their views, and the law meant to apply equally and evenly to all will practically impose more restrictions on the Indian writer who uses his mother-tongue than on one who writes in the English language. contemptuous writing in one section of the press, is not exactly a sedative calculated to promote the necessary serenity in the minds of writers in another section of it. As regards, at any rate, of one of the cuttings produced by Mr. Tilak, we had personally heard Englishmen say in Northern India as well as in Bombay that the journal from which it was taken should be prosecuted Yet Government has upto this day done nothing though it is impossible that the writing has not come under its notice. How long can this policy be pursued of absolute quiescence on one side and of unrelenting severity on the other, without leading to a sense of grievance and despair in the conductors of the Indian press? Is there to be no punishment meted out to unworthy English journalists who undermine the loyalty of the King's subjects in India by writings which violate every principle of right and decency?

We do not believe Mr. Tilak to be capable of organising a movement of assassination and his evidence before the Decentralization Commission shows that he is not an apostle of anarchy. These, however, are not necessary elements in the offence of sedition and our feeling is one of deep regret that a gentleman of his ability and scholarly attainments should have followed a course leading to the jail. We do not conceive it to be our duty, and we should be ashamed of ourselves if we felt any inclination, to trample upon the prostrate form of one who, after all, is, as a contemporary gracefully says of him "a citizen and a scholar," and is not a coward."

THE MANCHSTER GUARDIAN.—The arrest of Mr. Bal Gangadhar Tilak, the Nationalist leader of Poona, is by far the most serious and sensational step so far taken by the Government of India in the campaign against sedition. It would be impossible to exaggerate its significance. Mr. Tilak is a Marattha Brahmin of remarkable ability and of unique standing among his countrymen. He has a personal following larger and more devoted than any other popular leader in India commands. This is not his first experience of a sedition charge, That prosecution made a hero of Tilak. Latterly he has played the part of hierophant in the extreme Nationalist movement, and most competent observers would agree to the statement that his is the astutest brain so far placed at the service of the Nationalist cause. He edits two weekly newspapers. Both have for years waged uncompromising

warfare against the administration, though the "Kesari" has been more down-right in policy and expression than the "Mahratta." Sir George Sydenham Clarke, in deciding upon the arrest of Mr. Tilak has doubtless realised that the Government could not consistently prosecute the smaller fry without striking at the most powerful revolutionary in the country, a man by comparison with whom such persons as Bepin Chanpra Pal and even Lajpat Rai are inconsiderable.

THE DAILY NEWS.—An Anglo-Indian correspondent writes: No step which the Indian Government could have taken in the present campaign against sedition could for a moment be compaired with the arrest of Mr. Tilak, the ablest, subtlest and most powerful popular leader in the country. Since his condemnation for sedition eleven years ago, Tilak has been the high priest of the extremist Nationalism. His creed is taught chiefly in his two papers—the 'MAHRATTA' (English) and the "Kesari," a vernacular weekly. It will be noted that, according to Reuters summary the article on which the charge of sedition is based, contains no incitement to violence. The question suggests itself : If this is the worst that Mr. Tilak has written since the bomb-outrages (which he condemned), has the Government of Bombay not made a grave mistake in committing itself to an action calculated to arouse an unprecedented storm ?

ARYA PRAKASH—While reflecting upon the whole case of Sjt. Tilak, we meet with two personalities, both of them most prominent no doubt, who by their wonderful and extraordinary exhibition of genius have drawn attention of the whole world. They are the Judge and the accused. The Judge Mr. Davar has, it seems exhaused the whole stock of his genius while remarking and denouncing the whole party of Sjt. Tilak as rotten headed. No Judge born, bred and brought up in India can make a more bitter and a more stringent remark than this. Mr. Davar, to crown all, remarked that writings of "Kesari" were, so to say, a curse upon India. We are sorry sincerely for the forgetfulness of Mr. Davar in not letting us know whether writtings of "Pioneer", "Asian" and such other Anglo-Indian papers, quoted more than once in the defence were blessings or otherwise. Finishing with Mr. Davar, let us now turn to Sjt. Tilak. It is beyond the power of our pen to describe Sjt. Tilak in full. His all round capacity, extraordinary genius, unprecedented originality, super-abundant moral strength and highest spiritual development, and last though not the least his bold, courageous and manly demeanour throughout the whole case, have, excepting a few unsympathetic Anglo Indians, won respect, reverence and admiration on all hands. Looking to his weak health, old age, and the disease he suffers from we doubt if Sjt. Tilak would return alive after six years' transporation. We sincerely and heartily desire our fears may turn out utterly false. History repeats itself everywhere and sufferings of such great men are always the fore-runner and precurser of something good, like the appearance of a grey cloud on the eastern horizon, before the sunrise Whether the class advocating the cause of Sjt. Tilak, possess rotten

brains and their writings are a curse upon India, or the cause shall prosper more as uttered by Sjt. Tilak, the world will have to see in future; but for the present, by reciting the remarks aud quoting the final words of the Judge and the accused respectively, we leave it to our readers to form proper estimate of the two born-Indians, and to make comparison of the two.

THE NATIONAL REVIEW (ENGLAND).

Mr. Tilak, the Indian incendiary and one of the darlings of the Radical Press has been prosecuted for a wicked article justifying the bomb throwing but unfortunately he has only been sentenced to a fine of Rs. 1000 and six *months* transportation instead of penal servitude for life.

THE ORIENTAL REVIEW.

It is grievously sad to think that a man of Mr. Tilak's position abilities and influence should thus prostitute his pen, misuse or rather illuse the talent with which he is undoubtedly endowed and fritter away the opportunities for good which, without question, he could have done to his countrymen aud thus bring reproach not upon himself alone but also upon the educated people of this Presidency. Mr. Tilak has thrown away excellent opportunities, he has paid no attention to the many entreaties of his friends to keep within the bounds of constitutional agitation and has turned a deaf ear to all the sage counsels of the leaders of the Moderate party whom he looked upon not only as his rivals but also as his enemies, to be discreet in his writings to be moderate in his tone and to be constitutional in the agitation he carried on. He sowed the wind and he has reaped the whirl wind. Coming to the sentences passed upon him we fear it will be the unanimous opinion of a large number of people who know Mr. Tilak and his doings that it is not excessively hard considering the enormity and persittency of tho offence for which he has been convicted. Only the other day we said that it was not this or that article of the seditionist for which he was brought to book but it was the whole tenour of his life and the tone of his writing that was working havoc and creating mischief in the minds and hearts of the gullible and illastrate and half-educated masses of the people. His intriguing ways, his unscrupulous methods his incitement to disobedience to lawful authorities, his pernicious influence upon the young and the unwary, his underground work, all these should be taken in on account in the adjudication of his case, and if this method would be employed he would be found more than guilty of the most heinous charges that were laid at his door. Mr. Tilak has been proved to be such seditionist.

MR. KEIR HARDIE'S VIEW.

(THE LABOUR LEADER.)

In the limited space at the disposal of the *Labour Leader* it is not possible to give the articles for the writing and publishing of

which Mr. Tilak has been found guilty, but it may suffice to say that even the *Times* admitted that there is nothing in them which in this country could be called seditious. The jury was composed of nine men, seven of whom were Anglo Indians and two parsces. Mr. Tilak is himself a Hindu, and it is very significant that no Hindu found a place on the Jury, a remark which also applies to the Mohammedan public.

There is no man in India who has such a hold upon the working class as Mr. Tilak and the result of his conviction will be more far-reaching than that of any single individual which has yet taken place. I spent three days in his company when visiting Poona less than a year ago. His life history has been a record which marks him out as one of those men of whom most nations are proud. As a scholar he has a world-wide reputation, and was the founder of the Fergusson College, where for years he was a professor. He is a man of means and some years ago resigned his position in the college that he might be free to devote himself to the interests of his people. Since then he has been the leading figure in the advanced section of Indian reformers, and was, nominally at least, mainly responsible for the break up of the Congress at Nagpur last year. His standing in literature is on a par with that of Tohaikovsky the Russian who is in prison without trial in Russia, or with our own Alfred Russel Wallace, in science.

I mention these things that it may be understood who and what Mr. B. G. Tilak is. The conclusion I formed concerning him was that the temperament had been soured by long, weary years of disappointed waiting, but that whilst he advocated extreme measures of agitation he would be satisfied with moderate reforms, provided they were genuine and indicated a real desire to improve the condition of the people of India. He was not cotent to confine his propaganda work to a congress held once a year at which the same resolutions would continue to be passed, but advocated an active boycott of all things British including the holding of office untill such time as some form of representative government had been conceded. His sympathy with the peasantry was intense and some of his journals were published in the native vernacular and circulated extensively throughout the country districts of the Bombay presidency. This stirring up of the peasanty has been I believe the bedrock of his offending. So long as the agitation is confined to the small class of educated Indians the officials can afford to tread with contempt; if however, the peasantry upon whom the Government depends for 85 percent of its total income can be reached and induced to join in the movement then the demand for reform would become irresistible. Many of the Congressmen are manufacturers; who occupy almost the same relation to the working class as did the manufacturing Radicals of England half a century ago. Mr. Tilak, however is not of this type. He did not seek reform merely to give the educated middle classes a standing but the conditions of life of the common people might be brightened and made easier.

তিলকের মোকদ্দমা।

১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল (১৩১৫ সালের ১৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার অমাবস্যার) তমোময়ী রজনীতে জনৈক অপরিণত-বুদ্ধি বঙ্গীয় যুবকের নিক্ষিপ্ত ভীষণ বোমার আঘাতে দুইটি নিরপরাধ ইংরাজ মহিলার প্রাণান্ত ঘটে। এই শোচনীয় ঘটনার সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভারতবর্ষের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই স্তম্ভিত ও বিষণ্ণ হন—অমঙ্গলের আশঙ্কায় দেশবাসী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। ইংরাজ রাজপুরুষগণ এই দুর্ঘটনায় স্বভাবতই অত্যন্ত বিচলিত হন। ভারতীয় শ্বেতাঙ্গ-সমাজ ক্রোধে ও জিঘাংসায় অধীর হইয়া উঠেন। এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সংবাদ-পত্র-সম্পাদকগণ রাজপুরুষগণকে দেশীয় সংবাদ-পত্র-সমূহের দমন এবং স্বদেশী ও বয়কট-প্রচারকদিগকে নিগৃহীত করিবার উপদেশ প্রদান করিতে থাকেন। কলিকাতায় ও বঙ্গের নানাস্থানে বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও ভদ্র বংশীয় যুবক মজঃফরপুরের দুর্ঘটনার বা বোমা-নির্ম্মাণ-ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া গ্রেপ্তার হন। তাঁহাদিগের বিচার চলিতে থাকে।

ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে যে বোমা ফাটে, তাহার ফলে পশ্চিম ভারতের রাজপুরুষেরা সহসা ঘোর বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্র-সম্পাদকদিগের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া দেশীয় সংবাদপত্রের দলনে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। প্রথমে "হিন্দ স্বরাজ্য" নামক একখানি গুজরাথী সংবাদ-পত্রের নামে রাজদ্রোহের অভিযোগ করা হইল। দুই দিন যাইতে না যাইতে "বিহারী" ও "অরুণোদয়" নামক দুইখানি

মহারাষ্ট্রীয় সংবাদ-পত্রের সম্পাদক-যুগল অভিযুক্ত হইলেন। একজন গুজরাথী বক্তা বোম্বাই নগরীতে স্বদেশী সম্বন্ধে বক্তৃতা করণাপরাধেও ঐ সময়েই দণ্ডিত হন।

এই গেল মে মাসের ঘটনা। তারপর ১১ই জুন পুণায় "কাল" নামক সংবাদ-পত্রের সম্পাদক স্বদেশ-ভক্ত শ্রীযুক্ত শিবরাম মহাদেব পরাঞ্জপে মহাশয়কে গ্রেপ্তার করিয়া বোম্বায়ে চালান দেওয়া হয় এবং সেখানেই তাঁহার বিচার হইতে থাকে। পূর্ব্বভারতের বোমাবিভ্রাটের পরিণাম পশ্চিম ভারতে এইরূপে পরিস্ফুট হওয়ায় জনসাধারণের হৃদয়ে বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। কিন্তু তথাপি বোম্বায়ের এই সংবাদপত্র-মেধ যজ্ঞে যে এত শীঘ্র সুপ্রসিদ্ধ "কেসরী"পত্রের আহুতি প্রদত্ত হইবে, রাজপুরুষেরা যে সহসা ভারতের গৌরব-তিলক জনপ্রিয় শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয়কে সেই যজ্ঞের বলিরূপে গ্রহণ করিবেন, একথা কেহ স্বপ্নেও চিন্তা করে নাই। এই কারণে লোকে যখন সহসা শুনিল যে, রাজদ্রোহের অপরাধে বোম্বায়ের পুলিশ ২৪শে জুন তারিখে তিলক মহোদয়কে গ্রেপ্তার করিয়াছে, তখন তাহাদের বিরাগের সীমা রহিল না।

গত ২৪শে জুন বুধবার সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত তিলক ও তাঁহার পাঁচ ছয় জন বন্ধু বোম্বায়ের "সর্দ্দারগৃহ" নামক হোটেলে "ক   "-পত্রের সম্পাদক মহাশয়ের সহিত তাঁহার মোকদ্দমা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন; এমন সময় বোম্বাই পুলিশের কয়েকজন কর্ম্মচারী সাদা পোষাকে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষর-যুক্ত ওয়ারেণ্ট প্রদর্শন করিল। ওয়ারেণ্ট দেখিবামাত্র তিলক তাহাদিগের অনুবর্ত্তী হইবার জন্ত গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি পরিচ্ছদ ধারণ করিতে করিতে স্মিতমুখে তাহাদিগকে বলিলেন, "আপনাদের অদ্য শুভাগমন হইবে, এ সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম এবং সে জন্ত প্রস্তুতও ছিলাম, কিন্তু আপনারা একটু আগে আসিলে জামিনের জন্ত দরখাস্ত করিবার সময় পাওয়া যাইত"।

পুলিশ কর্ম্মচারীরা বলিল, "ওয়ারেন্ট পাইয়াই আমরা আসিয়াছি।" কথা কহিতে কহিতে তিলক মহাশয় নিম্নতলে গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ স্লোন একখানি ঘোড়গাড়ী লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি তিলককে লইয়া প্রথমে অদূরবর্ত্তী পুলিশ কমিশনারের অফিসে গমন করিলেন। তথা হইতে তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত সংশ্লিষ্ট কোতঘরে লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহাকে সেই রাত্রি সেই স্থানেই যাপন করিতে হইল। তাঁহার সহবর্ত্তী বন্ধুগণ উদাসহৃদয়ে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং মোকদ্দমার তদ্বির করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশ-ক্রমে তদীয় বন্ধুগণ বাসা হইতে যে বিছানা লইয়া গিয়াছিলেন, হাজতে তিনি সেই বিছানা ব্যবহার করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন।

তিলক যে দিন সন্ধ্যাকালে বোম্বায়ে ধৃত হন, সেই দিনই তাঁহার "কেসরী" আফিসের খানাতল্লাসি করিবার ওয়ারেন্ট লইয়া ইন্‌স্পেক্টার সলিভান বেলা তিনটার সময় বোম্বাই হইতে রেলযোগে পুণাযাত্রা করেন। তিনি সন্ধ্যাকালে পুণায় উপস্থিত হইয়া তত্রত্য থানা হইতে দলবল সংগ্রহ-পূর্ব্বক রাত্রি প্রায় আটটার সময় "কেসরী" আফিস ঘেরাও করেন। তখন আর খানাতল্লাসী করিবার সময় ছিল না বলিয়া পুলিশ "কেসরী" কার্য্যালয়ের সমস্ত প্রকোষ্ঠে তালা চাবি বন্ধ করিয়া ও তথায় কয়েকজন প্রহরী রাখিয়া চলিয়া যায়। কেসরী কার্য্যালয় একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকায় অবস্থিত। ঐ অট্টালিকায় সর্ব্বশুদ্ধ ৬০টি প্রকোষ্ঠ আছে। উহারই একাংশে কয়েকটি প্রকোষ্ঠে শ্রীযুক্ত তিলক সপরিবারে বাস করিতেন। পুলিশ কর্ম্মচারীরা তিলকের পরিবারবর্গকে আপনাদের অধিকৃত প্রকোষ্ঠগুলি ছাড়িয়া একটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে গিয়া রাত্রিবাস করিতে আদেশ করেন, এবং তাঁহাদের পরিত্যক্ত প্রকোষ্ঠ-নিচয়েও তালাচাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া যান। কেসরীর কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় ভিন্ন আর কাহাকেও পুলিশ সেই রজনীতে

তিলক মহাশয়ের পরিবারবর্গের নিকট থাকিতে দেয় নাই। পর দিন প্রাতঃকালে পুলিশ যথারীতি কেসরীর কার্য্যালয়ের ও তিলক মহাশয়ের বাসস্থানের খানাতল্লাসি করিয়া চিঠির ফাইল ও নানাপ্রকার কাগজ পত্র লইয়া যায়। সাড়ে দশটার সময় এই খানাতল্লাসি শেষ করিয়া পুলিশ মোটরগাড়ি করিয়া সিংহগড়ে গমন করে এবং সেখানে তিলকমহাশয় যে বাংলায় বাস করিতেন, সেই বাংলায় দরজার কব্জা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে। কিন্তু সেখানে কিছুই না পাওয়ায় ভগ্ন-মনোরথ হইয়া তাহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হয়।

এদিকে তিলকের গ্রেপ্তার ও তাঁহার আফিস বাটি প্রভৃতির খানা-তল্লাসির সংবাদ শুনিয়া পুণার সর্ব্বত্র বিষাদের ছায়া পতিত হয়। তিলকের আত্মীয় বন্ধুগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহায়তার জন্য বোম্বাই যাত্রা করেন। সহরের অধিকাংশ দোকানপাট সেদিন বন্ধ থাকে। ছাত্রগণ স্কুল কলেজে গমন করিতে উৎসাহ প্রকাশ করে নাই। সুতরাং সমস্ত বিদ্যালয়ই বন্ধ ছিল। অনেক ছাত্র এই ঘটনায় মর্ম্মাহত হইয়া শ্রীযুক্ত তিলকের জন্য সেদিন উপবাস করিয়াছিল। পুণার এংগ্লো ইণ্ডিয়ান পত্রের জনৈক সংবাদ-দাতার মতে ঐ দিন পুণানগরী a city of the dead বা শ্মশানভূমি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। বোম্বাই, ধারওয়াড়, বেল[illegible], নাশিক, নাগপুর, বেল্লারী, অমরাবতী, লাহোর, আকোলা, ঠানা, করাচী, মান্দ্রাজ, এলাহাবাদ কলিকাতা প্রভৃতি নানাস্থানে তিলকের বিপদ্বার্ত্তা পৌছিবা-মাত্র লোকে মর্ম্মপীড়িত হইয়া শোক-প্রকাশার্থ নানা কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। অনেকস্থলেই দোকানপাট বন্ধ হইয়াছিল, কোথাও ব্রাহ্মণেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন, কোথাও সভা করিয়া রাজপুরুষদিগের কার্য্যে বিরাগ প্রদর্শন করা হইয়াছিল, কোথাও বা লোকে উপবাস করিয়া হৃদয়ের যন্ত্রণা প্রকাশ করিয়াছিল। অনেকে তিলকের মোকদ্দমায় সাহায্যের জন্য কেসরী আফিসে মনিঅর্ডার যোগে

অর্থ-সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত তিলক এজন্য পূর্ব্বের ন্যায় অকারণ অর্থব্যয় না করিয়া এবার স্বয়ং আত্ম-পক্ষ-সমর্থন করিবেন বলিয়া মত-প্রকাশ করায় কেসরী আফিসের কর্ম্মচারিগণ সে টাকা প্রেরকদিগের নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দেন।

বৃহস্পতিবার দিন (২৫শে জুন) যখন সকলে এইরূপে তিলক মহাশয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন বোম্বায়ের প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এষ্টন বাহাদুরের আদালতে তাঁহার মোকদ্দমার শুনানি আরম্ভ হইয়াছিল। তিলক মহাশয়ের বিচার দেখিবার জন্য আদালত লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। সরকার পক্ষে সলিসিটার মিঃ বাওয়েন ও তিলকের পক্ষে বারিষ্টার মিঃ দাওয়ার, উকিল শ্রীযুক্ত মহাদেব রাজারাম বোড়স ও শ্রীযুক্ত দীক্ষিত আদালতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে সর্ব্বপ্রথম তিলকের বন্ধুগণ অবগত হইলেন যে, বোমাবিভ্রাটের আলোচনা প্রসঙ্গে তিলক মহাশয় বিগত ১২ই মে তারিখের কেসরীপত্রে "দেশের দুর্দ্দৈব" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহারই জন্য এই মোকদ্দমা উপস্থাপিত হইয়াছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা এই স্থানে সেই প্রবন্ধের একটি বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত করিলাম —

দেশের দুর্দ্দৈব।

স্বভাবতঃ ধীর ও শান্তিপ্রিয় ভারতবর্ষ ক্রমশঃ রুষরাজ্যে পরিণত হইতে চলিল, ইহা দেখিয়া কেহই উদ্বিগ্ন ও দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। বিশেষতঃ মজঃফরপুরে দুইটি নিরপরাধ ইউরোপীয়-মহিলা বোমার আঘাতে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন শুনিয়া অনেকের হৃদয়ে বিদ্রোহিদিগের সম্বন্ধে তীব্র ঘৃণার উদ্রেক হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপ অনেক ঘটনা ইউরোপীয় রুষরাজ্যে সংঘটিত হইয়াছে ও অদ্যাপি হইতেছে, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতিক অবস্থা যে এত শীঘ্র এরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিবে—আমাদের এখানকার শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষদিগের (Bureaucracy) [বর্ত্তমান শাসননীতি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য] নির্লজ্জাতিশয় ও আগ্রহ-বাহুল্য যে স্বদেশের উন্নতিকামী যুবক সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ নৈরাশ্য-দিগ্ধ করিয়া এত শীঘ্র বিদ্রোহপথের পথিক করিবে, ইহা আমরা ভাবি নাই। কিন্তু দৈবের গতি অতি বিচিত্র। ব্যক্তিগত বিদ্বেষের জন্য বা দুই একজন বিকৃত মস্তিষ্ক দুর্ব্বৃত্তের কার্য্যফলে যে মজঃফরপুরে বোমা ফাটিয়াছে—ঐ ব্যাপারের সম্বন্ধে

রাজপুরুষগণ সমুৎসুক হইয়াছেন। এবং রাজ্য শাসন-বিষয়ক সমস্ত কার্য্য যদি তাঁহাদিগেরই মতানুসারে পরিচালিত হইত, তাহা হইলে সভাবন্ধের আইনের ন্যায় আরও অনেক যথেচ্ছাচারপূর্ণ রাজবিধান প্রণীত হইয়া ভারতবর্ষ এতদিনে রুশিয়ার সম্পূর্ণ অনুরূপ হইয়া উঠিত। কিন্তু ইতিহাসের অভিজ্ঞতা, বিলাতের প্রজাপক্ষীয় লোকমত, এবং জাপানের ন্যায় প্রাচ্যজাতির অভ্যুদয়ে সমগ্র এসিয়াখণ্ডের জাগরণ, আমাদিগের শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষদিগের যথেচ্ছাচার-নীতির পথে বাধা উপস্থিত করিয়া তাঁহাদিগের বাদসাহী শাসনেকে কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিরুদ্ধ করিয়াছে। তথাপি উত্তরোত্তর স্বরাজ্যের অধিকার-সমূহ লাভের জন্য জন সাধারণের ইচ্ছা অধিকতর বলবতী হইতেছে, এবং যদি তাহারা ক্রমে ক্রমে সেই ইচ্ছার অনুরূপ রাজনীতিক অধিকার প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে অন্ততঃ কয়েক জনও 'সন্তপ্ত' বা ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া ভালমন্দের বিচার পরিহার-পূর্ব্বক অন্যায় বা ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হইয়া থাকিতে পারিবে না। স্বয়ং মাননীয় গোখ্‌লে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা-কালে রাজপ্রতিনিধি মহোদয়ের সম্মুখে আমাদের গবর্ণমেণ্টকে এই কথাই জানাইয়া সতর্ক করিয়াছিলেন। লালা লজপৎ রায়কে বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত করিয়া যখন সভা-প্রতিরোধক রাজ-বিধান সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াছিল, তখন আমাদের ন্যায় অন্যান্য দেশীয় সংবাদপত্রও গবর্ণমেণ্টকে স্পষ্টই জানাইয়াছিলেন যে, সরকার যদি এইরূপে যথেচ্ছাচারপূর্ণ রুশীয় শাসন-পদ্ধতিরই অবলম্বন করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় প্রকৃতিপুঞ্জকেও রুশীয় প্রজার অন্ততঃ আংশিক অনুকরণ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। "যেরূপ বীজ বপন করিবে, সেইরূপ বৃক্ষ জন্মিবে",—এ তত্ত্ব সকলেই অবগত আছেন। আমরা যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ জুলুম করিব, যাহাকে ইচ্ছা বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত করিব, যে প্রদেশ ইচ্ছা সেই প্রদেশের অঙ্গচ্ছেদ করিব, যে কোনও সভা ইচ্ছা হইলেই বন্ধ করিয়া দিব, অথবা যাহার উপর ইচ্ছা রাজদ্রোহের মোকদ্দমা করিয়া তাহাকে জেলে পাঠাইব;—কিন্তু তোমরা এই সমস্ত ব্যাপারই নীরবে সহ্য করিয়া আপনাদের "সন্তাপ" (indignation), ক্রোধাবেশ বা উগ্রতাকে নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতে দিবে না।"—শাসক-সম্প্রদায়ের প্রকৃতিপুঞ্জকে এইরূপ বলা ও সাধারণ মনুষ্য-স্বভাব-বিষয়ে জগতের সমক্ষে আপনাদের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করা সমান কথা। মজঃফরপুরের ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া অধিকাংশ এংলো-ইণ্ডিয়ান সহযোগী এইরূপ ভ্রমেই পতিত হইয়াছেন। যে সকল দেশীয় জননায়ক ইংরাজ রাজপুরুষদিগের উদ্দাম বা ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের কঠোর সমালোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের রচনা ও বক্তৃতার ফলেই দেশে বর্ত্তমান ভয়ঙ্কর অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, বলিয়া তাঁহারা (শ্বেতাঙ্গ সহযোগিগণ) দেশীয় নেতৃবর্গের উপর দোষারোপ করিতেছেন। বস্তুতঃ তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ অনুরোধ করিয়াছেন যে, অতঃপর পূর্ব্বোক্ত জন-নায়কগণের বক্তৃতা, রচনা বা আন্দোলনের পথ অধিক পরিমাণে নিরুদ্ধ করা হউক।

আমাদের মতে এই উপদেশ নিতান্তই নির্ব্বুদ্ধিতা-সূচক। অতিবৃষ্টির জন্য নদীতে বন্যা হইয়া যদি নদীর বাঁধ ভাঙ্গিবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য বন্যাকে দায়ী না করিয়া বৃষ্টিকেই দায়ী করিতে হয়। সেইরূপ দায়িত্বশূন্য ও নিয়ন্তৃবিহীন, শাসক-সম্প্রদায়ের যথেচ্ছাচারপূর্ণ কার্য্যের ফলে যে অসন্তোষ ও তীব্র বিরাগের উৎপত্তি হয়, তাহার তাড়নায়

সমাজের দুই এক স্থলে আইনের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘিত হয়, তাহা হইলে তাহার দোষ বা
ম নিয়ন্ত্রণবিহীন দায়িত্বশূন্য রাজপুরুষদিগের শাসন-পদ্ধতিরই উপর অর্পণ করা উচিত।
ও ব্যক্তিই নিজের প্রকৃত অবস্থা নিজে বুঝিতে পারে না। পৃথিবীর সহিত যে কোটী
ট লোক পৃথিবীর মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, তাহারা আপনাদিগকে ঘূর্ণ্যমান
না করিয়া বিশ্বজগতকেই ভ্রাম্যমান বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞ বা
। তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ ভ্রমে পতিত না হইয়া সকল বিষয়েরই প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান-
ক তৎপ্রতি মনোযোগ করাই উচিত। সর্প-ভ্রমে অকারণে রজ্জুর উপর যষ্টি প্রহার
ত থাকিলে কোনও ফল হয় না। ভারতবর্ষের একমুখী, (Absolute) অনিয়ন্ত্রিত
controlled) দায়িত্বহীন শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষদিগের শাসনপদ্ধতি উত্তরোত্তর লোকের
াসীর) পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। এই অনিয়ন্ত্রিত শাসনাধিকার পূর্ব্বোক্ত রাজ-
দিগের (Bureaucracy) হস্তে না থাকিয়া যাহাতে প্রজার প্রতিনিধিদিগের হস্তগত
াহার জন্য ভারতবর্ষের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই চেষ্টা করিতেছেন। কেহ কেহ মনে
যে, এখানকার মদান্ধ রাজপুরুষগণেরই নিকট অনুনয় বিনয় করিয়া অথবা তাঁহা-
। কার্য্য-পরিদর্শক বিলাতের গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়া আমরা
অধিকার লাভ করিতে পারিব। অপরে মনে করেন, এরূপ চেষ্টা ফলবতী হওয়া
ব—নাক টিপিয়া না ধরিলে যেমন মুখ খোলে না, সেইরূপ বর্ত্তমান রাজপুরুষ-
রাজ্য-শকটের কোনও স্থানে কীলক অর্পণ (করিয়া শকটের গতিরোধ) না
আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। এই দলের লোকেরা বলেন, আমাদের
াই, তাহা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলা উচিত; নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-নীতির (Passive
tance) সাহায্যে উহা লাভ করা উচিত। কিন্তু বর্ত্তমান যথেচ্ছাচার শাসন-
ার ফলে দেশের ত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে একজন লোকেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটা
নহে, ও পূর্ব্বোক্ত দুইটি পথের কোনক্রমে অতিক্রম করা তাহার পক্ষে উচিত
এইরূপ বলা ও ভারতবর্ষে ত্রিশকোটী লোকের "সন্তাপ" (indignation)
তা সর্ব্বদা অমুক ডিগ্রিরই নীচে থাকা উচিত—এরূপ বলা সমান কথা। সমগ্র
পক্ষে এরূপ মর্য্যাদার নির্দ্দেশ করাও অসম্ভব। গ্রীষ্মকালে যখন সহস্র-রশ্মি
মধ্য গগনে উপস্থিত হন, তখন মারওয়াড়ের মরুময় প্রদেশ দার্জ্জিলিঙ বা
প্রদেশের ন্যায় অতীব শীতল থাকিবে বলিয়া যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে
সেই ইচ্ছা যেরূপ বিফল হইবে, অপ্রিয় শাসন-পদ্ধতির ফলে প্রজার মনে যে
।," ব্যগ্রতা বা উগ্রতার সঞ্চার হয়, তাহা সর্ব্বস্থলে ও সর্ব্বকালেই একটি নির্দ্দিষ্ট
মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, এরূপ আশা করা বা চেষ্টা করাও সেইরূপ
হইবে। মজঃফরপুরের বোমার ব্যাপার হইতে ও ঐ ব্যাপারে ধৃত তরুণ ভদ্র-
ণের জোবানবন্দী হইতে যদি আমাদের রাজপুরুষদিগের কিছু শিক্ষণীয় থাকে,
ইলে তাহা ইহাই। এবং এই কথাই পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের কর্ণগোচর করিবার
আমরা বিনীতভাবে গ্রহণ করিতেছি।

মরা জানি, মজঃফরপুরে যেরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, সেরূপ দুর্ঘটনা আমাদের রাজ-
। উগ্র মূর্ত্তিধারণ করিয়া ও কঠোরতা অবলম্বন করিয়া অচিরাৎ বন্ধ করিতে পারি-

বৃদ্ধি পাইতে না দেওয়া সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টেরই ক্ষমতাধীন। যথেচ্ছাচার বা কঠোরতার দ্বারা, দেশের অঙ্গে উৎপদ্যমান এই সকল স্ফোটক কখনই স্থায়ী ভাবে আরোগ্য হইবে না। শাসন-পদ্ধতির সংস্কার সাধনই এই রোগের প্রকৃত ঔষধ এবং এই সময়ে যদি রাজ-পুরুষেরা এই ঔষধের প্রয়োগ না করেন, তাহা হইলে আমাদিগের সকলেরই বড়ই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। আমাদিগের এই লেখা (প্রবন্ধ) হয়ত রাজপুরুষদিগের নিকট অপ্রিয় বলিয়া বিবেচিত হইবে, কিন্তু সে বিষয়ে আমাদিগের কোনও উপায় নাই। কারণ এক জন কবি যথার্থই বলিয়াছেন যে, "হিতকর মনোহর দুর্লভ বচন।" আমরা এ বিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়াছি, তাহা আমাদিগের মতে সত্য ও যুক্তি-সঙ্গত এবং পরিণামে রাজা ও প্রজা উভয়ের পক্ষেই সুখকর ও হিতকর হইবে। ইহার পরও যদি আমাদের লেখায় কোনও সুফল না হয়, তাহা হইলে তাহা দেশের বিষম দুর্দ্দৈব বলিয়া বুঝিতে হইবে, তদ্ভিন্ন আর কি? আর, একবার কাহারও দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইলে, তাহার পরে (তাহার ভাগ্যে) কি কি অনর্থপাত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? অনর্থ বা বিপত্তি কেহই চায় না; কিন্তু উহাদিগকে এড়াইবার ক্ষমতা সকল সময়ে ভগবান্ আমাদের হস্তে রাখেন না। বর্ত্তমান ব্যাপারটা কতকটা এইরূপই হইয়া দাঁড়াইতেছে। রাজ-পুরুষেরা যদি একথা বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে আমরাই বা সে বিষয়ে কি করিতে পারি? কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়া দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য; আমরা ঈশ্বর ও সত্য-স্মরণ-পূর্ব্বক সে কর্ত্তব্য-পালন করিতেছি। দেশের অবস্থা দুঃখ-জনক না হয়, ইহা আমরা প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করি; কিন্তু সেই সঙ্গে দেশের বর্ত্তমান দুঃসহ শাসন-পদ্ধতিরও যত শীঘ্র সম্ভব সংস্কার হওয়া আবশ্যক বলিয়া দাবী করিবার আমাদিগের যে অধিকার আছে, তাহাও পরিত্যাগ করিতে পারি না। অকারণে ভয়ে জড়ীভূত হইবার কোনও কারণ নাই। রাজপুরুষগণ ও এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্র-সম্পাদকগণ মজঃ-ফরপুরের ব্যাপার উপলক্ষ্যে কৌশলে আমাদের চেষ্টার তীব্রতা হ্রাস করিবার চেষ্টা করিবেন, ইহা আমরা জানি—বরং ঐরূপ করাতে তাঁহাদিগের স্বার্থ আছে। কিন্তু মজঃ-ফরপুর ব্যাপারের প্রতিবাদ-কালে এংগ্লো-ইণ্ডিয়ানগণ যে দেশের প্রকৃত অবস্থার বিকৃত বর্ণনা করিতেছেন, তাহার সাধ্যমত প্রতিবাদ করাও আমাদিগের কর্ত্তব্য; রাজপুরুষ-দিগের গায়ে খুন না হয়, তদ্বিষয়ে সহায়তা করা যেমন প্রজার ধর্ম্ম, সেইরূপ শাসনপদ্ধতি দায়িত্বহীন না রাখিয়া উহাতে কালোচিত ভাবে লোক-মতের (public opinion) সমাবেশ করা রাজপুরুষদিগেরও কর্ত্তব্য। রাজ ধর্ম্ম-শাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন যে, এই কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া, জ্ঞান-পূর্ব্বক তৎপ্রতি অমনোযোগী হইয়া রাজপুরুষেরা যদি প্রজাদিগকে তাহাদিগের কর্ত্তব্য অসিধারা-ব্রতের মত পালন করাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহা সফল হইবে না। শুদ্ধ তাহাই নহে; সেরূপ চেষ্টা রাজা প্রজা কাহারও পক্ষে লাভজনক হইবে না। এই ধর্ম্মের প্রতি যেখানে অবহেলা হয়, সেখানে কখনও না কখনও মজঃফরপুরের ন্যায় অনর্থপাত অনিবার্য্য হয়; এই কারণে, এবম্প্রকার দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি নিবারণ যদি রাজপুরুষদিগের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি আমাদের উপদেশ এই যে, আপনাদের শাসন-পদ্ধতিকেই প্রথমতঃ তাহারা নিয়মিত করুন; এবং এই উদ্দেশ্যেই জন্য আমরা এই প্রবন্ধ লিখিয়াছি।"

সরকার পক্ষ হইতে এই প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ দাখিল করিয়া মিঃ বাণ্ডেন বলেন যে, ঐ প্রবন্ধ লিখিয়া আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারানুসারে রাজদ্রোহের অপরাধ ও ১৫৩ (ক) ধারানুসারে ভারত-সম্রাটের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রজার মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার নামে এই অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে।" সরকার পক্ষ হইতে অভিযুক্ত প্রবন্ধের যে ইংরাজী অনুবাদ দাখিল হয়, তাহা এই,—

THE COUNTRY'S MISFORTUNE.

(*Dated 12th May 1908.*) "No one will fail to feel uneasiness and sorrow to see that the naturally mild and peace-loving India is being reduced to the condition of Russia in Europe. Furthermore, it is indisputable that (the fact) of two innocent European ladies having fallen victims to a bomb at Muzaffarpur will especially inspire many with hatred against the people belonging to the party of the rebels. That many occurrences of this kind have taken place in European Russia and are taking place (even) now is a fact famous in history. But we did not think that the political situation in India would so soon reach a stage, that the obstinacy and *perversity* of the white bureaucracy of our country would so soon inspire with utter disappointment the *young* generation solicitous for their advancement of their country and impel them so soon to (follow) the rebellious path. But *the dispensations of God* are inscrutable. It does not appear, from the statements of those who were arrested in connection with the bomb outrage case at Muzaffarpur, that (the bomb) was thrown through the hatred (felt) for some individual or simply owing to the action of some roguish mad-cap. Even Khudiram, the thrower of the bomb, feel sorry that two innocent ladies of Mr. Kennedy's family fell victims in place of Mr. Kingsford. What then (should be said) of others ? It is plain from the statements of those very young gentlemen, who took in hand this work by founding a secret society, that they were fully aware that it was not possible to overthrow British rule in India by such monstrous deeds. None of the arrested persons have stated that the mere establishment of a secret society at the present time would be sufficient to do away with the oppres-

sive bureaucracy. Some of the Anglo-Indian journalists have cast ridicule on these young men by *insolently* asking the question, "will the English rule disappear by the manufacture of a hundred muskets or ten or five bombs ?" But we have to suggest to the said editors that this is not a subject for ridicule. The young Bengalee gentlemen, who perpetrated these terrible things, do not belong to the class of thieves or budmashes ; had that been so, they would not have made frank statements to the Police (as they have done) now. Though the secret society of the Bengali youths may have been formed like that of the Russian rebels for the secret assasination of the authorities, it appears plain from the statements that it was formed not for the sake of self-interest but owing to the *exasperation* produced by the autocratic exercise of power by the unrestrained and powerful white bureaucrats. It is known to all that the *mutinies* and revolts of Nihilists that frequently occur even in Russia take place for this very object, and looking (at the matter) from this point of view (one) is compelled to say that the same state of things which has been brought about in Russia by the *oppression* (practised) by the Swadeshi officers of that country, has now been inaugurated in India in consequence of the *oppressive* (practices) by alien officers. There is none who is not aware that the might of the British Government is as great and as unlimited as that of Russian Government. But the rulers who exercise unrestricted power must always remember that there is also a limit to the patience of *humanity.*

Since the Bengal Partition the minds of the Bengalis have become most *exasperated* and all their efforts to get the partition cancelled by lawful means (have) proved fruitless ; and it is known to the world that even Pandit Morley or now Lord Morley, has given a flat refusal to their (request). Under such circumstances, no one in the world, except the white bureaucrats, *inebriated* with the *insolence* of authority, will think that not even a very few of the people of Bengal should not become turn-headed and feel inclined to commit excesses. Experience shows that even a cat shut up in a house rushes with vehemence upon the person who confines it there and tries to kill him. The Bengalis, however, no matter how powerless they might be thought to be, are human beings, and should not the bureaucracy remember that like (those of) other men, the feelings of the Bengalis, too, are liable to become fierce or mild as occasion demands. It is true that India having now been for many years under the sway of alien rulers, the *fire*,

spirit and *vehemence* natural to the Indians have to a great extent cooled down; but under any circumstances, this vahemence or indignation cannot descend to zero degree and freeze altogether. Old or experienced leaders can, so far as they themselves be concerned, keep this indignation permanently within prescribed bounds with (the help of) their experience and mature thought, but it is impossible for all the people of the country thus to keep their spirit, indignation or *irritability* always within the above bounds; perhaps it may even be said without hesitation that the inhabitants of that country in which it is possible for the (feeling of) indignation to remain always within prescribed bounds are destined to remain perpetually in slavery. It is not that our rulers are not aware of this principle. English statesmen have, indeed, settled the lines of British policy in India by bearing in mind that British rule in this country is alien and of (the people of) a different religious faith. When one country rules over another, the principal aim of the rulers is self-interest alone, but the extent of that self-interest is bounded in such a way that the subjects might not become exasperated. (What) is called statemanship (consists) only in this; and this very (thing) has been designated enlightened self-interest by some English authors. British rule in India is carried on on this very principle, but the great mistake that is being committed in that (connection) is that the *English* bureaucracy does not at all take the advice or opinion of the subjects or their leaders in the matter of the administration. The whole contract of settling in *white* (their) loss consists has been into their own hands by the white bureaucrats. And they are vain (enough) to think that whatever thing they might do or whatever policy they might decide upon (as guided) by their wisdom or enlightened self-interest must be uncomplainingly accepted as beneficial to themselves by the people of India and that they must invoke a blessing upon the rulers (for the same). But owing to the spread of Western education it is not now possible that this condition should last (any longer). However enlightened the self interest of the rulers might be, India (must) still be a loser thereby; and in order to prevent this loss, the power in the "hands" of the "*white* bureaucrats" must by degrees be transferred to our hands; there is no other alternative, such is now the view of many people in India, and it is gaining ground. Such an impression being ultimately injurious to the ruling bureaucracy, the entire official class has become eager to

suppress completely all writings, speeches, or other means which give rise to it ; and if they had been able to drive the car of the entire administration solely according to their own views, many oppressive enactments like the prevention of (seditious) meetings Act would by this time have passed and India would fully have become another Russia.

But the experience (*gained*) from history, the (growth of) democratic public opinion in England, and the awakening caused throughout the whole continent of Asia by the rise of an Oriental nation like Japan, have come in the way of the *tyrannical policy* of our *white* bureaucrats and imposed some restrictions on their autocratic sway ; still the desire of the people to obtain the rights of "swarajya" is growing stronger and if they do not get rights gradually as desired by them, then some people at least out of the subject (population) being filled with indignation or *exasperation*, will not fail to *embark* upon the commission of iniquitous or horrible deeds recklessly. The Hon. Mr. Gokhale himself had in the course of one of his speeches in the Supreme Legislative Council, given a warning of this very kind to our Government in the presence of his Excellency the Viceroy, and when Lala Lajpat Rai was deported without trial and the Ordinance about the prevention of meetings promulgated, other native editors of newspapers also, had, like ourselves, plainly given the Government to understand that if they resorted in the (above) manner to oppressive Russian method (of administration) then the Indian subjects, too, would be compelled to imitate, partially, at least, the methods of the Russian people. *As you sow, so you reap*, is a well-known maxim ; for rulers to tell their subjects "we shall practise whatever oppression we like, deport any one we choose without trial, partition any province, or stop any meeting at our will or prosecute any one we like for sedition and send him to jail, (but) you on your part silently endure all these things and should not allow your indignation, *exasperation* or *vehemence* to go beyond certain hands" is to proclaim to the world what they are ignorant of common human nature. Most of the Anglo-Indian newspaper editors have committed this very mistake while writing on the Muzaffarpur affair. They have brought a charge against Indian leaders, that it was by the writtings or speeches of the said leaders who passed "severe comments" on the high-handed or *contumacious* conduct of the *English* bureaucracy that the present terrible situation was brought about, and they have next made a recommendation that Government should

henceforth place greater restrictions upon the speeches, writing and the propaganda of those leaders. In our opinion this suggestion is most silly. Just as when a dam is built across a river and begins to give way owing to the flood caused by excessive rain, the blame for the mishap should be thrown on the rain and not on the flood, in the same manner, if in the society there is any transgression of legal bounds in a few cases owing to the discontent or exasperation engendered by the *oppressive* deeds of an irresponsible and *unrestricted* bureaucracy, the blame or the responsibilty for it must be placed on the policy of that unrestricted official class alone. You may take any man you like, it is true that he does not see his real state. The crores of people revolving round the earth's axis along with the earth itself, think that it is the world that is revolving and not they themselves. But wise men should instead of falling into such delusion find out the true cause of a thing and direct their attention to it. It is no good stiking continually a piece of rope *after calling* it a snake. The rule of the *autocratic unrestricted* and irresponsible *white* bureaucracy in India, is becoming more and more unbearable to the people. All thoughtful men in India are putting forth efforts in order that this rule or authority instead of being allowed to remain with the said bureaucracy should come into the hands of the representatives of the people. Some think that this thing can be accomplished by supplication of that intoxicated bureaucracy itself or by petitioning to the Government in England who exercise supervision over it. Some others think this to be improbable, and they have persuaded themselves into the notion that in accordance with the maxim the mouth does not open unless the nose is stopped. Their desired object will not be accomplished unless a spoke is put somewhere into the wheel of the car of the administration of the present rulers. The opinion of this party is that whatever may be wanted by them should be plainly expressed and it should be obtained by following the path of passive resistance. But to say that not even a single man out of the thirty crores in the country should not go beyond these two paths in the *paroxysm* of the indignation or *exasperation* produced by this *oppressive* system of Government is like saying that the indignation or exasperation of the thirty crores of inhabitants of India must always necessarily remain within a certain limit. And it is impossible to fix such a limit for a whole country. Just as a man who cherishes a desire or makes an effort that when the sun in summer

reaches the meridian the arid country in Marwar should remain as cool as Darjeeling or Simla, must fail (to secure) his object, similary it is vain to entertain a desire or to make an effort that the indignation, *exasperation* or *vehemence* produced in the minds of the subjects by an unpopular system of administration should remain within a certain bound at all times and in all places.

If there is any lesson to be learnt by our rulers from the Muzaffarpur bomb affair and from the statements of the young gentlemen implicated in it, it is surely this alone that we humbly take permission to ring this very thing again and again to their notice. We are aware that our Governnment will, by assuming a stern aspect, be able to stop immediately by force, outrages like the one that occurred at Muzaffarpur. But even if such means be necessary at the present time to maintain peace, still that will not completely remove the root of the disease ; and so long as the disease in the body has not been rooted out no one will be able to guarantee that if a boil on one part of the body is cut away another will not develop again in some other part. It is a great misfortune of both the *King* and his subjects that such time should arrive in a mild country like India which is naturally loyal and averse to horrible deeds. There is no difference of opinion that those who are responsible for the peace of the country should immediately stop such outrages on their coming to light, but the remedies that are to be used to prevent the repetition of such terrible fatalities should only be used with foresight and consideration. It is now plain that not only the system of Government in India has become unpopular, but also that the prayer made many times by them for the reform of that system having been refused, even some educated people, forgetting themselves in the heat of indignation have begun to *embark* upon the perpetration of horrible deeds. Men of equable temperament and of reason in the action will not approve of such violence ; nay there is even a possibility that in consequence of violence, increased *oppression* will be practised upon the people for sometime to come instead of its being stopped. But a glance at the modern history of Russia will show that such excesses or acts of violence are not stopped by subjecting the people to increased oppression. It is true that in order to obtain political rights efforts are required to be made for generations together and that those efforts are, moreover, required to be made peacefully, persistently and constitutionally. But while such efforts are being made, who will gua-

rantee that no person in society will go out of control. And as such guarantee cannot be given, how could it be reasonable to say that all persons, who put forth efforts, for acquiring political rights are seditious? Just as it is difficult to lay down a restriction that not even a tear or two must fall from the eyes of a man while his heart has become greatly afflicted by sorrow, in the same manner it is in vain to expect that the unrestricted method of administration under which the country is being ruled in a high-handed and *reckless manner* should become only so far unbearable to the people, that no one should become unduly exasperated and resort to excesses on any account. It may be said that excepting a few individuals the educated and uneducated classes in the country are not as yet prepared to transgress lawful or constitutional limits; nay even such a desire has not risen in their minds. Under such circumstances to throw the responsibility of the horrible Muzaffarpur affair on that class is like adding insult to injury. It cannot be that these things are not understood by a wise Government of the 20th century; but the intoxication of unrestricted authority and the earnest desire to benefit one's own countrymen is so extraordinary that even wise men become blind thereby on certian occasions. The present calamitous occasion in India is of this very kind. There is no possibility of the structure of British rule giving way in consequence of the murder of high *white* officers. If one passes away a second will come in his place; if the second passes away a third will succeed. There is no one whatever so foolish as not to understand this; but Goverment should take this lesson from the Muzaffarpur affair that the minds of some persons out of the young generation have begun to turn towards violence on finding that all peaceful agitation for obtaining political rights has failed. Just as a deer attacks a hunter totally regardless of its own life after all means of protection have been exhausted. No reasonable man will appove of this excess or sinful deed, but it is impossible not only for the subjects, but even for the *King* to escape or to totally stop this "traga" of desperation and "traga" really speaking must at all times be the result of a climax of exasperation and despair.

Speaking of true statesmanship it consists in not allowing these things to reach such an extreme or critical stage; and this is the very policy we are at present suggesting to Government on this occasion with a candid mind in a plain manner. We do not think that we have done the whole of our duty as subjects by humbly informing the Government that trage-

dy that occurred at Muzaffarpur was horrible and we vehemently condemn or repudiate it. All heartily desire that such iniquitous deeds should not come to pass and that none amongst the subjects should have the occasion to resort to such extremes. But at such a time it must also be considered as to how far the ruling bureaucracy should by utterly disregarding this desire of the subjects try their patience to the uttermost; otherwise it will not be possible to maintain cordial relations between the rulers and the subjects and to carry on smoothly the business of either. We have already said above that the Muzaffarpur affair was not proper and that it was regrettable. But if the cause which gave rise to it, remain permanent in future exactly as thay are at present, then, in our opinion, it is not possible that such terrible occurrences will stop altogether, and, therefore, we have on this very occasion suggested tc Government those measures which should be adopted in order to put a stop to such undesirable occurrences. The time has through our misfortune arrived, when the party of Nihilists like that which has arisen in Russia, Germany, France and other countries will now rise here. To avoid this contingency, to prevent the growth of this poisonous tree is altogether in the hands of Government. These abcesses affecting the country will never be permanently got rid of by opression or by force; reform of the administration is the only medicine to be administrated internally for this disease, and if the bureaucracy dose not make use of that medicine at this time, then it must be considered a great misfortune of all of us. The ruling bureaucracy may perhaps dislike this writing of ours, but we cannot help it; for as a poet has said 'words both sweet and beneficial are hard to obtain'. What we have said above is in our opinion, true and reasonoble and also beneficial to both the rulers and the subjects in the end. If in spite of this our writing proves of no use whatever, it must be considered a great misfortune of the country: What else? and when once a misfortune overtakes (one), who can, indeed, tell what calamities will befall (him) in future? No one desires calamities or difficulties; but sometimes God does not leave it in our hands to avoid them. The present affair is becoming one of this sort; and if the ruling bureaucracy do not recognise this fact, what can we do? Our duty extends to the giving of a warning and we are discharging that duty, remembering God and truth. It is also our desire that the state of the country should not become distressful, but at the same time we must also exercise our right of

insisting that the present intolerable administration should be reformed as soon as possible. It is no use being bewildered for nothing. We are aware that the *white* bureaucracy or Anglo-Indian journalists will try most astutely to deaden the sharpness of our efforts ; nay, their self-interest lies in this. But it is our duty also to strongly condemn this perversion of the true state of things by Anglo-Indians while condemning the desperate and suicidal deed (perpetrated) at Muzaffarpur. Just as it is the duty of the subjects to assist in preventing the murder of ruling officials, so also it is the duty of the rulers to admit (the voice of) public opinion into the administration (of the country) instead of helping it (i. e. the administration) irresponsible as at present. The scripture laying down the duties of *Kings* is declaring at the top of the voice that it is not possible for the ruling classes to forget this duty or to deliberately disregard it, and to make the subjects only conform punctiliously to their duties, nay, (it further says that this) will be beneficial to neither (party). Where the duty is disregarded, then the occurrence of calamities like (that at) Muzaffarpur is inevitable. Therefore if the rulers wish that such impossible incidents should not come to pass, we have to suggest to them that, they should in the first instance, impose restrictions upon their own system of administration itself ; and it is with that object in view alone that to-day's article has been written."

[অনুবাদের যে সকল অংশসম্বন্ধে তিলক মহাশয় আপত্তি করিয়াছিলেন, সে সকল অংশ বক্রাক্ষরে মুদ্রিত হইল।]

সর্ব্ব প্রথমে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্লোন সাহেবের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। তিনি বলেন, "আমি তিলককে চিনি, রীতিমত 'কেসরী' ক্রয় করিয়া থাকি,১২ই মের কেসরীও কিনিয়াছি, বোম্বায়ে কেসরীর প্রচার আছে ইত্যাদি।" ইহার পর সরকার পক্ষ হইতে মোকদ্দমা মুলতুবি রাখিবার জন্ত প্রার্থনা করা হয়। তিলক মহাশয়ের পক্ষ হইতে তাঁহার ব্যারিষ্টার তাহাতে আপত্তি করিয়া বলেন যে,—"মোকদ্দমা মুলতুবি রাখিবার প্রয়োজন নাই। তিলক মহাশয় প্রবন্ধ-প্রকাশের দায়িত্ব-গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। সুতরাং সে বিষয়ে প্রমাণ-প্রয়োগ-পূর্ব্বক সময় নষ্ট না করিয়া মোকদ্দমা একেবারে হাইকোর্টের দায়রায় সোপর্দ্দ করা হউক। যদি বাদিপক্ষের অন্য কোনও বিষয়ে প্রমাণ-প্রয়োগ করিবার বাসনা থাকে, তাহা তাঁহারা সেশন

আদালতে অনায়াসেই করিতে পারেন।” কিন্তু হাকিম আসামীপক্ষের এই প্রস্তাব না-মঞ্জুর করিয়া ২৯শে জুন সোমবার শুনানির দিন ধার্য্য করিলেন। তখন তিলকের পক্ষ হইতে জামিনের জন্য দরখাস্ত করা হইল। তাঁহার বন্ধুগণ লক্ষাধিক টাকা জামিন দিয়া তিলককে মুক্ত করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন, কিন্তু সরকার পক্ষ হইতে আপত্তি হওয়ায় হাকিম জামিনের প্রার্থনা না-মঞ্জুর করিলেন।

(দ্বিতীয় অভিযোগ) ২৯শে জুন সোমবার।

এই দিবস প্রাতঃকালে ৯টার সময় কারাগৃহে শ্রীযুক্ত তিলকের উপর আর এক খানি ওয়ারেণ্ট জারি করা হয়। ওয়ারেণ্ট পাঠে তিলক মহাশয় জানিতে পারেন যে, গত ৯ই জুন তারিখের কেসরীতে প্রকাশিত “এই সকল উপায় স্থায়ী নহে” ইতি-শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য তাঁহার নামে আর এক প্রস্থ অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ এই—

এ সকল উপায় স্থায়ী নহে।

এই সপ্তাহ হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট নূতন দমন-নীতির পরিচালনা পুনরায় আরম্ভ করিয়াছেন। দমননীতির ভূত দশ পাঁচ বৎসর অন্তর ভারতগবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে আরোহণ করে, এবারেও তাহাই হইয়াছে। লর্ড মর্লি ভারত সচিব হওয়ার পরই সভাবন্ধের আইন পাস হইয়াছিল এবং ইদানীং সংবাদ-পত্র বিষয়ক আইন পাস হইয়াছে। উদারনীতিক দলের আমলে ও মর্লির ন্যায় উদার মতবাদী দার্শনিকের রাজকার্য্য-পরিচালন-কালে দমননীতির পিশাচগণ চারিদিকে নাচিতেছে। ইহা হইতে, য়োজারাই কিরূপে ব্রতভ্রষ্ট হইয়াছেন, পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। দমন-নীতি মানে কি? দমন অর্থে, কেবল ভাবী উন্নতিরই গতিরোধ করা নহে;—পূর্ব্বে যেটুকু উন্নতি হইয়াছে, তাহাও কর্ত্তন পূর্ব্বক নষ্ট করা। ভারতবর্ষে যে সকল কারণ হইতে রাষ্ট্রের (Nationএর) উৎপত্তি হইয়াছে, যাহা রাষ্ট্রীয় ভাবকে বিকশিত করিতেছে, যাহা রাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়ের জন্য রাষ্ট্রীয় “তেজ” (গৌরব জ্ঞান) উৎপাদন করিতেছে, সেই সকল কারণের ভাবী গতি নিরুদ্ধ করিয়া, ঠ্যাং ধরিয়া তাহাদিগকে “হড় হড়” করিয়া পিছনে টানিয়া লইয়া যাওয়াকে পশ্চাদ্গামিনী নীতি বা দমননীতি বলে। বক্তৃতার স্বাধীনতা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা রাষ্ট্রকে (নেশনকে) জন্মদান করে ও উহার পোষণ করে। এই উভয়বিধ স্বাধীনতা ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রে (নেশনে) পরিণত করিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া এতদুভয়ের মস্তকোপরি গদা-ঘাত করিবার বাসনা বহু দিবস হইতেই রাজপুরুষেরা পোষণ করিতেছিলেন। এক্ষণে বঙ্গদেশের বোমা-বিভ্রাট উপলক্ষে তাঁহারা সে বাসনা পূর্ণ করিয়া লইয়াছেন। এক্ষণে

প্রশ্ন এই যে, এই দমননীতির বলে রাজপুরুষেরা আপনাদের অভীষ্ট সাধন করিতে পারিবেন কি? রাজপুরুষদিগের প্রথম অভিলাষ এই যে, ভারতবর্ষে বোমা বন্ধ হউক এবং বোমা প্রস্তুত বা নিক্ষেপ করিবার প্রবৃত্তি কাহারও না হউক। রাজপুরুষদিগের এরূপ ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক এবং উহা প্রশংসনীয়ও বটে। কিন্তু যাঁহার উত্তরে যাইবার ইচ্ছা আছে, তিনি দক্ষিণ দিকে গমন করিলে অথবা পূর্ব্ব দিকে গমনাভিলাষী ব্যক্তি পশ্চিম-দিকের পথ অবলম্বন করিলে যেরূপ হয়, রাজপুরুষেরা সেইরূপ করিয়াছেন—তাঁহারা সম্পূর্ণ বিপরীত পথ ধরিয়াছেন। বুদ্ধিভ্রংশ ইহাকেই বলে। এই মতিভ্রংশ ভাবী বিনাশের সূচনা করে। এবং সরকার দমননীতির অবলম্বন করিয়াছেন দেখিয়া, ও অতঃপর প্রকৃতিপুঞ্জের ও রাজপুরুষদিগের অধিক দুঃখের দিন আসিবে ভাবিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতেছি। গবর্ণমেণ্টের বুদ্ধি কিরূপে বিপথগামী হইয়াছে, দেখুন।

রাজপুরুষেরা মিথ্যা করিয়া রটাইয়াছেন যে, বাঙ্গালার বোমা সমাজের পক্ষে বিপ্লবকর হইবে। (প্রকৃত পক্ষে) ইউরোপের সমাজ-বিধ্বংস-প্রয়াসী বোমার সহিত বাঙ্গালার বোমার আকাশ পাতাল প্রভেদ। বঙ্গদেশীয় বোমার মূলে দেশ-ভক্তির বাহুল্য বিদ্যমান, ইউরোপের বোমা স্বার্থপর ধনবান ব্যক্তিদিগের প্রতি বিদ্বেষবশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাঙ্গালীরা 'এনার্কিষ্ট" নহে, তাহারা কেবল এনার্কিষ্টদিগের অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছে। ফরাসীতন্ত্রের প্রেসিডেণ্টের খুন—কেবল তিনি প্রেসিডেণ্ট বলিয়াই—যে করিয়াছিল, সে এনার্কিষ্টের প্রকৃতি এক প্রকার, এবং পর্ত্তুগালের রাজা পার্লামেণ্ট সভা বিনষ্ট করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপর যে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই উন্মত্তপ্রায় (fanatic) পর্ত্তুগীজ দেশ-ভক্তের প্রকৃতি অন্য প্রকার। কোনও ব্যক্তি কেবল কোটীপতি বলিয়াই তাঁহাকে খুন করিতে যে অগ্রসর হয়, সেই মার্কিণ এনার্কিষ্ট এক শ্রেণীর লোক, এবং রুশিয়ার জারের কর্ম্মচারিগণ ডুমা সভাকে রাজনৈতিক অধিকার দান করেন না বলিয়া হতাশায় উন্মত্ত হইয়া যে রুশীয় দেশভক্ত বোমা নিক্ষেপ করে, সে অন্য শ্রেণীর লোক। বঙ্গদেশের বোমা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহে,—দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, একথা কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। পোর্ত্তুগালের বোমায় সেখানকার শাসনপদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, নূতন শিশুরাজার মন্ত্রিসমাজকে পূর্ব্বের দমননীতি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। রুশিয়ায় অতি বলবান্ জারকেও বোমার সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে হইয়াছে, ডুমা সভা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে ফেলিতে পরিশেষে তাঁহাকে ঐ সভার প্রতিষ্ঠাই করিতে হইয়াছে। পোর্ত্তুগালে বোমা যে বন্ধ হইয়াছে, অথবা রুষরাজ্যে যে বোমার মালিকা আর অধিক দীর্ঘ হয় নাই, তাহা দমননীতির ফলে হইয়াছে, একথা কেহই বলিবে না। উক্ত উভয় দেশেরই রাজনীতি-বিশারদেরা বোমা দেখিয়া স্থির করিলেন যে, প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়ে নূতন বাসনা ও নূতন উচ্চাকাঙ্ক্ষা উদ্ভূত হইয়াছে এবং সেগুলি দিন দিন শক্তিলাভ করিতেছে। ইহা বুঝিয়া তাঁহারা এরূপ ভাবে শাসন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিলেন, যাহাতে প্রজাপুঞ্জের বাসনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা অন্ততঃ আংশিক ভাবেও পরিপূর্ণ হয়—একেবারেই তাহারা হতাশ হইয়া 'আততায়ী' হইয়া না উঠে।

গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান দমন-নীতি দ্বিবিধ আকার ধারণ করিয়াছে। প্রথম নীতি দ্বারা বোমা তৈয়ারি করাই অসম্ভব করিয়া তোলা হইবে, দ্বিতীয়ের দ্বারা বোমা প্রস্তুত ও

নিক্ষেপ করিবার প্রবৃত্তিই লোকের না হয়, এরূপ বন্দোবস্ত করা হইবে। শুক পক্ষীকে প্রথমে পিঞ্জর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া তাহার পর যেরূপ তাহার পিঞ্জরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, সেইরূপ গবর্ণমেন্ট প্রথমে প্রজাদিগকে অস্ত্রহীন করিয়াছেন। অবরুদ্ধ শুক-পক্ষী পিঞ্জরে বাস করিতেই যাহাতে আনন্দ অনুভব করে, তাহার জন্য আমোদপ্রিয় ব্যক্তিগণ তাহাতে মধুর ফল, শস্য ও জল দানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারত গবর্ণমেন্ট পিঞ্জরের দ্বার রুদ্ধ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই; শুকপক্ষী যাহাতে বাহিরে যাইতে না পারে, তাহার জন্য তাঁহারা তাহার পক্ষ উৎপাটন করিবার ও পদদ্বয় ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছেন। ইউরোপের যথেচ্ছাচার রাজারাও আপনাদের প্রজাকে নিরস্ত্র করেন নাই; মুসলমানদিগের ন্যায় কঠোর প্রকৃতির লোকেরাও ভারতবর্ষে বাদশাহী করিবার সময় হিন্দুদিগকে নিরস্ত্র করেন নাই। কিন্তু ইংরাজেরাই কেন (প্রজাকে নিরস্ত্র) করিলেন? প্রজাজনের হস্তে সাধারণ বন্দুক ও তরবারি থাকিলেও তাহারা কখনই গবর্ণ-মেন্টের সামরিক শক্তির সমকক্ষ হইতে পারে না। প্রজাপুঞ্জকে সশস্ত্র থাকিতে দিলেও যখন (গবর্ণমেন্টের) সামরিক শক্তির কিছুমাত্র লাঘব হয় না, তখন একটি জাতিকে (রাষ্ট্রকে) মুষ্কহীন (পুরুষত্বহীন) করিবার মহাপাপই বা ইংরাজেরা স্বীকার করিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, অধস্তন রাজপুরুষেরাও যাহাতে প্রত্যহ অবাধে শাসন-দণ্ড পরিচালন করিতে পারেন এবং প্রজাকে স্বরাজ্যের (স্বায়ত্ত শাসনের) কোন প্রকার অধিকারই না দিয়া যাহাতে নির্ব্বিরোধে স্বার্থপূর্ণ শাসন স্বেচ্ছামত পরিচালন করিতে পারা যায়, তাহার জন্য অস্ত্র আইন প্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্রের (জাতির) পৌরুষের বধ-কার্য্য সাধন করা হইয়াছে।

মোগলদিগের যতটা উদারতা ছিল, ইংরাজদিগের ততটা উদারতা নাই; মোগলদিগের মত সামরিক শক্তিও ইংরাজের নাই। মোগল সাম্রাজ্যের তুলনায় ইংরাজের ভারতীয় সাম্রাজ্য সামরিক শক্তি হিসাবে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও নিঃসত্ত্ব (শক্তিহীন)। সম্রাট্ অওরঙ্গজেব ধন বিভাগ সম্বন্ধে না হউক—ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দুর উপর নানাপ্রকার জুলুম করিয়াছিলেন ও তাঁহার দশ বিশ লক্ষ সৈন্য দক্ষিণাপথের ১০।২০ বৎসরের অভিযানে সম্পূর্ণ বিনষ্টও হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার মৃত্যুর পর—যতই খঞ্জবৎ ও বিশৃঙ্খল ভাবে হউক না কেন? দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর বাদশাহী চলিয়াছিল। অওরঙ্গ-জেবের সেনাকে যেরূপ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, ইংরাজের সেনাকে যদি সেইরূপ বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা হইলে ঐরূপ ঘটনার পর ২০।২৫ বৎসরও ইংরাজের রাজ্য এদেশে স্থায়ী হইবে না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ইংরাজ ভারতবর্ষে অস্থায়ী প্রজা বা পথিকের ন্যায় বাস করেন। ভারতবর্ষে ইংরাজেরা স্থায়িভাবে বসতি না করায় ও ইংলণ্ডের ধনবৃদ্ধির দিকেই ইংরাজ রাজপুরুষদের ও ইংরাজ ব্যবসায়ী-দিগের প্রধান লক্ষ্য থাকায় (দেশের) রাজকীয় অধিকারের কোনও অংশই পৃথক্ বিভাগ (Decentralization) করিয়া নেটিবদিগের হস্তে অর্পণ করিতে তাঁহারা স্বভাবতই প্রস্তুত নহেন। মোগলেরা যদি তাঁহাদের আদিম পিতৃভূমির সমৃদ্ধি-সাধনের জন্য, অস্থায়ী প্রজার ন্যায় কর্মচারী ও প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া, ভারতে বাদশাহী করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও এদেশীয় রাজন্যবর্গের ও পরিসমাজ সমূহের সহিত ব্যবহারে ইংরাজদিগেরই

মত অমুদারতা প্রকাশ করিতে হইত, প্রজাদিগকে নিরস্ত্র না করিয়া, তাঁহারাও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে লব্ধ শক্তির বলে ও নিরস্ত্রীকৃত প্রজার শক্তি-হ্রাসের ফলে জনসাধারণের ইচ্ছার বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াও নির্বিঘ্নে স্বেচ্ছামত শাসন দণ্ড পরিচালন করিতে পারা যায়।

বোমার আবির্ভাব হওয়ায় এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রজারা নিরস্ত্র ও সরকার আধুনিক অস্ত্রবিদ্যার বলে নিঃসন্দেহে অতীব বলশালী। সরকারের কতিপয় কার্য্যের ফলে লোকে হতাশ ও সন্তপ্ত (indignant) হইয়া এমন কি, উন্মত্তপ্রায় হইয়াও উঠে—ইহা গবর্ণমেণ্টের জানিবার এতদিন কোনও উপায়ই ছিল না। সরকারের যথেচ্ছাচার-মূলক কার্য্যসমূহ প্রজার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, ইহা গবর্ণমেণ্টই বা জানিতে পারিবেন কিরূপে? গবর্ণমেণ্টের অনুষ্ঠিত কোনও কার্য্য প্রজার পছন্দ না হইলে এতদিন কি হইত? না—লোকে আবেদন ও নিবেদন করিত, রাজপুরুষেরা বলিতেন, ইহা ক্ষণিক ফেন ভিন্ন আর কিছু নহে, কিছুক্ষণ পরে ইহা আপনিই স্থির হইয়া (থিতাইয়া) যাইবে। (ইহাতে) প্রজারা হতাশ হইত, অধীর লোকেরা "সন্তপ্ত" (indignant) হইয়া অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হইত, মাথা পাগলা লোকেরা আপনার 'আততায়িতা' বশে আপনারই ক্রোধাগ্নিতে আপনার শরীরকে—গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে—ভস্মীভূত করিত। আজ পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থা ছিল। বোমার দ্বারা (এখন) নিরস্ত্র মাথাপাগলা লোকেরা 'সশস্ত্র' হইয়াছে, বোমায় সামরিক শক্তির দর্প হ্রাস করিয়াছে। অতঃপর মোগলদিগের উদারতা অপেক্ষাও অধিকতর উদারতা প্রকাশ-পূর্ব্বক (এদেশের) সম্পত্তির ও রাজকীয় অধিকারের অংশ প্রজাদিগকে দান করিতে আরম্ভ না করিলে ইংলণ্ড অস্থায়ী কর্ম্মচারীদিগের (migratory bureaucracy) সাহায্যে আর নির্বিঘ্নে রাজকার্য্য পরিচালন করিতে পারিবেন না। বোমা জিনিষটি বন্দুক বা কামানের মত নহে। অস্ত্র আইনের বলে প্রজার নিকট হইতে বন্দুক ও কামান কাড়িয়া লইতে পারা যায়, যদি কেহ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত বন্দুক ও কামান তৈয়ারি করে, তবে তাহাও বন্ধ করিতে পারা যায়। কিন্তু আইনের বলে বা রাজপুরুষদিগের পরিদর্শন-দক্ষতায় অথবা গুপ্তপুলিশের সংখ্যা বাহুল্যে ও কার্য্য-কারিতায় বোমা বন্ধ করিতে বা উহার বিলোপ সাধন করিতে পারা কি সম্ভবপর?

বোমার স্বরূপ অনেকটা জ্ঞানের মত (অদৃশ্য)। বোমা একটা ইন্দ্রজাল, ইহা একটা মন্ত্র, কবচ। বৃহৎ কারখানায় প্রস্তুত দৃশ্য পদার্থের লক্ষণ বোমায় মধ্যে বড় অধিক নাই। সরকারের সামরিক বিভাগের জন্য আবশ্যক বোমা প্রস্তুত করিবার জন্য বড় বড় কারখানার প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু আততায়ী মাথা পাগলের প্রয়োজনীয় দশ পাঁচটা বোমা তৈয়ার করিতে অধিক উপকরণের দরকার হয় না। বীরেন্দ্রের (বারীন্দ্রের) বোমার বৃহৎ কারখানায় দুই একটা মৃৎপাত্র ও দশ পাঁচটা বোতল ভিন্ন আর কিছু ছিল না। (অথচ) সরকারী রাসায়নিক পরীক্ষকেরা সংপ্রতি তাঁহাদের সাক্ষ্যে প্রকাশ করিতেছেন যে. (বারীন্দ্রের) ঐ কারখানা বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে সরকারি বোমার কারখানারই মত নির্দ্দোষ ছিল। বীরেন্দ্রের (বারীন্দ্রের) বড়্‌-যন্ত্রসংক্রান্ত মামলায় যে সকল কথা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার প্রকৃত অর্থের প্রতি কি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ করা

উচিত নহে? এই মোকদ্দমার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে দৃষ্ট হয় যে, বোমার মন্ত্র বড় দীর্ঘ নহে, এবং উহার তন্ত্রও (প্রক্রিয়া) অতি সংক্ষিপ্ত। মাথাপাগলাদের নিকট হইতে এই মন্ত্রের জ্ঞান গোপন করিয়া রাখিবার শক্তি এখন আর আইনের নাই। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে এই জ্ঞান গুপ্ত নহে। ভারতবর্ষে ইহার তত্ত্ব অদ্যাপি অবিদিত রহিয়াছে। কিন্তু দমননীতির সবেগে প্রচারের সহিত দেশে যখন মাথাপাগলের (fanatic) সংখ্যা বাড়িবে তখন ঐন্দ্রজালিক বাঙ্গালার মন্ত্রবিদ্যা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রসারিত হইতে কত বিলম্ব লাগিবে? মাথাপাগল লোকদিগকে প্রকৃতিস্থ করা যত কঠিন, তাহাদিগের পক্ষে এই বিদ্যা আয়ত্ত করা তত কঠিন নহে। এবং এই বিদ্যা কার্য্যে পরিণত করিবার সময়ও ডিটেক্‌টিভ পুলিশের চাতুর্য্যে ও দক্ষতায় ধরা পড়িয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের চিকিৎসায় মস্তিষ্ক শীতল হইবার সম্ভাবনাও নিতান্ত কম। অতিশয়োক্তি করিয়া বলিতে হইলে, এই কারখানা চক্ষের পলকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় ও চক্ষের পলকে বিলুপ্ত করিতে পারা যায়। এরূপ অবস্থায় বোমার এই মাথাপাগল ঐন্দ্রজালিকদিগকে আইনের আমলে আনা যাইবে কিরূপ?

দশ পনর বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে যখন বোমার প্রতিষেধক আইন প্রণীত হয়। তখন বোমা এতটা জ্ঞানময় স্বরূপ প্রাপ্ত হয় নাই। বোমা তখনও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের লীলা খেলার জিনিষ হইয়া উঠে নাই। তখন বোমা প্রস্তুত করিতে অনেক যন্ত্র তন্ত্রের প্রয়োজন হইত, উপকরণও অনেক লাগিত উহার কারখানাগুলিও বৃহৎ থাকিত। আইনের বলে এসকলের প্রতিরোধ করা যায়। কিন্তু যখন বিজ্ঞানশাস্ত্র অবলীলাক্রমে—চলিতে চলিতে, কথা কহিতে কহিতে, ঘুমাইতে ঘুমাইতে বোমার ন্যায় বিস্ময়কর দ্রব্যের প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন বিজ্ঞানের সেই সহজ লীলার গতি কিরূপে রুদ্ধ করা যাইবে? ব্যবসায় বিষয়ক উন্নতি সাধনের জন্য ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য পাশ্চাত্যগণ বিজ্ঞানদেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। দেবতাকে তুষ্ট করিয়া বর গ্রহণ করিল, কিন্তু দেবতার বরলাভ করিয়া কেহ যেন মদান্ধ হইয়া না উঠে, তজ্জন্য সেই দেবতাই যে স্বাভাবিক লীলার বিকাশ করিয়া থাকেন, তাহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিব, বলিলে চলিবে কেন? পাশ্চাত্যদিগের বিজ্ঞানশাস্ত্রের জ্ঞান যখন প্রত্যহ এইরূপে জনসাধারণের সহজলভ্য হইয়া উঠিতেছে, এবং যখন শিল্পাদি নানা কার্য্যে নিত্য ব্যবহার্য্য সাধারণ রাসায়নিক দ্রব্য হইতেই নিমেষ-মধ্যে সামান্য প্রক্রিয়া দ্বারা ভয়ঙ্কর শক্তি উৎপাদন করিবার উপায় প্রত্যহই উদ্ভাবিত হইতেছে, তখন বিজ্ঞানবিৎ ঐন্দ্রজালিকের লীলা-প্রবাহকে আইনের বাঁধ দিয়া কতদিন গবর্ণমেণ্ট আটকাইয়া রাখিবেন? আমাদের মতে গবর্ণমেণ্ট অসাধ্য সাধনের চেষ্টায় লিপ্ত হইয়া আপনাদিগের ও প্রকৃতিপুঞ্জের অকারণে ক্ষতিসাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় বিজ্ঞানশাস্ত্রের (অধুনা) যেরূপ অবস্থা, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে বলিতে হয় যে, (আমাদের) গবর্ণমেণ্ট অসম্ভবকে সম্ভব করিবার বৃথা চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। (ইহার ফলে) এ সময়ে রসায়ন-শাস্ত্র-বেত্তা, শিল্পজীবী ও ছোট ছোট কারখানা-ওয়ালাদের উপর অকারণে জুলুম হইবেই হইবে। বোমার আইনে গবর্ণমেণ্টের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না; পক্ষান্তরেই ঐ আইন পুলিশের ও অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের হস্তে সাধুদিগের উৎপীড়নের অস্ত্র হইবে।

বোমা (প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া) সম্বন্ধে রাসায়নিক জ্ঞান ও উহার উপকরণ সামগ্রীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করা বৃথা। বোমার অস্তিত্ব বিলোপ করিতে হইলে (গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত) এই উপায় সঙ্গত নহে। বোমার প্রয়োজনই যাহাতে কেহ অনুভব না করে, তাহার ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টের করা উচিত। রাজনীতিক আন্দোলনে লিপ্ত ব্যক্তিগণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে কখন? উন্মত্তের মত ব্যবহার না করিলে, আর কেবল আপনাদের বুদ্ধি, দেহ ও স্বার্থ-ত্যাগের দ্বারা দেশের কোনও উপকার সাধন করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে, তীব্র নৈরাশ্য হইতে যখন মনে এইরূপ ভাবের উদয় হয় তখনই তরুণবয়স্ক রাজনীতিক আন্দোলনকারীরা উন্মত্তের মত হইয়া উঠে। যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বরাজ্যের অধিকারসমূহ লাভ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে, তাহাদিগের হৃদয়ে কখনই তীব্রনৈরাশ্যের সঞ্চার হইতে দেওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের বাসনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা যখন জাগরিত হইয়া সমগ্র রাষ্ট্রের (নেশনের) মধ্যে প্রসৃত হয়, এবং সমস্ত রাষ্ট্রকে সবলে জাগরিত করিতে থাকে, তখন সেই জাগরণের ক্রিয়া যদি বন্ধ করিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে লোকের নৈরাশ্য হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, অধিকতর তীব্র হইয়া উঠে, একথা গবর্ণমেণ্টের বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। জাগরণের ক্রিয়া বন্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সংবাদ-পত্রের নূতন আইন পাস করিয়াছেন। ইহার ফলে নৈরাশ্যের স্বরূপ অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠা এবং বিবেচক ও শান্ত প্রকৃতি লোকদিগের মধ্যেও মাথাপাগলের সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর। প্রকৃতি-পুঞ্জকে স্বরাজ্য সম্বন্ধে কতিপয় প্রধান অধিকার দান করিতে আরম্ভ করাই বোমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিবার প্রকৃত ও স্থায়ী উপায়। দমননীতি-মূলক উপায়, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ও ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থায় স্থায়ী হওয়া সম্ভবপর নহে।

ঐ দিন অপরাহ্ণ ৩৷৹ সময় তিলক মহাশয়কে আদালতে উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু বেলা ১১টার পূর্ব্ব হইতে আদালতে ও আদালতের সম্মুখস্থিত ময়দানে জনসমাগম হইতে থাকে। বেলা তিনটার সময় জনতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং "বন্দে মাতরং" ও "তিলক মহারাজকী জয়" ধ্বনিতে আকাশ ঘন ঘন প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। শান্তি-রক্ষার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ একদল সশস্ত্র শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিক ও অশ্বারোহী ঐস্থলে প্রেরণ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এষ্টন সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী দ্বারা বেষ্টিত ও সুরক্ষিত হইয়া আদালতে প্রবেশ করেন। ঐ দিবস সরকার পক্ষ হইতে মিঃ বিনিং ও মিঃ বাওয়েন এবং তিলক মহাশয়ের পক্ষ সমর্থনের জন্য ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত দাওয়ার, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজিৎ কানা ভাই, শ্রীযুক্ত গাড়গীল ও উকিল শ্রীযুক্ত দীক্ষিত ও বোড়স উপস্থিত ছিলেন।

বিচারশেষ হইবার পূর্ব্বে বিচারাধীন মোকদ্দমা বা আসামীর চরিত্রগত দোষগুণ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা সংবাদ-পত্র-সম্পাদকের পক্ষে দোষাবহ ও আদালতের পক্ষে অবজ্ঞা-জনক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু বোম্বায়ের "টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া," "এডভোকেট" ও "বোম্বাই গেজেট" প্রভৃতি এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সংবাদ-পত্রে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া মোকদ্দমার ও আসামীর দোষগুণ সম্বন্ধে অবৈধ মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছিল। ব্যারিষ্টার দাওয়ার এই ঘটনার প্রতি প্রথমেই হাকিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, এইরূপ মন্তব্য-প্রকাশে আসামীর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। শ্বেতাঙ্গ সম্পাদকগণ যেন আর এরূপ না করেন, সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হউক।" হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বিষয়ে দাওয়ার মহাশয় হাইকোর্টের কোনও আদেশ বা নজীর দেখাইতে পারেন কি না? এমন সময়ে সরকারি উকিল মিঃ দাওয়ারকে বলিলেন, এবিষয়ে আর গোলযোগ করিয়া কি হইবে? আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট; এখন কার্য্য আরম্ভ করা যাউক।" মিঃ দাওয়ার আর সে বিষয়ে পীড়াপীড়ি করিলেন না।

অতঃপর মিঃ বিনিংয়ের প্রার্থনানুসারে হাকিম আদেশ করেন যে, ১২ই মে ও ৯ই জুন তারিখের কেসরীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ-দ্বয়ের বিচার স্বতন্ত্র ভাবে হইবে। আসামী পক্ষ হইতে এবিষয়ে আপত্তি করিয়াও কোনও ফল হইল না। তখন সরকারি অনুবাদকের প্রথম সহকারী শ্রীযুক্ত জোশী সাক্ষ্য দিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন যে, "আমি গ্রাজুয়েট; দশ বৎসর এই কার্য্য করিতেছি। ১২ই মে তারিখের কেসরীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের ইংরাজি অনুবাদটি বিশুদ্ধ হইয়াছে।"

এই সময়ে উভয় পক্ষের সম্মতি-ক্রমে স্থির হইল যে, ম্যাজিষ্ট্রেট এই মোকদ্দমার স্বয়ং বিচার না করিয়া আসামীকে সেশন সোপর্দ্দ করিবেন। সুতরাং সরকারী অনুবাদককে জেরা করা আসামী পক্ষ প্রয়োজনীয় মনে

করিলেন না। সরকার পক্ষ হইতে কেসরী ও মারাঠা পত্রের বোম্বাই-স্থিত এজেণ্টকে সাক্ষিরূপে আদালতে হাজির করিয়া বোম্বায়ে কেসরীর প্রচার সপ্রমাণ করা হইল। সাক্ষী বলেন, বোম্বায়ে কেসরীর প্রায় ১২৫০ জন গ্রাহক আছেন; তা'ছাড়া প্রায় ১৭৫০ খানি "কেসরী" নগদ বিক্রয় হয়। আমি ১২ই মে তারিখের "কেসরী" গ্রাহকদিগের নিকট পাঠাইয়াছি। এই কার্য্যের জন্য মাসিক ত্রিশ টাকা বেতন পাইয়া থাকি।"

ইন্‌স্পেক্টার স'লভান খানাতল্লাসী সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিলেন। খানাতল্লাসীর সময় তিনি তিলকের লিখিবার টেবিলের দক্ষিণ দিকের দেরাজে একখানি পোষ্টকার্ড পাইয়াছেন, বলেন। (ঐ পোষ্টকার্ডের এক পৃষ্ঠায় বিস্ফোরক সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তকের নাম লিখিত ছিল) ব্যারিষ্টার দাওয়ার বলিলেন, তিলক যে ঐ টেবিলেই বসিয়া সর্ব্বদা লেখা পড়া করিয়া থাকেন, একথা সলিভান সাহেব শপথ-পূর্ব্বক বলিতে না পারিলে ঐ পোষ্টকার্ড দাখিল করিতে দেওয়া বিধেয় নহে।" ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

ইহার পর ৯ই জুনের কেসরীর প্রবন্ধ সম্বন্ধে পূর্ব্ববৎ সরকারে অনুবাদক ও কেসরীর এজেণ্ট প্রভৃতির সাক্ষ্য গৃহীত হইল এবং "এ সকল উপায় স্থায়ী নহে" শীর্ষক প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ আদালতে দাখিল করা হইল। সে অনুবাদ এই,—

II. THESE REMEDIES ARE NOT LASTING.

(Dated 9th June 1908.)

"From this week the Government of India have again entered upon a new policy of repression. The *fiend* of repression has possession of the Government of India every five or ten years. The present occasion, too, is of this very kind. The Prevention of Meetings Act was passed only after Lord Morley had become Secretary of State for India, and now an Act relating to newspapers in India has been passed, the fact that the *fiends* of repression should *swarm* everywhere while the Liberal party is in power and while a philosopher and an expounder of the principles of liberalism like Mr. Morley is holding the reins of administra-

tion will make it evident to our readers how the rulers themselves have *abjured thier ideas.* What does a policy of repression mean? Repression means not only stopping future growth but nipping off past growth also. To stop the future progress of those causes, which have given birth to the nation in India, which have developed the nation and which have given rise to the national *fire* for the rise of the nation and to drag those causes backwards by pulling them by the leg is called retrograde or repressive policy. Liberty of speech and liberty of the Press give birth to a nation and nourish it. Seeing that these had begun to turn India into a nation, the bureaucracy had for many days entertained the desire to smash both of them; and they have fulfilled their strong desire by taking advantage of the bombs in Bengal. Now the question arises, will this repressive policy bring about that which is in the mind of the bureaucracy? The first desire of the bureaucracy is that bomb should be stopped in India; and that the mind of no one should feel inclined towards the manufacture or the throwing of bombs. That the authorities should entertain such a desire is natural and also laudable. But just as he who has to go towards the North goes towards the South, or he who is bound for East takes the way to the West, in the same manner the authorities have taken a path leading to the very opposite direction of their goal. This is exactly what is called *aberration of the intellect.* This aberration of the intellect suggests coming destruction; and seeing that Government has adopted a [illegible]es-sive policy, we feel extremely grieved to think that more sorro[illegible] days are in store henceforward for the subjects and the authorities. See how the understanding of Government has become fatuous.

The authorities have spread the false report that the bombs of the Bengalis are subversive of society. There is as wide a difference between the bombs in Europe desiring to distroy society and the bombs in Bengal as between the earth and heaven. There is an excess of patriotism at the root of the bombs in Bengal, while the bombs in Europe are the product of hatred felt for selfish millionaires. The Bengalis are not anarchists, but they have brought into use the weapon of the anarchists; that is all. The anarchist who murdered the President in Paris simply because he was President, is one man: while the madcap patriot of Portugal, who threw a bomb at the King of Portugal because he suppressed the Parliament, is a different person. The anarchist in America, who murders a millionaire for the only reason that he is a

millionaire, is one man, while the exasperated Russian patriot, who throws a bomb in despair because the Tsar's officers do not grant the rights of the Duma in Russia, is different. No one should forget that the bombs in Bengal do not belong to the first category, but to the second. The bomb in Portugal effected a change in the system of Government in Portugal and the ministry of the boy monarch had to abandon the previous repressive policy. The most mighty Tsar of Russia, too, had perforce to bow down before the bomb and while making attempts to break up the Duma was at last obliged to establish it. That the bombs came to a stop in Portugal or that the series of bombs in Russia did not lengthen, will not be set down to the credit of the policy of repression by any one. New desires and new ambitions have risen amongst the people and are gathering strength every day, such was the interpretation put upon bombs by the statesmen of both the aforesaid countries, and they changed the character of the administration in such a way that the desires and the ambitions of the people should at least be partially gratified and that they should not become utterly furious and resort to violence.

The present repressive policy of Government is of two sorts. Firstly, the very manufacture of bombs is to be made impossible, and secondly, such measures are to be taken that the people should not feel inclined at all to manufacture and throw bombs After the parrot is first put into the cage, the door is closed. Accordingly, Government first disarmed the people. In order that the caged parrot should feel delight only in remaining within the cage, people, who are fond of sport and pleasure, make arrangements for providing it there with sweet fruits and grain and water. But the Indian Government has not only closed the door of the cage, but it has also commenced to pluck the wings and to break the legs of the parrot in order that it should not go out of the cage. Even the tyrannical rulers of Europe did not disarm their subjects, even a *savage* race like the Mahomedans did not disarm the Hindus while exercising their imperial sway over India. Then why did the English do so? If common muskets and common swords be in the hands of the subjects they can never equal the military strength of Government. If there is nothing detrimental to the military strength of Government even in letting the people armed, then why did the English commit the great sin of castrating a nation? The answer to this question is that the *manhood* of the nation was slain by means of the Arms Act in order that

the authority exercised even by petty officials from day to day should be unopposed and that the selfish administration might be carried on all right without any hitch and without granting the subjects any of the rights of "Swarajya."

The English have not even as much magnanimity as the Moghul, and they have not even as much military strength as the Moghuls. As compared with the imperial sway of the Moghuls, the English empire in India is extremely weak and wanting in vigour from the point of view of military strength. Emperor Aurangzeb exercised tyranny of various kinds over the Hindus from the point of view of religion—though not from the point of view of the distribution of wealth, and his ten or twenty lakhs of troops also perished completely during his Deccan campaigns of ten or twenty years. Still the empire of Delhi lasted for a hundred and fifty years—albeit in a hobbling manner—after his death. Were the English army in India to be confronted by difficulties similar to those which Aurangzeb's force had to face, then the English rule would not last in India even for a quarter of a century after that. The principal reason of this is that the English remain in India like temporary tenants or mere birds of passage. The residence of the English in India being not permanent, and the English authorities as well as the English merchants having a covert aim at enriching England, they are naturally not ready to give into the hands of the natives any portion of the ruling power after making a *separate division* of the same. Had the Moghuls exercised their imperial sway over India for the sake of the prosperity of the land of their original residence by sending out officers like temporary tenants, then the Moghuls, too, would have been obliged to be illiberal in dealing with princes and chiefs or village institutions and there would have been no other alternative but to disarm the subjects. Owing to the power given by western science and in consequence of the helplessness produced amongst the subjects owing to their being disarmed, the administration can be *heedlessly* carried on without hitch, and without even a consideration of the desires or the aspirations of the people.

Owing to the bomb this state of things has not remained permanent. The subjects are without arms, while Government is admittedly powerful owing to the modern science of arms. Up to this time there was no means at all for Government to know that the people, becoming disappointed owing to some acts of Government, get exasperated and

become even *turn-headed*. How was Government at all to know that the *tyranny* of its acts has become unbearable to its subjects? What happened usually up to this time when Government did any act and the subjects disapproved of it? The people used to submit petitions and prefer request; the authorities used to say that it was temporary froth, that it would subside in a short time of itself. The people became despondent, the impatient fretted and fumed within themselves in exasperation, and the *turn-headed* in their own violent emotion, burnt their bodies and made an offering of themselves in the fire of their own rage—without any reports of these even reaching the ears of Government—such was the state of things up to this time. The disarmed *turn-headed* men have become armed in consequence of the bomb, and the bomb has reduced the importance of military strength. Unless a beginning be made to *divide* wealth and authority with the subjects with greater liberality than was shown by the Moghuls, England will not henceforward be able to carry on the administrstion without hitch through officers having only temporary interest in the country. The bomb is not a thing like muskets or guns. Muskets and guns may be taken away from the subjects by means of the Arms Act, and the manufacture, too of muskets and guns without permission of Government may be stopped; but is it possible to stop or to do away with the bomb by means of laws or the supervision of officials or by *swarm* of detective police?

The bomb has more the form of knowledge; it is a kind of witchcraft, it is a charm, an amulet. It has not much the features of a visible object manufactured in big factories. Big factories are necessary for the bombs required by the military forces of Government, but not much in the way of materials is necessary to parpare five or ten bombs required by violent turn-headed person. The big factory of bombs of Virendra consisted of one or two jars and five or ten bottles, and Government chemical experts are at present deposing that the factory was, from a scientific point of view, faultless like a Government bomb factory. Should not Government pay attention to the true meaning of the accounts published in the course of the case of Virendra's conspiracy? From the accounts published of this case the formula of the bomb does not appear to be a lengthy one, and the process also of it is very short. The power of keeping the knowledge of this formula a secret from one who is *turn-headed* has not now been left in the laws of Government. This

knowledge is not a secret in Europe, America, Japan and other countries. In India it is still a secret knowledge, but when the number of *turn-headed* persons increases owing to the stringent enforcement of the policy of repression, what time will it take for the charms and the magical lore of Bengal to spread throughout India ? To those who are *turn-headed* the labour of acquiring this lore will not be as hard as that bringing their brains to a state of soundness ; and even in putting this lore to a practical use, there is very little possibility of the exasperation being calmed down at the hands of a magistrate owing to the plot being frustrated by the skill and vigilance of the detective police. To speak in the language of hyperbole, this factory can be brought into existence in no time and broken up in no time as well. Therefore, how can the noose string of the law be put on these *turn-headed* wizards of the bomb ?

When the Explosives Act was passed in England about ten or fifteen years back, the bomb had not attained such a form of knowledge as at present. The bomb had not become a mere toy with the Western scientists. At that time elaborate appliances too were required ; also special materials were necessary, and the factory also used to be a big thing. Such things can be prevented by law ; but when science begins to exhibit wonders like the bomb in mere sport and even while walking, speaking and sleeping, how can these simple playful sports of science be put a stop to ? The westerners propitiated the goddess of science for securing commercial progress and military strength. How will it do to accept only the gift of the blessing of the propitiated goddess and to refuse only those things that very goddess may be doing in mere sport in order that no one may become intoxicated with the bestowal of this blessing ? While the knowledge of the science of the westerners is being thus easily obtained by people every day, and while new discoveries are being daily made that produce terrific powers in no time with a simple process from common chemicals constantly required for trade and industries, how long will Government stop, by means of legal restraints, the current of the sport of scientific experts ? In our opinion, Government are going to put themselves and the subjects to loss for nothing by pursuing impossible things. If the perfect state to which scientific knowledge has attained in Europe and America be considered, one has to say that Government has been engaged in the vain attempt of making an impossibility a possibility ...

chemists, persons engaged in industries and petty manufactures cannot fail to be subjected to unjust compulsion for nothing. The object desired by Government will not be accomplished by the Explosives Act but, on the other hand, it will serve as an instrument in the hands of the police and the petty officers to persecute good men.

This effort to impose a prohibition upon the scientific knowledge about bombs and the materials for making bombs is vain. If bombs are to be stopped, this is not the proper means for it ; Government should act in such a way that no *turn-headed* man whatever should feel any necessity for throwing bombs. When do those who are engaged in political agitations become turn-headed ? It is when young political agitators feel keen disappointed by being convinced that their faculties, their strength and their self-sacrifies cannot be of any use in bringing about the welfare of the country in any other way than by acts of *turn-headedness*, that they become *turn-headed*. Government should never allow keen disappointment to take hold of the minds of those intelligent persons who have been awakened to the neccessity of securing the rights of "swarajya." Government should not forget that when the desires and aspirations of the awakened intelligent people spread throughout the nation and begin rudely to awaken the whole nation, the disappointment instead of decreasing becomes all the more keen, if this process of awakening is stopped at such a time. Government has passed the Newspapers Act with a view to put a stop to the process of awakening, and therefore their is a possibility of the disappointment assuming a more terrible form and of *turn-headedness* being produced even amongst people of thoughtful and quiet disposition. The real and lasting means to stop bombs consist in making a beginning to grant the important rights of "Swarajya" to the people. It is not possible for measures of repression to have lasting effect in the present condition of the western sciences and that of the people of India.

তখন ম্যাজিষ্ট্রেট তিলক মহাশয়ের জবাব শুনিতে চাহিলেন। শ্রীযুক্ত তিলক বলিলেন, আমার বক্তব্য আমি দায়রায় জজের নিকট ব্যক্ত করিব। এই কথা শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তিলকের বিরুদ্ধে উভয় মোকদ্দমাই হাইকোর্টের দায়রায় সোপর্দ্দ করিলেন। শ্রীযুক্ত তিলককে কারাগারে

গমন করিতে হইল। তাঁহার উকিলেরা হাকিমের নিকট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও পরামর্শ করিবার অনুমতি চাহিলেন। সে অনুমতি বিনা আপত্তিতে প্রদান করা হইল।

[ঐ দিবস আদালতের বাহিরে যে জনতা হইয়াছিল, তাহার সহিত পুলিশের সংঘর্ষ ঘটে। উত্তেজিত জন-সমাজ লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া কয়েক জন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্ম্মচারীকে আঘাত করিয়াছিল। এই ব্যাপারে ৭ জন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছিল।]

জামিনের প্রার্থনা।

(১লা জুলাই।)

ম্যাজিষ্ট্রেট তিলককে দায়রা সোপর্দ্দ করিলে তিলকের পক্ষ হইতে ১লা জুলাই তারিখে হাইকোর্টে দায়রার জজের নিকট জামিনের জন্য দরখাস্ত করা হইবে, এই মর্ম্মে সরকারি সলিসিটারকে নোটিস দেওয়া হয়। এবং তদনুসারে ব্যারিষ্টার মিঃ জীনা ১লা জুলাই বুধবার সেশন জজ পার্শিপ্রবর মিঃ ডাওয়ারের নিকটে শ্রীযুক্ত তিলকের পক্ষ হইতে জামিনের দরখাস্ত করিলেন। [এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, মিঃ ডাওয়ার অল্পদিন পূর্ব্বে হাইকোর্টের জজ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৮৯৭ সালে ইনিই শ্রীযুক্ত তিলকের পক্ষ সমর্থন করিবার ভার লইয়া তাঁহাকে জামিনে মুক্ত করাইয়াছিলেন।] ঐ দরখাস্তের প্রতিবাদ করিয়া সরকার পক্ষের সলিসিটার বলিলেন যে, জামিনের দরখাস্ত করিবার ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে ফরিয়াদী পক্ষকে নোটিস দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা নোটিস পাইবার পর মোট ৪২ ঘণ্টা মাত্র অতিবাহিত হইয়াছে—সুতরাং অপরাহ্ন ৫॥ টার পর আসামী-পক্ষ জামিনের দরখাস্ত করিতে পারেন। বিচারপতি ডাওয়ার এই আপত্তি গ্রাহ্য করিয়া বলিলেন যে, "অদ্য আমার স্বাস্থ্য ভাল নহে, সুতরাং অপরাহ্ন ৫॥ টার পর জামিনের দরখাস্ত সম্বন্ধে উভয় পক্ষের তর্ক বিতর্ক শুনিবার শক্তি আমার

থাকিবে না। ৫॥০ টার পূর্ব্বে দরখাস্ত হইলে আমি তৎসম্বন্ধে বিচার করিতে পারি।" জজ বাহাদুর এই কথা বলায় সে দিন আর তিলক মহাশয়ের জামিনের জন্য দরখাস্ত করিবার সুযোগ ঘটিল না।

পর দিন ২রা জুলাই তিলকের পক্ষ হইতে জামিনের দরখাস্ত লইয়া আবার বারিষ্টার জীনা সেসন জজের নিকট উপস্থিত হইলেন। আদালতে যাহাতে জনতা না হয়, তাহার জন্য কর্তৃপক্ষ সে দিন বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; সুতরাং বাহিরের প্রায় কেহই আদালতে প্রবেশ-লাভ করিতে পারেন নাই। সরকার-পক্ষ হইতে জামিনে আপত্তি করিবার জন্য এডভোকেট জেনারেল মিঃ ব্রান্সন্, বারিষ্টার ইন্‌ভেরারিটী ও বারিষ্টার বিনিং উপস্থিত হইয়াছিলেন। বারিষ্টার জীনা জামিনের আবেদন করিয়া বলিলেন যে, তিলক পলায়ন করিবার লোক নহেন; আত্মীয় স্বজন ও উকিল বারিষ্টারের সহিত পরামর্শ করিয়া দায়রার মোকদ্দমা চালাইবার আয়োজন করিবার জন্যও তাঁহাকে মুক্তিদান করা আবশ্যক। মুক্তিলাভ না করিলে আত্মপক্ষ-সমর্থনের সম্পূর্ণ সুবিধা তিনি প্রাপ্ত হইবেন না। এতদ্ব্যতীত তিনি মধুমেহ রোগে কষ্ট পাইতেছেন। যে সময়ে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়, সে সময়ে তিনি ঐ রোগের জন্য ঔষধ-সেবন করিতেছিলেন। সরকার-পক্ষ হইতে অভিযুক্ত প্রবন্ধের যে অনুবাদ দাখিল করা হইয়াছে, তাহাতে যথেষ্ট ভ্রম রহিয়া গিয়াছে—তাহার উপর নির্ভর করিয়া আসামীর বিরুদ্ধে মনোবৃত্তি কলুষিত হইতে দেওয়া উচিত নহে। এই বলিয়া বারিষ্টার জীনা মহোদয় সরকার-পক্ষ হইতে উপস্থাপিত প্রমাণাদির অকিঞ্চিৎকরতা-প্রদর্শন-মানসে সেগুলি পাঠ করিয়া জজ বাহাদুরকে শুনাইতে লাগিলেন। কিন্তু জজ মিঃ ডাওয়ার তাহাতে বাধা-দান করিয়া বলিলেন, "ও সব পড়িবার প্রয়োজন নাই; আমি ও সব বাটীতেই পাঠ করিয়াছি। গবর্ণমেন্ট এই মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন, এ কথা ভুলিয়া গিয়া আমি প্রথমে এক পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ করিব।

তবে যাহাতে আসামীর কোনও প্রকার অনিষ্ট না ঘটে, তৎপ্রতি আমার লক্ষ্য থাকিবে।” তাহা শুনিয়া বারিষ্টার জীনা বলিলেন, “কাল” পত্রের সম্পাদককে যে কারণে জামিনে মুক্তিদান করা হইয়াছে, এবং ১৮৯৭ সালে বিচারপতি বদরুদ্দিন তায়েবজী যে কারণে তিলক মহাশয়কে জামিনে মুক্তিদান করিয়াছিলেন, সেই সকল কারণেই আসামীকে জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

জামিন না-মঞ্জুর।

বারিষ্টার জীনার বক্তব্য শেষ হইলে এডভোকেট জেনারেল সরকার-পক্ষ হইতে আপত্তি করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু জজ বাহাদুর তাঁহাকে সে পরিশ্রম স্বীকার করিতে না দিয়া স্বয়ং বলিলেন যে—আমি এবিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা করিয়াছি; ব্যক্তিগত ভাবে আমি কোনও আসামীরই জামিনে মুক্তির বিরোধী হওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। আইন অনুসারেও হাইকোর্টের জজের আসামীদিগকে জামিনে ছাড়িয়া দিবার অধিকার আছে। জীনা মহাশয় যে সকল নজীর দেখাইয়াছেন, তাহা আমার অবিদিত নহে। কিন্তু আসামী আদালতে ধার্য্য দিনে হাজির হইবেন কি না, ইহাই এক্ষেত্রে একমাত্র বিচার্য্য নহে। অন্য অনেক বিষয়েরও এ সকল ক্ষেত্রে বিচার করিয়া দেখা উচিত। আমি এ বিষয়ে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এ মামলার আসামীকে জামিনে অব্যাহতি দেওয়া সঙ্গত নহে। যে সকল কারণে আমি এই সিদ্ধান্ত করিলাম, তাহার আলোচনা এ স্থলে করিবার আমার ইচ্ছা নাই। কারণ, প্রকাশ্য ভাবে সে বিষয়ের আলোচনা করিলে আসামীর ক্ষতি ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি অতীব দুঃখের সহিত এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেছি।

এইরূপে তিলক মহাশয়ের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য হইল। ইহার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মিঃ বাওয়েন হলফ করিয়া আদালতে একটি

এফিডেবিট করিয়াছিলেন। ঐ এফিডেবিটে তিনি বলেন যে, "১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিলক মহাশয়ের বিরুদ্ধে যে রাজদ্রোহের অভিযোগ হইয়াছিল, তাহার দণ্ড-ভোগকাল শেষ হইবার ছয় মাস পূর্ব্বেই তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। তৎকালে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যদি তিনি পুনর্ব্বার রাজদ্রোহের জন্য অভিযুক্ত হন, তাহা হইলে ঐ অবশিষ্ট ছয় মাসের কারা-দণ্ড তিনি ভোগ করিতে বাধ্য হইবেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের জনৈক সচিব আমাকে জানাইয়াছেন যে, আসামীকে যদি জামিনে খালাস দেওয়া যায়, তাহা হইলে আসামী, গবর্ণমেণ্টের প্রতি লোকের বিরাগ ও অসন্তোষ উদ্দীপিত করিতে যত্ন প্রকাশ করিবেন। গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস, তাঁহাকে মুক্তিদান করা বিপজ্জনক হইবে।" জজ মিঃ ডাওয়ার এই এফিডেবিট আদালতে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে বা তৎসম্বন্ধে কাহাকেও আদালতে কোনও উল্লেখ করিতে দেন নাই!

দায়রার বিচার।

স্পেশ্যাল জুরির নিয়োগে আপত্তি।

৩রা জুলাই শুক্রবার বোম্বাই হাইকোর্টের দায়রায় তিলক মহাশয়ের বিচার আরম্ভ হয়। প্রথমেই সরকার-পক্ষ হইতে এডভোকেট জেনারেল মহাশয় এই বলিয়া আবেদন করেন যে, এই মোকদ্দমা যেরূপ গুরুতর, তাহাতে স্পেশাল বা বিশেষ জুরীর দ্বারা ইহার বিচার হওয়া আবশ্যক। এই আবেদনের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত তিলকের পক্ষ হইতে বারিষ্টার মিঃ বাপটিষ্টা আপত্তি করেন। তিনি বলেন—

"এই রাজনীতিক অপরাধ-মূলক মোকদ্দমা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ আদেশে উপস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে বাদি-পক্ষ এরূপ প্রবল ও প্রতি-পত্তিশালী যে, আসামীর পক্ষে সুবিচার লাভের সম্ভাবনা অল্প। এই কারণে এই মোকদ্দমার বিচারকালে আসামীর মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি আদা-লতের সবিশেষ দৃষ্টি থাকা উচিত। বাদি-পক্ষেরও নিকট আমরা সহৃদয়তা-

পূর্ণ ব্যবহার লাভের আশা করি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, স্পেশ্যাল জুরীর সমক্ষে এই মোকদ্দমার শুনানি হইলে আমাদের ঘোর ক্ষতি ঘটিবে। এই কারণে আমরা এই স্পেশ্যাল জুরির নিয়োগে আপত্তি করিতেছি। আসামীর সুবিচার-লাভের সুবিধার জন্যই প্রধানতঃ জুরির সমক্ষে মোকদ্দমা শুনানীর প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। আসামী পক্ষ যদি স্পেশ্যাল জুরির দ্বারা বিচার প্রার্থনা করিতেন, তাহা হইলে আদালতের সে প্রার্থনা মঞ্জুর করা উচিত ছিল। কিন্তু আসামীর যখন বিশ্বাস যে, স্পেশ্যাল জুরীর নিকট তাঁহার সুবিচার লাভের সম্ভাবনা নাই—বরং বিপরীত ফলেরই আশঙ্কা অধিকতর, তখন এই মোকদ্দমায় স্পেশ্যাল জুরির ব্যবস্থা করা কখনই যুক্তি-সঙ্গত নহে।

"জুরির তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে জানা যাইবে যে, "কমন" বা সাধারণ জুরিদিগের মধ্যে শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা অতি অল্প এবং স্পেশ্যাল বা বিশেষ জুরিদিগের মধ্যে শ্বেতাঙ্গের সংখ্যাই অধিক। এই মোকদ্দমার বিচারে স্পেশ্যাল জুরি নিযুক্ত হইলে ইউরোপীয় জুরির সংখ্যাই অধিক হইবে। ইহা আসামীর পক্ষে মঙ্গলকর নহে। তথাপি যদি স্পেশ্যাল জুরির তালিকা হইতে, অর্দ্ধেকের অধিক মহারাষ্ট্র-ভাষাভিজ্ঞ দেশীয় জুরী লইয়া, বিচার-কার্য্য-সম্পাদন-বিষয়ে বাদিপক্ষ কোনও আপত্তি না করেন, তাহা হইলে আমরা স্পেশ্যাল জুরির নিয়োগেও আপত্তি করিব না। কিন্তু যদি বাদিপক্ষ এই ন্যায়সঙ্গত পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক না হন, তাহা হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই এবিষয়ে আপত্তি করিতে হইবে।

ন্যায়তঃ বলিতে গেলে এই মোকদ্দমার বিচার পুণাতে হওয়াই উচিত ছিল। কারণ, আসামী তিলক মহাশয় পুণারই অধিবাসী—কেসরী পত্রও পুণা হইতেই মারাঠী ভাষায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রচলিত সাধারণ প্রথানুসারে পুণায় এই মোকদ্দমার বিচার হইলে আসামীপক্ষ মহারাষ্ট্র-ভাষাভিজ্ঞ জজ ও জুরির সহায়তা লাভ করিতে পারিতেন

ইংরাজী আইন অনুসারে স্বদেশীয় জুরির সাহায্যে বিচারিত হইবার অধিকার সকল আসামীরই আছে। পুণায় বিচার হইলে আসামী ২০৫ ধারা অনুসারে জোর করিয়া বলিতে পারিতেন যে, জুরিদিগের মধ্যে যাহাতে ইউরোপীয় বা আমেরিকানের সংখ্যা অর্দ্ধেকের অপেক্ষা অধিক না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হউক। এইরূপে একদেশ-বাসী, এক ভাষা-ভাষী, সমাবস্থাপন্ন ও সুপরিচিত জুরিদিগের দ্বারা বিচারিত হইবার আসামীদিগের যে অধিকার আছে, তাহার মূল্য কত অধিক, তাহা আমি ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিলককে এই অধিকার ও সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। আইনের আক্ষরিক অর্থের সাহায্য লইয়া তাঁহাকে বোম্বায়ে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কাজেই তিনি এই আদালতে বিচার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখানেও যদি সাধারণ জুরির তালিকা হইতে জুরি নির্ব্বাচন করা যায়, তাহা হইলেও আসামী দুই তৃতীয়াংশ মহারাষ্ট্র-ভাষাভিজ্ঞ জুরি লাভ করিতে পারেন। এই ব্যবস্থা পুণার বিচারের ন্যায় সুবিধাজনক না হউক, মন্দের ভাল বলিতে হইবে। কিন্তু বাদিপক্ষ এই সামান্য সুবিধাটুকুও আসামীকে দান করিতে প্রস্তুত নহেন বলিয়া এই স্পেশ্যাল জুরির জন্য আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু আসামীর প্রতি সুবিচারের জন্যই যখন জুরি-প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে, তখন আমরা সে সুবিধা লাভে বঞ্চিত হইব কেন?

"স্পেশ্যাল জুরির নিকট যে সুবিচার-লাভের সম্ভাবনা নাই, তাহা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। স্পেশ্যাল জুরি নিযুক্ত করিলেই তাহার মধ্যে ইউরোপীয়ানের সংখ্যা অধিক হইবে। ইউরোপীয় জুরিগণ মহারাষ্ট্রীয় ভাষা ভাল বুঝেন না—অথচ অভিযুক্ত প্রবন্ধগুলি মহারাষ্ট্রীয় ভাষাতেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইউরোপীয় জুরিদিগকে সরকারি তর্জ্জমার উপর নির্ভর করিয়া প্রবন্ধগুলির দোষ-গুণের বিচার করিতে হইবে। সরকারি অনুবাদ যে অধিকাংশ সময়েই অবিকল ও দোষশূন্য

হয় না, একথা সকলেই অবগত আছেন। অনুবাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে মত-ভেদস্থলে তাঁহারা স্বভাবতই সরকারি অনুবাদকে ভ্রমশূন্য বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইবেন। কারণ, সে বিষয়ে তাঁহাদিগের স্বাধীন ভাবে বিবেচনা করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সুবিধা নাই। মহারাষ্ট্রীয় ভাষাভিজ্ঞ দেশীয় জুরি হইলে এ সকল অসুবিধার সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না, এমন কি তাহা হইলে সরকারি অনুবাদেরও প্রয়োজন থাকিবে না। এ সব সুবিধা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিলে কি সুবিচারের পথ পরিষ্কৃত হইবে? আর এক কথা, ইউরোপীয়েরা অভিযুক্ত প্রবন্ধাবলীর বিশুদ্ধ অনুবাদ পাঠ করিবার সুবিধা পাইলেও, তাঁহাদিগের মনে ঐ সকল প্রবন্ধের এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্র-সমূহে প্রকাশিত ভ্রম-পূর্ণ অনুবাদ পাঠ করিয়া যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা দূর করা সহজসাধ্য হইবে না। জুরিদিগের মনে একটা ভ্রান্ত সংস্কার থাকিলে তাঁহাদিগের নিকট নিরপেক্ষ বিচার কিরূপে লাভ করিবার আশা করা যাইতে পারে? দেশীয় জুরিদিগের নিয়োগ করিলে এ অসুবিধার হস্ত হইতেও সহজেই অব্যাহতি লাভ করা যাইবে।

"আসামীর লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কেসরীর পাঠকদিগের হৃদয়ে গবর্ণমেন্টের প্রতি কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহা স্থির করা এই মোকদ্দমায় জুরিদিগের একটি প্রধান কার্য্য হইবে। এই কার্য্য মহারাষ্ট্র-ভাষাভিজ্ঞ দেশীয় জুরিরা যেরূপ ভাবে করিতে পারিবেন, অপরে সেরূপ পারিবেন না। আসামী যাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত জুরিগণই অভিযুক্ত প্রবন্ধাবলীর দোষ-গুণের প্রকৃত বিচার করিতে সমর্থ। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ পড়িয়া দেশবাসীর মনের ভাব কিরূপ হইয়াছে বা হইতে পারে, মহারাষ্ট্র-ভাষায় অনভিজ্ঞ বিদেশী জুরির পক্ষে তাহা নির্দ্ধারণ করা কখনই সম্ভবপর হইবে না। এরূপ হইলে বিচারে ভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনাই অধিক।

কারণ, যে সকল ভাবে ও কথায় দেশীয়দিগের হৃদয় উত্তেজিত হয়, সে সকল ভাবে ও কথায় ইউরোপীয়দিগের হৃদয়ে কোনও ভাবোদ্রেকই হয় না। আবার ইউরোপীয়দিগের চক্ষে যাহা অতীব বিসদৃশ, তাহা এদেশ-বাসীর নিকট নিতান্ত স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, গোহত্যা-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠে ইউরোপীয়গণ আদৌ বিচলিত হন না; ভারতে ঐরূপ প্রবন্ধে একটি খণ্ড প্রলয়ের সূচনা অবশ্যম্ভাবী। আবার পার্লামেণ্ট তুলিয়া দিয়া ইংলণ্ডেশ্বরের হস্তে সমস্ত রাজক্ষমতা দানের বা জুরির দ্বারা বিচার করিবার পদ্ধতি রহিত করিবার প্রসঙ্গ পাঠ করিলে এদেশের লোকের কোনও প্রকার চিত্ত-বিকার উপ-স্থিত হয় না; কিন্তু বিলাতের লোকে ঐরূপ প্রস্তাবের অবতারণা দেখিলে বোধ হয় ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বিপ্লব উপস্থিত করে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যেখানে এইরূপ মনোভাবগত পার্থক্য বিদ্যমান, সেখানে আসামীর লিখিত প্রবন্ধাবলীর পরিণাম সম্বন্ধে আসামীর দেশবাসীর মতামত-গ্রহণই সর্ব্বথা সঙ্গত। ইউরোপীয় জুরির হস্তে এ বিষয়ের নির্ণয়ের ভার দেওয়া কখনই বিহিত নহে।

"উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, এই সকল রাজনৈতিক অপরাধ ও সংবাদ-পত্রের নামে রাজদ্রোহের অভিযোগাদি প্রকৃত পক্ষে রাজনৈতিক অধিকার আদায় করিবার জন্য রাজার সহিত প্রজা-শক্তির সংঘর্ষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাজ-শক্তিকে আপনার অধিকার যখন প্রজাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, এবং ইউরোপীয়েরা যখন রাজার জাতি, তাঁহাদিগের যখন স্বজাতি-বাৎসল্য ও স্বদেশ-ভক্তি প্রভৃতি গুণ আছে, তখন ভারতীয় প্রজাকুলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা রাজনৈতিক অধিকার-লাভের বাসনা কখনই ইউরোপীয়দিগের নিকট প্রীতিকর ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে পারে না। এই কারণে রাজনৈতিক অধিকারকামী উচ্চাকাঙ্ক্ষ দেশীয়গণের সম্বন্ধে এদেশের ইউরোপীয়-মাত্রেরই চিত্ত অল্পাধিক পরিমাণে কলুষিত হইয়াছে।

বিশেষতঃ মজঃফরপুরের বোমার দুর্ঘটনার পর হইতে দেশীয়দিগের প্রতি ইউরোপীয়দিগের বিরাগ অতীব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এরূপ অবস্থায় এখন ইউরোপীয় জুরির নিকট নিরপেক্ষ বিচার-লাভের আশাই করা যাইতে পারে না। এই গেল ১২৪ (ক) ধারার অভিযোগ সম্বন্ধে কথা। আবার ১৫৩ (ক) ধারা অনুসারে ইউরোপীয়দিগের প্রতি দেশীয় প্রজার বিরাগ উৎপাদনের অভিযোগও আসামীর নামে করা হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় জুরির হস্তে আসামীর বিচার-ভার অর্পণ করা ও ফরিয়াদিকে জজের আসনে বসাইয়া আসামীর বিচার করিতে বলা, সমান কথা! এরূপ কার্য্য-প্রণালী ন্যায় ও ব্যবহার-শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব-সমূহের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই কারণে, আমি স্পেশ্যাল জুরির আবেদন অগ্রাহ্য করিতে আদালতকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি। আর যদি নিতান্তই স্পেশ্যাল জুরিরই নিয়োগ করা আদালত সঙ্গত বলিয়া স্থির করেন, তাহা হইলে যাহাতে মহারাষ্ট্র-ভাষাভিজ্ঞ জুরির সংখ্যা অধিক হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার আদেশ করা হউক।"

মিঃ বাপ টিষ্টার এই যুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিচারপতি মিঃ ডাওয়ার বলিলেন, "এই মোকদ্দমাটি অতীব গুরুতর। আইনে এইরূপ গুরুতর মোকদ্দমার বিচারকালে স্পেশ্যাল জুরির সাহায্য লইবার বিধান আছে—এই আদালতের বহুদিনের প্রথাও এবিষয়ে আইনেরই অনুরূপ। স্পেশ্যাল জুরিরা সাধারণ জুরি অপেক্ষা অধিকতর বিজ্ঞ ও উচ্চশ্রেণীর লোক, উচ্চশ্রেণীর জুরির দ্বারা বিচারিত হওয়ায় আসামীরও লাভ আছে। আমি তিলক মহাশয়ের সুবিধার জন্যই স্পেশ্যাল জুরি-নিয়োগ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। আর স্পেশ্যাল জুরি হইলেই ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা অধিক হইবে, এমন আমি মনে করি না। বরং নির্ব্বাচনে দেশীয় জুরির সংখ্যা অধিক না হউক, ইউরোপীয়দিগের প্রায় সমানই হইবার সম্ভাবনা আছে। যত অধিক দেশীয় জুরি পাওয়া সম্ভবপর, তাহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা

হইবে। ভাষভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা আদৌ সারগর্ভ বলিয়া আমি মনে করি না। সরকারী অনুবাদে ভুল দেখাইয়া দিলে তাহা তৎক্ষণাৎ সংশোধন করা হইবে এবং সংশোধিত অনুবাদ জুরিদিগের হস্তে অর্পণ করা যাইবে। যেখানে অর্থ লইয়া উভয় পক্ষে মতভেদ হইবে, সেখানে আদালতের অনুবাদকের অনুবাদই যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করা হইবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বিচার-কালে যে সকল সমস্যা বা আপত্তি উত্থাপিত হইবে, তাহার প্রত্যেকটিরই প্রতি আমি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিব। আমার মতে স্পেশ্যাল জুরির নিয়োগে আপত্তি করা ঘোরতর ভ্রম। সুবিচারের অনুরোধে আমি উভয় মোকদ্দমারই বিচারে স্পেশ্যাল জুরির নিয়োগ করিবার আদেশ দান করিতেছি। ১৩ই জুলাই মোকদ্দমার শুনানি আরম্ভ হইবে।"

হাকিমের ভাবগতিক দেখিয়া তিলক মহাশয় মোকদ্দমার পরিণাম কি হইবে, তাহা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার প্রতি কিরূপ দণ্ডের বিধান হইবে, ইহাও তিনি এই সময়েই জানিতে পারিয়াছিলেন,—"মারাঠা" পত্রে এই কথা প্রকাশিত হইয়াছে। সুবিচারের আশা সুদূরপরাহত জানিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, আর উকিল বারিষ্টারের নিয়োগ-পূর্ব্বক অর্থের শ্রাদ্ধ করায় কোনও ফল নাই। বিশেষতঃ বোম্বাই গবর্ণমেন্ট বোম্বাই হাইকোর্টের সকল প্রসিদ্ধ বারিষ্টারকেই এই মোকদ্দমা চালাইবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং ইচ্ছা করিলেও তিলক মহাশয়ের পক্ষে বোম্বায়ে ভাল বারিষ্টার পাইবার উপায় ছিল না।

১৮৯৭ সালের মোকদ্দমার সময়েও বোম্বাই গবর্ণমেন্ট এইরূপ চালই চালিয়াছিলেন; (১) কাজেই সেবার তিলকের পক্ষসমর্থনের জন্য কলিকাতা

(১) "কাল" পত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ-কালেও বোম্বায়ের রাজপুরুষেরা উল্লিখিত নীতির অনুসরণ করিয়া সেখানকার সমস্ত ভাল ভাল বারিষ্টারকেই নিযুক্ত করায় কাল-সম্পাদক পরাঞ্জপে মহাশয় স্বয়ং আত্ম-পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

হইতে বহু অর্থ-ব্যয়ে ব্যারিষ্টার প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সেবার সাধারণের সংগৃহীত প্রায় ৫০ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াও ইংরাজের ধর্ম্মাধিকরণে তিলক মহাশয় সুবিচার লাভ করিতে পারেন নাই। এবারেও সেবারকারই মত প্রতিকূল লক্ষণ-সমূহ পরিস্ফুট হইল দেখিয়া তিলক উকিল ব্যরিষ্টারের জন্য অর্থ-ব্যয়ের সংকল্প ত্যাগ করিলেন। অতঃপর তিনি স্বয়ং আত্ম-পক্ষের সমর্থন করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। তিনি যেরূপ দক্ষতার সহিত মোকদ্দমা পরিচালন করিয়াছিলেন, তাঁহার শত্রু-পক্ষকেও তাহার প্রশংসা করিতে হইয়াছে।

১৩ই জুন। (দায়রার প্রথম দিবস।)

তিলক মহাশয়ের প্রতি ব্যবহার।

১৩ই জুন সোমবার বেলা ১১॥০ টার সময় বোম্বাই হাইকোর্টের দায়রায় পার্শী বিচারপতি মিঃ ডাওয়ারের আদালতে তিলক মহাশয়ের মামলার বিচার আরম্ভ হয়। এতদিন শ্রীযুক্ত তিলককে বোম্বায়ের সাধারণ জেলখানাতেই রাখা হইয়াছিল। ১২ই জুন রবিবার সন্ধ্যাকালে কারাগার হইতে তাঁহাকে আনিয়া হাইকোর্টের তৃতীয় তলের একটি প্রশস্ত কামরায় রাখা হয়। এই কামরায় সময়ে সময়ে বিচার-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। জামিনে খালাস না পাওয়ায় আত্মপক্ষ সমর্থনের যথোচিত আয়োজন করা তিলক মহাশয়ের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। অবশ্য জেল-কর্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতি সাধ্যমত সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুগ্রহে তিলকের উকিল ব্যরিষ্টার ও বন্ধুগণ প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথোপকথন করিতে পাইতেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিলককে জেলখানার কদন্ন ভক্ষণ করিতে হয় নাই—তাঁহার বন্ধুগণের আনীত অন্ন তিনি দুইবেলা ভোজন করিবার অনুমতি পাইতেন। হাইকোর্ট তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার পর কর্তৃপক্ষ তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের সবিশেষ বন্দোবস্ত করেন। যে প্রকোষ্ঠে তিলককে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই

প্রকোষ্ঠে বহুসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ প্রহরী নিযুক্ত করা হইয়াছিল; হাইকো-র্টের চতুষ্পার্শ্বে ও প্রত্যেক প্রবেশ-দ্বারে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ প্রহরীর বিশিষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। হাইকোর্টের নিম্নতলটি সামরিক কর্ম্মচারীদের সংখ্যা-বাহুল্যে গোরা-বারিক বলিয়া ভ্রম জন্মিতেছিল। শ্রীযুক্ত তিলক বন্ধু-বান্ধব ও উকিল ব্যারিষ্টারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ও আইন-সংক্রান্ত গ্রন্থাদি পাঠ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন।

কর্তৃপক্ষের বন্দোবস্ত।

সোমবারে সহরের রাস্তা ঘাটে পুলিশ প্রহরিগণ দলে দলে বিচরণ করিতেছিল। হাইকোর্টের নিকটবর্ত্তী পথে জন-সাধারণের গমনাগমন নিষিদ্ধ হইয়াছিল—পুলিশ রেলিং বা বেড়া দিয়া হাইকোর্টে গমনের পথ-গুলি বন্ধ করিয়াছিল। তাহার উপর পাঠান সৈনিকদিগের সমাবেশে জন-সাধারণের হৃদয়ে ভীতি-সঞ্চারের চেষ্টা করা হইয়াছিল। যাহারা প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়া হাইকোর্টে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে অতি কষ্টে প্রবেশাধিকার-লাভ করিতে হইয়াছিল। কর্তৃ-পক্ষের এইরূপ কঠোরতা-সত্ত্বেও জন-সাধারণের এই মোকদ্দমার ফলা-ফল জানিবার জন্য আগ্রহ হ্রাস পায় নাই। লোকে হাইকোর্টের ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতে না পারুক, তাহার চতুষ্পার্শ্বে জনসমুদ্রের সৃষ্টি করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। সহরের অনেক দোকান, বাজার শ্রীযুক্ত তিলকের প্রতি সহানুভূতি-প্রদর্শনের জন্য বন্ধ হইয়াছিল।

ঠিক বেলা সাড়ে এগারটার সময়ে বিচারপতি ডাভার আদালতে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত তিলককে আসামীর কাঠ-গড়ায় বসিবার জন্য চেয়ার দেওয়া হইয়াছিল। সরকার পক্ষে এড্-ভোকেট্ জেনেরাল মিঃ ব্রান্সন্, ব্যারিষ্টার মিঃ ইন্‌ভেরেরাটী, মিঃ বিনিং ও সলিসিটর মিঃ বাওয়েন উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত তিলক নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। মিঃ বাপ্‌টিষ্টা ও শ্রীযুক্ত দীক্ষিত,

বোডাস, রাঘবয়া, ভীমজী, নাগিন্দাস প্রভৃতি উকীল ও সলিসিটরগণ এবং শ্রীযুক্ত গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খাপর্দে, করন্দীকর, কেলকার, গান্ধী, কেতকার প্রভৃতি বন্ধুগণ শ্রীযুক্ত তিলকের সহায়তার জন্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত ছিলেন। আদালত-গৃহে আরও বহুসংখ্যক উকীল ব্যারিষ্টার উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা প্রয়োজন হইলে শ্রীযুক্ত তিলককে সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদিগের সাহায্য গ্রহণ করা তিলক মহাশয় প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন নাই।

বিচার আরম্ভের পূর্ব্বে জুরি নির্ব্বাচনের কথা। কিন্তু এডভোকেট জেনেরেল তৎপূর্ব্বে সরকার-পক্ষ হইতে বিচারপতিকে জানাইলেন, যে আসামীর নামে ১২ই মে ও ৯ই জুন তারিখের কেসরীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য দুইটী স্বতন্ত্র অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট এক তারিখেই দুইটী মোকদ্দমা দায়রায় বিচারার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে এই উভয় মোকদ্দমার বিচার এক সঙ্গে হইলেই ভাল হয়। কারণ উভয় মোকদ্দমাতেই একই ধারা অনুসারে অভিযোগ হইয়াছে—মোকদ্দমা নামে দুইটি হইলেও অপরাধ একই শ্রেণীর। এই বলিয়া মিঃ ব্রান্সন্ উভয় মোকদ্দমার একত্র বিচারের জন্য প্রার্থনা করিয়া একটী আবেদন দাখিল করেন। শ্রীযুক্ত তিলক এই আবেদনে আপত্তি করিয়া বলেন, আইন অনুসারে এরূপে একত্র বিচার করা যায় না। ম্যাজিষ্ট্রেট ইচ্ছা করিলে উভয় মোকদ্দমার এক সঙ্গে বিচার করিতে পারেন, কিন্তু সেসন আদালতে সেরূপ হইতে পারে না। বিশেষতঃ উভয় মোকদ্দমার একত্র বিচার হইলে তাঁহার পক্ষে আত্ম-সমর্থন করা সবিশেষ অসুবিধা-জনক হইয়া উঠিবে। অভিযোগের বিষয়ীভূত প্রবন্ধগুলি এক সময়ে লিখিত হয় নাই—দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রথম প্রবন্ধের অংশভূতও নহে।

উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া বিচারপতি ডাওয়ার বলেন, যে "সরকার-পক্ষ হইতে যে এইরূপ আবেদন করা হইবে, সে সংবাদ আমি সংবাদ-

পত্রে পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছিলাম। আমি এবিষয়ে যত্নপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, উভয় মোকদ্দমার একত্র বিচার হইলে সকল দিকেই সুবিধা হয়। আসামী ২৭৩ ধারা অনুসারে পৃথক্ বিচারের প্রার্থনা করিতে পারেন। কিন্তু ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬ ও ২৩৯ ধারা অনুসারে উভয় মোকদ্দমার একত্র বিচারও করা যায়। ২৩৫ ধারা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। ২৩৪ ধারায় বলে যে, যদি আসামীর বিরুদ্ধে সর্ব্বশুদ্ধ তিনটীর অধিক চার্জ্জ বা অভিযোগ স্থাপন না করা যায়, তাহা হইলে একত্রে বিচার চলিতে পারে। এক্ষেত্রে আসামীর বিরুদ্ধে সর্ব্বশুদ্ধ চারিটী [১২৪ (ক) অনুসারে দুইটী ও ১৫৩ (ক) অনুসারে দুইটী] অভিযোগ স্থাপিত হইয়াছে। তবে এডভোকেট জেনেরাল মহাশয় তাঁহার আবেদনে বলিয়াছেন যে, যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বাদিপক্ষ ২৩১ ধারা অনুসারে চারিটীর মধ্যে একটী অভিযোগ স্থগিত রাখিতে পারেন। তিনি যদি তাহা করেন, তাহা হইলে আমি একটী অভিযোগ বা চার্জ্জ তুলিয়া লইবার এবং ঐ চার্জ্জ সম্বন্ধে আসামীকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিবার ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত আছি। ঐরূপ করা আসামীর পক্ষেও হিতকর।"

বিচারপতির কথা শুনিয়া এডভোকেট জেনারেল প্রথম অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ১৫৩ (ক) ধারার অপরাধ সম্বন্ধে আপাততঃ মোকদ্দমা চালাইতে চাহেন না। তাহার পর সে মোকদ্দমা চলিবে কি না, তাহা লইয়া বিচারপতির সহিত এডভোকেট জেনারেলের কিয়ৎক্ষণ বাদানুবাদ হইয়া স্থির হয় যে, আপাততঃ তিনটী অভিযোগ সম্বন্ধেই একত্র বিচার হইবে—চতুর্থ অপরাধ সম্বন্ধে অভিযোগ চালাইবার বাদিপক্ষের এখন ইচ্ছা নাই।

শ্রীযুক্ত তিলককে এই সকল বাদানুবাদ-কালে সলিসিটরদিগের টেবিলের নিকটে বসিতে দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহাকে পুনরায় কাঠগড়ায় প্রবেশ করিতে হইল। ক্লার্ক অব দি ক্রাউন তখন তাঁহাকে চারিটি চার্জ্জই পড়িয়া শুনাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি

দোষী কি নির্দ্দোষ? উত্তরে তিলক মহাশয় বলিলেন, "তাঁহার উপর যে দোষারোপ করা হইতেছে তাহা নিতান্তই অস্পষ্ট। তাঁহার প্রবন্ধের কোন্ কোন্ কথায় তাঁহার নামে রাজদ্রোহাদির অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই।"

মিঃ ইনভেরেরিটী।—তাহা যদি হয়, তাহা হইলে আমরা সব প্রবন্ধ-গুলিকেই আমূল দোষযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।

উত্তরে তিলক বলিলেন, "প্রবন্ধের মধ্যে যে বিশেষ বিশেষ বাক্য ও শব্দে আইনের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে বলিয়া আপনারা মনে করেন, তাহা দেখাইয়া দিলে আমার উত্তর-দানের সুবিধা হয়।" তখন বিচার-পতি বলিলেন, "বাদিপক্ষ মোকদ্দমার এই প্রথম অবস্থায় সমস্ত প্রবন্ধই দাখিল করিয়া বলিতে পারেন যে, উহাদের প্রত্যেক শব্দই 'রাজদ্রোহ-পূর্ণ।' তখন তিলক বলিলেন, "তাহা হইলে আমার আপত্তি নাই।"

অতঃপর ক্লার্ক অব্ দি ক্রাউন অভিযোগের বিষয়ীভূত প্রবন্ধ-গুলির ইংরাজি অনুবাদ আদালতে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। কিয়-দংশ পঠিত হইলে, তিলক বলিলেন, আর সময় নষ্ট করিয়া কাজ নাই—অবশিষ্টাংশ পঠিত-বৎ গণ্য করা হউক। তবে অনুবাদ যথাযথ হয় নাই বলিয়া আমি আপত্তি করিয়া রাখিতেছি।" ইহার পর বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে তিলক বলিলেন——

"আমি নির্দ্দোষ"।

এইবার জুরির নির্ব্বাচন আরম্ভ হইল। স্পেশাল জুরীর তালিকা হইতে জুরি নির্ব্বাচিত হইলে শ্বেতাঙ্গ জুরীর সংখ্যা অধিক হইবে বলিয়া যে আশঙ্কা করা গিয়াছিল, কার্য্যকালে তাহাই যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। নির্ব্বাচনে একজন হিন্দু জুরীর নাম উঠিয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট-পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় তাহা পরিত্যক্ত হইল। তিলক আটজন শ্বেতাঙ্গ জুরীর বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়াছিলেন, সে আপত্তি গ্রাহ্য ও

হইয়াছিল; কিন্তু স্পেশাল জুরীর তালিকায় যখন শ্বেতাঙ্গদিগের নামই অধিক ছিল, তখন নির্ব্বাচনের ফল তিলকের আশানুরূপ হইবে কিরূপে? বহু বাদানুবাদের পর যাঁহারা জুরী নির্ব্বাচিত হন, তাঁহাদের মধ্যে,

৭ জন ইয়ুরোপীয় ও ২ জন পার্শী

ছিলেন। তাঁহাদিগের নাম এই :—এণ্ডারসন (Mr. W. C. Anderson), গ্রীগ (Mr. J, Greig) হিলিয়ার্ড (Mr, B. G. Hilliard), পালনজী (Mr. Pallonji D. Chowna), হডসন (Mr. G. J, C. Hodson) মিঃ শাপুরজী সোরাবজী, হ্যামসন (Mr. S Hampson) উড (Mr, F, G. wood) মার্টিন (Mr. J. G. Martin)। এস্থলে বলা আবশ্যক, ৭ জন ইউরোপীয়ের মধ্যে একজন জাতিতে ইহুদী ছিলেন।

ফরিয়াদী পক্ষের বক্তব্য।

এইরূপে জুরি-নির্ব্বাচন-কাণ্ড শেষ হইলে মিঃ ইনভেরেরিটী সরকার-পক্ষ হইতে মোকদ্দমার পরিচয় আদালতকে প্রদান করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি বলিলেন, "এডভোকেট জেনারেল মহাশয় একটা গুরুতর মোকদ্দমা উপলক্ষে অন্য আদালতে উপস্থিত থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন বলিয়া, আমাকে এই মোকদ্দমা আরম্ভ করিতে হইয়াছে। আসামী ১২ই মে ও ৯ই জুন তারিখের "কেসরী" নামক মহারাষ্ট্রীয় সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত ২টী প্রবন্ধের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছেন। কেসরী পত্র পুণা হইতে প্রচারিত হয় এবং বোম্বায়ে উহার যথেষ্ট প্রচার আছে। আসামীই এই পত্রের সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর। অতঃপর ব্যারিষ্টার মহাশয় ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ও ১৫১ (ক) ধারাটি পাঠ করিয়া বলিলেন যে, পৃথিবীর সভ্যদেশ সকলে রাজদ্রোহের যে সকল বিধান আছে, তাহার প্রধান তত্ত্বগুলি এই ধারায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল ধারায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করা হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের দোষ প্রদর্শন বা সমালোচনা করিবার অধিকার সকলেরই আছে;

কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করিয়া তাঁহাদের মর্য্যাদা-হানি করিবার এবং গবর্ণমেণ্টকে উৎপীড়ক ও অত্যাচারী (oppressive and tyrannical) বলিয়া তৎপ্রতি সাধারণের ঘৃণা ও বিদ্বেষের উদ্রেক করিবার অধিকার কাহারও নাই। তাহার পর মিঃ ইনভেরেরিটী ১২ই মে তারিখের কেসরীতে প্রকাশিত "দেশের দুর্দ্দৈব" নামক প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ আদালতকে পড়িয়া শুনাইয়া বলিলেন যে, সমস্ত প্রবন্ধের ফলিতার্থ এই যে—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এরূপ প্রজাপীড়ক ও অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছেন যে, লোকের তাহা একেবারে অসহ্য হইয়াছে। মজঃফরপুরের বোমা-বিভ্রাট সেই অত্যাচারেরই ফল। এদেশে ইংরাজের শাসনকেই লেখক 'দুর্দ্দৈব দেশের' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লেখকের মতে গবর্ণমেণ্ট কেবল আপনাদের স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত; এদেশের লোকে যাহাতে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা না করে, কেবল তাহার প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি থাকে। দেশের দুরবস্থা-দর্শনে উন্মত্তপ্রায় হইয়া কতিপয় যুবক বোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এইরূপ কথা এই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে এ সকল কথা বলা ও গবর্ণমেণ্টের ভয়ঙ্কর মানহানি করা সমান কথা। লেখক যে স্বরাজ্যের কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ "নিজের রাজ্য বা শাসন" (one's own rule or government)। ঐ শব্দ লেখক কোন্ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা, তাঁহার ২রা জুনের প্রবন্ধে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। সে অর্থ গ্রহণ করিলেও লেখকের মনোভাব এই দৃষ্ট হয় যে, জনসাধারণ যখন ইচ্ছা তখনই গবর্ণমেণ্টকে বিপর্য্যস্ত (upset) করিতে পারিবে; লেখক প্রবন্ধে এই ভাব ধ্বনিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য,এরূপ বলা রাজবিদ্রোহ। তাহার পর, গবর্ণমেণ্ট যদি জনসাধারণের বাসনা-পূরণে অমনোযোগ করেন, তাহা হইলে জনসাধারণের রুষীয় পদ্ধতির অনুকরণে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে, এ কথারও উল্লেখ প্রবন্ধে করা হইয়াছে। রুষীয় পদ্ধতি কাহাকে বলে, তাহা সকলেই জানেন। লেখক

উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত পাঠকদিগকে বোমার সাহায্য গ্রহণ করিবারও ইঙ্গিত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার-পূর্ণ শাসন-পদ্ধতির জন্য ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি প্রজা সন্তাপে (Indignation) দগ্ধ হইতেছে।—এইরূপ উল্লেখ করিয়া লেখক বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট কেবল স্বজাতীয়-দিগেরই হিতকামী এবং অনিয়ন্ত্রিত বা উদ্দাম প্রকৃতি (Autocratic)।

মিঃ ইন্‌ভেরেরিটি ইহার পর শত বৎসর পূর্ব্বে তৃতীয় জর্জ্জের আমলে ল্যাম্বার্ট সাহেবের নামে বিলাতে যে রাজদ্রোহের মামলা হইয়াছিল, তাহার বিবরণের কিয়দংশ জজ ও জুরীদিগকে পাঠ করিয়া শুনান এবং বলেন যে, তিলক ল্যাম্বার্টের ন্যায় আইনের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের শাসন বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য বোমা নিক্ষেপ করা উচিত নহে, এরূপ কথা ১২ই মে তারিখের প্রবন্ধে বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ৯ই জুন তারিখের প্রবন্ধে,—রাজনীতিক অধিকার-কামিগণ বোমার ব্যবহার করিয়া অন্যান্য দেশে কিরূপ ফল লাভ করিয়াছে, তাহা আসামী নিজের পাঠক-দিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বোমা প্রস্তুত করিবার জন্য বড় কারখানার প্রয়োজন হয় না, সামান্য কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে উহা প্রস্তুত হইয়া থাকে, বোমা তৈয়ারি করা অতি সহজ কার্য্য, ইত্যাদি কথাও ঐ প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। স্বেচ্ছামত রাজকার্য্য-পরি-চালন করিবার সুবিধার জন্য অস্ত্র আইন প্রণীত হইয়াছে. এইরূপ লিখিয়া বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এদেশের পক্ষে একটা অভিশাপ—(curse) স্বরূপ হইয়াছে; গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতি যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং প্রজার প্রার্থিত অধিকারাদি যদি তাহাদিগকে না দেওয়া যায়, তাহা হইলে রুষিয়া বা পোর্ত্তুগালের মত এদেশের লোকেও বোমার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। আবার এই বলিয়া ভয় দেখান হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতি অক্ষুণ্ণ থাকিতে দেওয়া কখনও উচিত নহে, এবং গবর্ণমেণ্ট যদি প্রজার রাজনীতিক প্রার্থনা পূর্ণ না করেন, তাহা

হইলে এ দেশে কিছুতেই বোমার উপদ্রব থামিবে না। এইরূপে গবর্ণ-মেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যের সমালোচনা না করিয়া আসামী গবর্ণ-মেণ্টেরই নিন্দা করিয়াছেন। লেখক বলিয়াছেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ভারতবর্ষের কোনই মঙ্গল সাধিত হয় নাই। ৯ই জুন তারিখের প্রবন্ধে ও পূর্ব্ব প্রবন্ধে রাজপুরুষদিগকে শ্বেতাঙ্গ (গোরা) বলিয়া নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক সাদা ও কালার মধ্যে বিদ্বেষ-বর্দ্ধনের চেষ্টাও করা হইয়াছে। জুরি মহাশয়েরা আদ্যোপান্ত প্রবন্ধগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

এই প্রসঙ্গে মিঃ ইন্‌ভেরেরিটি কেসরীর অন্যান্য তারিখের প্রবন্ধ হইতে কোনও কোনও অংশ পাঠ করিয়া জুরীদিগকে শুনাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীযুক্ত তিলক তাহাতে বাধা দান করিয়া বলেন যে, ঐ সকল প্রবন্ধ যথারীতি আদালতে দাখিল না করিলে, উহাদের কোনও অংশ আদালতে পাঠ করা যাইতে পারে না। তিলকের এই আপত্তি শুনিয়া মিঃ ইন্‌ভেরেরিটী ক্ষান্ত হইলেন।

সরকারি অনুবাদকের সাক্ষ্য।

ইহার পর সরকারি অনুবাদকের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। মিঃ বিনিং য়ের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন,—

আমার নাম ভাস্কর বিষ্ণু জোশী; আমি সরকারি অনুবাদকের প্রধান সহকারী। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমি বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। তিলকের নামে ১২ই মে তারিখের প্রবন্ধের জন্য অভিযোগ উপস্থিত করিবার এই অনুমতি-পত্রে, মিঃ কুইনের (H. O. Quinn) স্বাক্ষর দেখিতেছি। তিনি গবর্ণমেণ্টের বিচার-বিভাগের অস্থায়ী সচিব। তাঁহার স্বাক্ষর আমি চিনি।

এইখানে মিঃ বিনিং ঐ অনুমতি-পত্র আদালতে দাখিল করেন। বিচারপতির প্রশ্নের উত্তরে তিলক বলেন যে, ঐ অনুমতি-পত্র দাখিল

করা সম্বন্ধে তাঁহার কোনও আপত্তি নাই। তাহার পর ৯ই জুনের প্রবন্ধের জন্য নালিশ করিবার অনুমতিপত্রেরও স্বাক্ষর সাক্ষীর দ্বারা সনাক্ত করাইয়া উহা দাখিল করা হয়। এই অনুমতি-পত্র ২৬শে জুন স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই উভয় অনুমতিপত্রেই পুলিশ কমিশনর মিঃ জেলের (Gell) স্বাক্ষর ছিল ; তাহাও সাক্ষীকে দিয়া সনাক্ত করিয়া লওয়া হয় এবং সাক্ষীকে দিয়া অভিযোগের বিষয়ীভূত প্রবন্ধগুলি ও তাহাদের অনুবাদ আদালতে দাখিল করান হয়।

এই সময়ে মিঃ বিনিং হাকিমকে বলেন যে, সাক্ষীদিগের মধ্যে যদি কেহ আদালতে উপস্থিত থাকেন, তবে তাঁহাকে এ সময়ে বাহিরে যাইতে বলা হউক। কিন্তু বারিষ্টার ইন্‌ভেরেরিটী বলিলেন, কোন সাক্ষী যদি আসামীর আত্মপক্ষ-সমর্থনে সহায়তা করিতে থাকেন, তবে তাঁহার আদালতে উপস্থিত থাকায় আমি কোনও আপত্তি করিতে ইচ্ছা করি না। শ্রীযুক্ত কেলকার মহাশয় শ্রীযুক্ত তিলককে মোকদ্দমা পরিচালন-বিষয়ে সহায়তা করিতেছিলেন, অথচ তাঁহার এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবারও না কি কথা ছিল। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই মিঃ বিনিং ও ইন্‌ভেরেরিটি পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অতঃপর ১২ই মে তারিখের "কেসরী-পত্রের" "সম্পাদকীয় মন্তব্যে" প্রকাশিত বোমা-বিষয়ক মন্তব্য ও অন্যান্য তারিখের কেসরীতে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের অনুবাদ, আসামীর অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য, দাখিল করিতে বাদিপক্ষ অগ্রসর হন। শ্রীযুক্ত তিলক তাহাতে আপত্তি করিয়া বলেন যে, উদ্দেশ্য সপ্রমাণ (proving intention) করিবার জন্য অন্যান্য প্রবন্ধ এরূপে দাখিল করা আইনসঙ্গত নহে। Mayne's Criminal Law নামক পুস্তকের ৫২২ পৃষ্ঠায় এবিষয়ের উল্লেখ আছে। ১৮৯৭ সালে কেসরীর বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা হইয়াছিল, তাহাতে অভিযোগের বিষয়ীভূত নহে এরূপ অনেক প্রবন্ধ দাখিল করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু

তাহা লেখকের (আসামীর) উদ্দেশ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য দাখিল করা হয় নাই—কিরূপ অবস্থায় অভিযুক্ত প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য দাখিল করা হইয়াছিল। এবারও সেইরূপ উদ্দেশ্যে যদি অন্য প্রবন্ধ দাখিল করা হয়, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।

তিলকের এই আপত্তির উত্তরে বিচারপতি বলিলেন,—পূর্ব্ব পূর্ব্ব মোকদ্দমায় এবিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সেই সকল মোকদ্দমায় যে উদ্দেশ্যে অন্য প্রবন্ধ দাখিল করিতে পারা গিয়াছে, এ মোকদ্দমাতেও সেই উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রবন্ধ বাদিপক্ষ দাখিল করিতে পারিবেন। বিচারপতির এই আদেশের পর ১২ই মে তারিখের কেসরীর পূর্ব্বোক্ত অংশ এবং ১৯শে মে ও ২৬শে মে তারিখের কেসরী হইতে "ডবল উপদেশ" (A Double Hint) এবং "বোমার প্রকৃত অর্থ" (The Real meaning of the Bomb) শীর্ষক প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ দাখিল করা হইল। মিঃ বিনিং বলিলেন, এই সকল তারিখেরই কেসরীর নিম্নভাগে লিখিত আছে যে, সেগুলি আসামী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।" পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা আলোচ্য মূল প্রবন্ধগুলির মর্ম্মানুবাদ বঙ্গভাষায় এস্থলে প্রকাশ করিতেছি—

কেসরী, ১২ই মে (সম্পাদকীয় মন্তব্য)।

বোমার পুনরভিনয় নিবারণের জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বনীয়, তৎসম্বন্ধে এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্র-সম্পাদকগণ, বোমা-বিভ্রাটের সংবাদ প্রাপ্তির পর হইতেই গবর্ণমেণ্টকে ক্রমাগত উপদেশ দান করিতেছেন। কলিকাতার "ইংলিশম্যান" ও বোম্বায়ের "টাইম্‌স্‌ প্রভৃতি সংবাদপত্র সমস্ত দোষই রাজনীতিক আন্দোলনকারীদিগের মস্তকে নিক্ষেপ করিয়াছেন। কলিকাতার "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্র, মিশনরিদিগের নীতির অনুসরণ করিয়া, এতদিন (আমাদের) রাজনীতিক আন্দোলনের বড় বিরুদ্ধবাদী ছিল না; কিন্তু ঐ পত্র একণে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছে যে, স্বদেশী ও বহিষ্কার (বয়কট) বিষয়ক আন্দোলন হইতেই বোমা-ঘটিত অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে; সুতরাং ঐ আন্দোলন বন্ধ করা আবশ্যক। স্বদেশী হইতে বোমার উৎপত্তি হইয়াছে, আর বঙ্গ-ভঙ্গ হইতে স্বদেশীর উৎপত্তি হইয়াছে; তবে বঙ্গ-ভঙ্গই অগ্রে রহিত না করা হয় কেন? মাথা ঘুরিয়া যাওয়ায় এংগ্লোইণ্ডিয়ান পত্রসমূহের তর্কশাস্ত্র ইদানীং মর্কটশাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে!

আয়ারল্যাণ্ডের এইরূপ গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা যখন প্রকাশ পায়, তখন রাজনীতিবিশারদ মিঃ গ্লাডষ্টোন্ বাজে তর্কের অবতারণা না করিয়া প্রকৃত তর্কশাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করত আয়ার-ল্যাণ্ডকে "হোমরুল" প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোনও "দুর্ব্ব্যসন" যখন ভয়ঙ্কর স্ফোটকের আকারে প্রকাশিত হইয়া শরীরকে ক্লেশ দেয়, তখন (বুদ্ধিমান্) লোকে অবিলম্বে উহার অমঙ্গলকর পরিণামের প্রতি মনোযোগী হয় এবং সেই দুর্ব্ব্যসনের অস্তিত্ব লোপ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। আয়ারল্যাণ্ডে যে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড (খুন) ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে আয়ারল্যাণ্ড-বাসীর দুঃখ কষ্টের প্রতি ইংলণ্ডের দৃষ্টি স্বতই আকৃষ্ট হয় এবং তাহার পর হইতে আয়ারল্যাণ্ডকে হোমরুল বা স্বরাজ্যদান সম্বন্ধে আলোচনা আরব্ধ হয়—লর্ড মর্লি একস্থানে, আয়ারল্যাণ্ডের এই হত্যাকাণ্ডের এইরূপ এক প্রকার উপ-যোগিতার বিষয় পরোক্ষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মজঃফরপুরের অনর্থের ফলে লর্ড মর্লির দৃষ্টি বঙ্গভঙ্গ-বিষয়ক অভিযোগের প্রতি আকৃষ্ট হইবে কি?

---

১৯ মে তারিখের কেসরীর প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ।

কলিকাতায় বোমা-নির্ম্মাণ ব্যাপারে ধৃত ব্যক্তিগণের জোবানবন্দী পাঠ করিয়া এদেশের দুই শ্রেণীর লোকের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে, দেখিতেছি। তন্মধ্যে এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্র-সম্পাদকদিগের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ব্যাপারে তাঁহাদিগের কপটতা বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। আর আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত, বুদ্ধিমান ও শান্তি-প্রিয় বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিগণের যে মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ, তাঁহাদের ভীরুতা। রুষরাজ্যে এরূপ ব্যাপার নিত্য ঘটিতেছে, একথা যে ইঁহারা অবগত নহেন, তাহা নহে; কিন্তু তথাপি এদেশে ঐরূপ ঘটনা—বিশেষতঃ শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষদিগের বিরুদ্ধে, ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে, ইহা এই সকল লোকের মতে শুদ্ধ ভয়ঙ্কর ব্যাপারই নহে, ভারতবর্ষের পক্ষে এইরূপ ঘটনা ঘোর অমঙ্গলের নিদান। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইঁহারা এই দুর্ঘটনার "তীব্রাতিতীব্র" প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন এবং আপনাদের জ্বলন্ত রাজভক্তির পরিচয় দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, "রাজনৈতিক আন্দোলন-কারীদিগের যে সকল রচনা ও বক্তৃতার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, সে সকল রচনা ও বক্তৃতা অচিরাৎ বন্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করুন।" আমাদিগের মতে ইঁহাদের ঈদৃশ ব্যবহার যেমন ভীরুতা, তেমনই ঘোরতর মূর্খতারও পরিচায়ক। রাজপুরুষেরা যদিও একথা বুঝিতে পারিতেছেন, তথাপি এই সময়ে দেশের লোকের নিকট হইতে রাজনৈতিক আন্দো-লনের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে এই প্রকার স্বীকারোক্তি আদায় করা তাঁহাদের পক্ষে হিতকর বলিয়া তাঁহারা এই ব্যাপারে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। বোমার সাহায্যেই হউক, আর অন্য প্রকারেই হউক, কেহ কাহারও প্রাণনাশ করিবে, ইহা আমরাও গর্হিত বলিয়া মনে করি; ইহা নীতিশাস্ত্রের বিরোধী। আর এইরূপে রাজপুরুষদিগের খুন করিয়া স্বরাজ্য-লাভ করা যায় না, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। এমন কি, যাহারা এই বোমা-বিভ্রাট ঘটাইয়াছে, তাহারাও ইহা স্বীকার করিয়াছে। ফলকথা, বোমার আঘাতে রাজ-

পুরুষদের প্রাণনাশ করা সকলের নিকটই নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে, সন্দেহ নাই। এই কারণে ঐ কার্য্যের যথোচিত নিন্দা বা প্রতিবাদ করিলে কা[illegible]রও তাহাতে আপত্তি করিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু ঐ ঘটনার প্রতিবা[illegible]ঙ্গে দেশের রাজনীতিক আন্দোলনকারীদিগের বক্তৃতা বা রচনাসমূহকে ঐরূপ দুর্ঘ[illegible] জন্য দায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করা ঘোর ভ্রমমূলক। এই নীতিকে আমরা আত্মঘাতিনী নীতি বলিয়া মনে করি—এ কথা দেশবাসীকে ও রাজপুরুষদিগকেও স্পষ্টাক্ষরে জ্ঞাপন করা আমরা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি।

প্রকৃতপক্ষে রাজপুরুষদিগের অনিয়ন্ত্রিত ও দায়িত্বহীন কার্য্যকলাপে জনসাধারণ উত্ত্যক্ত হওয়ায় বোমার আবির্ভাব হইয়াছে; কিন্তু এই প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া রাজপুরুষেরা ও তাঁহাদের পক্ষ-সমর্থনকারী সাহেবী সংবাদ-পত্রসমূহ বলিতেছেন যে, রাজনীতিক আন্দোলনকারীদিগের রচনা ও বক্তৃতায় লোকে উত্তেজিত হইয়া এইরূপ ঘোর দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাঁহাদের এই নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হইলেও এক্ষণে উহারই আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন তাঁহাদের আর অন্য উপায় নাই। কারণ, শাসন-পদ্ধতির দোষের কথা স্বীকার করিলে তাঁহাদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইয়া যায়। কাজেই তাঁহারা এদেশের রাজনীতিক আন্দোলনকারীদিগকে মুষ্টিমেয়, স্বার্থপরায়ণ, অদূরদর্শী প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া মজঃফরপুরের দুর্ঘটনাকে তাঁহাদেরই আন্দোলনের পরিণাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইতেছেন। বরং এই বোমা-বিভ্রাট উপলক্ষে তাঁহারা এদেশের রাজনীতিক আন্দোলনের প্রাণশক্তি হরণ করিবার একটি উৎকৃষ্ট সুযোগ পাইয়াছেন ব'লয়া মনে করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদিগের এই ধূর্ত্ততা জাল ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া এ দেশের কতিপয় ভীরু ও স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তি শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মতের সমর্থন-পূর্ব্বক স্বদেশবাসীর সর্ব্বনাশ করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইদানীং দেশের ঘোর দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই জন্যই আমাদের এ সময়ে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত কার্য্য করা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। যাঁহারা চিরকাল দাসত্বপঙ্কে যাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের কোনও বক্তব্য নাই। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান যথেচ্ছাচার শাসন-পদ্ধতির সংস্কার কখনও না কখনও হওয়া উচিত বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, যাঁহারা দেশের বিন্দুমাত্রও মঙ্গল কামনা করেন, তাহাদের প্রতি আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা ইচ্ছা হইলে একবারের পরিবর্ত্তে দশবার আলোচ্য দুর্ঘটনার প্রতিবাদ করুন, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই, কিন্তু সেই প্রসঙ্গে ঐ দুর্ঘটনার জন্য অকারণে দেশের রাজনীতিক আন্দোলন-কারীদিগকে দায়ী করিয়া রাজপুরুষদিগের সন্তোষ-বিধানের চেষ্টা যেন কেহ না করেন।

প্রচলিত যথেচ্ছাচার শাসন-নীতির ফলে যে, এদেশের ব্যবসায় বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি-বিষয়ক নানা প্রকার অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অসংখ্য প্রমাণ রহিয়াছে; এই কারণে এবং ইংরাজী শিক্ষার ফলে, এই শাসন-পদ্ধতি জন-সাধারণের ঘোর অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। দেশবাসীর বহু দিনের চেষ্টাসত্ত্বেও এই শাসন-পদ্ধতির সংস্কার সাধিত হইতেছে না। ইহাতে কতিপয় লোকের ধৈর্য্য-চ্যুতি ও মস্তিষ্ক-বিকৃতি হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু সে জন্য, যে সকল

রাজনীতিক আন্দোলনকারী প্রজার পক্ষ হইতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদের রচনা ও বক্তৃতার সহিত বোমা নিক্ষেপকারী বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধ কল্পনা করা ঘোরতর নীচতার কার্য্য। স্বার্থের বশীভূত হইয়া এংগ্লোইণ্ডিয়ান পত্র-সম্পাদকেরা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই; কিন্তু কতিপয় দেশীয় এবিষয়ে তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়াছেন, ইহাই দুঃখের বিষয়। যে দেশে যথেচ্ছাচার শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত থাকে, সে দেশের জন-নায়কদিগকে রাজনীতিক আন্দোলন করিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতেই হয়। ইহাতে দেশের অসংখ্য লোকের মধ্যে দুই চারি জনের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া তাহারা যদি দুষ্কর্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেজন্য রাজনীতিক আন্দোলনকারী-দিগকে দায়ী করা ও তাঁহাদের আন্দোলন বন্ধ করিবার চেষ্টা করা কখনও যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না। একজন রমণীর লেখা পড়া শিক্ষার ফল যদি ভাল না হয়, তাহা হইলে কি দেশ হইতে স্ত্রীশিক্ষা তুলিয়া দিতে হইবে, না সমুদ্রযাত্রা করিয়া একটি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া সকলের সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করিতে হইবে? অস্ত্র-চিকিৎসায় সময়ে সময়ে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে বলিয়া কে কবে অস্ত্র-চিকিৎসা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন? এ সকল চেষ্টা যেমন অসঙ্গত, রাজনীতিক আন্দোলনের ফলে দুই একটি বোমা বিভ্রাট ঘটে বলিয়া ঐ আন্দোলন বন্ধ করিবার চেষ্টা করাও সেইরূপ অসঙ্গত। বিশেষতঃ যখন দীর্ঘকাল আন্দোলনেও কোনও ফল হয় না, তখন কতিপয় তরল-মস্তিষ্ক ব্যক্তির এরূপ উন্মত্তবৎ ব্যবহার কি নিতান্তই অস্বাভাবিক ঘটনা? সকল দেশেই ত এরূপ প্রকৃতির লোক আছে; তবে ভারতবর্ষে সেরূপ লোকের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়ায় এত হৈ চৈ পড়িয়াছে কেন? অবশ্য ভারতবর্ষে এইরূপ ঘটনা নূতন বটে, কিন্তু রুশিয়া, জর্ম্মানি, ফ্রান্স, আয়ার্ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের এইরূপ ঘটনাবলীর বিবরণ প্রত্যহ (রয়টারের অনুগ্রহে) এদেশবাসীর যখন গোচর হইতেছে, তখন তাহা পাঠ করিয়া এই ত্রিশ কোটির মধ্যে ২।১ জন লোকেরও যে উহার অনুকরণে প্রবৃত্তি হইবে না, ইহা কি সম্ভবপর? ফল কথা, যে দেশে, অনিয়ন্ত্রিত শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত ও তজ্জন্য প্রকৃতিপুঞ্জ অসন্তুষ্ট থাকে, এবং যেখানে রাজপুরুষেরা স্বদেশীই হউন, আর বিদেশীই হউন, প্রজার মতামত পুনঃপুনঃ পদদলিত করেন, সেদেশে এরূপ দুই একটা দুর্ঘটনা অনিবার্য্য হইয়া উঠে, জগতের ইতিহাস এইরূপ সাক্ষ্য দান করিতেছে। ভারতবর্ষে সংপ্রতি যাহা ঘটিয়াছে, তাহা এই ঐতিহাসিক সত্যের প্রতিকূল নহে। সাহেবী সংবাদ-পত্র-সমূহের বাগাড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া যদি গবর্ণমেণ্ট এই সরল সত্যের বিকৃত অর্থ গ্রহণ করেন, তবে তাহা দেশের দুর্দ্দৈব বলিতে হইবে।

পুত্রকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিলে সময়ে সময়ে তাহার দুর্নীতি-মূলক কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখা যায়। বুদ্ধিমান পিতামাতা ঐ প্রবৃত্তি দেখিবা মাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া পুত্রের বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এ দেশের রাজনীতিক অসন্তোষের মাত্রা বোমা-বিভ্রাটরূপ দুর্নীতির সীমা-স্পর্শ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহা দেখিয়া (পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিমান পিতামাতার ন্যায়) প্রজার অভাব অভিযোগ দূরীকরণে ক্ষিপ্রতা প্রকাশ করাই রাজপুরুষদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। যাহারা দুর্ব্বৃত্ততা করিয়াছে, তাহাদের যথোচিত দণ্ডের আমরা বিরোধী নহি। কিন্তু দুর্ঘটনা হইতে অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যৎ কার্য্য-নীতির নির্দ্ধারণে যাহাতে বিজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়, ইহাই আমাদের

অনুরোধ। বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির দোষসমূহ যে জন-সাধারণের নিকট দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে, বোমা বিভ্রাট তাহার তীব্র লক্ষণ (পরিচায়ক)। রোগের তীব্র লক্ষণ দেখিয়া চিকিৎসকের যেরূপ হতবুদ্ধি হওয়া উচিত নহে, এক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টেরও সেইরূপ ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটা বিধেয় নহে। সাহেবী সংবাদ-পত্র-সমূহের প্রলাপ-বাক্যে তাঁহাদের কর্ণপাত করা উচিত নহে। শাসন-পদ্ধতির সংস্কার না করিয়া লোকের অসন্তোষ-প্রকাশের পথ রুদ্ধ করিলে, লোকের অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাইবারই সম্ভাবনা। অতঃপর যাহাতে কাহারও, অসন্তোষ-বৃদ্ধির ফলে বোমা-নিক্ষেপ করিবার প্রবৃত্তি না হয়, তাহার ব্যবস্থা করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সকলেই দেশে শান্তি-রক্ষার পক্ষপাতী। কিন্তু শান্তিরক্ষার ব্যপদেশে রাজনীতিক আন্দোলনের প্রাণশক্তি হরণ করা বোমা-বিভ্রাটের প্রতিশোধ ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এইরূপে আন্দোলন বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলে পরিণামে দেশের বৈধ আন্দোলনও বিপ্লবকর আন্দোলনে পরিণত হইয়া থাকে—ইতিহাসে ইহাও পরিদৃষ্ট হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি ইতিহাসের এই অভিজ্ঞতার প্রতি অমনোযোগ করেন, তাহা হইলে আমাদের কোনও উপায় নাই। আমরা যাহা সত্য ও দেশের রাজা ও প্রজার পক্ষে হিতকর বলিয়া মনে করিতেছি, তাহাই গবর্ণমেণ্টকে জানাইতেছি। রাজনীতিক আন্দোলনের সহিত বোমা-বিভ্রাটের সম্বন্ধের বিষয় গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করা ও গবর্ণমেণ্টকে জানিয়া শুনিয়া গর্ত্তে ঠেলিয়া দেওয়া সমান কথা। "অতি সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ" এই প্রাচীন প্রবাদের প্রতি রাজপুরুষদের মনোযোগ করা উচিত। প্রজার অসন্তোষ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া সুশিক্ষিত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত নহে। ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া তাঁহারা প্রতীকারের প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হউন, ইহাই পরমেশ্বরের নিকট আমাদের প্রার্থনা।

২৬শে মে তারিখের কেসরীর প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ

বোমার প্রকৃত অর্থ।

বঙ্গের বোমাবিভ্রাট ও সীমান্তে ১০।১২ হাজার আফগানের সহসা লুণ্ডীকোটাল অভিমুখে অভিযানের সংবাদ প্রায় সমকালেই বিলাতে গিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু বোমা ও গুপ্তসমিতির সংবাদে বিলাতের লোকের মধ্যে যে হুলস্থুল পড়িয়া যায়, তাহাতে সীমান্তসংবাদের গুরুত্ব অনুভব করিবার শক্তি প্রায় কাহারও রহিল না। তাই বিগত দুই সপ্তাহের বিলাতী ডাকে যে সকল সংবাদ-পত্র এ দেশে আসিয়াছে, তাহাতে বোমা-বিভ্রাট ও গুপ্তসমিতির প্রসঙ্গই সর্ব্বত্র আলোচিত হইয়াছে দেখিতেছি,—সীমান্ত-প্রসঙ্গ বা আমীরের সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনা বিষয়ে অতি অল্পসংখ্যক সংবাদ-পত্রের সম্পাদক ও লেখকই মস্তিষ্ক-সঞ্চালন করিয়াছেন। বিলাতে ভারতীয় কন্সলের বাজার-দর (কোম্পানীর কাগজের) যেরূপ কমিয়া গিয়াছে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীকে টাকা কর্জ্জ দিতে বিলাতের মহাজনেরা যেরূপ অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে বিলাতের লোকের মনে এই বোমা-বিভ্রাটে কিরূপ আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা

সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বিগত ১৮৯৭ সালে পুণায় যখন র‍্যাণ্ড ও এয়ার্ষ্ট সাহেবের খুন হয়, তখনও বিলাতে এরূপ হুলস্থূল পড়ে নাই। সেদিন লালা লজপৎ রায়কে ও সর্দ্দার অজিত সিংহকে দেশান্তরিত করিয়া রাজপুরুষেরা যখন দ্বিতীয় 'মিউটনী'র সম্ভাবনার বিষয় ঘোষণা করিয়াছিলেন, তখনও বিলাতের টাকার বাজারে কোনও গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। তিনাবেল্লীর ব্যাপারও সামান্য হয় নাই—তথাপি সে সংবাদে বিলাতের লোকে অবিচলিত চিত্তে আপনাদের নিয়মিত কার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন। কিন্তু মজঃফরপুরের বোমায় ও কলিকাতার গুপ্ত সমিতির সংবাদে তাঁহাদের ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে, বিলাতের মাঠে, ঘাটে, হাটে, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে ও প্রেরিত স্তম্ভে এবং পার্লামেণ্ট মহাসভায় কেবল এই বিষয়েরই আলোচনা হইতেছে। ফলতঃ ১৮৫৮ সালের পর বিলাতে ভারতীয় কোনও ঘটনা উপলক্ষে আর এরূপ হুলস্থূল পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

বোমার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে, বোমাওয়ালা দলের উৎপত্তি কেন হইল, ভারতে বোমার প্রভুত্ব কতদূর চলিতে পারিবে, উহার ফলে শাসন-পদ্ধতির ও জন-সমাজের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, এই তিনটি, বিষয়েই ধীরভাবে বিচার করিতে হইবে। রাজপুরুষদিগের যথেচ্ছাচার ও জনসাধারণের মতামতে উপেক্ষা-প্রকাশের ফলেই যে বোমাওয়ালা দলের উৎপত্তি হইয়াছে, এবিষয়ে প্রায় সকলেরই এখন ঐকমত্য হইয়াছে, দেখিতেছি। বঙ্গে রাজপুরুষদের অত্যাচার সীমা অতিক্রম করায় সেখানকার যুবক সম্প্রদায়ের মাথা ঘুরিয়া গেল ও সেই জন্য তথায় বোমা ফাটিল। সুতরাং এই দুর্ঘটনার দোষ রাজনীতিক আন্দোলনকারীদিগের রচনা ও বক্তৃতার উপর অর্পণ না করিয়া রাজপুরুষদের অবিবেচনা ও একগুয়েমির উপর করা উচিত। প্রকৃতিপুঞ্জের অধিকার-হরণ ও যথেচ্ছাচার-মূলক রাজ-বিধান বিধিবদ্ধ করা বোমা রোগের সুচিকিৎসা নহে—প্রজাদিগকে সারগর্ভ রাজনীতিক অধিকার দান-পূর্ব্বক তাহাদের সুখ-সম্পত্তির যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তাহার ব্যবস্থা করিলে বোমাবিভ্রাট বন্ধ হইবে।—আমরা কেসরীর গত দুই সংখ্যায় এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে দেখিতেছি, বিলাতেও স্যার হেনরি কটন ও স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবরণের ন্যায় সরকারের বড় বড় বৃত্তিভোগী ব্যক্তিগণও এ বিষয়ে এই প্রকার মতই প্রকাশ করিয়াছেন। ওয়েডারবরণ বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট খল-স্বভাব গুপ্ত পুলিশের মিথ্যা রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া সজ্জনের সৎপরামর্শে কর্ণপাত করেন না, কঠোর ভাবে শাসনদণ্ড-পরিচালন করিবার জেদও তাঁহাদিগের কমিতেছে না; তাই বোমার জন্ম হইয়াছে। স্যার হেনরি কটনের মতে, বঙ্গীয় যুবকগণকে বর্ব্বর বেত্র দণ্ডে দণ্ডিত করায়, তাহারা সেই অপমানে উত্তেজিত হইয়া বোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বেত্র বঙ্গীয় যুবকদিগকে বোমার দলে গমন করিতে বাধ্য করিয়াছে; ইহা যুবকদিগের অপরাধ,—না, রাজপুরুষদিগের হস্তস্থিত বেত্রের অপরাধ? বেত্রাঘাত করিতে করিতে যুবকদিগকে গর্ত্তের ধারে লইয়া গেলে, কোনও যুবক যদি নৈরাশ্য-পীড়িত হইয়া গর্ত্তে পতনকালে বেত্রাঘাতকারীকেও টানিয়া লইয়া গর্ত্তে পতিত হয়, তাহা হইলে সেই দুর্ঘটনার জন্য প্রকৃত পক্ষে দায়ী কে? উদ্বেগ,

নৈরাশ্য ও সন্তাপের শেষ সীমায় উপস্থিত হইলে, সকলেই এইরূপে আক্রমণকারীকে লইয়া মরিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহা জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ঘোর বিপদে পতিত হইলে মানুষের কিরূপ বুদ্ধি-বৈকল্য উপস্থিত হয়, তাহা নিমজ্জমান ব্যক্তির ব্যবহার হইতে বুঝিতে পারা যায়। নিমজ্জমান ব্যক্তি তাহার উদ্ধার-প্রয়াসীর কণ্ঠদেশ ধারণ করিয়া যখন নিমজ্জিত হইতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না, তখন অনিষ্টকারীর প্রতি নৈরাশ্য-পীড়িত বিপন্ন ব্যক্তির ব্যবহার কিরূপ হইতে পারে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। বাঙ্গালীরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াও যখন কোনও ফল পাইলেন না, তখন তাঁহারা স্বদেশী, বহিষ্কার ও জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি সাধুজন-সম্মত পথে অগ্রসর হইয়া স্বাবলম্বনের বলে আপনাদের জাতীয় উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই স্বদেশানুরাগের পরিচয়ে কতিপয় রাজপুরুষ আপনাদের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত করিলেন। এবং বাঙ্গালীদের উপর মুসলমান গুণ্ডাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদের সম্পত্তির ও বঙ্গীয় ললনাকুলের লজ্জাশীলতা ও সম্মানের হানি করাইলেন। নানা কৌশলে গোপনে মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিয়া বাঙ্গালীদিগকে "প্রহারেণ ধনঞ্জয়" করিবার ব্যবস্থা করিলেন। রাজপুরুষেরা এইরূপে জিঘাংসাপরায়ণ হইয়া বাঙ্গালীদিগকে ভয়ত্রস্ত করিবার চেষ্টা করায় বঙ্গীয় যুবকেরাও তাঁহাদিগের অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ফল কথা, দার্শনিকের দৃষ্টিতে উভয়-পক্ষেরই অপরাধ সমান। সৃষ্টির নিয়মানুসারে ক্রিয়ার পর এরূপ প্রতিক্রিয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। রাজপুরুষদিগের আততায়িতার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় বোমার উৎপত্তি হইয়াছে।

পাইওনীয়ার, ইংলিশম্যান ও বোম্বাই টাইম্‌সের মতের সমর্থনকারী মাথা পাগল পার্লামেণ্টে ও উদারনীতিক দলেও আছেন। রীস সাহেব উদারনীতিক দলভুক্ত হইয়াও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট নেটিভদিগের উপর কঠোর ভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে না পারাতেই বোমার উৎপত্তি হইয়াছে। বোমা প্রস্তুত করিবার জন্য যেটুকু বুদ্ধি-বল, অর্থ-বল ও জন-বলের প্রয়োজন, গবর্ণমেণ্ট কঠোর শাসন-নীতি অবলম্বন করিতে পারিলে সেটুকুরও অস্তিত্ব ভারতবর্ষে থাকিত না। রীস সাহেবের মতে, কাহারও গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিতে হইলে, তাহা এরূপভাবে করা উচিত, যেন আহত ব্যক্তি আর "টু" শব্দটিও করিতে না পারে! চপেটাঘাত কিঞ্চিৎ কোমল হইয়াছিল বলিয়াই বোমার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। রীস সাহেবের মতে দয়া মায়া পরিত্যাগ করিয়া কঠোর শাসনে ভারতবাসীকে সম্পূর্ণ নিষ্পেষিত করিতে পারিলে রাজপুরুষদিগের যথেচ্ছাচারের আর প্রতিক্রিয়া হইবে না। গবর্ণমেণ্ট রীস সাহেবের উপদেশ অনুসারে যদি (রাজধর্ম্মের) সমস্ত মর্য্যাদালঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তাহার পরিণাম রাজা প্রজা কাহারও কখনও মঙ্গলকর হইবে না। বোমা যদিও অল্প জ্ঞান, অল্প ব্যয় ও সামান্য চেষ্টায় প্রস্তুত হয়, তথাপি সংপ্রতি উহা হইতে গবর্ণমেণ্টের ভয়ের কোনও কারণ নাই। বোমা ইউরোপে যেরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে, ভারতে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, বোম্বায়ের এডভোকেট পত্রের মতে, এদেশে বোমা-প্রস্তুতকারী মাথা পাগলের যদিও আবির্ভাব হয়, তথাপি তাহাদিগের সংবাদ কর্তৃপক্ষকে দিবার জন্য এদেশের পুলিশ ও জনসাধারণ উৎসুক থাকায় কলি-

কাতার বোমার কারখানার ন্যায় তাহারা শীঘ্রই ধরা পড়িয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রীস সাহেবের মতানুসারে যদি সকল রাজপুরুষই সকলের প্রতি সমান কঠোরতা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের সংবাদদাতার ও পুলিশের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া তাহাদের মধ্যেও যে মাথাপাগলের আবির্ভাব হইবে না, এমন কথা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে? কঠোরতার অভাবে ভারতবাসী প্রশ্রয় পাইয়া বোমা নিক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আপনাদের শত্রু বলিয়া গবর্ণমেণ্টের মনে করা উচিত। বক্তৃতার ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার সহিত বোমার সম্বন্ধ কল্পনা করা বুদ্ধিভ্রংশের লক্ষণ। ইংরাজী শিক্ষার প্রচার ও জাপান প্রভৃতি প্রাচ্য দেশ-সমূহের অভ্যুদয়ের ফলে এদেশবাসীর মনে স্বরাজ্যের অধিকার-সমূহ-লাভ করিবার বাসনা সমুদ্ভূত হইয়াছে। এই অবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা না হওয়ায় যুবকসম্প্রদায় দুর্নীতির পথাবলম্বী হইয়াছে। আশাই বিরহি-জনকে আত্মহত্যার পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া থাকে। স্পেন্সার বলিয়াছেন যে,—গবর্ণমেণ্ট জেদের বশীভূত হইয়া যথেচ্ছাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে ও জনসাধারণের মতামতে উপেক্ষা প্রকাশ করিতে থাকিলে দেশের অবস্থা এরূপ হইয়া দাঁড়ায় যে, তখন ভয়ঙ্কর উপায়ের অবলম্বন ভিন্ন আর শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয় না। এই সকল ভয়ঙ্কর উপায়ই রাষ্ট্র-বিপ্লব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। স্পেন্সার মহোদয়ের এই সারগর্ভ উক্তি, এ সময়ে রাজপুরুষদিগের সর্ব্বদা স্মৃতি-পথে জাগরূক থাকা উচিত। ভারতে রাষ্ট্র-বিপ্লবের সূত্রপাত এখনও হয় নাই; সুতরাং সময় থাকিতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সতর্কতা অবলম্বন-পূর্ব্বক শাসন-পদ্ধতির সংস্কার-সাধন করিয়া বিপ্লবের সম্ভাবনা দূরীভূত করাই যুক্তি সঙ্গত। ইহাতে রাজা ও প্রজা উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হইবে।

অপরাহ্নে—সাক্ষীর জেরা।

জলযোগের পর অপরাহ্নে সাক্ষী ২রা জুনের কেসরী হইতে "বোমার রহস্য" (The Secret of the Bomb) শীর্ষক প্রবন্ধ এবং ৯ই জুনের কেসরীর সম্পাদকীয় মন্তব্যের একাদশ মন্তব্যের মূল ও ইংরাজী অনুবাদ দাখিল করিলেন।

২রা জুন তারিখের কেসরীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ।

বোমা রহস্য।

১৮৯৭ সালে জুবিলির রাত্রিতে র‍্যাণ্ড সাহেবের খুন হওয়ার পর হইতে মজঃফরপুরে বোমা ফাটা পর্য্যন্ত, রাজপুরুষদিগের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতে পারে, এমন কোনও উল্লেখ-যোগ্য কার্য্য প্রজাজনের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। ১৮৯৭ সালের খুনের

ও বাঙ্গালার বোমার মধ্যে অনেক বিষয়ে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। সাহস ও কার্য্যকুশলতা বিষয় চিন্তা করিলে চাপেকরদিগকে বাঙ্গালী বোমাপক্ষীয়দিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব-দা করিতে হয়। উদ্দেশ্য ও উপকরণের প্রতি লক্ষ্য করিলে বাঙ্গালীর অধিক প্রশংস করিতে হয়। চাপেকরেরা বা বাঙ্গালী বোমাওয়ালারা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা কলহে বশবর্ত্তী হইয়া খুন করে নাই। "পরোপকার সাধন করিতেছে"—এই ধারণার বশীভূত হইয়া তাহারা কার্য্য করায় তাহাদের কার্য্যকে সাধারণ হত্যা-কাণ্ডের ন্যায় গণ্য কর যায় না। ১৮৯৭ সালে প্লেগের জন্য লোকের উপর জুলুম হইয়াছিল। তাহার ফলে চাপেকরদিগের যে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল, তাহার সহিত রাজনীতির কোনও সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু বঙ্গীয় বোমার দৃষ্টি, শুদ্ধ বঙ্গভঙ্গের উপর নহে, সমগ্র ভারতের যথেচ্ছাচার শাসন পদ্ধতির উপর নিবদ্ধ। এতদ্ভিন্ন এই উভয় ঘটনার মধ্যে আর একটি পার্থক এই যে, পুণার পিস্তল বা গুলি প্রাচীন অস্ত্রের মধ্যে পরিগণিত, বাঙ্গালার বোমা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্কার। বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়ার ফলে সকল দেশেই রাজপুরুষদিগের সামরিক শক্তি অতীব বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতি প্রসিদ্ধ বীরজাতিকেও ঐ সকল বৈজ্ঞানিক অস্ত্র-শস্ত্রের সম্মুখে এখন পরাভব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যে সূক্ষ্ম বীজের মধ্যে প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাদনের শক্তি থাকে, সেই বীজের মধ্যেই যেমন বৃক্ষের বিনাশের কারণও বিদ্যমান থাকে, জন্মকালেই যেমন মৃত্যুর উপকরণও দেহ মধ্যে সঞ্চিত থাকে, সেইরূপ যে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বলে রাজপুরুষদিগের সামরিক শক্তি এরূপ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই বিজ্ঞানশাস্ত্রেই বোমার সৃষ্টি করিয়াছে। সংসারের গর্ব্ব-হরণই মৃত্যুর কার্য্য। মৃত্যু সংসারকে একেবারে নষ্ট করিতে পারে না, কিন্তু উহার বাড়াবাড়ির পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া দেয়। সেইরূপ বোমা রাজপুরুষদিগের সামরিক শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করিতে পারে না, কিন্তু উহা সামরিক শক্তির দর্পসম্ভূত যথেচ্ছাচারের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়।

১৮৯৭ সালের খুনের ফলে প্লেগ-বিষয়ক যথেচ্ছাচারের প্রতি রাজপুরুষদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এবং তাহার পরই সরকারি প্লেগ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। ইদানীং বলা হইতেছে যে, "আমরা বোমাকে ভয় করি না"। কিন্তু "ভয় করি না" মানে কি? বোমায় ইংরাজ রাজ্য পর্য্যুদস্ত হইবে বা ইংরাজ ভয়ে আড়ষ্ট হইবেন, এমন কথা কেহ বলে নাই। কিন্তু সামরিক শক্তির গর্ব্ব বা যথেচ্ছাচার বোমাকে ভয় না করিয়া থাকিতে পারিবে না। এই ভীতির কথা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিতে কোনও মহাশক্তিরই সঙ্কুচিত হইবার কারণ নাই। প্রথমে প্লেগ-নিবারণের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা জনসাধারণের পক্ষে ঘোর ক্লেশকর ছিল, ইহা প্রথমে গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু র‍্যাণ্ডসাহেবের খুনের পর তাহা বুঝিতে পারিয়া আপনাদের ভ্রম স্বীকার করেন। ইহাতে ইংরাজের শক্তির গৌরব কোথায় হ্রাস পাইয়াছে? পথ চলিবার সময় দৃষ্টি শক্তির সদ্ব্যবহার-বিষয়ে উপেক্ষা করা উচিত নহে, এই শিক্ষা যদি পদে কণ্টক বিদ্ধ হইবার পরও না গ্রহণ করি, তবে কখন করিব? পদে যতই কণ্টক বিদ্ধ হউক, কিছুতেই সতর্কভাবে দৃষ্টি শক্তির সদ্ব্যবহার করিব না বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করে, তাহাকে আত্মশত্রু ভিন্ন আর কি বলা যায়? বোমা-বিভ্রাটে গবর্ণমেণ্টের পদে একটী কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে। এই ঘটনা হইতে বিজ্ঞতা-সঞ্চয়

করিয়া যদি গবর্ণমেণ্ট শাসন-পদ্ধতির সংস্কারে মনোযোগী না হন, তাহা হইলে তাঁহারা আপনারাই আপনাদের শত্রু বলিয়া স্থিরীকৃত হইবেন। জগতে কি রাজা কি দরিদ্র সকলকেই এইরূপে ঠেকিয়াই শিখিতে হয়। ইহাই ভগবানের অভিপ্রেত সৃষ্টির নিয়ম। বোমার প্রতি উপেক্ষা-প্রকাশ করিয়া পূর্ব্ববৎ যথেচ্ছাচার অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপদেশ যাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে দান করিতেছেন,সেই এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্র-সম্পাদকগণকে আমরা গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব জন্মের শত্রু বলিয়া মনে করি। এই সকল পত্রের উপদেশানুসারে পরিচালিত হইয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে গবর্ণমেণ্ট এদেশে যে দমন-নীতির অনুসরণ করেন, বঙ্গদেশের বোমা তাহারই শোচনীয় পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ সময়ে যদি গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের শাসননীতির পরিবর্ত্তন না করেন, তাহা হইলে রাজা প্রজা উভয়কেই এতদপেক্ষা গুরুতর বিপদে পড়িতে হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

এংগ্লোইণ্ডিয়ান পত্র-সম্পাদকগণ বলেন যে, গবর্ণমেণ্টকে ভয় দেখাইবার জন্য বোমার সৃষ্টি হইয়াছে; সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যদি উহাতে ভীত হইয়া শাসন-নীতির পরিবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে লোকের সাহস বাড়িয়া যাইবে; কথায় কথায় তাহারা বোমানিক্ষেপ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে ভয় প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাহাদের অসমীচীন প্রার্থনা-পূরণেও বাধ্য করিবে। আমাদের মতে এই যুক্তিবাদ ভ্রমপূর্ণ; গবর্ণমেণ্টকে ভয় দেখাইয়া কিছু ভিক্ষা আদায় করিবার জন্য কেহ বোমা নিক্ষেপ করে না। পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্টের যথেচ্ছাচার ও দমননীতি লোকের পক্ষে যখন অসহ্য হয়, এবং লোকে তজ্জন্য ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া উঠে, তখনই সাধারণতঃ বোমা ফাটে। প্রথমে সরকারের জুলুম ও তাহার পর জনসাধারণের পক্ষ হইতে বোমার আরম্ভ হইয়া থাকে। লোকমতের দ্বারা যেখানে শাসন-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত না হয়, লোকমত ও শাসন-পদ্ধতি যেখানে পরস্পরের বিরোধী হয়, সেখানে রাষ্ট্রের (নেশনের) অভ্যুদয়ে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। ইংলণ্ডে রাজপুরুষগণ লোক-মতের (public opinion) নিকট আপনাদিগকে দায়ী বলিয়া মনে করেন, জনসাধারণের নিকট আপনাদের কার্য্যের কৈফিয়ৎ দিতে আপনাদিগকে বাধ্য বলিয়া মনে করেন। ইহা ইংলণ্ডে তাঁহাদের ভীরুতার বা দুর্ব্বলতার লক্ষণ বলিয়া কেহই মনে করে না। কিন্তু ভারতবর্ষে রাজপুরুষেরা দায়িত্ব-বিহীন রহিয়াছেন; তাঁহারা যাহাতে দায়িত্ব-সম্পন্ন হন অর্থাৎ প্রজারা যাহাতে "স্বরাজ্যের" অধিকার-সমূহ প্রাপ্ত হয়, রাষ্ট্রীয় দলের (ন্যাশনালিষ্ট) লোকেরা সেই চেষ্টা করিতেছেন। "স্বরাজ্যের" অধিকার-সমূহ প্রকৃতিপুঞ্জকে আংশিকভাবেও দান করিলে রাজপুরুষদিগকে কি করিতে হয়? না, যে পরিমাণে "স্বরাজ্যের" অধিকার-সমূহ প্রজাগণ প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে রাজপুরুষদিগকে প্রজাদিগের মতানুসারে চলিতে হয়। জনপ্রিয় রাজপুরুষদিগের হস্তেই শাসনভার ন্যস্ত থাকা এবং জনসাধারণের নিকট যাঁহারা অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদিগের হস্ত হইতে শাসনাধিকার বিলুপ্ত হওয়াকেই "স্বরাজ্যের অধিকার" বলে। স্বরাজ্যের অধিকার-সমূহ লাভ করিবার যোগ্যতা লোকে ক্রমশঃ যে পরিমাণে লাভ করিতে থাকে, সেই পরিমাণে যদি তাহাদিগকে ঐ সকল অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে বোমার ন্যায় শোকজনক ঘটনা ঘটিতেই পায় না। জনসাধারণ স্বরাজ্যের অধিকার-সমূহ লাভ করিবার যখন যোগ্য হয়, অথচ রাজপুরুষেরা সেই অধিকার-দানে কৃপণতা-প্রকাশ করেন, এবং

সামরিক শক্তির মদে অন্ধ হইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে শাসন-দণ্ড-পরিচালন করিতে থাকেন, তখনই প্রকৃত উন্নতির প্রতিরোধক যথেচ্ছাচারের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য শোচনীয় বোমাকে স্বাভাবিক নিয়মবশেই আবির্ভূত হইতে হয়। রাজপুরুষদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য কেহই বোমার সৃষ্টি করে না। এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সংবাদ-পত্রসমূহ বোমাজনিত দুর্ঘটনার যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন, পৃথিবীর কোনও দেশের ইতিহাসে কেহই উহার সেরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। দেশের প্রকৃত অবস্থা ধীরভাবে জানিয়া লইবার এই অবসর রাজপুরুষগণের ত্যাগ করা বিধেয় নহে। রাজপুরুষগণ আপনাদের কার্য্য-কলাপের জন্য যাহাতে অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও প্রজার নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকেন, অর্থাৎ যাহাতে প্রজারা কিয়ৎ পরিমাণেও স্বরাজ্যের অধিকার-লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য জনসাধারণ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। রাজপুরুষেরা সরলভাবে তাহাদের এই ন্যায্য বাসনার পূরণ করিতে অগ্রসর না হইলে কতিপয় অধীর ও মাথা-পাগলা লোকে গুপ্ত দুষ্কার্য্যের সাহায্যে অনর্থ না ঘটাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না। এই শ্রেণীর অপরাধের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা যদি কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে অকারণে প্রজার হৃদয়ে বেদনা দান না করিয়া তাহাদিগকে ক্রমশঃ স্বরাজ্যের অধিকার-সমূহ দান করিতে আরম্ভ করুন। ইহাতে তাঁহাদের মর্য্যাদা-নাশ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

৯ই জুনের কেসরীর সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ইংরাজ রাজ্য স্পষ্টতই বৈদেশিক রাজ্য; কিন্তু মোগলেরা বৈদেশিক হইয়াও যেমন এদেশের লোকের সহিত মিশিয়া গিয়া শাসন-দণ্ড পরিচালিত করিতেছিলেন, ইংরাজেরা সেরূপ ভাবেও চালাইতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা পরকীয় বা বিদেশীয়েরই মত এদেশ শাসন করিতে চান। তদ্ভিন্ন কেবল রাজশক্তি হস্তগত করিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন;—এদেশের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যও তাঁহারা আয়ত্ত বা নষ্ট করিতে ইচ্ছুক। এইরূপ ব্যবহারের পর প্রজার কর-ভারও যদি তাঁহারা লাঘব করিতেন, তাহা হইলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু সে বিষয়েও তাঁহাদিগের বিপরীত ভাবই দৃষ্ট হয়। ফলকথা, দেশের লোকের "স্বরাজ্য" (তা তাহা প্রাচীন পদ্ধতি-সম্মতই হউক না কেন) গেল, ব্যবসায়-বাণিজ্য নষ্ট হইল, বৈভব শেষ হইল, সম্পত্তি নষ্ট হইল, কার্য্যদক্ষতা লোপ পাইল, সাহস অপগত হইল। নূতন প্রণালীসম্মত শিক্ষার প্রচার দেশে নাই, লোকের রাজনীতিক অধিকার নাই, লোকমতের মর্য্যাদা নাই, দেশে সুভিক্ষ ও শান্তির অভাব হইয়াছে, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও দ্রব্য-(ধন) শোষণ—এই দকার-ত্রয়ের প্রকোপে লোকে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই দুরবস্থা হইতে মস্তক উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিলেই ইংরাজ শাসন-পদ্ধতির রাজ-দণ্ড মস্তকের উপর আপতিত হইবে। এরূপ অবস্থায় ইদানীং ভারতবর্ষে বোমার দল ও গুপ্ত-সমিতির উৎপত্তি হইয়াছে,—ইহা, শোচনীয় ব্যাপার হইলেও, আদৌ বিস্ময়ের বিষয় নহে। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় কোনও দেশের অবস্থা যদি এরূপ হইত, তাহা হইলে, সেখান-কার লোকে হিন্দুর মত সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাবৃত্তির কখনই এরূপ পরিচয় দান করিত না। প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ জগতে আর কিছুই নাই, ইহা সত্য; কিন্তু ধর্ম্ম, নীতি, পরোপকার, আত্মগৌরব জ্ঞান, দেশভক্তি, দেশের ও পরিবারের সম্মানরক্ষার প্রবৃত্তি প্রভৃতি

উচ্চ মনোভাবসমূহের মূল্য প্রাণ অপেক্ষাও অধিকতর—এইরূপ ভাব সমাজস্থ লোকের হৃদয়ে উদ্ভূত হওয়া তাহাদের আত্মিক উন্নতির পরিচায়ক। সমাজে এইরূপ মনোবৃত্তির উদ্ভব পরিদৃষ্ট হইলে উহার উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করাই প্রকৃত রাজার কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা না করিয়া উহার গতি নিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে, রাজা প্রজা উভয়েরই দুর্দ্দৈব উপস্থিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসের এই শিক্ষার প্রতি রাজপুরুষেরা আজ পর্য্যন্ত অমনোযোগ করায় বঙ্গে বোমার আবির্ভাব হইয়াছে।

এই সকল রচনা অনুবাদ-সহ দাখিল হইবার পর শ্রীযুক্ত তিলক সাক্ষী মিঃ জোশীকে জেরা করিতে আরম্ভ করেন।

[তিলকের মূল মারাঠী প্রবন্ধের যে সকল ইংরাজী অনুবাদ দাখিল হইয়াছে, তাহা যথাযথ বা সর্ব্বত্র মূলানুগত হয় নাই—ইহা দেখাইবার জন্যই শ্রীযুক্ত তিলক সাক্ষীকে জেরা করেন। সকল প্রশ্নোত্তর মারাঠী ভাষানভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠককে অনুবাদ করিয়া বুঝান দুষ্কর। এইকারণে স্থূল ভাবেই জেরার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ হইল।]

জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন—সকল প্রবন্ধের অনুবাদ আমি নিজে করি নাই। ১২ই মে তারিখের প্রবন্ধের অনুবাদ আমি করিয়াছি। কেবল ২৬শে মের প্রবন্ধ ভিন্ন অন্য সকল প্রবন্ধেরই অনুবাদ আমি মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি। আমার অনুবাদে ও হাইকোর্টের অনুবাদকের কৃত অনুবাদে পার্থক্য আছে। কিন্তু সে পার্থক্য তেমন গুরুতর নহে। পার্থক্য-স্থলে আমার অনুবাদ অপেক্ষা হাইকোর্টের অনুবাদ অধিকাংশ স্থলেই ভাল হইয়াছে। দাখিল করা অনুবাদ সর্ব্বত্র না হউক, অধিকাংশ স্থলে যথাযথ হইয়াছে। ৯রা জুনের প্রবন্ধের অনুবাদ আমি কবে করিয়াছি, মনে নাই। গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে অভিযোগ করিবার অনুমতি আসিবার পূর্ব্বে ঐ প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়াছি কিনা, বলিতে পারি না। গত ২৫শে জুন মাজিষ্ট্রেটের নিকট মোকদ্দমা উঠিবার পূর্ব্বেই আমি অনুবাদ শেষ করিয়াছিলাম কিনা, তাহা বলিবার অধিকার আমার নাই।

"গোরা স্ত্রিয়া" অর্থে আমি European ladies করিয়াছি; কিন্তু হাইকোর্টের অনুবাদক "white ladies করিয়াছেন। White শব্দ

মারাঠী "গ্লোরা" শব্দ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। মারাঠিতে "গোরা" বর্ণ অপেক্ষা জাতিবাচক রূপেই অধিকতর ব্যবহৃত হয়। তথাপি আমার অনুবাদের ন্যায় হাইকোর্টের অনুবাদেও মূলের ভাব যথাযথ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি। আমিও নিজের অনুবাদের পার্শ্বে white শব্দ লিখিয়া রাখিয়াছি।

সরকারী অনুবাদকরূপে আমাকে দেশীয় সংবাদ-পত্রসমূহ পাঠ করিতে হয়। রাজনীতিক বিষয়ের আলোচনা-কালে পাশ্চাত্য ভাব-প্রকাশের জন্য লেখকদিগকে অনেক নূতন শব্দ গড়িয়া লইতে হয়। লেখকেরা কখনও কখনও নব রচিত শব্দের সহিত বন্ধনীর মধ্যে ইংরাজী শব্দও সন্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। ১২ইমে তারিখের প্রবন্ধের প্রারম্ভে "গোরা অধিকারীবর্গ" এই শব্দের সহিত বন্ধনীর মধ্যে Bureaucracy শব্দটিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু Bureaucracy অর্থে শুদ্ধ "অধিকারীবর্গ।" আবার "অধিকারীবর্গ" শব্দের ইংরাজী অনুবাদ official class এইরূপ হয়। "অধিকারীবর্গ" এই পদের সহিত "গোরা" "সরকারি, "ইংরেজী" ও "রাজ্যকর্ত্তা" প্রভৃতি বিশেষণ পদের যোগ করিলে অনুবাদে ঐ সকল বিশেষণ পদের পরিবর্ত্তে আমি যথাক্রমে White, Governing, English ও Ruling শব্দের প্রয়োগ করিব। আক্ষরিক অনুবাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে White, Governing, English ও Ruling প্রভৃতি শব্দ সমানার্থবোধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে কোনও দোষ হয় না। Bureaucracy শব্দে Ruling এর ভাব আছে বলিয়া আমি মনে করি না। ঐ শব্দের লাটিন ব্যুৎপত্তি আমি জানি না। Aristocracy ও Plutocracy শব্দে ruling এর ভাব আছে কিনা, বলিতে পারি না। শুদ্ধ ইউরোপীয় রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইলে "অধিকারীবর্গ" শব্দের সহিত একটা বিশেষণ যোগ করা আবশ্যক। Despotism অর্থে "জুলমী রাজ্যপদ্ধতি" শব্দের ব্যবহার মারাঠীতে হয়। Despotic, tyrannical,

oppressive, coersive প্রভৃতি শব্দের ভাব-প্রকাশের জন্যও "জুলমী" শব্দেরই ব্যবহার আমি করিব। Repressive শব্দের মারাঠী প্রতিশব্দ কি হইবে, তাহা অভিধান না দেখিয়া আমি বলিতে পারি না—বোধ হয় "দমননীতিমূলক" এইরূপ অর্থবোধক শব্দের প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দেশের শাসন-পদ্ধতির বর্ণনা-প্রসঙ্গে "জুলমী" শব্দ Despotic অর্থে আমি ব্যবহার করিব। Despotic monarch ও Tyrannical monarch এই দুই শব্দের পার্থক্য কি, তাহা আমি এখনি বলিতে পারি না। A despotic rule need not necessarily be tyrannical—এরূপ বাক্য আমি কোথাও পাঠ করিয়াছি বলিয়া আমার মনে পড়ে না। এই বাক্যের অন্তর্গত despotic ও tyrnnical এই দুই শব্দেরই জন্য আমি মারাঠীতে "জুলুমী" শব্দের ব্যবহার করিব। Absolute এর প্রতিশব্দ অনিয়ন্ত্রিত। Arbitrary অর্থে এক কথায় কি হইবে, তাহা অভিধান না দেখিয়া বলিতে পারি না। [তিলক—তাহার জন্য কোনও চিন্তা নাই।] একবার অভিধান দেখিতে পারি না? নচেৎ ভুল হইতে পারে। [বিচারপতি—যা জান, তাই বল না?] বোধ হয়, বাধা-হীন বা স্বৈর শব্দের ব্যবহার চলিতে পারে। Autocratic ও Uncontrolled এই উভয়েরই প্রতিশব্দ অনিয়ন্ত্রিত।

বিচারপতি—(আসামীর প্রতি) জেরায় বাধা দিবার আমার ইচ্ছা নাই; কিন্তু এ সকল জেরার উদ্দেশ্য কি, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীযুক্ত তিলক—হাইকোর্টের ও সরকারি অনুবাদে কিরূপ ভুল হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য আমি শব্দার্থ লইয়া জেরা করিতেছি। ভিন্ন মারাঠীতে অদ্যাপি রাজনীতিক আলোচনা-মূলক পারিভাষিক শব্দসমূহ সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই, এখনও নূতন নূতন শব্দ গঠন করিয়া লইতে হয়। ইহা দেখানও আমার উদ্দেশ্য।

সাক্ষী—(তিলকের প্রশ্নের উত্তরে)—Government of India is

a despotism tempered by public opinion in England. এই বাক্যে despotismএর মারাঠী প্রতিশব্দ "জুলুমী" হইবে।* "আততায়ীর" ইংরাজী প্রতিশব্দ furious, violent, heady, fanatic. 'আততায়ী' অর্থে felon হয় কি না, বলিতে পারি না। ঐ শব্দের সংস্কৃত ভাষায় কি অর্থ হয়, জানি না। [অভিধান দেখিয়া] এখানে "আততায়ী" শব্দের অর্থ felon দেওয়া হইয়াছে। আমি অনুবাদে যে ইংরাজী প্রতিশব্দ দিয়াছি, তাহা মারাঠী ভাষার প্রয়োগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দিয়াছি।

প্রশ্ন—মনু সংহিতার—

গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতং।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্॥

এই শ্লোক সর্ব্বদা প্রবন্ধাদিতে উদ্ধৃত হইয়া থাকে, ইহা জানেন কি?

উত্তর—না। fanatic ও felon এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর তীব্রতাসূচক, তাহা আমি বলিতে পারি না। মারাঠীতে "তেজ" শব্দ Sense of honour অর্থে ব্যবহৃত হয় না। তেজস্বী অর্থে having sense of honour হয় না। আমি ঐ শব্দের Spirited বা one having fire অর্থ করিব। Spirited অর্থে One who would not brook insult, সুতরাং sense of honour—এরূপ হইবে না। 'তেজস্বী' শব্দের সংস্কৃত ভাষায় কি অর্থ হয়, তাহা বলিতে প্রস্তুত নহি। "ন তেজস্তেজস্বী প্রসৃতমপরেষাং প্রসহতে।"—এই শ্লোকে 'তেজ' ও 'তেজস্বী' শব্দ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, বলিতে প্রস্তুত নহি।

প্রশ্ন—আপনি সংস্কৃত ভাষায় Scholar বলিয়া পরিচিত; আপনি জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ স্কলার-শিপ" পাইয়াছেন নয়? [সাক্ষী নিরুত্তর] আচ্ছা, সংস্কৃত ছাড়িয়া দিয়া একটা মারাঠী কবিতার আবৃত্তি করিতেছি,

* পাঠক দেখিবেন, সরকারী অনুবাদক মূলে যেখানে যেখানে "জুলুমী" শব্দ পাইয়াছেন, সেখানে সেখানেই ইংরাজীতে Oppressive [illegible]

তাহাতে 'তেজ' শব্দ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলুন। [এই বলিয়া তিলক মহাশয় একটি মারাঠী কবিতা আবৃত্তি করিলেন। উত্তরে সাক্ষী বলিলেন, ইহা সংস্কৃত-বহুল মারাঠী কবিতা—আমি ইহার অনুবাদ করিতে প্রস্তুত নহি।] মারাঠী চতুর্থ পুস্তকে (Marathi Reading Book No IV.) এই কবিতাটি আপনি পড়েন নাই ?

উত্তর—আমি বলিতে পারি না।

তখন তিলক আদালতকে বলিলেন যে, তেজ ও তেজস্বী শব্দের ইংরাজী অনুবাদটী ভ্রমপূর্ণ হইয়াছে। এই কথার উত্তরে সাক্ষী কি বলিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু বিচারপতি বলিলেন, "না জিজ্ঞাসা করিলে আপনি কোনও উত্তর দিবেন না"। তাহার পর তিলকের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলিলেন—সন্তাপ = Indignation, দুঃখে সন্তপ্ত = Afflicted with sorrow. আবেশ = Vehemence. দ্বেষ = Passionate anger. ৯ই জুনের প্রবন্ধের অনুবাদে ভূত শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ fiend দিয়াছি। Evil genius haunting a man.—এই বাক্যে Evil = দুষ্ট, genius = বুদ্ধি। Genius অর্থে ভূত হইবে না। ভূতের ইংরাজী প্রতিশব্দ demon. "সক্রেটিসকে ভূতে পাইয়াছিল" ইহার অনুবাদ—A fiend pursued Socrates এইরূপ হইবে। Evil genius haunted Socrates এরূপও হইতে পারে। বুদ্ধিভ্রংশ অর্থে Infatuation বা Aberration of the intellect. একটু চিন্তা না করিয়া Error of judgmentএর মারাঠী অনুবাদ আমি করিতে পারি না। চিন্তা করিয়া কল্য বলিবার চেষ্টা করিতে পারি।

১৪ই জুলাই (দায়রার দ্বিতীয় দিবস)

মঙ্গলবার বেলা দশটার পূর্ব্ব হইতে হাইকোর্টে জনসমাগম আরব্ধ হয়। সাড়ে দশটার সময় আদালত গৃহের সমস্ত কাষ্ঠাসনগুলি দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরে পুলিশ আসিয়া সকলকে তথা

হইতে অপসারিত করে; কেবল উকিল, ব্যারিষ্টার ও সংবাদ-পত্রের রিপোর্টার প্রভৃতিকে ভিতরে থাকিতে দেয়। ১১টার সময় আবার জনতা হয়; ফলে দরজার সার্শী ভাঙ্গিয়া যায়। তখন শ্বেতাঙ্গ কনষ্টেবলেরা আদালত গৃহ হইতে অনেক লোককে ধাক্কা মারিয়া বাহির করিয়া দেয়। অতি অল্প-সংখ্যক দর্শক বিচার-দর্শন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন।

তিলক মহাশয়কে জেলখানায় না লইয়া গিয়া পূর্ব্বদিনের মত হাই-কোর্টেরই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে রাখা হইয়াছিল। তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থাও সেইখানেই করা হইয়াছিল। বেলা ঠিক ১১॥০ টার সময় তাঁহাকে আদালত-গৃহে উপস্থাপিত করা হয়। তাহার পর বিচারপতি মিঃ ডাওয়ার আসনগ্রহণ-পূর্ব্বক বিচারকার্য্য আরম্ভ করেন। প্রথমেই শ্রীযুক্ত তিলক বলেন যে, আমার ছাপাখানার কয়েকজন কম্পোজিটারকে শমন দিয়া সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য আনা হইয়াছে। যদি কেসরীর মুদ্রণ ও প্রকাশ বিষয়েই ইহাদের সাক্ষ্য লওয়া স্থির হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। আমি কেসরী সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্বই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।” উত্তরে ব্যারিষ্টার ব্রান্সন বলিলেন যে, “পুলিশ আদালতে বা অন্যত্র তিলক সে দায়িত্ব অদ্যাপি স্বীকার করেন নাই।” তখন বিচারপতি আদেশ করিলেন, এডভোকেট জেনারেল ইহাদের সাক্ষ্য যথাসম্ভব সত্বর গ্রহণ করিয়া ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।” ইহার পর

আবার সরকারি অনুবাদকের জেরা

আরম্ভ হইল। তিলক মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলিলেন, ১২শে মে তারিখের কেসরীর প্রবন্ধে decentralization of power বুঝাইবার জন্য “অধিকার-বিভাগ” শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু “অধিকার-বিভাগ” বলিলে apportionment of power বুঝায়।

[এখানে এডভোকেট জেনারেল ১৯শে মে তারিখের কেসরীর রচনা প্রমাণ-স্বরূপে গ্রহণের বিষয়ে আপত্তি করিলেন। তিলক বলিলেন যে, আমি রচনা উদ্ধৃত বা দাখিল না করিয়া কেবল শব্দার্থ জিজ্ঞাসা করিতেছি।] প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও ভারতগবর্ণমেণ্টের মধ্যে অধিকার বিভাগ হইলে, তাহাকে apportionment of powerই বলা যায়। ১২ই মে তারিখের প্রবন্ধের প্রারম্ভেই যে "তিট্‌কারা" শব্দ আছে, তাহার অনুবাদ hatred করিয়াছি। দ্বেষ অর্থেও hatred বা enmity. "তিট্‌কারা" ও "দ্বেষ" এই দুই শব্দের প্রভেদ কি, তাহা আমি জানি না। তবে প্রথমটি মারাঠী ও দ্বিতীয়টী সংস্কৃত শব্দ। "তিট্‌কারা" অর্থে disgust হয় কিনা, আমি বলিতে পারি না। [অভিধান দেখিয়া] হাঁ "তিট্‌কারা" অর্থে disgust শব্দই আছে, দেখিতেছি—hatred শব্দ নাই। 'দুরাগ্রহ' অর্থে আমি pervesity শব্দের প্রয়োগ করিয়াছি। Stubbornএর ভাব দুরাগ্রহ শব্দে আছে বটে; কিন্তু ঐ শব্দ দুরাগ্রহের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।"

বলা বাহুল্য, অভিধানে দুরাগ্রহের প্রতিশব্দ obstinacyই আছে—perversity নাই। আরও অনেক মারাঠী দেশজ শব্দ সম্বন্ধেও সাক্ষী এইরূপ ভ্রমই সংঘটন করিয়াছেন—অভিধানে তিলক মহাশয় স্বীয় অভিপ্রেত অর্থ-প্রদর্শন করিলে তিনি বলিয়াছেন যে, অভিধানে আছে বটে, কিন্তু এখানে আভিধানিক অর্থ খাটিবে না! অনেক তর্কবিতর্কের পর সাক্ষী স্বীকার করেন যে, যে মারাঠী বাক্যের অর্থ তিনি The dispensations of God are inscrutable এইরূপ করিয়াছেন, তাহার পাঠান্তর—The ways of God are strange এইরূপ হইতে পারে। আর একটা কথার অনুবাদে সাক্ষী insolent শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন; তিলকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন,—ঐ শব্দের অর্থ imprudently বা impertinently হইতে পারে কিনা, তাহা আমি বলিতে পারি না।

আর এক স্থলে Patience of humanityর স্থলে human patience করিলে দোষ হয় না বলিয়া সাক্ষী স্বীকার করেন। সাক্ষী ইহাও স্বীকার করেন যে—"ক্ষুব্ধ" অর্থে excited, agitated ও exasperated হয়; কিন্তু আমি অনুবাদে সর্ব্বত্র exasperated শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছি।" অনেক জেরার পর কয়েকবার অভিধান দেখিয়া বলেন, Enebriated with insolence না করিয়া Blinded by the intoxication of power এরূপ অনুবাদ করিলে কোনও দোষ হয় না। "রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম" এ স্থলে সাক্ষী "বলিয়া"=Saying করিয়াছিলেন। তিলক বলেন, এ স্থলে mistaking শব্দের প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। কিন্তু সাক্ষী সে কথা স্বীকার করেন না! বিচারপতি ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিলে সাক্ষী বলেন, গৌণভাবে mistaking পদের প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করিতে হইলে Saying পদের প্রয়োগ করিতেই হইবে। ইহার পর তিলকের জেরায় জর্জ্জরিত হইয়া সাক্ষী বলেন, "এ অনুবাদ আমি করি নাই।" তখন তিলক বলিলেন, যদি সাক্ষী এই অনুবাদই করেন নাই, যদি এই অনুবাদের উপর নির্ভর করাই না যায়, তবে আর আমি মিছামিছি জেরা করি কেন?" কিন্তু হাকিম বলিলেন, তাহাতে দোষ নাই—জেরা চলুক।

ভ্রম স্বীকার।

অতঃপর তিলকের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন,—অনুবাদে "কিং" শব্দ যে বড় 'কে' দিয়া মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা মুদ্রাকরদিগের প্রমাদ। মূলে সাধারণভাবে রাজাপ্রজার কথা আছে, বিশেষভাবে কোনও রাজার কথা বলা হয় নাই। "রাজধর্ম্মশাস্ত্র" অর্থে science of politics হয় না, উহার প্রকৃত অর্থ Scriptures laying down the duties of a ruler.

২ মে তারিখের কেসরীর সম্পাদকীয় মন্তব্যে ষ্টেট্‌স্‌ম্যানকে "মিশনরি ন্ত্রের সংবাদপত্র" বলা হইয়াছে। এখানে মিশনরি তন্ত্রের অর্থে control-d by the missionaries হইবে ;—following the missionary olicy হইবে না। তন্ত্র শব্দের অর্থ অভিধানে line of conduct াছে ; কিন্তু আমি subserviency করিয়াছি। "রাষ্ট্র-বধ" অর্থে illing of the nation or nationality হয় ; কিন্তু আমি National ssassination করিয়াছি। রাষ্ট্র-বধ শব্দের অনুবাদে ৪।৫ বারই ssassination শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে কেন, তাহা আমি বলিতে ারি না—অনুবাদটি সংকৃত নহে। অভিধানে যে কথার অর্থ false larm প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ অনুবাদে false report করা ইয়াছে। যেখানে মুসলমানদিগের সম্বন্ধে harsh শব্দের প্রয়োগ করা াইতে পারিত, সেখানে savage করা হইয়াছে! পৌরুষ শব্দের প্রতিশব্দ nanliness দিলে ভাল হইত ; কিন্তু অনুবাদে manhood দেওয়া ইয়াছে। যে মারাঠী বাক্যের অর্থ Catching by the neck করা ইয়াছে, তাহার অনুবাদ Embrace by throwing ones arms ound another man's neck এরূপ হয়—এই অনুবাদটিই ভাল। ২৬ শে মের প্রবন্ধে ব্যবহৃত "হিতশত্রু" শব্দের অর্থ enemy in the ;arb of a friend ; কিন্তু সরকারি অনুবাদে One who is adverse o the weal of another করা হইয়াছে, এ কথাও প্রকারান্তরে সাক্ষী স্বীকার করেন।]

১৪ই জুন—অপরাহ্ণে

জলযোগের পর বিচারপতি মহাশয় পুনর্ব্বার বিচার-কার্য্য আরম্ভ করিলে শ্রীযুক্ত তিলক "বোম্বাই গেজেটের" একটি সমালোচনার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বোম্বাই গেজেটে সরকারি অনুবাদকের তিলক-কৃত জেরাকে পরীক্ষার্থীবালকদিগের পরীক্ষা-গ্রহণ-কার্য্যের সহিত

লনা করিয়া শ্রীযুক্ত তিলকের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছিল। বিচার-পতি তাহা পাঠ করিয়া বলেন—"আমি আশা করি, এরূপ গর্হিত ব্যাপার আর ঘটিবে না।" অতঃপর শ্রীযুক্ত তিলক হাইকোর্টের "ল লাইব্রেরী"-স্থিত পুস্তক-সমূহ ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তদুত্তরে বিচারপতি মহাশয় বলেন,—ল-লাইব্রেরীর উপর আমার কোনও অধিকার নাই—আপনি ইচ্ছা করিলে আমার নিজের আইনের পুস্তকগুলি ব্যবহার করিতে পারেন। সন্ধ্যাকালে তিলক মহাশয় প্রয়োজনীয় আইন-গ্রন্থের তালিকা করিয়া দিলে মিঃ ডাওয়ার সেগুলি নিজের লোক দিয়া তিলকের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

অবশিষ্ট জেরা।

তিলক—বুদ্ধিভ্রংশ ও error of judgment বিষয়ক আলোচনা-কালে কল্য আপনি বলিয়াছিলেন যে, অদ্য error of judgmentএর প্রতিশব্দ বলিবেন; তাহা এখন বলিবেন কি?

সাক্ষী—হঁা। আমি এজন্য "বিবেক-বিভ্রম" কথাটি [illegible] রচনা করিয়াছি। এই শব্দের দ্বারা যে ভাব ব্যক্ত হয়, তাহা এতদিন অন্য কোনও মারাঠী শব্দের দ্বারা ব্যক্ত হইত কি না, তাহা আমি জানি না। সংস্কৃতে বিবেক ও বুদ্ধির মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। কিন্তু মন ও বুদ্ধির মধ্যে আছে। "বিবেক-বিভ্রংশ" শব্দের পরিবর্ত্তে "বুদ্ধি-বিভ্রংশ" শব্দের ব্যবহার করা যায়। বিবেক-ভ্রষ্ট অর্থে One who has fallen from his judgment. অথবা One whose judgement is destroyed ভ্রষ্ট অর্থে destroyed. ভ্রংশ অর্থে to fall off "বিবেকভ্রষ্ট" শব্দের পরিবর্ত্তে বুদ্ধিভ্রষ্ট পদের ব্যবহার করা যায় না। বুদ্ধি-ভ্রষ্ট অর্থে One whose mind or intellect has suffered aberration.

প্রশ্ন—আপনি মারাঠী সংবাদপত্র পড়েন নয়?

উত্তর—সরকারি কার্য্য উপলক্ষে আমাকে মারাঠী পত্র পড়িতে হয়।

প্রশ্ন—এই সকল সংবাদ-পত্রের সাধারণ চিন্তাপ্রণালী (general
rend of thought) বা মতামত কিরূপ, তাহা আপনি জানেন
লীয়া ধরিয়া লইতে পারি।

সাক্ষী—(জজের প্রতি) আসামী আমার কার্য্যের গোপনীয় প্রকৃতি
Confidential nature of my work) অর্থাৎ আফিসের গোপনীয়
য় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে চাহিতেছেন ?

জজ। না, তাহা নহে। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, মারাঠী
বাদ-পত্রসমূহের সাধারণ মতামত কিরূপ, তাহা জানেন কি ?

সাক্ষী। হাঁ, জানি।

তিলক—এই প্রদেশের মারাঠী ও এংগ্লো-মারাঠী সংবাদ-পত্রসমূহের
ধ্য দলাদলি আছে কি না বলিতে পারেন ?

সাক্ষী—আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি বলিয়া বোধ হয় না।

জজ—আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেও আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে
রিতাম। আসামী জানিতে চান, মারাঠী সংবাদ-পত্র-সমাজে দুইটী
আছে কি না ? এ প্রশ্নের সহিত সরকারি কার্য্যের কি সম্বন্ধ থাকিতে
রে ?

সাক্ষী—আমি জানিতে চাই যে, সরকারি কর্ম্মচারিরূপে অথবা
ক্তিগত ভাবে আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হইতেছে ?

জজ—তুমি কি দুই বিভিন্নভাবে (In the two different ways)
বাদপত্র পাঠ করিয়া থাক ?

সাক্ষী—আমি এক রকমেই পড়িয়া থাকি। কিন্তু আমি জানিতে
ই যে, আমার ব্যক্তিগত মত (my opinion in my private
pacity) কি, তাহাই কি জিজ্ঞাসা করা হইতেছে ?

জজ—আমিই হই আর যেই হউক, সংবাদপত্রগুলি পড়িয়া কি
তে পারি না যে, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে এই সকল পত্রের

মধ্যে কোনও মতভেদ আছে কি না? তোমাকেও সেই কথাই জিজ্ঞাসা করা হইতেছে।

সাক্ষী—প্রশ্নটি বড় ব্যাপক (wide enough)।

জজ—তুমি সাধারণভাবে বা মোটামুটি রকমে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পার না কি?

সাক্ষী—হাঁ মারাঠি সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে দলাদলি আছে। কিন্তু এই উত্তরটি আমি ব্যক্তিগত ভাবেই দান করিতেছি।

জজ—তাহা হইলে সরকারি কর্ম্মচারিরূপে তোমার এ বিষয়ে অন্যরূপ মত আছে বোধ হয়!

সাক্ষী—না, তাহা নহে।

তিলক—মারাঠী সংবাদপত্র-সমাজে কয়টী দল আছে?

সাক্ষী—ঠিক বলিতে পারি না, বোধ হয় তিন চারিটী হইবে।

তিলক—প্রত্যেকদলের প্রধান পত্রগুলির নাম বলিতে পারেন?

সাক্ষী—"কেসরী" একদলের প্রধান পত্র। "ইন্দু-প্রকাশ" আর এক দলের, "সুধারক" তৃতীয় দলের ও "সুবোধ-পত্রিকা" চতুর্থ দলের প্রধান পত্র।

তিলক—এত হইল, সামাজিক মতভেদের কথা। রাজনৈতিক দলাদলির কথাটা বলিলেন না?

সাক্ষী—তাহা আমি জানি না।

এই সকল প্রশ্নোত্তরে সরকারি অনুবাদকের বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া আদালতে অনেকেই হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই।

এডভোকেট জেনারলের প্রশ্ন।

মিঃ ত্রাঙ্গনের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, হাইকোর্টের অনুবাদের একটি স্থল ভিন্ন আর সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপে মূলের অনুগত হইয়াছে, ইহা আমি মিলাইয়া দেখিয়াছি। এক স্থলে হাইকোর্টের অনুবাদে world

শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার পরিবর্তে man হইলেই ঠিক হইত। "বধ" শব্দে killing ও assassination (গুপ্ত-হত্যা) দুই-ই বুঝায়। মূল প্রবন্ধে উহা assassination অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। "প্রবৃত্ত" অর্থে embark শব্দের প্রয়োগ ঠিকই হইয়াছে। "কেসরী" চরমপন্থী (Extremist) বা রাষ্ট্রীয় দলের (Nationalist) সংবাদ-পত্র। তিলকই উহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী।

শ্রীযুক্ত তিলকের স্বীকারোক্তি।

তখন শ্রীযুক্ত তিলক বলিলেন—আমি "কেসরী" পত্রের সম্পাদক, স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক ; আদালতে কেসরীর যে সকল প্রবন্ধ ও রচনা দাখিল করা হইয়াছে, তাহার কোনটিরই দায়িত্ব আমি অস্বীকার করি না।" বিচারপতি এই কথা লিখিয়া লইলে মিঃ ব্রান্সন কেসরীর বোম্বাইস্থিত এজেন্টকে সাক্ষিরূপে হাজির করেন। এই সাক্ষী নিম্ন আদালতে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, এখানেও তাহাই বলিলেন ; পরন্তু তিনি যে ২৫ শে জুন হইতে কেসরীর সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন, ইহাও জানাইলেন। ইহার পর

ইন্‌স্পেক্টার সলিভানের সাক্ষ্য

আরম্ভ হইল। মিঃ ব্রান্সনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন,—আমি বোম্বায়ের (C. I. D.) পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার। খানাতল্লাসির ওয়ারেণ্ট লইয়া আমি পুণায় গিয়াছিলাম। আসামীর বাটী, কার্য্যালয় ও ছাপাখানায় আমি খানাতল্লাসি করিয়াছি। এই কার্য্যে পুণার ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ পাওয়ার, সহকারী সুপাঃ ডেভিস ও অন্যান্য দেশীয় পুলিশ কর্ম্মচারীর সাহায্য আমি লইয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত কেলকর তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। খানাতল্লাসির সময় আমি এই পোষ্টকার্ড খানি পাইয়াছিলাম। আসামীর লিখিবার টেবিলের দক্ষিণ দিকের

বেরাজে এই পোষ্টকার্ড আমি পাই। আসামীর বসিবার প্রকোষ্ঠটি ছাপাখানা হইতে পৃথক্ হইলেও ঐ বাটীরই অন্তর্ভুক্ত। পোষ্টকার্ডখানি পাইবামাত্র আমি মিঃ পাওয়ার ও মিঃ ডেভিসকে এবং মিঃ কেল-করকে উহা দেখাই। মাজিষ্ট্রেটের আদালতে দাখিল করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি উহা নিজের কাছেই রাখিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত কেল-করের সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর ইহাতে আছে।

এই স্থলে শ্রীযুক্ত তিলক এই পোষ্ট কার্ড প্রমাণ বলিয়া দাখিল করা সম্বন্ধে আপত্তি করিলেন। মিঃ ব্রান্সন বলেন, জষ্টিস ক্যাম্বেল ও ব্যারণ পলের আমলের নজীর ও বার্ণাড সাহেব মামলার নজীর অনুসারে এই কার্ড দাখিল হইতে পারে। কার্ডে কি লিখিত আছে, তাহা, কার্ড দাখিল হইবে বলিয়া স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত আমি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। উত্তরে তিলক বলিলেন, কার্ডে লিখিত বিষয়ের সহিত যদি বর্ত্তমান মোকদ্দমার কোনও সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে উহা দাখিল করিতে আমার কোনও আপত্তি নাই। তখন বিচারপতি বলিলেন, খানাতল্লাসির সময় যখন উহা পাওয়া গিয়াছে, তখন উহা দাখিল হওয়া উচিত। এইরূপে কার্ড দাখিল হইলে মিঃ ব্রান্সন বলিলেন যে, ইহাতে Hand book on Modern Explosives by Mr. Esicler Crossby. Lockwood 12/6. Nitro Explosives by P. Gerard Sonford 9/. এই কয়টি কথায় দুই খানি বিস্ফোরক দ্রব্য-বিষয়ক পুস্তকের নাম ও মূল্যের বিষয় লিখিত ছিল।

মিঃ সলিভানের জেরা।

"খানাতল্লাসির সময় ঐ কার্ড ছাড়া আরও অনেক কাগজ পত্র পাওয়া গিয়াছিল, তাহা আমি বোম্বায়ে আনিয়াছি।" "শ্রীযুক্ত তিলকের জেরার উত্তরে সলিভান এই কথা বলিলে, তিলক মহাশয় বলেন, আমি ঐ কাগজ-পত্রগুলি দেখিতে চাই।"—তখন আদালত কাগজ পত্র হাজির

করিবার আদেশ করিয়া, তিলক মহাশয়কে বলিলেন যে "অন্য বিষয়ে যদি আপনার জেরা থাকে, ততক্ষণ তাহা করুন।" তদনুসারে তিলক যে জেরা করেন, তাহার উত্তরে মিঃ সলিভান বলেন,—আপনার পুস্তকাগারের খানাতল্লাসি করিয়াছি কি না, মনে নাই। অন্য কেহ করিয়াছে কি না, তাহাও বলিতে পারি না। প্রকোষ্ঠে আরও অনেক কাগজ পাইয়াছি। টেবিলের উপরে ও দেরাজের মধ্যে কতগুলি কাগজ ছিল, তাহা বলিতে পারি না—স্মরণ করিয়াও বলিতে পারি না। দশ খানা, কুড়ি খানা, কি পঁচিশ খানা, তাহা বলিতে পারি না। মোট কতগুলি কাগজ ঐ প্রকোষ্ঠ হইতে আনিয়াছি, তাহাও শুদ্ধ স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি না। দেরাজ কাগজে পরিপূর্ণ ছিল। কার্ডখানা কাগজগুলির নীচে ছিল, কি উপরে ছিল, ঠিক বলিতে পারি না। দেরাজে কতকগুলি হস্তলিখিত কাগজ ও কতকগুলি ইংরাজী সংবাদ-পত্রের কর্ত্তিত অংশ ছিল। তন্মধ্যে কতগুলি আনিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। "পঞ্চনামা" (তালিকা) দেখিয়া বলিতে পারি যে, মোট ৬৩টি জিনিশ সেখান হইতে আনা হইয়াছিল।

এমন সময়ে ৫॥০ টা বাজিল। বিচারক আদালত ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে জুরিদিগকে বলিলেন যে, "এই মোকদ্দমায় যে সকল কাগজপত্র দাখিল করা হইয়াছে, আপনারা তৎসমস্ত যত্নপূর্ব্বক বাড়ীতে পাঠ করিয়া কল্য আদালতে আসিবেন।"

১৫ই জুলাই (দায়রার তৃতীয় দিবস)

বুধবারে পুলিশ পূর্ব্ব দুই দিবস অপেক্ষা আদালতে অধিকতর কড়াকড়ি বন্দোবস্ত করিয়াছিল। ১১॥০ সময় মোকদ্দমার শুনানি আরম্ভ হইলে পুলিশ পক্ষ হইতে, "কেসরী" কার্য্যালয় হইতে আনীত কাগজ পত্র আদালতে হাজির করা হইল। তিলক সেই সকল কাগজ পত্র দেখিয়া বলিলেন—সব কাগজ আসে নাই। এড্‌ভোকেট জেনারেলও

সে কথা স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন যে, কতকগুলি কাগজ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট নিজের কাছে রাখিয়া দিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া বিচারপতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, আমার আদেশ-মত কার্য্য হয় নাই কেন? তৎক্ষণাৎ একজন কর্ম্মচারী কাগজ আনিবার জন্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গমন করিল। তিলক বিচারপতির অনুরোধে অন্ত বিষয়ে জেরা আরম্ভ করিলেন। জেরার উত্তরে মিঃ সলিভান বলিলেন,—

সিংহগড়ে তিলকের যে বাংলা আছে, তাহার খানাতল্লাসি করিবার আদেশ বোম্বায়ের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্টে ছিল না। পুণার ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্টে সিংহগড়ে খানাতল্লাসির আদেশ লিখিয়া দিয়াছিলেন। বোম্বায়ের ম্যাজিষ্ট্রেট কেবল "রেসিডেন্স" অর্থাৎ বাসস্থান অনুসন্ধান করিবার কথা লিখিয়াছিলেন। ২৫ শে জুন বেলা ১১টার সময় সিংহগড়ে গমন-কালে তিলকের কোনও লোককে আমি সঙ্গে লইয়া যাই নাই। অথবা তৎসংক্রান্ত সংবাদও তাঁহাদিগের কাহাকেও প্রদান করি নাই। পুণার মিঃ ডেভিস ও পাওয়ার আমার সঙ্গে সিংহগড়ে গিয়াছিলেন। সিংহগড়ের বাংলার দরজার চাবি সেখানকার ভৃত্যের নিকট ছিল না। আমি কপাটের কব্জা খুলিয়া বাংলায় প্রবেশ করিয়াছিলাম। ভৃত্য নিষেধ করে নাই। বাংলায় কোনও জিনিশ পাই নাই। সেই স্থানত্যাগের সময় সেখানে আবার চাবি লাগাইবার কোন চেষ্টা করি নাই। সেখানে দোকান পাট ছিল না বলিয়া, আমি ইচ্ছা করিলেও বাংলায় নূতন তালা চাবি লাগাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারিতাম না। সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট ২৪শে তারিখে সন্ধ্যাকালে ওয়ারেণ্টে সহি করিয়াছিলেন। সিংহগড়ের বাংলার খানাতল্লাসি সম্বন্ধে ২৫শে জুন বেলা ৯টা হইতে ১২টার মধ্যে পুণার ম্যাজিষ্ট্রেটের লিখিত আদেশ আমি ওয়ারেণ্টের উপর গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি তাঁহার স্বাক্ষর দেখিয়াছিলাম।

তিলকের কাগজ পত্র।

এডভোকেট জেনারেল সাক্ষীকে আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া, তিলক মহাশয় পুলিশ মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে বর্ণনাপত্র দাখিল করিয়াছিলেন, তাহা বিচারপতির নিকট দাখিল করিলেন। তখন জজ বাহাদুর বলিলেন, আসামী যদি কোনও বর্ণনাপত্র বা কৈফিয়ত দাখিল করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহা এক্ষণে দাখিল করিতে পারেন। ২৮৯ ধারা অনুসারে তাঁহাকে প্রশ্ন করিবার বিচারকের অধিকার আছে; কিন্তু তিনি আসামীকে প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করেন না। তিনি যদি সাফায়ের সাক্ষী দেন, তবে তাঁহার শেষে বক্তৃতা করিবার অধিকার থাকিবে না, ইহা যেন তিনি মনে রাখেন। উত্তরে তিলক বলিলেন যে, তাঁহার কাগজ-পত্র না আসিলে তিনি বর্ণনাপত্র দাখিল করিতে পারিবেন না। বিচারপতি বলিলেন—তাহার কাগজ-পত্রের মধ্যে একটি পোষ্টকার্ড ভিন্ন যখন আর কিছুই দাখিল করা হয় নাই, তখন সে সকল কাগজের জন্য কি আসে যায়? তিলক বলিলেন,—অন্য কাগজ-পত্র না দেখিলে তিনি পোষ্ট কার্ড সম্বন্ধেও তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবেন না। এডভোকেট জেনারেল বলিলেন,—খানাতল্লাসিতে যে সকল কাগজ পাওয়া গিয়াছে, তাহার তালিকা আসামীকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তালিকায় লিখিত সমস্ত কাগজ এখনও আসে নাই। বিচারপতি ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলেন, কেন এরূপ হইল? এরূপ হওয়া বড় অন্যায় হইয়াছে।

অতঃপর এডভোকেট জেনারেলের প্রশ্নের উত্তরে তিলক বলিলেন,—আমার আপিসের কাগজ পত্রগুলি আসিয়াছে দেখিতেছি, কিন্তু আমার বাটী হইতে পুলিশ যে সকল কাগজ পত্র লইয়া যায়, তাহা আমি এখানে দেখিতেছি না। বিচারপতি বলিলেন,—কাগজপত্র যতক্ষণ না আসিতেছে, ততক্ষণ তিলক মহাশয় তাঁহার বর্ণনাপত্র দাখিল করিতে পারেন।

কিন্তু তিলক বলিলেন, ঐ সকল কাগজ পত্রের মধ্যে কতকগুলি তিনি বর্ণনা-পত্রের সহিত আদালতে দাখিল করিতে চাহেন। এরূপ করিলে শেষে বক্তৃতা করিবার অধিকার যদিও বাদি-পক্ষই প্রাপ্ত হইবেন, তথাপি কাগজ-পত্র দাখিল করাই আমরা সঙ্গত বলিয়া স্থির করিয়াছি। বিচার-পতি বলিলেন, তাহা হইলে আসামী-পক্ষের বর্ণনা-পত্র না পাইলে আমি আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না।

এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, মাজিষ্ট্রেটের আদালত হইতে তিলক মহাশয়ের কাগজপত্র আসিয়াছে। কিন্তু তিলক মহাশয় ঐ সকল কাগজ পত্র পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, তালিকায় লিখিত কাগজপত্রের মধ্যে ১৯ নং হইতে (৪৬ নং পোষ্টকার্ড বাদে) ৫৪ নং পর্য্যন্ত চিহ্নিত কাগজপত্র পাওয়া যাইতেছে না। তখন কাগজ পত্র কাহার জিম্মায় ছিল, তৎসম্বন্ধে কিয়ৎকাল তর্কবিতর্ক হইল। এডভোকেট জেনারেল বলিতে যাইতে-ছিলেন যে, কাগজ-পত্রের সম্বন্ধে আসামী পক্ষ বোধ হয় অভিসন্ধির আরোপ—। তিলক তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "আমরা কোনও উদ্দেশ্যের আরোপ করিতেছি না।" তাহার পর কাগজ-পত্রের অপেক্ষায় জজ, জুরি, উকিল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি সকলেই প্রায় ৪৫ মিনিট কাল চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। জজ বাহাদুর এইরূপে সময় ক্ষয়ের জন্য পুনঃ পুনঃ বিরক্তি-প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সময় প্রার্থনা।

বেলা ১টা ১০ মিনিটের সময় ইন্‌স্পেক্টার সলিভান কতকগুলি কাগজ-পত্র লইয়া আদালতে প্রবেশ করিলেন। তিলক মহাশয় তৎসমূহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—হাঁ, আমার সমস্ত কাগজপত্র আমি এতক্ষণে পাইয়াছি। এক্ষণে আমি আমার বর্ণনা-পত্র দাখিল করিব। কিন্তু তজ্জন্য আমি কিঞ্চিৎ সময় প্রার্থনা করি।" তখন বেলা দুইটা বাজিয়াছিল। সুতরাং জলযোগের (launch) ছুটি হইল। অন্যান্য দিবসে জলযোগের ছুটির

পর ৫॥০ টার সময় আবার আদালত বসিত। কিন্তু সে দিন জুরি মহা-শয়েরা তিনটার সময়ে ফিরিয়া আসিলেন; সুতরাং তখনই মোকদ্দমার শুনানি আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত তিলককে তাড়াতাড়ি করিয়া তাঁহার লিখিত বর্ণনা-পত্র দাখিল করিতে হইল। তাঁহার বর্ণনা-পত্রের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

শ্রীযুক্ত তিলকের বর্ণনা-পত্র।

"এই মোকদ্দমার আসামী আমি শ্রীবাল গঙ্গাধর তিলক প্রকাশ করিতেছি যে,—

(১) পুণা হইতে প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবারে প্রকাশিত "কেসরী" নামক মারাঠী পত্রের আমিই সম্পাদক, স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রাকর। অভিযোগের বিষয়ীভূত সমস্ত প্রবন্ধেরই জন্য আইন অনুসারে আমিই দায়ী বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

(২) রাজনীতিক আন্দোলন বিষয়ে মারাঠী ভাষায় অদ্যাপি পারিভাষিক শব্দসমূহ স্থিরীকৃত হয় নাই বলিয়া আমি নিম্নলিখিত মারাঠী শব্দগুলি ইংরাজী যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছি, তাহা এ স্থলে প্রকাশ করিলাম—

गोरा अधिकारी वर्ग, सरकारी अधिकारीवर्ग, इंग्रजी अधिकारीवर्ग, राज्य-कर्ता अधिकारीवर्ग Bureaucracy. जुलमी Despotic. माथेफिरू Fanatic. तेज Mettle or Spirit. आवेश Enthusiasm. त्वेष Intensity of feeling. चीड Wounded self-respect or sense of honour. एकमुखी Absolute अनियन्त्रित Uncontrolled. अडवणुकीचा मार्ग Passive resistance. भूत Evil genius. बुद्धिभ्रंश Error of judgement. व्रतभ्रष्ट Fallen from observances. आततायी Felonous. कडवी Stern. पौरुष Manliness. पृथक् वांटणी Desentralization. (१)

এইরূপ আরও কতিপয় শব্দ ও বাক্যাংশের আমি প্রয়োগ করিয়াছি, কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে সে সকলের উল্লেখ করিলাম না।

(১) সরকারী অনুবাদে तेज, आवेश কিংবা त्वेष = The fire, spirit, and vehemence. चीड = Irritabiliy. इंग्रजअधिकारीवर्ग = English Bureaucracy गोरा अधिकारिवर्ग = White Bureaucracy or Bureaucrats, त्वेष = exasperation. बुद्धि-भ्रंश = Aberration of intellect করা হইয়াছে।

(৩) সম্প্রতি ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতির যে যে বিষয়ের সংস্কার আবশ্যক বলিয়া আমি মনে করি, তাহা বিগত মার্চ্চ মাসে অধিকার-বিভাগ-বিষয়ক কমিশনের সমক্ষে আমি এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছি—

"একজন রাজপুরুষের হস্ত হইতে ক্ষমতা ও অধিকার কাড়িয়া লইয়া অপর একজন রাজপুরুষের হস্তে অর্পণ করিলেই, রাজপুরুষ ও প্রকৃতি-পুঞ্জের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় সদ্ভাবের পুনঃ সঞ্চার হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। ইংরাজী শিক্ষার গুণে দেশ-বাসীর মনে নূতন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের উদ্ভব হইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত এই সকল জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্ত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত রাজপুরুষদিগের মধ্যে ক্ষমতা ও অধিকারের যেরূপেই বিভাগ হউক না কেন, তাহার ফলে অন্য আর যাহাই হউক, রাজ-পুরুষ ও প্রজার মধ্যে সমুদ্ভূত অসম্প্রীতি দূরীভূত হইবে বলিয়া আশা করা বৃথা। শাসন পদ্ধতির যে সকল দোষের বিরুদ্ধে লোকে অভিযোগ করিয়া থাকে. সেই সকল দোষের বিলোপ-সাধন,এমন কি তীব্রতার হ্রাস, করিবার পক্ষেও এই উপায় কার্য্যকারী হইবে না। জনসাধারণে বা তাহাদের নেতৃবর্গ এই উপায়ের নির্দ্দেশ করেন নাই। অধিকার-বিভাগ-বিষয়ক কমিশনের সিদ্ধান্তানুসারে রাজপুরুষদিগের ক্ষমতার যে তারতম্য ঘটিবে, তাহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর রাজপুরুষদিগের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে অল্প বা অধিক পরিমাণে সজীবতার সঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু তদ্দারা রাজপুরুষদিগের সহিত প্রজাকুলের বর্দ্ধনশীল অসম্প্রাতি দূরীভূত হইবে না। ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্ত অন্যান্য দেশের সমকক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে, এই আদর্শ সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া, জ্ঞানিজনোচিত উদারতা ও অসঙ্কোচ সহানু-ভুতি প্রদর্শন-পূর্ব্বক এদেশের প্রকৃতিপুঞ্জকে দেশের শাসন-ব্যাপারে দিনদিন অধিক পরি-মাণে প্রকৃত অধিকার দান না করিলে পূর্ব্বোক্ত অসম্প্রাতি দূরীভূত হওয়া সম্ভবপর নহে।"

(৪) অভিযোগের বিষয়ীভূত প্রবন্ধগুলি এতদ্বিষয়ক আলোচনার একটি অংশ-মাত্র। ঐ প্রবন্ধগুলিতে আমি উক্তমতেরই সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

(৫) "কে" চিহ্নিত দলিল (পোষ্টকার্ড) সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই, বিস্ফোরক দ্রব্য সংক্রান্ত রাজবিধান প্রণীত হইবার পর তৎসম্বন্ধে—বিশেষতঃ বিস্ফোরক দ্রব্যের (explosive) যে সংজ্ঞা ঐ রাজবিধানে করা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে সমালোচনা করিবার আমার বাসনা ছিল। ঐ জন্য যে উপকরণ-সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল, তাহা কার্ডে লিখিত দুই খানি পুস্তকে পাওয়া যাইবে ভাবিয়া আমি আমার পুস্তকাগারস্থিত একখানি পুস্ত-কের তালিকা (ক্যাটালগ) হইতে ঐ দুই খানি পুস্তকের নাম পোষ্টকার্ডে টুকিয়া রাখিয়া-ছিলাম। ঐ পুস্তকগুলি পুণা ও বোম্বায়ের কোন সাধারণ পাঠাগারে যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেগুলি "অর্ডার" দিয়া আনাইবার আমার সংকল্প ছিল।

(৬) দমননীতির সাহায্যে বোমাবিভ্রাটের পুনরভিনয় রহিত করিবার চেষ্টা বিফল হইবে, ইহা প্রদর্শন করাই আমার ৯ই জুন তারিখের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল।

(৭) উপরি লিখিত চতুর্থ দফায় আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার সমর্থন-কল্পে কতক-গুলি কাগজ দাখিল করিতেছি, সেই সকল কাগজের একটি তালিকাও দাখিল করা হইল।

(৮) অভিযোগের বিষয়ীভূত প্রবন্ধসমূহে আমি আমার অকপট (honest) ধারণা ও মতের উল্লেখ করিয়াছি। আমার উপর যে সকল দোষারোপ করা হইয়াছে সে সক-

লের একটির সম্বন্ধেও আমি অপরাধী নহি এবং সেই জন্য আমার প্রার্থনা যে, আমাকে নিরপরাধ বলিয়া মুক্তিদান করা হউক।

তিলক মহাশয় এই বর্ণনা-পত্র দাখিল করিলে এডভোকেট জেনারেল তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, এই বর্ণনা-পত্রের সহিত আসামী সর্ব্বশুদ্ধ যে ৭২ খানি কাগজ দাখিল করিয়াছেন, তাহা দাখিল করিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। কারণ, ঐ সকল কাগজে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকে কে কি বলিয়াছেন, তাহা আসামীকে আত্ম-পক্ষ-সমর্থনের নিমিত্ত ব্যবহার করিতে দেওয়া বিধেয় নহে। কিন্তু বিচারপতি মহাশয় সে আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তিলকের বর্ণনা-পত্র গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, আসামী আত্ম-পক্ষের সমর্থন-কালে যদি কোনও স্থলে তাঁহার বিধি-সঙ্গত অধিকারের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তখন সে বিষয়ে বাধাদান করিলেই চলিবে। তাহার পর তিলক মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন যে, ঐ সকল কাগজ পত্র দাখিল করিয়াছেন বলিয়া তিলক শেষে উত্তর দান করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন। এ বিষয়ে বিচারপতি ব্যাটির মীমাংসার নজীরের বিষয়ও তিনি উল্লেখ করিলেন। শ্রীযুক্ত তিলক উত্তরে কলিকাতা উইক্‌লি নোট্‌সের দশম সংখ্যা হইতে একটি নজীর দেখাইলেন। কিন্তু বিচারপতি ডাওয়ার তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। সুতরাং স্থির হইল যে, এডভোকেট জেনারেলের বক্তৃতাই এই মোকদ্দমার শেষ বক্তৃতা হইবে, তাহার উত্তর আর তিলক মহাশয় প্রদান করিতে পারিবেন না।

দলিলের তালিকা।

শ্রীযুক্ত তিলক তাঁহার বর্ণনাপত্রের সহিত যে সকল কাগজপত্র দলিলরূপে দাখিল করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এস্থলে প্রদত্ত হইল। প্রথমে সংবাদ-পত্রের নামও ও তারিখ দেওয়া হইয়াছে, তাহার পর উহার যে প্রবন্ধ আত্মপক্ষ-সমর্থনের জন্য দাখিল করা হইয়াছে, তাহার শিরোনাম বা তাহাতে আলোচিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে :—

১। পাইওনীয়ার, ৭ই মে—বোমার দল (Cult of the Bomb)।

২। গুজরাথী, ৩১শে মে—"এশিয়ান" পত্রের উদ্ধৃত প্রবন্ধ।

৩। ঐ ৩১শে মে—ইংলিশম্যানের বিলাতস্থিত পত্রপ্রেরকের পত্র (উদ্ধৃত)।

৪। পাইওনীয়ার, ১১ই মে—মুদ্রাযন্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য সংক্রান্ত নূতন আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় আনন্দ প্রকাশমূলক প্রবন্ধ।

৫। ষ্টেট্‌স্ম্যান, ৫ই মে—জাতীয় দলের বক্তাদিগকে বোমা-বিভ্রাটের জন্য দায়ী করিয়া লিখিত প্রবন্ধ।

৫ (ক)। ঐ ৬ই মে—দেশের ধনবান্ ব্যক্তিগণ বিপ্লবকারীদিগকে গোপনে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া লিখিত প্রবন্ধ।

৬। ঐ ৭ই মে—জাতীয় দলের বক্তাদের উপর দোষারোপ-মূলক প্রবন্ধ।

৬ (ক)। ঐ ১৫ই মে—বর্ত্তমান বিপদকে সামান্য জ্ঞান করা মূর্খতা হইলেও উহাকে অতি গুরুতর বলিয়া মনে করা অধিকতর মূর্খতা—এই মর্ম্মে লিখিত প্রবন্ধ।

৭। টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, ৪ঠা মে—জাতীয় দলের প্রসিদ্ধ বক্তাদের বক্তৃতা ও সংবাদ-পত্রের রচনাসমূহকে বিপ্লবকারী দলের সৃষ্টির জন্য দায়ী করিয়া লিখিত প্রবন্ধ।

৭ (ক)। এডভোকেট অব ইণ্ডিয়া, ৪ঠা মে—জাতীয় দলের লেখক ও বক্তাদের প্রতি বর্ত্তমান দুর্ঘটনার জন্য দোষারোপ ও দমননীতির বহুল প্রয়োগ বিষয়ে উপদেশ।

৮। বেঙ্গলি, ৫ই মে—অস্বাস্থ্যকর রাজনীতিক অবস্থার প্রতিক্রিয়ার ফলে বিপ্লব-বাদী দলের উৎপত্তি বিষয়ক প্রবন্ধ।

৯। ঐ ৬ই মে—দমননীতি অপেক্ষা প্রজারঞ্জিনী নীতি অধিকতর সুফলপ্রদ —এতদ্বিষয়ে বর্কের উক্তি।

১০। ঐ ৮ই মে—ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস পত্রের উদ্ধৃতাংশ। (শাসন পদ্ধতির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে)

১১। ঐ ৯ই মে—বিপ্লব-বাদীর সহিত বয়কটের সম্বন্ধ বিষয়ে [illegible]াঙ্গ লেখক-দিগের মত খণ্ডন।

১২। ঐ ১০ই মে—দেশীয় ও ইংরাজদিগের সম্পাদিত সংবাদ-পত্রের মধ্যে কলহ ও বিতণ্ডা-বিষয়ক প্রবন্ধ।

১৩। বেঙ্গলি, ১৭ই মে—বর্ত্তমান অসন্তোষের জন্য গবর্ণমেণ্টের নীতি সমধিক দায়ী; আন্দোলনকারীরা পূর্ব্বেই সরকারকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন।

১৪। ঐ ১৩ই মে—ইংরেজের শার্দ্দূলোচিত সংগ্রামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে "মান্দ্রাজ টাইমসের" মতের সমালোচনা।

১৫। ঐ ২৮শে মে—ইংলিশম্যানের পত্র-প্রেরক দেশীয় সংবাদ-পত্র-সমূহকে (reptiles) সরীসৃপ জাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ক উল্লেখ।

১৬। ঐ ৩১শে মে—অশান্তির জন্য দায়ী কে, তাহার আলোচনা ও পুণার ম্যাক-নিকল সাহেবের মত।

১৭। মডার্ণ রিভিউ, জুন সংখ্যা—রাজনীতিক অপরাধের দার্শনিক তত্ত্ব, ম্যাথিউ আরণল্ডের উক্তি ও নৈরাজ্যের সহিত বোমা-বিভ্রাটের সম্বন্ধ।

১৮। ইণ্ডিয়ান ওয়ার্লড্‌ মে-সংখ্যা—বোমা-তত্ত্ব ও এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সম্পাদকদিগকে blood hounds আখ্যা-দান।

১৯। হিন্দু, ৯ই মে—জনসাধারণের উপদেশে গবর্ণমেণ্টের অবহেলা ও তাহার ফল

২০। ঐ ২১শে মে—ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের ১৯০৬ সালের বক্তৃতা (গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক হইবার জন্ত উপদেশ)।

২১। ঐ ২২শে মে—পাইওনীয়ারের The Cult of Bomb প্রবন্ধের শ্রীনেপালচন্দ্র রায়ের প্রদত্ত উত্তর (বোমা-বিভ্রাটে গবর্ণমেণ্টের ও এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সম্পাদকদিগের দায়িত্ব)

২২। ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়ট, ৪ঠা মে—দমননীতি-মূলক শাসনে বোমার উৎপত্তি।

২৩। ঐ ৫ই মে—শাসন-পদ্ধতির দোষে জাতীয় আন্দোলনের উৎপত্তি।

২৪। ঐ ৬ই মে—রাজপুরুষদিগের যথেচ্ছাচার-পথে পার্লামেণ্টের বাধা।

২৫। ঐ ১৪ই মে—দমন-নীতির ফলে শান্তির পরিবর্ত্তে বিদ্বেষ-বৃদ্ধিই অবশ্যম্ভাবী।

২৬। ঐ ১৫ই মে—বক্তৃতা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ভিন্ন বৈদেশিক রাজপুরুষদিগের সুপথে থাকা অসম্ভব ও অনিয়ন্ত্রিত শাসন-পদ্ধতির ফলে প্রকৃতি-পুঞ্জের দাসত্ব-বিষয়ক আলোচনা।

২৭। মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড, ৪ঠা মে—বাঙ্গালীর প্রতি সহানুভূতি-প্রকাশ ও দমননীতির পক্ষপাতী এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সম্পাদকদিগের প্রতি নিন্দাবর্ষণ।

২৮। ঐ ৬ই মে—অশান্তির জন্য লর্ড কর্জ্জনের দায়িত্ব ও দেশীয়দিগের প্রতি সাহেবী সংবাদ-পত্রসমূহের গালি-বর্ষণের কুফল-প্রদর্শন।

২৯। পাঞ্জাবী, ৯ই মে—বিপ্লববাদী ও তোষামোদজীবীর বাহুল্য ও সুপরামর্শদাতারঅভাব-দর্শনে দুঃখ-প্রকাশ।

৩০। ট্রিবিউন, ১৯শে মে—দেশীয় সংবাদ-পত্রের দোষ-স্খলন এবং সাহেবী সংবাদ-পত্র সমূহের বাড়াবাড়ির জন্যই চরমপন্থার উৎপত্তি।

৩১। অমৃতবাজার পত্রিকা, ৫ই মে—বঙ্গভঙ্গ, মিঃ কিংসফোর্ডের বর্ব্বর দণ্ডবিধান প্রভৃতির ন্যায় ঘটনা হইতে বঙ্গীয় বিপ্লববাদী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি প্রদর্শন।

৩২। ঐ ৬ই মে—হিন্দু পেট্রিয়টের মত উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে, ষড়যন্ত্রকারীদিগের উদ্ভবই না হয়, এরূপ শাসন-নীতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

৩৩। ঐ ৭ই মে—বোমা ব্যবহারের সহজ-সাধ্যতা বিষয়ে আলোচনা।

৩৪। বেঙ্গলি, ১৩ই জুন—ভীরু বাঙ্গালী ধর্ম্মোন্মত্ত গাজীর ন্যায় সাহসী হইল কিরূপে, তাহার আলোচনা।

৩৫। বেঙ্গলি, ২০শে মে—যে সকল সাহেবী সংবাদ-পত্র দেশীয়দিগের প্রতি বল-প্রয়োগে শ্বেতাঙ্গদিগকে উত্তেজিত করে, তাহাদের দণ্ড-বিধানে অমনোযোগের জন্ত গবর্ণমেণ্টের নিন্দাবাদ।

৩৬। অং পত্রিকা ৩১শে মে—রাজপুরুষদিগের প্রতি আক্রমণ ও তাঁহারা সকলেই এক একটি রাজা হইয়া উঠিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের নিন্দা।

৩৭। ইণ্ডিয়ান স্পেক্‌টেটার ৯ই মে—ব্যক্তিগত স্বার্থ-মূলক অপরাধ ও দেশ বা

সমাজের মঙ্গলার্থে অনুষ্ঠিত অপরাধের পার্থক্য, পাশ্চাত্য সাহিত্য ও রাজনীতিক আন্দোলন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতা প্রীতির উদ্দীপক। তাহা হইতেই রাজ-দ্রোহ মূলক ষড়যন্ত্র উৎপত্তি হয়।

৩৮। ইণ্ডিয়ান স্পেক্‌টেটার, ১৬ই মে—বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে রহস্যমূলক প্রবন্ধ।

৩৯। গুজরাথী, ১৭ই মে—অশান্তির কারণাবলীর বিচার-পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের উপর দায়িত্ব আরোপ।

৪০। ৩১শে মে—গবর্ণমেণ্টের ও সাহেবী সংবাদ-পত্র-সমূহের উপর অসন্তোষের বীজ বপনের জন্য দোষারোপ।

৪১। ঐ ১৪ই জুন—বোমা দেবতার স্তুতি-মূলক শ্লেষপূর্ণ কবিতা মুদ্রিত করিয়া বলা হইয়াছে যে, যদি বোমার ফলে শাসন-পদ্ধতির সংস্কার সাধিত হয়, তাহা হইলে বোমার নাম এদেশে অমর হইবে।

৪২। ইন্দু প্রকাশ, ৫ই মে—দেশের রাজনীতিক অবস্থার সহিত বোমা-বিভ্রাটে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

৪৩। ঐ ৮ই মে—সংবাদ-পত্রের লেখা অপেক্ষা দমন-নীতি ও পুলিশের জুলুমই বোমার জন্য অধিকতর দায়ী।

৪৪। জ্ঞান-প্রকাশ, ১৯শে মে—গবর্ণমেণ্টের যথেচ্ছাচার নীতির আলোচনা ও দমন-নীতির সাহায্যে অসন্তোষ দূরীকরণের অসম্ভাব্যতা-প্রদর্শন।

৪৫। ঐ ২৬শে মে—বোমা, লর্ড কর্জ্জনের রোপিত বিষবৃক্ষের ফল।

৪৬। ঐ ৩০শে মে—রাজনীতিক অসন্তোষ হইতে বিপ্লববাদের উৎপত্তি হইয়াছে, দেশীয় সংবাদ-পত্রে এই কথা বলায় সাহেবী সংবাদ-পত্র-সমূহ তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন।

৪৭। জ্ঞান-প্রকাশ, ৭ই জুন—এই প্রসঙ্গে Irish Crimes Act আইনের আলোচনা।

৪৮। চিকিৎসক, ২৭শে মে—রাজনীতিক আন্দোলন বিফল হইলে বিপ্লব-বাদের স্বভাবতই উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ইহা অনেকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন।

৪৮ (ক)। ঐ ১৩ই মে—যথেচ্ছাচার নবাবের ন্যায় লোকমত পদদলিত করার জন্য লর্ড কর্জ্জনই দায়ী; অত্যাচার প্রভুত্ব-মূলক নীতিই চরমপন্থীদলের প্রসূতি। সাহেবী সংবাদপত্রগুলি গবর্ণমেণ্টের ক্রোড়স্থিত কুক্কুরের ন্যায় জনসাধারণকে দেখিয়া "ঘেউ ঘেউ" করিতেছে।

৪৮ (খ)। ঐ ২০শে মে—সাহেবী সংবাদ-পত্র-সমূহকে রাজ-স্তাবক, প্রতারক, নির্ব্বোধ, অহঙ্কৃত গবর্ণমেণ্ট-রূপ সিংহের লাঙ্গুলের পশ্চাতে লুক্কায়িত ও অপদার্থ জীব প্রভৃতি বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে।

৪৯। ইণ্ডিয়া, ৮ই মে—বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বিলাতের ইংরাজদিগের মত।

৫০। ঐ ১৫ই মে—ঐ ঐ ঐ ঐ

৫১। ঐ ২২শে মে—বোমা বিভ্রাট সম্বন্ধে ঐ ঐ এবং সম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্য।

৫২। ঐ ২৯শে মে—ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ।

৫৩। [illegible] ভারতের ইংরাজদিগের মত।

৫৪। [illegible] জুন—ঐ ঐ ঐ ঐ।

৫৫। এডভো[illegible] দমননীতি সফল হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া লাহোরের বিদ[illegible]

৫৬। মারাঠা, ২৪শে মে—বঙ্গের অবস্থা সম্বন্ধে বিলাতী মতের সার-সংগ্রহ।

৫৬ (ক)। মারাঠা, ২৮শে জুন—দাঙ্গা হাঙ্গামায় উৎসাহ-দান-সম্বন্ধে গ্লাডষ্টোন সাহেবের মন্তব্য।

৫৬ (খ)। ১৫ই মার্চ্চ—অধিকারবিভাগ-মূলক কমিশনের সমক্ষে তিলকের সাক্ষ্য।

৫৭। টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, ১২ই মে—মাননীয় গোখলে ও দত্ত মহাশয়ের বোমা-বিভ্রাট সম্বন্ধে প্রথম মন্তব্যের টেলিগ্রাম।

৫৮। ওরিয়েণ্টাল রিভিউ, ৬ই মে—অশান্তির জন্য লর্ড কর্জ্জনের দায়িত্ব ও নৈরাশ্য হইতে বিপ্লববাদের উৎপত্তি।

৫৯। টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, ২৯শে জুন—লর্ড মর্লির বক্তৃতা (I. C. S. Dinner)।

৬০। বোম্বে গেজেট, ২রা জুলাই—লর্ড সভায় মর্লি ও কর্জ্জনের বিতণ্ডা।

৬১। ইণ্ডিয়া গেজেট, ২রা নবেম্বর (১৯০৭)—রাজদ্রোহমূলক সভায় আইন সম্বন্ধে ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের বক্তৃতা।

৬২। ইণ্ডিয়া গেজেট, ৮ই জুন—বিস্ফোরক দ্রব্য ও মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে নূতন আইন।

৬৩। ইণ্ডিয়া গেজেট ১৩ই জুন—বিস্ফোরক আইন সম্বন্ধে সৈয়দ মহম্মদের বক্তৃতা (ডিনামাইটের নৈতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে কণ্টেম্পোরেরী রিভিউর মন্তব্য সহ)।

৬৪। ওরিয়েণ্টাল রিভিউ, ১লা জুলাই—"মর্নিং লিডার" পত্রের কলিকাতাস্থ সংবাদ-দাতার পত্র। এই পত্রে লিখিত আছে যে, Bomb has come to stay বোমা এদেশে স্থায়ী হইবে।

৬৫। কণ্টেম্পোরেরী রিভিউ, মে সংখ্যা (১৮৯৪ সাল)—Ethics of Dynamite (ডিনামাইটের নৈতিকতত্ত্ব)।

৬৬। কেসরী ১৬ই জুন—বিস্ফোরক দ্রব্য সম্বন্ধে নূতন আইনের সংস্কার সমালোচনা।

৬৭। মারাঠা ১লা সেপ্টেম্বর (১৯০৭)—জেপ্পারের রাজদ্রোহের মামলার বিবরণ (ফেলপ সাহেবের পত্র)।

৬৮। সুধারক ১১ই মে—বোমার ন্যায় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বিষয়ে ১৯০৫ সালে মাননীয় গোখলের ভবিষ্যদ্বাণী।

৬৯। সুবোধ-পত্রিকা, ১০ই মে—বিপ্লববাদের আবির্ভাব বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী।

৭০। সুবোধ-পত্রিকা ১৭ই মে—দমননীতির পরিণামে বিপ্লববাদের উৎপত্তি।

৭১। সুধারক—

* [তিলক মহাশয় কেসরীর প্রবন্ধে যে সকল কথা লিখিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন, সে সকল কথা দেশ বিদেশের প্রায় সকল সংবাদপত্রেই লিখিত হইয়াছে—ইহা দেখাইবার অভিপ্রায়েই তিনি এই সকল সংবাদ-পত্রের রচনা স্বীয় বর্ণনা-পত্রের সহিত আদালতে দাখিল করিয়াছিলেন।]

হাইকোর্টে শ্রীযুক্ত [illegible]কের [illegible]তা।

বর্ণনা-পত্র দাখিল করিবার পর শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় জজ ও জুরি
দিগকে সম্বোধন করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বক্তৃতা আরম্ভ করেন
তিনি বলেন,—ফরিয়াদি পক্ষের বক্তব্য এডভোকেট জেনারেল মহাশ
যেরূপ দক্ষতার সহিত ও বাগ্মিতাসহকারে আপনাদের নিকট প্রকা
করিলেন, সেরূপভাবে আমার বক্তব্য আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিবা
ক্ষমতা আমার নাই। তথাপি আমি স্বমুখে নিজের কার্য্যের যে কৈফি
য়ৎ প্রদান করিব, তাহা আপনাদের সন্তোষজনক হইবে, এই ভরসায় আ
আত্মপক্ষ-সমর্থনের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে সাহসী হইয়াছি। আমা
প্রথম বক্তব্য এই যে, আমার প্রতি যে দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহ
নিতান্ত অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত। প্রবন্ধগুলির কোন্ কোন্ অংশকে তাঁহার
দোষযুক্ত মনে করেন ,তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। বাদিপক্ষ
হইতে বিজ্ঞ ব্যারিষ্টার মহাশয় প্রারম্ভে যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়াছেন,
তাহাতেও সব কথা খুলিয়া বলা হয় নাই; অভিযুক্ত প্রবন্ধগুলির সকল
অংশেরই ব্যাখ্যা করিবার ভার বাদি-পক্ষ আমার উপর নিক্ষেপ করিয়া-
ছেন। কাজেই আমার বক্তৃতা আশাতীত দীর্ঘ হইবার সম্ভাবনা। উচ্চ
আদালতে পক্ষ-সমর্থন-মূলক বক্তৃতা করিবার অভ্যাস আমার নাই।
সুতরাং প্রবীণ ব্যারিষ্টারের ন্যায় সংক্ষেপে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা আমার নিকট
আপনারা আশা করিতে পারেন না। এই কারণে আমার প্রার্থনা এই
যে, ফৌজদারী মামলায় যে সকল আসামী স্বয়ং আত্মপক্ষ সমর্থন করে,
তাহাদের প্রতি সাধারণতঃ যেরূপ কিঞ্চিৎ আনুকূল্য প্রকাশিত হইয়া
থাকে, আপনারা আমার প্রতি সেইরূপ আনুকূল্য প্রকাশ করিবেন।

ফরিয়াদি পক্ষ হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ আপনাদিগকে পড়িয়া শুনান
হইয়াছে, এবং ঐ সকল প্রবন্ধের লাক্ষণিক অর্থের উপর নির্ভর করিয়া

আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে। কার্য্যের পরিণাম-ফল হইতে কার্য্যকারীর কার্য্য করিবার উদ্দেশ্য স্থির করিতে আপনাদিগকে বলা হইতেছে। শুদ্ধ তাহাই নহে, সরকার পক্ষ হইতে আমার প্রবন্ধগুলির যে বিকৃত অনুবাদ করা হইয়াছে, সেই অনুবাদ হইতে লাক্ষণিক অর্থ বাহির করা হইতেছে! বস্তুতঃ মূল মারাঠী প্রবন্ধে ঐরূপ লাক্ষণিক অর্থ বা বক্রোক্তির অস্তিত্ব নাই। এরূপ অবস্থায় সরকারি অনুবাদের উপর নির্ভর করা নিরাপদ নহে। লেখকের উদ্দেশ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য একটি পোষ্টকার্ড ও অপর চারিটি প্রবন্ধের অনুবাদ দাখিল করা হইয়াছে। এই সকলের উপর নির্ভর করিয়া আপনাদিগকে আমার অপরাধ বা নির্দ্দোষতার বিষয় স্থির করিতে হইবে। কিন্তু এই কার্য্য যত সহজ বলিয়া বাদিপক্ষ মনে করিতেছেন, ইহা তত সহজ নহে। যে সমাজের বিষয়ে আপনারা হয়ত কিছুই জানেন না, সেই সমাজের লোকের মনের ভাব আমার প্রবন্ধ পড়িয়া কিরূপ হইতে পারে, তাহা ঐ প্রবন্ধের বিকৃত অনুবাদ পাঠ করিয়া স্থির করা কেবল যে বিপজ্জনক তাহাই নহে, এরূপ কার্য্য অতীব ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে করি। মনে করুন, কোনও লেখক ফরাসী পাঠকদিগের জন্য ফরাসী ভাষায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া ফরাসী পাঠকদিগের মনের ভাব কিরূপ হইবে, তাহা ঐ প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া স্থির করিবার ভার যদি ইংলণ্ডের কোনও জুরর উপর অর্পণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ ভার গ্রহণ করিতে ইংলণ্ডের কোনও জুরি সম্মত হইবেন কি? বর্ত্তমান মোকদ্দমার অবস্থা ঠিক এইরূপ হইয়াছে। ভিন্ন ভাষায় ও ভিন্ন সমাজের লোকের জন্য লিখিত কয়েকটী প্রবন্ধের অনুবাদ আপনাদের হস্তে অর্পণ করিয়া আপনাদিগকে সেই ভিন্ন সমাজে উহার ফলাফল কিরূপ হইবে, তাহা স্থির করিতে বলা হইয়াছে; অথচ তৎসম্বন্ধে অন্য কোনও আনুষঙ্গিক তত্ত্ব বা প্রমাণই বাদিপক্ষ আপনাদের গোচর করেন

নাই। প্রবন্ধ-রচনা-সংক্রান্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আনুষঙ্গিক বিষয়-প্রভৃতি না জানিয়া আপনারা কিরূপে যথোচিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন?

ইংলণ্ডের জুরিগণ

এরূপ ক্ষেত্রে প্রবন্ধের শব্দার্থ অপেক্ষা তৎসংক্রান্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর অধিকতর নির্ভর করিয়া অপরাধ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। কোনও কার্য্যের স্বাভাবিক পরিণাম-ফল হইতে কার্য্য-কর্ত্তার উদ্দেশ্য (Intention) স্থির করিবার প্রথা, শতবৎসর পূর্ব্বে তৃতীয় জর্জ্জের আমলে ১৭৯২ সালের ফক্স লাইবেল এক্ট নামক আইন পাস হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে প্রচলিত ছিল। কিন্তু উহা এক্ষণে ভ্রমাত্মক প্রথা বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। রাজবিদ্রোহের মোকদ্দমায় ইংলণ্ডের ব্যবহার-শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতেরা ঐ পদ্ধতির উপর আর আদৌ আস্থা স্থাপন করেন না। সেখানকার জুরিরা এখন বিচারকালে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি সমধিক লক্ষ্য করিয়াই লেখকের উদ্দেশ্য স্থির করিয়া থাকেন। বিগত ১৮৯৮ সালে এ দেশের রাজ-বিদ্রোহের আইনে যে সকল পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়, তাহার ফলে এখন ইংলণ্ডের ও ভারতের রাজবিদ্রোহ-বিষয়ক রাজবিধানে আর বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। উভয় দেশেই যখন আইন একরূপ হইয়াছে, তখন বিচার-প্রণালীই বা একরূপ না হইবে কেন? ইংলণ্ডের জুরিরা যেরূপ শব্দার্থের অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি সমধিক লক্ষ্য করিয়া থাকেন, আপনারা সেরূপ করিবেন না কেন? আপনাদের কি সে অধিকার নাই? যদি থাকে, তবে এ বিষয়ে আপনাদের জেদ প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য যে সকল তথ্য ও প্রমাণাবলী আপনাদের সম্মুখে স্থাপিত করা উচিত ছিল, তাহা কোথায় করা হইয়াছে?

বিচারপতি আইনের অর্থ ব্যাখ্যা করিবেন এবং জুরিরা তদ্ উপস্থাপিত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন, ইহাই সাধারণ

য়ম। কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য স্থির করাও জুরিদিগের কর্ত্তব্য মধ্যে পরি-
ণিত। এই কার্য্যের জন্য আইনের মর্ম্মজ্ঞান আবশ্যক। রাজবিদ্রোহের মোক-
মায় তথ্যমূলক (Facts) প্রমাণ ও আইন (Law) উভয়েরই প্রতি সমান
ষ্টি রাখা প্রয়োজনীয়। এই কারণে ১২৪ (ক) ধারার ব্যাখ্যাও আমাকে
াপনাদের নিকট করিতে হইবে। ১৭৯২ সালের ফক্স স্লাইবেল এক্ট
স হইবার পূর্ব্বে লেখকের উদ্দেশ্য (Intention) স্থির করিবার ভার
াদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাঁহারাই ঐ কার্য্য করিতেন; কিন্তু ইংল-
য় জুরিগণ জজদিগের সহিত দীর্ঘকাল কলহ করিয়া উদ্দেশ্য-নির্ণয়ের
ধকার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে
একই আইন প্রচলিত, ইহা আমি পরে দেখাইব। ইংলণ্ডের জুরিরা
ভযুক্ত প্রবন্ধের ও আইনের শুদ্ধ শব্দার্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, পারি-
র্শ্বিক অবস্থা ও তথ্যমূলক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া লেখকের উদ্দেশ্য
র্থির করিয়া থাকেন বলিয়া বিলাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

১২৪ (ক) ধারা।

এই ধারাটি দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম অংশে যাহারা রাজ-
দ্রোহ করে, তাহাদের বিষয় লিখিত হইয়াছে। যেখানে রাজদ্রোহকর
ষ্ঠান ও উহার পরিণাম ফল সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেখানে আর
দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রয়োজন থাকে না। আমার উপর
অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহার সহিত আইনের এই অংশের কোনও
ন্ধ নাই, বোধ হয় কারণ, আমার রচনার ফলে কোথাও দাঙ্গাহাঙ্গামা
গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লোকের উত্তেজনা পরিদৃষ্ট হয় নাই। বাদি-পক্ষ
ত্তে তৎসম্বন্ধে আদালতে কোনও প্রমাণ প্রয়োগও করা হয় নাই।
তরাং আইনের ঐ ধারার যে অংশে রাজদ্রোহ করিবার চেষ্টার (attempt)
থা আছে, সেই অংশ অনুসারে আমার উপর অভিযোগ করা হইয়াছে

বলিতে হইবে। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম, আমার উপর যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট নহে। বাদি-পক্ষ সমগ্র ১২৪ (ক) ধারার উল্লেখ করিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন,—তাঁহারা আমার নামে রাজবিদ্রোহের অথবা উহার চেষ্টার জন্য অভিযোগ করিয়াছেন, তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেন নাই। এই কারণে আমাকে ঐ ধারার দুইটি অংশেরই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে হইল।

১২৪ (ক) ধারায় দ্বিতীয়াংশে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিরাগ (disaffection) উৎপাদনের "চেষ্টার" (attempts) কথা আছে। "ভালা" পত্রের মামলায় বিচারপতি মিঃ ব্যাটি বিরাগ (disaffection) অর্থে "অনুরাগের অভাব (absence of affection) না বুঝিয়া "রাজভক্তি হইতে বিচ্যুতি" বুঝিয়াছেন। আইনের ঐ ধারার প্রথম ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, (The expression disaffection includes disloyalty and all feelings of enmity) অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের প্রতি শত্রুতামূলক মনোভাব থাকিলেই তাহাকে আইন অনুসারে "বিরাগ" (disaffection) বলা যায়। সেইরূপ "চেষ্টা" শব্দও (attepmts) সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া আইনে বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিচারপতি মিঃ ব্যাটি "ভালা"র মোকদ্দমার রায়ে "চেষ্টা" (attempts) অর্থে premeditation অর্থাৎ "পূর্ব্ব-সংকল্পানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া" বুঝায় বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। (Bombay L. R. vol 8-pp 438-9).

"চেষ্টা" শব্দের অর্থ।

অপরাধের অনুষ্ঠান করিবার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, তৎসমস্ত করিয়াও যখন অপরাধকারীর শক্তিবহির্ভূত কোনও কারণে উহা সফল হয় না, তখনই তাহাকে "চেষ্টা করা" (attempts) বলে। আমি যাহা করিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে এইরূপ অর্থে "চেষ্টা করা শব্দের প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। বাদিপক্ষ এরূপ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই যে, জন-

়ারণকে রাজশক্তির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য যাহা যাহা করা কার,তাহার সমস্তই আমি করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার শক্তির বহির্ভূত নও কারণে আমার সমস্ত আয়োজন বিফল হইয়াছে। অথচ ইহা াইতে না পারিলে আমার কার্য্যকে অপরাধের "চেষ্টা" বলিয়া নির্দ্দেশ াতে পারা যাইবে না। শুদ্ধ প্রবন্ধ-প্রকাশ করাকে পূর্ব্বোক্ত অর্থে ষ্টা" (attempt) বলা যাইতে পারে না। বন্দুক হস্তে লইয়া কাহারও ং লক্ষ্য করিলেই, তাহা হত্যার চেষ্টা (attempt) বলিয়া গণ্য হয় না। যদি এরূপ প্রতিপন্ন করিতে পারা যায় যে, আসামী শুদ্ধ লক্ষ্য m) করিয়াই নিরস্ত হয় নাই, ঘোড়াও টিপিয়াছিল, কিন্তু দৈবক্রমে াকেও বা লক্ষ্যের বিষয়ীভূত ব্যক্তিকে গুলি লাগে নাই—তাহা হইলেই হত্যার "চেষ্টা" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ফল কথা, শুদ্ধ াধ করিবার আয়োজনমাত্রকে "চেষ্টা" বলা যায় না; যদি সে আয়ো- এতদূর অগ্রসর হয় যে, আয়োজনকারীর শক্তির বা ইচ্ছার বহির্ভূত নও কারণ উপস্থিত না হইলে উহা বিফল হওয়া সম্ভবপর নহে, ই সেই আয়োজনকে "চেষ্টা" নামে অভিহিত করিতে পারা যায়। সাহেবের "ক্রিমিন্যাল ল'' (Mayne's Criminal Law) নামক কর ৫১১ পৃষ্ঠায় আপনারা এ বিষয়ের বিচার দেখিতে পাইবেন। স্তকেই এতদ্বিষয়ক কতিপয় কৌতুককর উদাহরণও প্রদত্ত হইয়াছে, ধ্য কয়েকটি আমি আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেছি। (পাঠ) আমি াবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাকে আয়োজনের একাংশ বলিয়া নির্দ্দেশ যাইতে পারে—"চেষ্টা" (attempt) বলা যাইতে পারে না।

অপরাধের উদ্দেশ্য।

শুধু তাহাই নহে, আসামীর অপরাধ করিবার উদ্দেশ্য (criminal ntion) ছিল, ইহা প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে, আসামীর আয়ো- ক "চেষ্টা" (attempt) নামে অভিহিত করিতে পারা যায় না, একথা

বিচারপতি মিঃ ষ্টিফেন্স প্রণীত ক্রিমিন্যাল ল অব্ ইংলণ্ড (Criminal Law of England) নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ২২১ পৃষ্ঠায় অতি স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। আবার শুদ্ধ কার্য্যের আরম্ভ দেখিয়া উদ্দেশ্য স্থির করা সঙ্গত নহে। একজন উলঙ্গ তরবারি হস্তে আর একজনের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেই যে প্রথমোক্ত ব্যক্তির হত্যার উদ্দেশ্য ছিল, এমন মনে করা উচিত নহে। বঙ্গীয় ফৌজদারী আপীলের রিপোর্ট-বিষয়ক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের ৪৫ পৃষ্ঠায় একটা মোকদ্দমার বিবরণ আপনারা দেখিতে পাইবেন। ঐ মোকদ্দমায় সাধারণতঃ কথ্য ভাষায় যে অর্থে "চেষ্টা" শব্দের ব্যবহার করা হইয়া থাকে, সেই অর্থে চেষ্টা শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছিল। কিন্তু বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলেন, আইন অনুসারে ঐরূপ কার্য্যকে অপরাধের 'চেষ্টা' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। ফল কথা, শুদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশ করাকে "চেষ্টা" বলা যাইতে পারে না; এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াই যে লেখকের অভিপ্রায় মন্দ ছিল, এমন সিদ্ধান্তও সঙ্গত নহে। কেবল প্রবন্ধ-প্রকাশ করাই যদি অপরাধের চেষ্টা বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে ক্লার্ক অব্ দি ক্রাউন মহাশয় আপনাদিগকে আমার প্রবন্ধগুলি পড়িয়া শুনাইয়া এবং ভারতবর্ষের বিবিধ সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণ উহা স্ব স্ব পত্রে প্রকাশ করিয়া অপরাধী হইয়াছেন বলিতে হইবে। কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে অপরাধী বলিয়া মনে করিবেন না; কারণ, ঐরূপ করায় রাজদ্রোহের উত্তেজনা করা তাঁহাদের অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য নহে—তাঁহারা জুরি বা জনসাধারণকে অভিযোগের সংবাদ-দান করিবার জন্য ঐ সকল প্রবন্ধ পাঠ বা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই কারণে অপরাধের চেষ্টা হইয়াছে কি না, তাহা স্থির করিবার পূর্ব্বে আপনাদিগকে লেখকের উদ্দেশ্য (intention) কি ছিল, তাহা দেখিতে হইবে, নিশ্চিত অভিপ্রায়-সূচক কার্য্য কি ছিল, তাহা দেখিতে হইবে। তাই লর্ড কক্বর্ণ রাজদ্রোহের আইনের ব্যাখ্যায় লিখিয়া-

যেরূপ প্রবন্ধই হউক না কেন এবং তৎসংক্রান্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা হউক না কেন, প্রবন্ধের প্রকাশ-মাত্র কখনই অপরাধ বলিয়া গণ্য পারে না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে "Whoever publish-y thing likely to create disaffection এইরূপ বাক্য আইনে ত হইত। ফল কথা, অপরাধ করিবার উদ্দেশ্য যে লেখকের ছিল, প্রমাণ-প্রয়োগসহ প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে তাঁহাকে অপরাধী গণ্য করা বিধেয় নহে।

ইরূপ মোকদ্দমায় প্রকাশিত প্রবন্ধ যে আদৌ প্রমাণমধ্যে পরিগণিত না, এমন কথা আমি বলিতেছি না ; আমার মতে ঐ প্রমাণের মূল্য মানার মধ্যে এক আনার তুল্য। ফল কথা, এরূপ মোকদ্দমায় ের উদ্দেশ্য কি, তাহাই প্রধানতঃ দেখিতে হইবে। কাহারও নিকট ক তোলা আফিম পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে যে আত্ম-হত্যা র জন্যই উহা সংগ্রহ করিয়াছে, অথবা কেহ জলে ঝাঁপ দিলেই যে ত্যা করা তাহার উদ্দেশ্য, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে। সেই-র্ণমেন্টের উপর তীব্রোক্তি করিয়া প্রবন্ধ-প্রকাশ করিলেই লেখকের দ্রোহ করিবার উদ্দেশ্য প্রতিপন্ন হয় না। সুতরাং শুদ্ধ প্রবন্ধ পাঠ আপনাদের কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নহে।

উদ্দেশ্য প্রমাণ করিবার দায়িত্ব

দিপক্ষের উপরেই আইন অনুসারে ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু উদ্দেশ্য ন্ন করিবার জন্য বাদিপক্ষ আপনাদের সমক্ষে কোন্ প্রমাণ উপস্থিত ছেন? তাঁহারা কেবল কতকগুলি প্রবন্ধের অনুবাদ আপনাদের অর্পণ করিয়া বলিতেছেন যে, "প্রবন্ধে কতকগুলি এমন তীব্র প্রযুক্ত হইয়াছে যে, তাহা হইতে গবর্ণমেন্টের প্রতি জন-ণের অপ্রীতি বা শত্রুতা জন্মিতে পারে, অতএব আপনারা আসামীকে

দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করুন।" ইহার অধিক তাঁহারা আর কিছু করেন নাই। দণ্ডবিধির অনেক ধারায় কতকগুলি ব্যতিয়া বর্জ্জনীয় অবস্থার কথা থাকে। আসামীর কার্য্য সেই সকল বর্জ্জনীয় ধারার অন্ত র্ভুক্ত হইলে আসামী অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে। ১২৪ (ক) ধারায় সেরূপ "বর্জ্জনীয় অবস্থার" উল্লেখ নাই। তবে তিনটি উপধারায় মূল বিধানে ব্যবহৃত শব্দগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বাদিপক্ষের প্রদর্শন করা উচিত ছিল যে, ঐ ব্যাখ্যায় রাজকার্য্যের যেরূপ সমালোচনা করা বৈধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, আমার রচনা তাহার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। বাদিপক্ষ তাহাও করেন নাই। ইদানীং এদেশে যে সকল রাজদ্রোহের মামলা হইয়াছে, তাহাতে বাদিপক্ষ হইতে যথারীতি অপরাধ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা না করিয়া আসামীরই উপর আপনার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার ভার সমর্পণ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে আসামী আত্ম-পক্ষ-সমর্থনের জন্য প্রমাণ-প্রয়োগ করিতে অগ্রসর হইলে, তাহার—

সর্ব্বশেষে বক্তৃতা করিবার অধিকার

হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা হইতেছে। কল্য বিচারপতি মহাশয় এ বিষয়ে দুই তিনবার আমায় সতর্ক হইতে বলিয়াছেন, তাহা বোধ হয় আপনারা শুনিয়াছেন। সুতরাং আমার কথার উত্তরে বাদিপক্ষ হইতে এডভোকেট জেনারেল মহাশয় যাহা বলিবেন, তাহার প্রত্যুত্তর দান করিবার আমার আর অধিকার থাকিতেছে না। ফলতঃ ১২৪ (ক) ধারার ব্যাখ্যা অনুসারে আমি অব্যাহতি পাইতে পারি কি না, তাহা আপনাদিগকে বুঝাইবার ভারও আমারই প্রতি অর্পিত হইয়াছে, আবার শেষে বক্তৃতা করিবার অধিকারও প্রদত্ত হইতেছে না। এই ব্যবহার আইন-সঙ্গত হইতে পারে; কিন্তু ন্যায়-সঙ্গত নহে। আমার রচনায় আইনের সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে কি না, তাহা বিশিষ্ট ও বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ-প্রয়োগ-সহকারে প্রদর্শন

করা বাদিপক্ষের উচিত ছিল। কিন্তু তাঁহারা যখন তাহা করেন নাই, তখন জুরি মহাশয়েরা তাঁহাদের নিকট সে বিষয়ের প্রমাণ চাহিতে পারেন এবং তাঁহারা যদি সেই প্রমাণ প্রয়োগে অসমর্থ হন, তাহা হইলে আপনারা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারেন যে, এ অবস্থায় আমরা আসামীর অপরাধ-সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না।

উদ্দেশ্যের কথা।

ফরিয়াদি পক্ষ যাহাই বলুন, লেখকের উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আলোচনা-পূর্ব্বক স্থির করা জুরিদিগেরই একটি প্রধান কার্য্য। কি বিলাতে, কি ভারতে, সর্ব্বত্রই রাজদ্রোহ-বিষয়ক আইন অতি কঠোর। কিন্তু সেই কঠোর আইনের পেষণে যাহাতে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা নিষ্পেষিত হইয়া না যায়, তাহার প্রতি বিলাতের জুরিগণ সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। আপনাদিগকেও এক্ষেত্রে তাহাই করিতে হইবে। যে অবস্থায় ও যে কারণে এই প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহা আমি আপনাদের গোচর করিব। তাহা হইতে আপনারা আমার উদ্দেশ্য স্থির করিতে পারিবেন। একথা স্বীকার্য্য যে, "উদ্দেশ্য" একটা জড় পদার্থ নহে, অনুমান-বলেই উদ্দেশ্য স্থির করিতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য-নির্দ্ধারণ করিবার উপযোগী অনেক তথ্য আপনারা প্রাপ্ত হইবেন। আপনাদিগকে তাহারই উপর নির্ভর করিতে হইবে। নচেৎ শুদ্ধ শব্দার্থের উপর নির্ভর করিলে—যে অবস্থায় ও যে উদ্দেশ্যে শব্দগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রতি উপেক্ষা-প্রকাশ করিলে, আপনারা ভ্রমে পতিত হইবেন। শুদ্ধ শব্দার্থের উপর নির্ভর করিয়া রাজদ্রোহের উদ্দেশ্য প্রতিপন্ন করিতে গেলে ওয়েবষ্টারের অভিধান-লেখকদিগকে কারাগারে প্রেরণ করিতে হইবে। কারণ, ঐ অভিধানে, ও সকল অভিধানেই, বহুসংখ্যক রাজদ্রোহ-মূলক শব্দের সমাবেশ আছে।

আরস্কিন সাহেবের Speeches on Sedition নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৮৬ পৃষ্ঠায় এবিষয়ের একটি সুন্দর উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ উদাহরণের আসামী ইংলণ্ডেশ্বরকে পুলিশ কনষ্টেবলের সহিত তুলিত করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে, ইহাতে রাজার মানহানি করা হইয়াছে; কিন্তু ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মাধিকরণের বিচারে আসামী দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হন নাই। কারণ, রাজনীতি-বিষয়ক আলোচনাকালে এরূপ উপমা বা তুলনার প্রয়োগ সকল সমালোচককেই করিতে হয়। এরূপক্ষেত্রে যদি "কার্য্যের সম্ভাবিত পরিণাম ফল হইতে কার্য্যকারীর উদ্দেশ্য স্থির করা বিধেয়" এই নীতির অনুসরণ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রায় সকল লেখক ও সমালোচককেই কারাগারে গমন করিতে হইবে! ফলতঃ কঠোর রাজবিধানকে কোন্ ক্ষেত্রে কতদূর স্বীয় আধিপত্য-বিস্তার করিতে দেওয়া উচিত, তাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোচনা করিয়া জুরিগণই নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের চেষ্টা-তেই ইংলণ্ডে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা রক্ষিত হইতেছে। তাঁহারাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয় সবিশেষ আলোচনা করিয়া লেখকদিগের উদ্দেশ্য স্থির করিয়া থাকেন।

বিলাতের জুরি-প্রথা।

এক্ষেত্রে ইহাও বলা আবশ্যক যে, বিলাতের জুরির প্রথার সহিত এখানকার জুরি প্রথার তুলনাই হয় না। ইংলণ্ডে, আসামীর অবস্থা বুঝিতে সমর্থ, এরূপ ১২জন ভদ্রলোক আসামীর স্বজাতীয়দিগের মধ্য হইতেই জুরিপদে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা ১২জনেই সমস্ত অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া যদি একবাক্যে স্থির করেন যে, আসামীর অপরাধ করিবারই উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলেই আসামীর দণ্ড হয়। কিন্তু ১২জনের মধ্যে একজনও যদি অন্যমত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আবার অন্য জুরির নিকট নূতন করিয়া আসামীর বিচার হইয়া থাকে। যদি

২।৩ বারই এইরূপে জুরিদিগের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহা হইলে আসামীকে অব্যাহতি দান করা হয়। গবর্ণমেণ্ট অভিযোগ করিলেই আসামীকে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করা জুরিদিগের কর্ত্তব্য নহে।

রাজদ্রোহের উত্তেজনা।

১২৪ (ক) ধারায় রাজদ্রোহের উত্তেজনা (excite) করা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। উত্তেজনা অর্থে যাহা নাই, তাহা উৎপাদন করা ও যাহা আছে, তাহার বৃদ্ধি করা বুঝায়। পূর্ব্বাবধি যদি দেশে অশান্তি বা গবর্ণমেণ্টের প্রতি লোকের বৈরভাব থাকে, এবং আমি যদি কেবল তাহা ব্যক্ত বা রাজপুরুষদিগের গোচর করিয়া থাকি, তবে আমাকে রাজদ্রোহের উত্তেজনাকারী বলিয়া দোষী সাব্যস্ত করা সঙ্গত নহে। কিন্তু আমি যদি দেশে রাজদ্রোহের নূতন সৃষ্টি করিয়া থাকি, বা উহার বৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকি, তবে অবশ্যই আমি অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। মনে করুন, রাজপুরুষেরা দেশের অশান্তি-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন। ঐ ব্যক্তি অশান্তি সম্বন্ধে এক রিপোর্ট করিলেন। তাঁহার কার্য্য অবশ্য রাজ-দ্রোহ-মূলক বলিয়া গণ্য হইবে না। সংবাদ-পত্রের লেখকেরা গবর্ণমেণ্টকে দেশের অশান্তির বিষয় জ্ঞাপনকালে, শাসন-পদ্ধতির যে সকল দোষের জন্য অশান্তির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার উল্লেখ-পূর্ব্বক প্রতিকার করিতে অনুরোধ করেন। এরূপ করিবার আমাদের অধিকার আছে। এইরূপে দোষ-প্রদর্শনের ফলে কিয়ৎ পরিমাণে অসন্তোষের স্বভাবতই সৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু দোষ-প্রদর্শন না করিলে দোষের সংস্কার সাধিত হইবে কিরূপে? দোষ দেখাইলে রাজপুরুষেরা বিরক্ত হইতে পারেন, ইহা সত্য; কিন্তু রাজপুরুষদিগের বিরক্তি ও রাজদ্রোহ এক কথা নহে।

বর্ত্তমান মোকদ্দমায় জুরিদিগকে দেখিতে হইবে,—আমি শাসনপদ্ধতির কোন্ কোন্ দোষের আলোচনা করিয়াছি, কিরূপ সংস্কার-সাধন করিতে

অনুরোধ করিয়াছি,—এবং তাহা হইতে আমার রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহা স্থির করিতে হইবে। এবিষয়ের আলোচনা করিয়া যদি আপনারা দেখেন যে, শাসন-পদ্ধতির সংস্কার-সাধন করাই আমার প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা হইলে আমার প্রবন্ধকে আপনারা রাজদ্রোহ-মূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন না। আমার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহাপরাধ সাব্যস্ত করিবার পূর্ব্বে দেখাইতে হইবে যে, আমি আইন সঙ্গত অর্থে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে "উত্তেজিত" (excite) করিবার "চেষ্টা" (attempt) করিয়াছি।

রাজদ্রোহ (sedition) শব্দের ব্যাখ্যা, কি বিলাতে কি ভারতবর্ষে, কোথাও সুস্পষ্টরূপে করা হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিরাগ উৎপাদনকে মূল ধারায় রাজদ্রোহ বলা হইয়াছে, অথচ উহারই ব্যাখ্যায় রাজকার্য্যের সমালোচনা বা তদ্বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিবার অধিকারও প্রজাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু রাজকার্য্যের দোষ-প্রদর্শন বা নিন্দা (disapprobation) করিলে তৎসম্বন্ধে লোকের বিরাগ উৎপন্ন না হওয়া কি সম্ভবপর? কখনই নহে; গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে কথাই বলা হউক না কেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের উপর লোকের বিরাগ জন্মিবেই। ইহা জানিয়াও যখন আইন-কর্ত্তারা রাজকার্য্যের সমালোচনা করিবার অধিকার প্রজাদিগকে দিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিরাগ উৎপাদন করিলেই রাজদ্রোহ হয় না, নির্দ্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত বিরাগ উৎপাদন করিলেই রাজদ্রোহ হয়। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, সেই বিরাগের সীমা কিরূপে স্থির করিতে হইবে? আর্‌স্কিন বলেন, লেখক যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত, সেই সমাজের মধ্যে লেখককে যাঁহারা জানেন, লেখকের অবস্থা যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা জুরিরূপে এই বিষয়ের যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, তাহাকেই বিধিসঙ্গত বিরাগ উৎপাদন ও রাজদ্রোহ-মূলক বিরাগ উৎপাদনের সীমা বলিয়া স্বীকার করা

উচিত। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ জজ লর্ড কেনিয়ন বলিয়াছেন,—পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ১২জন জুরি একবাক্যে যে রচনাকে রাজদ্রোহ-মূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, সেই রচনার লেখককেই দণ্ডার্হ বলিয়া মনে করা উচিত। ফলতঃ জুরিরাই প্রকৃতপক্ষে রাজদ্রোহের ব্যাখ্যাকারী। তাঁহাদের ব্যাখ্যা-গুণেই ইংলণ্ডে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আমার সম্বন্ধেও ঐরূপ ১২জন জুরি যদি প্রতিকূল মত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমাকে দণ্ড-দান করা হউক।

১২৪ (ক) ধারার অন্যান্য কথা।

এই ধারার ব্যাখ্যায় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের নিন্দা করিবার অধিকার জনসাধারণকে দান করা হইয়াছে। ঐ স্থলে action পদের পরিবর্ত্তে acts পদ প্রযুক্ত হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের পলিসি বা কার্য্যনীতিরও সমালোচনা করিবার অধিকার প্রজার আছে বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহার পর গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিরাগ উৎপাদনের বা বর্দ্ধনের প্রসঙ্গে Government established by law in British India "আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট" এইরূপ বাক্যাংশের প্রয়োগ হইয়াছে। এই বাক্যাংশের দ্বারা বিচার বা শাসন বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে কখনই বুঝায় না। দণ্ড বিধিতে (পিনালকোডে) শুদ্ধ "গবর্ণমেণ্ট" শব্দের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে পুলিশের কনষ্টবলকে পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু "আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট" বলিলে তাহা বুঝায় না।—কর্ম্মচারীদিগের অতিরিক্ত যে রাজশক্তি, তাহাকেই বুঝায়। বর্ত্তমান রাজ-কর্ম্মচারীদিগের অস্তিত্ব-লোপ বা পরিবর্ত্তন ঘটিলেও ইংরাজের শাসন বিলুপ্ত হইতে পারে না। অবশ্য রাজপুরুষেরা আপনাদিগকেই রাজশক্তি বা আইনানুসারে প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট বলিয়া মনে করিতেছেন। তাঁহারা হয়ত ভাবেন, তাঁহারা না থাকিলে এদেশে রাজ-শক্তির কার্য্য অচল হইয়া উঠিবে। প্রত্যেকেই আপনার সম্বন্ধে

এইরূপই ভাবিয়া থাকে। কিন্তু ১২৪ (ক) ধারায় নির্দ্দিষ্ট "গবর্ণমেণ্ট" অর্থে রাজকর্ম্মচারী নহে। কারণ, কোনও রাজপুরুষ যদি স্বীয় কর্ত্তব্য-পালন না করেন, তবে তাঁহার শৈথিল্যের সমালোচনা করিয়া তৎপদে যাহাতে কর্ম্মঠ কর্ম্মচারীর নিয়োগ হয়, তাহার জন্ম আন্দোলন করিবার অধিকার সকলেরই আছে। ফলতঃ রাজপুরুষদিগের নিন্দা করিলে ১২৪ (ক) ধারায় প্রোক্ত গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করা হয় না। আর যদি ১২৪ (ক) ধারার "গবর্ণমেণ্ট" বলিতেও রাজ-পুরুষদিগকেই বুঝায়, তথাপি কি তাঁহাদের পরিবর্ত্তন কামনা করা দোষাবহ? তার পর

রাজনীতিক আদর্শের কথা।

বলা বাহুল্য, সে আদর্শ দণ্ড-বিধির আয়ত্ত নহে। কারণ, কিরূপ শাসন-পদ্ধতি (System of administration) দেশের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকর হইবে, তাহা স্থির করিয়া তৎসম্বন্ধে নিজের মত প্রচার করা কথনই অবৈধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ঐরূপ কার্য্য অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইলে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের স্বাধীনভাবে মত-প্রচারের পথ রুদ্ধ হইলে, জগতের উন্নতির পথই রুদ্ধ করা হয়। তবে অবশ্য মত-প্রচারের ফলে যাহাতে দাঙ্গাহাঙ্গামা না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে তাহা অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে। "ভালা" পত্রের মোকদ্দমায় বিচারপতি ব্যাটি এই কথাই বলিয়াছেন। তাহার মতে, যদি কেহ বলে যে, এই গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব থাকা উচিত নহে (this government should not exist) তাহা হইলে কোনও দোষ হয় না। কারণ, ইহা যদি দোষ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক রাজনীতিক লেখককেই জেলে যাইতে হয়। লর্ড মর্লি তাঁহার Compromise শীর্ষক প্রবন্ধেও (২২৪ পৃঃ) এই কথাই বলিয়াছেন। বিলাতে যদি কেহ বলে বা লিখে যে, সেখানে যে শাসনপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা ইংলণ্ডের পক্ষে হিতকর নহে, তাহা হইলে তাহা রাজদ্রোহকর বলিয়া কথনই গণ্য হয়

না। আমি লক্ষপতি হইবার বাসনা করি, বলিলেই যেমন বুঝায় না যে, আমি ডাকাতি করিয়া অর্থসংগ্রহ করিবার বাসনা করিতেছি, সেইরূপ আমরা Bureaucracyর বা যথেচ্ছাচার রাজপুরুষদিগের পরিবর্ত্তন চাহি বলিলে ইহা মনে করা সঙ্গত নহে যে, আমরা জনসাধারণকে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিতেছি। ফলকথা, এরূপক্ষেত্রে উদ্দেশ্য-নির্দ্ধারণ-প্রসঙ্গে আপনাদিগকে সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। সেই সঙ্গে এই প্রবন্ধ পাঠে মহারাষ্ট্রীয় পাঠকদিগের মনের ভাব কিরূপ হইবে, তাহা বুঝিবারও আপনাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। এ বিষয়ে জুরি-নির্ব্বাচন-প্রসঙ্গে আমার বন্ধু মিঃ বাপ্‌টিষ্টা মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা আপনাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

১৫৩ (ক) ধারার অপরাধ

সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে আপনাদের দায়িত্ব আরও বাড়িয়া যায়। ভারতবর্ষে নানা জাতি ও নানা সম্প্রদায়ের নানা প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোকের বাস। এই সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা এখনও একটি রাষ্ট্রে বা নেশনে পরিণত হয় নাই। এরূপ অবস্থায় কোনও একটি রচনা পাঠ করিয়া এদেশের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মনের ভাব কিরূপ হইবে, তাহা বিনা প্রমাণে জুরিগণ কিরূপে স্থির করিতে পারিবেন? ভারতবর্ষে নানা জাতি ও সম্প্রদায় না থাকিলে এবিষয়ে প্রমাণ-সংগ্রহের হয়ত প্রয়োজন হইত না। কিরূপ কথায় কোন্ সম্প্রদায়ের মনের ভাব কিরূপ হইবে, তাহা অবধারণ করিবার যোগ্যতা ও ক্ষমতা যদি জুরিদের না থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা ১৩৫(ক) ধারার অপরাধ সম্বন্ধে কিরূপে আপনাদের মন্তব্য প্রকাশ করিবেন? এই ধারায় malicious intention বা বিদ্বেষমূলক উদ্দেশ্যের উল্লেখ আছে। এই উদ্দেশ্য অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করা সঙ্গত নহে, প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা উদ্দেশ্যের বিদ্বেষমূলকতা প্রতিপন্ন করা আবশ্যক। বাদিপক্ষ যদি সে বিষয়ে প্রমাণ-প্রয়োগ না করেন, তাহা

হইলে আপনারা তাঁহাদিগকে স্পষ্টাক্ষরেই বলিতে পারেন, আসামীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথোচিত প্রমাণ না পাইলে আমরা কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিব না। আমি আপনাদের নিকট

ন্যায়-বিচার প্রার্থনা

করিতেছি। *আমার একজনের সুবিধা অসুবিধার বিষয় চিন্তা করিয়া আমি এ বিষয়ে আপনাদিগকে কোনও মতপ্রকাশ করিতে বলিতেছি না।* এই সমস্যার মীমাংসার উপর

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা

নির্ভর করিতেছে। বিলাতে যেরূপ জুরিরা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার রক্ষক হইয়াছেন, আপনারা কি এদেশে সেইরূপ হইতে চান? প্রকৃত পক্ষে ইহা

একটি রাষ্ট্রীয় সমস্যা

বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। আমার নিজের সম্বন্ধে আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, আমি এই প্রবন্ধ একটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রতিপক্ষের কথার উত্তর-স্বরূপ লিখিয়াছি। আমার সমাজের মঙ্গলের জন্য আমি ইহা লেখা আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। আমার সহিত আপনাদের মতের ঐক্য না হইতে পারে, রাজপুরুষেরা আমার প্রতি বিরক্ত থাকিতে পারেন। কিন্তু ইহা মতের ঐক্য অনৈক্যের বা ভক্তি-বিরাগের সমস্যা নহে। আমি আপনাদের অপ্রিয়-ভাজন হইলেও—

আমি ন্যায় বিচারের প্রার্থী—আমি দয়ার আদৌ ভিখারী নহি।

আমার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত প্রমাণাদির আলোচনা করিয়া যদি আপনাদের প্রকৃতই এরূপ ধারণা জন্মে যে, আমি অপরাধের "চেষ্টা" করিয়াছি, সত্য সত্যই আমার উদ্দেশ্য বিদ্বেষমূলক ছিল, তাহা হইলে আপনারা অকুণ্ঠিতচিত্তে আমাকে অপরাধী বলিয়া নির্দ্দেশ করুন। আমি আমার অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফল অম্লানবদনে ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি ধৈর্য্য-চ্যুত হইয়া বা পাগলামির ঝোঁকে ঐরূপ লিখিয়াছিলাম, এমন

ওজর আমি করিতে ইচ্ছা করি না। আমি সমাজের মঙ্গলকামী হই-য়াই বিবেচনা-পূর্ব্বক ঐ সকল কথা লিখিয়াছি। আমার বিশ্বাস, আমার সমাজস্থ লোকেরও এ সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা। আমি তাঁহাদের মনোভাব কর্ত্তব্য-বোধে প্রকাশ করিয়াছি। রাজা ও প্রজা উভয়ের মঙ্গল ভাবি-য়াই আমি উহা লিখিয়াছি। গবর্ণমেণ্টের মতামতের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, আপনারা স্বাধীনভাবে আপনাদের মত ব্যক্ত করুন। গবর্ণ-মেণ্টের পক্ষসমর্থনের বা পৃষ্ঠপোষণের জন্য আপনারা এখানে আগমন করেন নাই। এ কথা যদি আপনারা স্মরণ রাখেন, তাহা হইলে ফরি-য়াদি পক্ষ হইতে আপনাদের নেত্রে ধূলি-নিক্ষেপ করিবার যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত ব্যর্থ হইবে।

আরস্কিন বলিয়াছেন, অপরাধ করিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা নির্ণীত না হইলে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা বিধেয় নহে। কাহারও প্রাণনাশ করিলে বা কোনও দ্রব্য অপসারিত করিলেই হত্যা বা চুরি করা হয় না। হত্যার উদ্দেশ্যে প্রাণ-নাশ ও চুরি উদ্দেশ্যে দ্রব্য-অপসারণ না করিলে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। তীব্র বাক্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও শান্তিভঙ্গের উদ্দেশ্যে লিখিত প্রবন্ধের মধ্যে সেইরূপ আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে। ইংলণ্ডের জুরিরা এই পার্থক্যের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখেন বলিয়াই তথায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আরস্কিনও এই কথাই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন।

এমন সময় ৫।।০টা বাজিল—সেদিনকার মত আদালত বন্ধ হইল।

১৬ই জুলাই (দায়রার চতুর্থ দিবস)

বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে ১১।।০টার সময় আবার মোকদ্দমার শুনানি আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত তিলক এই বলিয়া এক আবেদন করিলেন যে, ফরিয়াদি পক্ষ খানাতল্লাসির সময় তাঁহার বাটী হইতে যে সকল কাগজ পত্র আনিয়াছেন, তাহার মধ্যে যেগুলি তাঁহারা দাখিল করা প্রয়োজন

বলিয়া মনে করেন নাই, সেগুলি যেন তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এডভোকেট জেনারেল মিঃ ব্রান্সন্ এবিষয়ে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করায় বিচারপতি মহাশয় অবশিষ্ট কাগজ-পত্রগুলি তিলক মহাশয়কে প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। অতঃপর তিলক, জজ ও জুরিদিগকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় দিবসের বক্তৃতা।

তিনি বলিলেন—আমার বক্তব্যের উত্তরে এডভোকেট জেনারেল মহাশয় যে সকল কথা আপনাদিগকে বলিবেন, তাহার প্রত্যুত্তর-দানের অধিকার আমি না পাওয়ায় আমাকে পূর্ব্বসঙ্কল্প অপেক্ষাও অধিকতর দীর্ঘ বক্তৃতা করিতে হইতেছে। এক্ষেত্রে ফরিয়াদি পক্ষ হইতে শেষে যে সকল যুক্তি-তর্কের অবতারণা হইতে পারে, তাহা অনুমান-বলে স্থির করিয়া আমাকে পূর্ব্বাহ্নেই তাহার উত্তর দিয়া রাখিতে হইতেছে। নচেৎ অকারণে দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া আপনাদিগের সময় নষ্ট করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। আইন অনুসারে

অপরাধের "চেষ্টা"

বলিলে কি বুঝায়, তাহা আমি কল্য আপনাদিগকে বলিয়াছি। সাধারণের ধারণা যে, উদ্দেশ্য (intention) স্থির হইলেই অপরাধ সাব্যস্ত হয়। কিন্তু রাজদ্রোহের ধারায় চেষ্টা (attempt) শব্দের প্রয়োগটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। ঐ শব্দের দ্বারা কি বুঝায়, তাহা আমি কল্য বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছি। ১৯০০ সালে বোম্বাই হাইকোর্টের চীফজষ্টিস মহাশয় একটি মামলায় বলিয়াছেন যে, প্রবর্ত্তক উদ্দেশ্য (motive) বা লক্ষ্য (object in view) এবং অপরাধমূলক অভিপ্রায় (criminal intention) না থাকিলে 'চেষ্টা' (attempt) প্রতিপন্ন হয় না। সেইরূপ আবার অবহেলা-বশতঃ যদি কোনও কার্য্য ঘটে, তাহা হইলে তাহাকেও জ্ঞান-কৃত 'চেষ্টা' বলা যাইতে পারে না।

দৈবশক্তি বা অন্য কোনও অনপেক্ষিত প্রবল শক্তির দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হইলে যাহা নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনা থাকে না, তাহাকেই আইন অনুসারে চেষ্টা (attempt) বলে। কিন্তু আমার রচনার ফল যখন ঐরূপ কোনও শক্তির দ্বারা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া বাদি-পক্ষ প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই, তখন আমার অনুষ্ঠিত কার্য্য অপরাধের চেষ্টা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য

সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, এতদুভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কোনও কার্য্য করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী মনের অবস্থাকে অভিপ্রায় (intention) ও কার্য্যের চরম লক্ষ্যকে উদ্দেশ্য (motive) বলা যায়। যেখানে অপরাধ ঘটিয়াছে, সেখানে *উদ্দেশ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিলেও চলিতে পারে; কিন্তু যেখানে* অপরাধের চেষ্টার অভিযোগ করা হইয়াছে, সেখানে অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য উভয়েরই সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা ও বিচার করা আবশ্যক। মিঃ রতনলাল প্রণীত "ক্রিমিন্যাল ল" নামক পুস্তকের ১২৫ পৃষ্ঠায় একটী মোকদ্দমার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ মোকদ্দমায় আসামীর নামে হত্যা করিবার চেষ্টার অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল। আসামী কুঠার উত্তোলন করিয়া বাদীর পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল। সে যখন বাদীর নিকট হইতে কয়েকপদ মাত্র দূরে ছিল, তখন তাহার হস্ত হইতে কুঠারটি কাড়িয়া লওয়া হয়। এইরূপ প্রমাণ-সত্ত্বেও জুরিরা আসামীকে নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তিদান করেন। কারণ, ঐ কয়েকপদ অগ্রসর হইতে হইতে আসামীর মনোভাবের পরিবর্ত্তন বা তাহার চিত্তে অনুতাপের সঞ্চার হইয়া ঐ হত্যাকাণ্ডরূপ মহাপাপ হইতে তাহার স্বতই প্রতিনিবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা যে আদৌ ছিল না, এমন কথা কেহই বলিতে পারে না। ফলকথা, যেখানে কর্ত্তার ইচ্ছাক্রমে কার্য্য অনুষ্ঠিত না হইবার কোনও সম্ভবানা থাকে,

সেখানে সে কার্য্য "চেষ্টা (attempt) নামে অভিহিত হইতে পারে না। এক্ষেত্রে হত্যা করিবার চেষ্টা এতদূর সম্পূর্ণ হয় নাই যে, নিশ্চিতই হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই কারণে আসামীকে জুরিরা অব্যাহতি দান করিলেন।

দ্বিবিধ "চেষ্টা"।

আইনে দুই রকম চেষ্টার উল্লেখ দেখা যায়। দণ্ডবিধির ৫১১ ধারায় যে চেষ্টার কথা বলা হইয়াছে, তাহা ১২৪ (ক) ধারার চেষ্টার অনুরূপ নহে। ৫১১ ধারায় অপরাধ অপেক্ষা অপরাধের চেষ্টার জন্য লঘু দণ্ড বিহিত হইয়াছে; কিন্তু ১২৪ (ক) ধারার অপরাধ ও অপরাধের চেষ্টার জন্য সমান দণ্ড-প্রদানের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এই কারণে ৫১১ ধারার অপরাধ-চেষ্টাকে অসম্পূর্ণ ও ১২৪ (ক) ধারার চেষ্টাকে আমরা *সম্পূর্ণ চেষ্টা নামে অভিহিত করিতে পারি। ১২৪ (ক) ধারার সম্পূর্ণ* চেষ্টার অপরাধে আমি অভিযুক্ত হইয়াছি; কিন্তু আমার রাজদ্রোহ উত্তেজিত করিবার "চেষ্টা" এতদূর বুদ্ধি-পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত ও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হইয়াছিল যে, অন্য কোনও অনপেক্ষিত কারণ উপস্থিত না হইলে, তাহার ফলে দেশে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও বিদ্রোহ প্রভৃতি ঘটিতে পারিত— এরূপ কোনও প্রমাণ সরকারপক্ষ হইতে আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হয় নাই। অথচ এই কয়টি কথা প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে ১২৪ (ক) অনুসারে রাজদ্রোহ হয় না, ইহা এখানকার প্রধান বিচারপতি স্যার জন লরেন্স ও বিচারপতি মিঃ বসটি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন।

জুরিদিগের কৃত আইন।

রাজদ্রোহ-বিষয়ে ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের আইন একবিধ। কিন্তু ইংলণ্ডের জুরিরা সেখানকার মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য সেই আইনকে নূতন মূর্ত্তিদান করিয়াছেন। তাঁহারা কঠোর আইন ও প্রজাসাধারণের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া আইনের নিষ্পেষণ হইতে প্রকৃতিপুঞ্জকে

রক্ষা করিয়াছেন। জজের ন্যায় জুরিদিগেরও আপনাদিগের সিদ্ধান্তের বলে আইনের স্বরূপ পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি আছে। জজের কথা অনুসারেই যে জুরিদিগকে চলিতে হইবে, এমন কোনও আইন নাই। জজের সিদ্ধান্ত যথার্থ বলিয়া স্বীকার না করার জন্য ইংলণ্ডে জুরিদিগের নামে ফৌজদারি মোকদ্দমা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে! কিন্তু আপনাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অর্থাৎ ইংলণ্ডের জুরিরা তাহাতেও বিচলিত না হইয়া রাজ-শক্তির যথেচ্ছাচার হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিয়াছেন। জুরি ভিন্ন আর কেহই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন না। ইংলণ্ডে এই কার্য্য জুরিরা কিরূপে সাধন করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস আমি আপনা-দিগকে সংক্ষেপে বলিতেছি।

বিলাতে রাজদ্রোহের মামলা।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে ও ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র ঘোর অশান্তির সঞ্চার হইয়াছিল; ফ্রান্সদেশে এই সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য জনসাধারণের চিত্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং রাষ্ট্রবিপ্লব-কর আন্দোলনের স্রোত যাহাতে আপনাদের রাজ্য-মধ্যে প্রবেশ না করিতে পারে, তাহার জন্য সকল দেশেরই গবর্ণমেণ্ট তখন সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে যেরূপ সংবাদ-পত্র-মেধ-যজ্ঞের আরম্ভ হইয়াছে, ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে সেইরূপ সংবাদ-পত্রের লেখক ও রাজনীতিক বক্তাদের নিগ্রহ হইতেছিল। সেই সময়ে মিঃ জোন্স নামক একব্যক্তি একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকার প্রচার করেন। কলি-কাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ বিচারপতি ও কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের ইংরাজী অনুবাদক স্যার মনিয়র উইলিয়ম জোন্স মহোদয় ঐ পুস্তিকাটি রচনা করিয়াছিলেন। পুস্তিকায় একজন পণ্ডিত ও একটি কৃষকের কথোপকথনচ্ছলে দেখান হইয়াছিল যে, পার্লামেণ্ট মহাসভায়

জনসাধারণের প্রকৃত মতামত প্রকাশিত হয় না; এই কারণে পার্লামেণ্টের সংস্কার হওয়া আবশ্যক। পার্লামেণ্টের সংস্কার-সাধনের জন্য সে সময়ে ইংলণ্ডে একটি সভাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিলাতের তদানীন্তন রাজপুরুষেরা ঐ পুস্তিকাকে রাজদ্রোহে পরিপূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক উহার লেখকের নামে অভিযোগ উপস্থাপিত করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহার-বিশারদ মিঃ আরস্কিন এই মোকদ্দমায় আসামীর পক্ষ-সমর্থন করিয়াছিলেন। জষ্টিস্ বুলার তখন বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি জুরিদিগকে বলিলেন যে, "আসামীর রাজ-বিদ্রোহ করিবার অভিপ্রায় (intention) ছিল কি না, তাহা স্থির করা জুরিদিগের কার্য্য নহে ;—উহা জজের কার্য্য। আমার মতে লেখকের রচনা নিঃসন্দেহে রাজদ্রোহকর কথায় পরিপূর্ণ।" কিন্তু জুরিরা মনে করিলেন যে, আসামীর অভিপ্রায় (intention) কি ছিল, তাহা স্থির করা তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য—জজের নহে। এই কারণে তাঁহারা পুস্তিকা-প্রকাশ করার জন্য আসামীকে অপরাধী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন ; কিন্তু আসামীর রাজদ্রোহ করিবার অভিপ্রায় সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। তথাপি জজ আসামীকে সেজন্য দণ্ড-দান করিলেন!

এই বিচারফল সম্বন্ধে চারিদিকে বিশেষ আন্দোলন হওয়ায় লর্ড ম্যান্সফীল্ড বাহাদুরের আদালতে পুনরায় এই মোকদ্দমার শুনানি হইল। কিন্তু তাহার বিচারফলও জনসাধারণের নিকট সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায় পার্লামেণ্ট মহাসভায় এবিষয় উত্থাপিত হয়। তথায় লর্ড ম্যান্সফীল্ড ও মিঃ আরস্কিন এবিষয়ে অনেক বাদানুবাদ করেন। পরিশেষে পার্লামেণ্টে এইরূপ আইন পাস হয় যে,—আসামীর অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহা স্থির করা জুরিদিগেরই কার্য্য—জজের কার্য্য নহে। এই আইনই ১৭৯২ সালের "ফক্স লাইবেল এক্ট" নামে পরিচিত। এই আইন পাস হইবার পর হইতে রাজদ্রোহের মামলায়

আসামীর উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় নির্দ্ধারণ করিবার ভার সর্ব্বত্র জুরিদিগেরই উপর অর্পিত হইতেছে। যেখানে ক্ষমতাপন্ন বলবান্ রাজপুরুষদিগের ও দুর্ব্বল প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে কোনও বিষয়ে সংঘর্ষ বা মতভেদ উপস্থিত হয়, সেখানে জুরিদিগকে উহার ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করিবার গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। জজ যতই উদার-চিত্ত হউক না কেন, তাঁহার হস্ত-পদ নির্দ্দিষ্ট আইন, পদ্ধতি ও নজীর প্রভৃতির সূত্রে বদ্ধ থাকে। জুরি-গণ সেরূপভাবে কোনও বিষয়ে বদ্ধ থাকেন না। ব্যবস্থাপক সভা যেরূপ আইনের পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করিয়া থাকেন, জুরিদিগের সিদ্ধান্তের দ্বারা সেইরূপ আইনের দোষসমূহ সংশোধিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের পার্লা-মেণ্ট মহাসভা জুরিদিগের ও প্রকৃতিপুঞ্জের পৃষ্ঠপোষকতা করেন বলিয়া তথায় জনসাধারণের মতানুকূল আইন পাস হইয়াছিল। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট যে আইন পাস করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ঐ আইন ভারতবর্ষেও প্রযুক্ত হইবার যোগ্য। অন্ততঃ পক্ষে এই হাই-কোর্টে ঐ আইন অনুসারে কার্য্য হওয়া উচিত। ১৮৯৮ সালের রাজ-বিদ্রোহ-বিষয়ক ভারতীয় আইনে এই সকল মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগেরও হস্তে অর্পিত হইয়াছে। ইহা আইনের একটী দোষ বা ত্রুটী, সন্দেহ নাই। এই কারণে আমার বিচার যে জুরির সমক্ষে হইতেছে, ইহা আমি সৌভাগ্য বলিয়াই মনে করি।

১৭৯২ সালের পরবর্ত্তী মামলা।

১৭৯২ সালের আইন পাশ হওয়ার পর ১৭৯৩ সালে বিলাতে মিঃ ল্যাম্বার্ট ও পেরী নামক দুইজন ভদ্রলোকের নামে তাঁহাদের সংবাদপত্রে রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা প্রকাশের অপরাধে অভিযোগ উপস্থাপিত করা হয়। জনসাধারণের চিত্ত সে সময়ে নানা কারণে উত্তেজিত ছিল বলিয়া এরূপ বক্তৃতা প্রকাশ করায় রাজ-দ্রোহ হইয়াছে বলিয়া রাজপুরুষেরা নির্দ্দেশ করেন। এই মোকদ্দমায় জুরিরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন

যে, আসামীরা বক্তৃতাপ্রকাশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য কোনরূপেই মন্দ ছিল না। জজ বাহাদুর এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। তখন জুরিগণ আসামীদিগকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন।

১৭৯৬ সালে জন গ্রীভ্‌স নামক এক ভদ্রলোকের নামে রাজদ্রোহের অভিযোগ হয়। "ষ্টেট ট্রায়েলস্" নামক গ্রন্থের ৫০৩ পৃষ্ঠায় আপনারা এই মোকদ্দমার বিবরণ দেখিতে পাইবেন। এই ব্যক্তি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন যে, পার্লামেণ্ট সভার সাহায্যে রাজকার্য্য-পরিচালন অপেক্ষা একজন অসীমশক্তিশালী রাজারই হস্তে শাসনভার থাকা ইংলণ্ডের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকর। পার্লামেণ্ট ইংরাজজাতির অতিপ্রিয় সামগ্রী বলিয়া এইরূপ যথেচ্ছাচার রাজার হস্তে শাসনভার অর্পণের প্রস্তাব জনসাধারণের নিকট ভয়ঙ্কর বলিয়া বিবেচিত হইল। খাস পার্লামেণ্টের আদেশে এই অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছিল। তথাপি এই মোকদ্দমার শুনানির পর জুরিগণ বলিলেন যে, আসামী নির্দ্দোষ! কারণ তাঁহাদের মতে লেখকের ভাষা দোষপূর্ণ হইলেও লেখকের উদ্দেশ্য মন্দ ছিল না; তদ্ভিন্ন ইংলণ্ডের প্রত্যেক ভদ্রলোকেরই স্বাধীনভাবে স্বীয় মন্তব্য-প্রকাশের অধিকার থাকা উচিত। ঐ সালেই জন গিল নামক আর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ হইয়াছিল। এই ব্যক্তি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, আমাদের বিধিসঙ্গত আন্দোলন-সত্ত্বেও যদি গবর্ণমেণ্ট শাসন-সংস্কারে প্রবৃত্ত না হইয়া একগুয়েমি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে প্রত্যেক ইংরাজ হয় রণভূমির উপর, না হয়, ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইবেন। এই মোকদ্দমাতেও জুরিরা আসামীকে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রচার করেন।

১৮১০ সালের মামলা।

সরকার পক্ষে মিঃ ইন্‌ভেরেরিটি এই মোকদ্দমার প্রারম্ভকালে ১৮১০

সালের একটি মোকদ্দমায় তদানীন্তন জজ সাহেব জুরিদিগকে মোকদ্দমা বুঝাইবার সময় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে কয়েকটি বাক্য আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন। কিন্তু ঐ মোকদ্দমায় জুরিরা যে রায় দিয়াছিলেন, তাহা তিনি আপনাদিগকে শুনান নাই। কিন্তু শুদ্ধ জজের মন্তব্য আপনাদিগকে শুনাইয়া ফল কি? তাঁহার মতের মূল্য অতি অল্প। *মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা জুরিদিগের মতের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে।* ১৮১০ সালের মামলায় আসামী লিখিয়াছিলেন যে, এই গবর্ণমেণ্টের যদি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডবাসীর অশেষ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। এই মোকদ্দমার শুনানির পর জজ সাহেবও বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন বলিলে বর্ত্তমান শাসনের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব-লোপ বুঝায় না। জুরিগণ এই মোকদ্দমায় আসামীকে যে নির্দ্দোষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

জুরিদিগের কর্ত্তব্য।

ইংলণ্ডের রাজদ্রোহের মামলার ইতিহাস এইরূপ। অবশ্য কতকগুলি মোকদ্দমায় আসামীদের যে দণ্ড হইয়াছিল,একথা আমি আপনাদের নিকট গোপন করিতে চাহি না। কিন্তু আমার প্রধান বক্তব্য এই যে, আসামীর অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য ভাল কি মন্দ, তাহা নির্দ্ধারণ করা জুরিদিগের কার্য্য, ইহা আপনারা স্মরণ রাখিবেন। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের আইন এই আদালতেও প্রযোজ্য। লোকে স্বাধীন চিন্তার ও স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার পাওয়ায় ইংলণ্ড বর্ত্তমান উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমার প্রচারিত প্রবন্ধগুলি আপনাদের ভাল লাগিবে কিনা, তাহার মীমাংসা করিবার এস্থান নহে; একজনের মত যে অপর সকলেরই নিকট গ্রাহ্য হইবে, ইহাও সম্ভবপর নহে। সকলেই আপন মতকেই সত্য ভাবিয়া উহার প্রচারে যত্নশীল হইয়া থাকে। আজ আমার মত গবর্ণমেণ্টের ভাল লাগিতেছে না বলিয়া আমি এই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছি। কল্য

হয়ত আপনাদের মধ্যে কাহারও ভাগ্যে আমারই অবস্থা ঘটিতে পারে। আজ যদি আপনারা স্থির করেন যে আমার স্বাধীনভাবে মত-প্রকাশের অধিকার আছে, তাহা হইলে কল্য (ভবিষ্যতে) উহা আপনাদের ও অপর সকলের উপকারে আসিতে পারে। আজ যদি আপনারা আমার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করেন, কল্য আপনাদিগকেও ঐ স্বাধীনতা হইতে নিশ্চিত বঞ্চিত হইতে হইবে—ইহা স্মরণ রাখিবেন। কেসরীতে প্রকাশিত প্রবন্ধে আমি কেবল শাসন-নীতির সংস্কার প্রার্থনা করিয়াছি। আমার আইন লঙ্ঘন করিবার উদ্দেশ্য (criminal intention) ছিল না। এই কারণে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ইংলণ্ডে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যাহা করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে আপনাদের তাহাই করা উচিত। যাঁহারা শাসন-সংস্কারের সদুদ্দেশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাজনীতিক আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহাদিগের রক্ষার ভার যদি জুরিরা না গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আর কে করিবে?

১৮৮৬ সালের মামলা।

প্রায় ছাবিংশ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে মিঃ বর্ণস্ ও হিণ্ডম্যান প্রভৃতির নামে রাজবিদ্রোহের মামলা (Cox's cases pp. 35[illegible]) হয়। সেই মামলার বিচারকালে স্থির হয়, শুদ্ধ অভিযুক্ত রচনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া জুরিদিগের কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নহে, রচনার ভাবার্থের সহিত উহার পারিপার্শ্বিক ও আনুষঙ্গিক অবস্থারও বিচার করা বিধেয়। কারণ, রাজবিদ্রোহ করিবার অভিপ্রায় আসামীর ছিল কিনা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচারপূর্ব্বক তাহা স্থির করাই এইরূপ মোকদ্দমার প্রধান অঙ্গ। এইরূপ হেতুবাদে এই মোকদ্দমার আসামীদিগকে অব্যাহতি দান করা হইয়াছিল। এই মোকদ্দমার আসামী বর্ণস্ সাহেব সংপ্রতি ইংলণ্ডীয় মন্ত্রি-সমাজে স্থান লাভ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, ১২৪ (ক) ধারায় চেষ্টা (attempt) শব্দের প্রয়োগ থাকায় ফরিয়াদি পক্ষকে কোন্ কোন্

কথা সপ্রমাণ করিতে হয়, তাহা এই মোকদ্দমার বিবরণের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যাইবে।

ইংলণ্ডের রাজদ্রোহের মামলার ইতিহাস যেরূপ, আমেরিকার ইতিহাসও সেইরূপ। আমেরিকার ঔপনিবেশিকদিগেরা স্বাধীনতালাভ করিবার পূর্ব্বে সেখানেও এইরূপ ঘটিত। ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ জেঙ্গর নামক এক সংবাদপত্র-সম্পাদকের নামে যে রাজদ্রোহের অভিযোগ হইয়াছিল, তাহা বহুপরিমাণে আমার বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগের অনুরূপ ছিল। ঐ মোকদ্দমাতেও ফরিয়াদি পক্ষ স্থানীয় দুই জন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টারকেই নিযুক্ত করিয়া আটকাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং প্রবন্ধের লাক্ষণিক অর্থের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াছিলেন। তথাপি ঐ মোকদ্দমায় প্রবন্ধের ফলিতার্থ ও লেখকের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় নির্দ্ধারণ করিবার ভার জুরিদিগেরই উপর সমর্পিত হইয়াছিল। আসামী পক্ষের বারিষ্টার দেখাইলেন যে, লাক্ষণিক অর্থের উপর নির্ভর করিয়া যদি রাজদ্রোহের নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে বাইবেল হইতেও রাজদ্রোহ আবিষ্কার করিতে পারা যায়। বলা বাহুল্য, জুরিরা ফরিয়াদি পক্ষের দ্বারা অভিভূত না হইয়া এই মোকদ্দমার আসামীকে অব্যাহতি দান করিয়াছিলেন। ফলকথা, শুদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেই সরকারের নিন্দা হয় না এবং কিরূপ রচনা নিন্দনীয়, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার সীমাই বা কত দূর, তাহা নির্ণয় করা জুরিদিগেরই কার্য্য। এই কারণে জুরিদিগকে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষণ বা হরণ-বিষয়ে একমাত্র প্রভু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।

১৬ই জুলাই—অপরাহ্ণে।

কিঞ্চিৎ জল-যোগ ও বিশ্রামের পর জজ ও জুরিরা আসিয়া আবার আসন-পরিগ্রহ করিলে শ্রীযুক্ত তিলক তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বলেন,—যত দিন পর্য্যন্ত ১২৪ (ক) ধারায় "চেষ্টা" (attempt) শব্দের অস্তিত্ব থাকিবে, তত দিন পারিপার্শ্বিক অবস্থার ও

যে সময়ে প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছে, সেই সময়ের বিশেষত্বের বিষয় জুরিগণ যাহাতে বুঝিতে পারেন, তদুপযোগী প্রমাণ প্রয়োগ করিতে ফরিয়াদি পক্ষ বাধ্য থাকিবেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ফরিয়াদি পক্ষ এ সকল বিষয়ের কোনও প্রমাণ উপস্থাপিত করেন নাই। পক্ষান্তরে আমি সে বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহারা তাহাতে আপত্তি করিলেন। আমি সমস্ত অবস্থা বুঝাইবার জন্য প্রমাণ প্রয়োগ করায় আমার শেষে বক্তৃতা করিবার অধিকার হরণ করা হইয়াছে। ফরিয়াদি পক্ষের অবৈধ ব্যবহারের জন্য আমাকেও বাধ্য হইয়া শেষে বক্তৃতা করিবার অধিকার ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমার প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য কি ও কিরূপ প্রসঙ্গে উহা আমি লিখিয়াছি, তাহা প্রবন্ধেই স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। "দেশের দুর্দ্দৈব" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষে আমি স্পষ্টই বলিয়াছি যে, গবর্ণমেণ্টকে কতকগুলি কথা জানাইবার ও বর্ত্তমান অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্র-সম্পাদকদিগের কথায় কর্ণপাত করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে হিতকর হইবে না—আমাদের পরামর্শে কর্ণপাত করাই বিধেয়, এরূপ কথা প্রবন্ধের তিন চারি স্থলে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি। আমার উদ্দেশ্যের বিষয় আমি এইরূপ স্পষ্টাক্ষরে প্রবন্ধে নির্দ্দেশ করিলেও, যখন ফরিয়াদি পক্ষ বলিতেছেন যে, উহা আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না, রাজদ্রোহের উত্তেজনা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, তখন সে বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ করা কি বাদিপক্ষের উচিত ছিল না? জোন্স সাহেবের প্রকাশিত পুস্তিকার মোকদ্দমার সময় আসামীপক্ষের ব্যারিষ্টার মিঃ আরস্কিন জুরিদিগকে দেখাইয়াছিলেন যে, ঐ পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় পুস্তিকা-রচনার উদ্দেশ্য বিবৃত হইয়াছে। ঐ বিবৃতির উপর নির্ভর

করিয়াই জুরিরা আসামীকে নির্দ্দোষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রেও সেরূপ হইবে না কেন? আমার প্রবন্ধে যে উদ্দেশ্যের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা অবিশ্বাস্য মনে করিবার কারণ কি আছে? ফরিয়াদি পক্ষ সে বিষয়ে কোনও প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন কি? ফলতঃ এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্র-সম্পাদকগণের অমূলক উক্তির উত্তর-দানের ও গবর্ণমেণ্টকে প্রকৃত হিতোপদেশ দিবার জন্যই ঐ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল।

সংবাদপত্র-সম্পাদকের কর্ত্তব্য।

ফরিয়াদি পক্ষ হয়ত বলিবেন যে—"যদি তাহাই তোমার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলে তুমি রাজপুরুষদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে গোপনে তোমার পরামর্শ বা উপদেশ দান করিলেই চলিত।" ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, রাজপুরুষদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভ্যাস আমার নাই, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিলে তাহার ফলই বা কি হইত, তাহা আমি বলিতে পারি না। এরূপ সন্দেহ-স্থলে আমি সে পথ অবলম্বন সঙ্গত মনে করি নাই। বিশেষতঃ আমি যখন একজন সংবাদপত্র-সম্পাদক, আমার পত্রের প্রচার ভারতের সকল সংবাদ-পত্র অপেক্ষা অধিকতর, জনসাধারণের মতামত ব্যক্ত করাই যখন আমার কাজ, তখন আমি কর্ত্তব্যবোধে প্রবন্ধ লিখিয়া তাহাই করিয়াছি। আমি যে আর কোনও কার্য্য করিতে অসমর্থ বলিয়া সংবাদ-পত্র পরিচালন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা নহে, লোকমত প্রচার ও সংগঠন করিবার উদ্দেশ্যেই আমি এই কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও আমাকে কর্ত্তব্যবোধে মজঃফরপুরের বোমা-বিভ্রাট-সম্বন্ধে লোকমত প্রকাশ করিতে হইয়াছে। কর্ত্তব্যানুরোধেই আমি ঐ প্রবন্ধ লিখিয়াছি—বিরাগ উৎপাদনের জন্য লিখি নাই। হইতে পারে, এই কার্য্যে আমার স্থান-বিশেষে ভ্রম হইয়াছে, হয়ত প্রবন্ধের দুই এক স্থলে দুই একটি এমন শব্দের ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছি যে, তাহা আরাম "কেদারায় শয়ান

শান্ত-চিত্তে সমালোচনা-কারীর নিকট অসমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু সেই জন্য আমার সদভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দেহ করা হৃদয়হীনতার পরিচায়ক হইবে। আমি যে অবস্থায় পতিত হইয়া ঐ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, সেরূপ অবস্থায় হয়ত জুরী মহাশয়েরা কখনও পড়েন নাই। কিন্তু আমার অবস্থা বুঝিবার জন্য আপনাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। আমি আপনাদিগকে কতকগুলি সংবাদ-পত্র পড়িয়া শুনাইব—তাহা হইতে আপনারা আমার অবস্থা অনেকটা বুঝিতে পারিবেন।

ইংলণ্ডে জাতিভেদ নাই, তথাপি রাজনীতিক দলাদলি যথেষ্ট আছে। ভারতবর্ষেও রাজনীতিক দলাদলি আছে—অনেকগুলি দল আছে। এই রূপ বহু দল ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা থাকিলে প্রত্যেক সমস্যারই নানা দিক্ দিয়া আলোচনা হইয়া থাকে। আলোচ্য দুর্ঘটনা সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে। মজঃফরপুরের ব্যাপারটি যে শোচনীয় হইয়াছে, সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই; কিন্তু উহার প্রতিকারের জন্য যে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তদ্বিষয়েই নানাপ্রকার মতভেদ ঘটিয়াছে। এই বাদানুবাদ সর্ব্বপ্রথম এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্র-সম্পাদকগণ উপস্থিত করেন। তাঁহাদিগের কথার উত্তরে আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে হইলে প্রথমে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা আপনাদের জানা আবশ্যক। মজঃফরপুরের দুর্ঘটনার পুনরভিনয় রহিত করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বনীয়, তাহা একটী জন-হিতকর (public question) সমস্যা। আইন অনুসারে এ বিষয়ের আলোচনা করিবার অধিকার সকলেরই আছে। এইরূপ বিপৎকালে ঈদৃশ বিষয়ের আলোচনা নিতান্ত নিরাপদ নহে, সত্য; কিন্তু কর্ত্তব্য-সত্ত্বেও যদি তাহা না করি, তাহা হইলে সংবাদপত্র-পরিচালন কার্য্য নিরস্ত হওয়াই বিধেয়। তাই ভারতের সকল শ্রেণীর সংবাদ-পত্রই এই বিষয়ের তর্কে প্রবৃত্ত হন। সত্যের অনুরোধে আমাকেও এবিষয়ে আমার সমাজের মত-প্রকাশ করিতে হইয়াছে।

উভয়পক্ষের বাদানুবাদের প্রকৃতি।

এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্র-সম্পাদকেরা বলিতেছেন যে, নেটীবদিগের রাজনীতিক আন্দোলনের জন্যই বোমা-বিভ্রাট ঘটিয়াছে। পাইওনীয়ার ৭ই মে তারিখে The Cult of the Bomb (বোমার দল) শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখেন, তাহার উত্তরে আমাকে "বোমার রহস্য" নামধেয় প্রবন্ধ লিখিতে হয়। পাইওনীয়ার যাহা লিখিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে দেশের লোকের মনোভাব কি, তাহা লেখা আমার কর্ত্তব্য ছিল—সে কর্ত্তব্য ভয়ঙ্কর হইলেও আমাকে তাহা পালন করিতে হইয়াছিল। বোমা-জনিত দুর্ঘটনাকে যে আমি প্রথমাবধিই শোচনীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা আমার প্রথম প্রবন্ধের "দেশের দুর্দ্দৈব" এই শিরোনাম হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। পাইওনীয়র-প্রমুখ সাহেবী সংবাদপত্রে যখন লিখিত হইতে লাগিল যে, ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইতে সামান্য স্বদেশী বক্তা পর্য্যন্ত—কংগ্রেসের নরম গরম উভয় দলেরই আন্দোলনকারিগণ, সংবাদপত্র-লেখক ও সম্পাদকগণ এবং বিগত ত্রিশ বৎসরকাল যাঁহারা রাজনীতি-বিষয়ে রচনা ও বক্তৃতাদ্বারা আন্দোলন করিয়া আসিয়াছেন—সকলেই মজঃফরপুরের বোমার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী,—যখন "ইংলিশম্যান্", "টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া", "লণ্ডন টাইম্‌স্" প্রভৃতি প্রায় সকল সাহেবী-সংবাদপত্রেই এইরূপ লিখিত হইতে লাগিল, এবং দেশের সর্ব্বপ্রকার আন্দোলন রহিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরোধ চলিতে লাগিল, তখন তাঁহাদের উক্তির অযৌক্তিকতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বোমার প্রকৃত কারণের নির্দ্দেশ করা আমার কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল। এরূপ অবস্থায় পড়িলে আপনারা কি করিতেন? আপনারা কি প্রতিপক্ষের এইরূপ দোষারোপের খণ্ডন করিতে অগ্রসর হইতেন না? আমি যে সকল সংবাদপত্র দাখিল করিয়াছি, তাহা পাঠ করিলে এ বিষয়ে দেশবাসীর অভিপ্রায় কিরূপ ছিল, তাহা আপনারা দেখিতে পাইবেন। আমিও

আমার দেশবাসীর মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্যই প্রবন্ধ লিখিয়াছি। এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্র-সমূহে যে মতামত প্রকাশিত হইয়াছে, হয়ত, তাহাই আপনাদের ভাল লাগিতে পারে। কিন্তু আমার রচনার উদ্দেশ্যের বিচার-কালে আপনাদিগকে আমার অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। তাহা যদি আপানারা বিবেচনা করিয়া না দেখেন, তাহা হইলে আপনাদের সিদ্ধান্ত ভ্রমপূর্ণ হইবে।

কেসরীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ।

পাইওনীয়ার প্রমুখ সংবাদ-পত্র আপনাদিগকে ও রাজপুরুষদিগকে ছাড়িয়া দেশের অপর সকলকেই বোমার জন্য দায়ী করিতে চাহিতে-ছিলেন। এই কারণে, রাজপুরুষদিগের যথেচ্ছাচারের জন্যই যে বোমা-বিভ্রাট ঘটিয়াছে, ইহা দেখান আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছিল। এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা কেবল শাসন-সংস্কারের প্রার্থী। কিন্তু রাজপুরুষেরা সে বিষয়ে অমনোযোগী হইয়া আন্দোলনকারীদিগকেই অকারণে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সংবাদ-পত্রের সহিত আমার এই বিষয় লইয়া—"বোমা-বিভ্রাটের জ[illegible] প্রকৃত পক্ষে দায়ী কে"—তাহা লইয়া তর্ক চলিতেছিল। সাহেবী [illegible] এ বিষয়ে যে সকল তর্ক উত্থাপিত হইতেছিল, ক্রমশঃ আমাকে সে [illegible]কলের উত্তর দান করিতে হয়। প্রথম দুই সপ্তাহের অর্থাৎ ১২ই ও ১৯শে মে তারিখের কেসরীতে আমি এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সম্পাদকদিগের মতের খণ্ডন করি। ইহার পর বোমা-বিভ্রাট সম্বন্ধে বিলাতের লোকের মত বিলাতী ডাকে এদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। তদবলম্বনে একটি প্রবন্ধ ("বোমার প্রকৃত অর্থ") প্রকাশ করি। ইতোমধ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য সম্বন্ধে ও সংবাদ-পত্র-সম্বন্ধে নূতন বিধান প্রণীত হয়। পরবর্ত্তী সপ্তাহে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া "এ সকল উপায় স্থায়ী নহে" ইতি-শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিত হয়। ইহা হইতে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, প্রতি সপ্তাহে

যে সকল প্রধান প্রধান ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া আমি প্রবন্ধ লিখিয়াছি। যদি প্রচলিত বিষয়ের আলোচনা করিয়াই প্রবন্ধ না লিখিব, তবে আর সংবাদ-পত্রে লিখিব কি? বোমা-বিভ্রাটের জন্ত দেশের অবস্থা বিপজ্জনক হইয়াছিল সত্য; কিন্তু তাহাতে ভয় পাইয়া কি সে বিষয়ে আলোচনায় নিরস্ত হওয়া উচিত ছিল? তখন প্রচলিত বিষয়ের চর্চা ছাড়িয়া দিয়া বেদান্ত সম্বন্ধে বা মিশর দেশের প্রাচীন শিলালিপি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ লিখিলে সঙ্গত হইত বলিয়া কি আপনারা মনে করেন? ফলকথা, বোমা সম্বন্ধে সর্ব্বত্র যখন বাদানুবাদ হইতেছিল, তখন তৎসম্বন্ধে আমার বিবেক-সঙ্গত মত প্রকাশ করা আমি আবশ্যক বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম।

ফরিয়াদি পক্ষ আপনাদিগকে সমগ্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন ও করিবেন। আমি আপনাদিগকে শুদ্ধ কেসরীরই সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ না করিয়া, এই বাদানুবাদের আমূল বিবরণ পাঠ করিয়া মতামত স্থির করিতে অনুরোধ করিতেছি। এই বিষয়ে আপনাদিগের সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যেই আমি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখপত্র-সমূহের মতামত প্রমাণরূপে এই মোকদ্দমায় দাখিল করিয়াছি। এই বাদানুবাদের প্রকৃতি ও অবস্থা বুঝাইবার জন্ত এই সকল প্রমাণের প্রয়োগ করা ফরিয়াদি পক্ষেরই উচিত ছিল; কিন্তু তাঁহারা সে ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। শুদ্ধ তাহাই নহে; এইরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আমাকে শেষে বক্তৃতা করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তাঁহাদের এই ব্যবহার আইন-সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু ন্যায়-সঙ্গত নহে।

অনুবাদে ভ্রম।

"কুক্কুরকেও ফাঁসি দিবার পূর্ব্বে তাহার প্রতি একটা দোষারোপ করা উচিত"—এই মর্ম্মের একটি প্রবাদ ইংরাজী ভাষায় আছে। আমাকে

দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্যও সেইরূপ আমার প্রবন্ধের ভ্রমপূর্ণ অনুবাদ দাখিল করা হইয়াছে এবং সেই ভ্রান্ত অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া আমাকে অপরাধী প্রতিপন্ন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জোশীর জেরা হইতে আপনারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, অনুবাদে কিরূপ ভ্রম সংঘটিত হইয়াছে। এই ভ্রান্ত অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা গর্হিত কার্য্য হইবে। অনুবাদে ভ্রম আছে, ইহা বুঝিতে পারিবা মাত্র আমাকে অব্যাহতি দান করা আপনাদের কর্ত্তব্য। আমি যেখানে রজ্জুতে সর্প ভ্রমের কথা বলিয়াছি, সেখানে অনুবাদে mistaking to be a snake না করিয়া saying a snake করা হইয়াছে, এবং ফরিয়াদি পক্ষের ব্যারিষ্টার ঐ ভ্রান্ত অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া আপনাদিগকে বুঝাইয়াছেন যে, কেসরীর প্রবন্ধে গবর্ণমেণ্টকে "সর্প" বলা হইয়াছে! অনুবাদে ভুল থাকিলে লাক্ষণিক অর্থ-নির্ণয়েও ভ্রম ঘটিবে, ইহা বিচিত্র নহে। অনেক স্থানেই হাইকোর্টের অনুবাদকের ভাষান্তরে অর্থের অনর্থ ঘটিয়াছে, ইহা আমি শ্রীযুক্ত জোশীর জেরায় আপনাদিগকে দেখাইয়াছি। ইহার উপর আবার মুদ্রাকরেরা অনুগ্রহ করিয়া সহায়তা করিয়াছে। "কিং" শব্দ বড় "কে" দিয়া মুদ্রিত করায় ঐ সামান্য রাজবাচক শব্দটি সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড মহোদয়ের বাচক হইয়া উঠিয়াছে! তাহা দেখিয়া পাঠকগণের এইরূপ ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা যে, কেসরী-সম্পাদক সম্রাট্ মহোদয়ের বিরুদ্ধেই লেখনী-চালনা করিয়াছেন। গোরা (শ্বেতাঙ্গ) শব্দের দ্বারা আমরা সাধারণতঃ ইউরোপীয়ান বুঝিয়া ও বুঝাইয়া থাকি। কিন্তু ইংরাজী অনুবাদে white পদের প্রয়োগ করায় শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের পার্থক্যের প্রতি সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং বর্ণগতবিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া ধারণা জন্মে। "জুলমী" শব্দের অনুবাদে despotic, tyrannical ও oppressive প্রভৃতি

শব্দের ব্যবহার সঙ্গত হয় নাই। রাজনীতিক আলোচনায় despotic শব্দের ভূরি ভূরি ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু despotic, tyrannical ও oppressive শব্দের অর্থ-গত সূক্ষ্ম ভেদ বুঝিবার শক্তি হাইকোর্টের অনুবাদকের নাই। যদি কেহ বলেন যে, "তাহা হইলে প্রবন্ধগুলির প্রকৃত অনুবাদ আপনি করিয়া দাখিল করুন না কেন?" তাহা হইলে আমার এই উত্তর যে, বিনা পারিশ্রমিকে আমি গবর্ণমেণ্টের জন্য সে কার্য্য করিতে যাইব কেন? (সকলের হাস্য) অনুবাদ যথাযথ হয় নাই, ইহা দেখাইয়া দিলেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়। যে সকল কথা কিয়ৎপরিমাণেও আমার বিরুদ্ধে যাইতে পারে, সেই সকল শব্দের অনুবাদে ঐ অর্থেরই তীব্রতা-ব্যঞ্জক শব্দসমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলিতে পারি, যেখানে killing শব্দের ব্যবহার করা উচিত ছিল, সেখানে assassination, Despotism স্থলে tyranny, evil genius স্থলে fiend প্রভৃতি পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, যে সকল শব্দের অর্থ আমার নির্দ্দোষতা প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে অনুকূল, সেই সকল শব্দের ভাষান্তর-কালে মৃদুভাববোধক ইংরাজী শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে! "মাথেফিরু", "আততায়ী" প্রভৃতি নিন্দাব্যঞ্জক ও পাপিষ্ঠতা-বোধক শব্দ প্রয়োগ করিয়া আমি বোমা-নিক্ষেপকারীদের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছি; কিন্তু ইংরাজী অনুবাদে এরূপ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে যে, তাহাতে ঐ সকল শব্দের তীব্রতা কমিয়া গিয়াছে। ইচ্ছা-পূর্ব্বক এইরূপ করা হইয়াছে, এমন কথা আমি বলি না। কিন্তু এই সকল ভ্রমের জন্য, হাইকোর্টের অনুবাদকের ভাষান্তর (তরজমা) একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেসরীতে আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহার সহিত ইংরাজী অনুবাদের ভাবগত সাদৃশ্য আদৌ নাই। এই অনুবাদের বা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের জন্য হাইকোর্টের অনুবাদকই দায়ী—তাঁহার লেখার জন্য আমি জেলে যাইব কেন? ফলতঃ এক্ষেত্রে

হয়, বিশুদ্ধ অনুবাদ দাখিল করিতে, না হয় আমায় অব্যাহতি দান করিতে আদেশ করাই বিধেয়।

[এইখানে তিলক মহাশয় অভিযোগের বিষয়ীভূত প্রবন্ধাবলীর প্রতিলিপি মারাঠী ভাষাভিজ্ঞ জুরিদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া অনুবাদের আরও বহুসংখ্যক ভ্রম প্রদর্শন করিলেন, এবং বলিলেন যে, অনুবাদের যে সকল অংশে ভ্রম ঘটিয়াছে, তাহা চিহ্নিত করিয়া কল্য আপনা-দিগকে প্রদান করিব।” তখন বিচারপতি মিঃ ডাওয়ার জুরিদিগকে বলিলেন, আপনাদের মধ্যে যাঁহারা মারাঠী ভাষা বুঝেন, তাঁহারা অবশ্য অনুবাদ ভুল হইয়াছে কিনা দেখিবেন এবং যে সকল জুরি মারাঠী বুঝেন না, তাঁহারা এ বিষয়ে মারাঠীভাষাভিজ্ঞ জুরিদিগের সহায়তা গ্রহণ করিবেন। কিন্তু মূল প্রবন্ধের চিহ্নিত অংশগুলির অর্থ সম্বন্ধে জুরি মহাশয়েরা বাহিরের কোনও লোকের যেন সাহায্য-গ্রহণ না করেন।]

(বিচারপতির কথা শেষ হইলে তিলক মহাশয় বলেন—) ইংরাজী অনুবাদে যে সকল ভুল হইয়াছে, তাহা আমি কল্য আরও বিস্তারিতরূপে আপানাদিগকে দেখাইব। নূতন রাজনৈতিক ভাব প্রকাশের জন্য আজকাল সংবাদপত্র-লেখকদিগকে অনেক প্রাচীন শব্দ নূতন অর্থে ও অনেক নূতন সংস্কৃত শব্দেরও প্রয়োগ করিতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে প্রাচীন আভিধানিক অর্থ অনুসারে অনুবাদ করিলে তাহা কখনই প্রকৃত-ভাবের দ্যোতক হইতে পারে না। সরকারি অনুবাদকেরা ঐরূপ করাতেই গোল বাধিয়াছে। মহারাষ্ট্র-ভাষা-ভাষী সমাজের-রীতি নীতি, পূর্ব্ব-ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থা এবং তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির বিষয়ও আপনাদের যথাযথভাবে জানা উচিত। জুরিদিগের মধ্যে যাঁহাদের এবিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা আছে, আশা করি, তাঁহাদের নিকট হইতে অপর জুরিরা তাহা জানিয়া লইবার চেষ্টা করিবেন। এই সকল

পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয় না জানিলে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ও লেখকের অভিপ্রায় আপনাদের বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

১৭ই জুন (দায়রার পঞ্চম দিবস)।

শুক্রবার বেলা ১১॥০টা হইতে ২॥০টা পর্য্যন্ত মোকদ্দমার শুনানি হইয়াছিল। ২॥০টার পর আদালত বন্ধ হয়। পরদিন শনিবারেও মোকদ্দমার শুনানি হয় নাই। কারণ বোম্বায়ে শুক্রবার ও শনিবার মেল ডে বা বিলাতে ডাক যাইবার দিন। কাজেই জুরিরা আদালতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শুক্রবারে বক্তৃতার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত তিলক জুরিদিগকে তাঁহার পূর্ব্বদিনের বক্তৃতার সার-মর্ম্ম স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন,—

আমার প্রবন্ধগুলি এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহের মতের প্রতিবাদ ও গবর্ণমেণ্টের প্রতি উপদেশ ভিন্ন আর কিছুই নাই। সাহেবী সংবাদপত্রে প্রকাশিত মন্তব্য-সমূহ আমার দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক ছিল বলিয়া আমাকে সে সকলের প্রতিবাদ করিতে হয়। বোমা-বিভ্রাট-সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া সাহেব সম্পাদকেরা কিরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন ও তাহার তুলনায় আমার প্রবন্ধের ভাষা কিরূপ মৃদু, তাহা আপনারা তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমি ঐ সকল প্রবন্ধ আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেছি, তাহা হইলেই আপনারা আমার উক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন। ঐ সকল প্রবন্ধে আমাদের সমাজের বিরুদ্ধে বিবিধ ভয়ঙ্কর দোষের আরোপ করা হইয়াছিল। সংবাদপত্রের সম্পাদকরূপে কি সে সকলের উত্তর-দান করা আমার কর্ত্তব্য ছিল না?

দুই দল।

যাঁহাদিগের মধ্যে এই বাদানুবাদ চলিতেছিল, তাঁহারা যদি এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান ও ভারতবাসী এই দুই শ্রেণীর লোক হইতেন, তাহা হইলে এই বিবাদকে অনায়াসেই সাম্প্রদায়িক বিরোধ নামে অভিহিত করিতে

পারা যাইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সাম্প্রদায়িক বিরোধ নহে। এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সমাজেরও অনেক লোক আমাদের দলে আছেন, অবশিষ্ট সকলে অন্য দলভুক্ত। জাতিগত বা বর্ণভেদ-গত বিদ্বেষ এই বিবাদের মূল কারণ নহে। উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ-গত বিরোধ হইতে এই কলহের সূত্রপাত হইয়াছে। তন্মধ্যে এক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষায় যত্নপ্রকাশ আমার কর্ত্তব্য ছিল। এই দুই সম্প্রদায়কে এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান ও নেটিব নামে অভিহিত না করিয়া Pro-bureaucratic ও Anti-bureaucratic অথবা Pro-Congress ও Anti-Congress অর্থাৎ রাজপুরুষদিগের যথেচ্ছাচারপূর্ণ প্রাধান্য রক্ষার পক্ষপাতী ও তদ্বিরোধী বা কংগ্রেসের (শাসন-সংস্কারের) পক্ষপাতী ও উহার বিরোধী, এই নামে অভিহিত করা উচিত। ফরিয়াদি পক্ষ ১৯শে মে তারিখের কেসরীতে প্রকাশিত "ডবল উপদেশ" (Double Hint) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দাখিল করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে আমি পূর্ব্বোক্ত উভয় সম্প্রদায়কেই লক্ষ্য করিয়া সময়োচিত উপদেশ বা পরামর্শ দান করিয়াছি। প্রত্যেক সপ্তাহে যে সকল প্রধান প্রধান ঘটনা ঘটে, তাহার বিবরণ একত্র করিয়া তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে মতামত প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে হয়। "কেসরী" কার্য্যালয়ে প্রতি সপ্তাহে অন্যূন দুই শত সংবাদ-পত্র ও মাসিক পত্র আসে। ঐ সকল পত্রে প্রকাশিত বিবরণ পাঠ করিয়া, উভয় পক্ষের তর্কযুক্তির বিচারপূর্ব্বক অল্প সময়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি আমাদিগকে প্রবন্ধ লিখিতে হয়। ঐরূপ ব্যস্ততার সময়ে প্রত্যেক শব্দ ওজন করিয়া—উহাদের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, প্রবন্ধ-রচনা করা কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। আপনারা এরূপ অবস্থায় পতিত হইলে কি করিতেন, একবার ভাবিয়া দেখিবেন। ফল কথা, এরূপ অবস্থায় এক আধটি শব্দের প্রয়োগে ইতর-বিশেষ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহার প্রত্যেক বর্ণ ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস ও অপর পক্ষের সমস্ত কথা অযৌক্তিক বলিয়া ত্যাগ

করিতে আপনাদিগকে বলিতেছি না। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, একপক্ষের যদি স্বেচ্ছামত মনোভাব ব্যক্ত করিবার অধিকার থাকে, তবে অপর পক্ষেরও তাহা থাকা উচিত। ভারতবর্ষের রাজনীতিক অবস্থা ভয়ঙ্কর সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠায়, প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজপুরুষদিগের পক্ষ-সমর্থকের দল এক প্রকার ও দেশবাসীর পৃষ্ঠপোষকগণ অন্তপ্রকার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মজঃফরপুরের বোমাবিভ্রাটের পর এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত আমি এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধও লিখি নাই। এই সপ্তাহ-কালের মধ্যে আমার টেবিলের উপর বহু সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ স্তূপীকৃত হইল। তন্মধ্যে ‘পাইওনীয়ার’ “ইংলিশম্যান” “সিবিল মিলিটারি গেজেট” ‘টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া’ ‘ষ্টেট্‌স্‌ম্যান’ ও ‘এম্পায়ার’ প্রভৃতি পত্রে এক প্রকার মত প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং “বেঙ্গলি” “অমৃতবাজার পত্রিকা” “পঞ্জাবী’ ‘হিন্দু’ ও ‘ট্রিবিউন’ প্রভৃতি পত্রে অন্য প্রকার মত প্রকাশিত হইয়াছিল, দেখিলাম। তাহার পর ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসমূহও এ দেশে আসিল ; বিলাতী সংবাদ-পত্রেও এ বিষয়ে মত-বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হইল। এই সকল সংবাদপত্রের মতামতের আলোচনা করিয়া ও দেশের রাজনীতিক অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া আমি যাহা লেখা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম, তাহাই ধীরভাবে ও মৃদুভাষায় লিখিয়াছি। আমাকে দেশবাসীর স্বার্থের অনুরোধে এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সংবাদ-পত্রসমূহের উক্তির খণ্ডন করিতে হইয়াছিল। সাহেবী সংবাদপত্রের আঘাতের তুলনায় আমার প্রতিঘাতমূলক প্রবন্ধের ভাষা অতীব মৃদু হইয়াছিল বলিয়া আমি মনে করি। প্রতিপক্ষের যে সমস্ত প্রবন্ধ আমি দাখিল করিয়াছি, তাহার সবগুলি আদ্যোপান্ত আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতে পারি, সে শক্তি (অসুস্থতা বশতঃ) আমার নাই—আপনাদেরও সমস্ত শুনিবার সময় হইবে না। কয়েকটি প্রসিদ্ধপত্রের কয়েকটি অংশ পড়িয়াই আমি নিরস্ত হইব।

পাইওনীয়ারের প্রবন্ধ।

প্রথম প্রবন্ধ ৭ই মে তারিখের পাইওনীয়রে The Cult of the Bomb বা "বোমার দল" এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

[এই বলিয়া তিলক মহাশয় ঐ প্রবন্ধ হইতে দুইটী বাক্য পাঠ-পূর্ব্বক উহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র এডভোকেট জেনারেল ব্রান্সন বলেন, এরূপ ভাষা ব্যবহার করা কি আসামীর পক্ষে সঙ্গত হইতেছে? উত্তরে বিচারপতি ডাওয়ার বলেন, আসামী জুরিদিগকে স্বেচ্ছামত ভাষায় আপনার পক্ষের কথা বুঝাইতে পারেন; আপনি ইচ্ছা করিলে পরে উহার উত্তর-দান করিতে পারিবেন।] এই "বোমার দল" শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যবস্থাপক সভার দেশীয় মাননীয় সদস্য হইতে বোমানিক্ষেপকারী ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলকেই একশ্রেণীভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এবং অতঃপর একজন ইউরোপীয়ের জীবন বিপন্ন হইলে তৎপরিবর্ত্তে দশজন নেটিবকে গুলি করিয়া মারা উচিত বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কংগ্রেস যে সকল অভাব অভিযোগের আলোচনা করিয়া থাকেন, সে সকল অভিযোগ প্রকৃত (real wrongs) নহে বলিয়া নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান আন্দোলনের মূলে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের দ্বারা উদ্দীপিত বর্ণ-বিদ্বেষের অগ্নি ভিন্ন আর কিছুই নাই। শিক্ষিত লোকে এই বর্ণবিদ্বেষের অগ্নিতে ক্রমাগতই ইন্ধন নিক্ষেপ করিতেছেন। (এই বলিয়া তিলক মহাশয় পাইওনীয়ারের প্রকাশিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধটী জুরিদিগকে পড়িয়া শুনাইলেন।) এই প্রবন্ধে আমারও নামোল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু সে প্রসঙ্গে আমার প্রতি কোনও প্রকার কটূক্তি করা হয় নাই।

'এসিয়ান' পত্রের মন্তব্য।

এক্ষণে আমি আপনাদিগকে "এসিয়ান" পত্রের মন্তব্য পড়িয়া শুনাইতেছি। এই পত্রে বলা হইয়াছে যে,—

Bengal should be treated and governed with the utmost harshness and rigour by a ruler who is not afraid to put heel down and keep it there.

অর্থাৎ বঙ্গদেশে অত্যন্ত কঠোরতার সহিত শাসন-দণ্ড-পরিচালন করা উচিত—এই কথা বলিয়া প্রবন্ধের আরম্ভ করা হইয়াছে এবং পরিশেষে কিংসফোর্ড সাহেবকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, তাঁহার দিকে, তাঁহার বাংলার দিকে কোনও অপরিচিত নেটিবকে আসিতে দেখিবামাত্র তিনি যদি মসার পিস্তল (Mauser pistol) বা কোল্ট্‌স্‌ অটোমেটিক পিস্তলের সাহায্যে গুলি ছুঁড়িয়া তাঁহার শরীরে এরূপ ভাবে ছিদ্র করিয়া দেন যে, ঐ ছিদ্র-পথে অনায়াসে সূর্য্যালোক বহির্গত হইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে বড় ভাল হয়! এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 'এম্পায়ার'-পত্র বলিয়াছিলেন, "যুগান্তর" পত্র যদি ভয়ঙ্কর রচনার জন্য অভিযুক্ত হয়, তাহা হইলে 'এসিয়ান' পত্রকেও উল্লিখিত মন্তব্য-প্রকাশের জন্য অভিযুক্ত করা উচিত। এই সময়ে কলিকাতার

ইংলিশম্যান পত্র

বিলাত হইতে প্রেরিত একজন এংগ্লো-ইণ্ডিয়ানের একখানি পত্র প্রকাশ করেন। ঐ পত্রে লেখক বলিয়াছেন,—

I submit, that powers should be given to the authorities to suppress these agitators by the most ready and simple methods, and were a few of these worthy agitators flogged in public by the town sweepers and their presses confiscated much of the glamour of the rightousness of their agitation for the people would be destroyed and their dupes would see them as they are and not in the Kaleidoscopic light which they endeavour to attract to themselves.

অর্থাৎ "ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের মধ্যে কয়েক জনকে ধরিয়া প্রকাশ্য রাজপথে সহরের ধাঙ্গাড়দিগকে দিয়া বেত্রাঘাত করাইলে ও ইহাদিগের ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করিবার ব্যবস্থা করিলেই আন্দোলনে ইহাদের অনুরাগ কমিয়া যাইবে! এবং অশিক্ষিত জনসাধারণেও ইহাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া শান্ত হইবে।" ইহার পূর্ব্বে ৪ঠা মে তারিখের—

এডভোকেট অব্ ইণ্ডিয়া

পত্রে কিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, শুনুন,—

The plain unpalatable truth is that repression so far has failed, not because it is repression, but because it has not been thorough enough. It is foolishness to attempt to cut off the hydra with a paper knife, and it is the spectacle of that attempt which we are now learning to deplore.

অর্থাৎ "গবর্ণমেণ্টের দমননীতি যে এতদিন সফল হয় নাই, তাহার প্রকৃত কারণ এই যে, ঐ নীতি যথোচিত তীব্র ছিল না। সহস্রমুখ সর্পের মস্তক, কাগজ কাটিবার ছুরি দিয়া কাটিবার চেষ্টা করা যেরূপ মূর্খতা, গবর্ণমেণ্টের চেষ্টাও সেইরূপ হইয়াছে। তাই এখন আমাদিগকে সেজন্য অনুতপ্ত হইতে হইতেছে।" ইহার পর এই লেখক দেশের রাজনীতিক আন্দোলনকারীদিগকেই বোমা-বিভ্রাটের জন্য দায়ী করিয়া তাঁহাদের উপর কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছেন।

[এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকখানি পত্রের অংশ-বিশেষ পাঠ করিয়া তিলক বলিলেন—] আমি যে সকল অংশ আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইলাম, তাহা কুটিলতা ও দুষ্ট-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া লিখিত হয় নাই, এমন কথা কি আপনারা বলিতে পারেন? এই সকল ইংরাজী রচনায় যেরূপ অসভ্য, অতি কঠোর, ও দেশীয়দিগের মর্ম্ম-পীড়কর ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া যদি আমরা উত্তেজিত হইয়া ঈষৎ কঠোর ভাষায় তাঁহাদের কথার উত্তর দান করি, তাহা হইলেই কি তাহা রাজদ্রোহ বলিয়া গণ্য হইবে?

দেশীয় সংবাদ-পত্র।

অভিযোগের বিষয়ীভূত প্রবন্ধে আমি যে সকল কথা বলিয়াছি, সেই সকল কথাই 'বেঙ্গলি,' 'মডার্ণ রিভিউ,' 'হিন্দু,' "ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটার,' 'ইন্দুপ্রকাশ,' 'জ্ঞানপ্রকাশ,' 'গুজরাথী,' 'সুধারক' 'চিকিৎসক,' 'সুবোধ পত্রিকা,' প্রভৃতি দেশীয় পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছে। উল্লিখিত পত্রসমূহের মধ্যে অনেকগুলিই আমার বিরোধী দলের পত্র—

ঐ সকল পত্র-সম্পাদকেরা সুবিধা পাইলেই আমাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়া থাকেন। তথাপি এবিষয়ে তাঁহারাও আমারই অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। "গুজরাথী" পত্রে "বোমা দেবতার আরতি" পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে! এতদ্ব্যতীত

মাননীয় গোখলে ও ডাঃ ঘোষ

মহোদয়ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা-কালে কয়েকবার আমার মত মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছেন। মাননীয় গোখলে মহোদয় একবার স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছিলেন—

I will say this that if such sedition (e. i. attempts that are made to subvert the government) has come into existence, it is comparatively of recent growth—a matter of three or four years only—and the responsibility for it rests mainly, if not enterely, on the gorvernment or the official class.

অর্থাৎ এদেশের ইংরাজ শাসনকে পার্য্যুদস্ত করিবার চেষ্টারূপ রাজদ্রোহের উদ্ভব যদি এদেশে হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আমি বলিব যে, উহা বিগত ৩।৪ বৎসরের মধ্যেই উদ্ভূত হইয়াছে এবং এই অবস্থার জন্য, সম্পূর্ণরূপে না হউক, প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্ট বা রাজপুরুষগণই দায়ী।"

পাইওনীয়র পত্রে বোমার সমর্থন।

বিগত ১৯০৬ সালে রুষিয়ায় অনুষ্ঠিত বোমার অত্যাচার সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া 'পাইওনীয়ার' বলিয়াছিলেন যে, রাজশক্তি যেখানে যথেচ্ছাচার শাসনে প্রজাপুঞ্জকে উৎপীড়িত করেন ও শাসন-সংস্কারে আদৌ মনোযোগ করেন না, সেখানে বোমার আশ্রয়-গ্রহণ ভিন্ন প্রজার আর অন্য উপায় থাকে না—এবং বোমা নিক্ষিপ্ত হইতে আরম্ভ হইলে রুষ গবর্ণমেণ্টের দমননীতি-মূলক শাসনপদ্ধতি দীর্ঘকাল অক্ষুন্ন থাকা সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু ইদানীং পাইওনীয়ার বোমা-সম্বন্ধে অন্যরূপ মতপ্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া একজন পত্রপ্রেরক ঐ পাইওনীয়র পত্রেই নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন,—

TO THE EDITOR "PIONEER".

Sir,—In your issue of the 29th August 1906, referring to the assassination of certain persons at the Russian Premier Mr. Stolphin's villa you wrote ;—

"The horror of such crimes is too great for words and yet it has to be acknowledged, almost, that they are the only meth[illegible] of fighting left to a people who are at war with despot rulers able [illegible] command great millitary force against which it is impossible for [illegible] unarmed populace to make a stand. When the Czar dissolved the Duma he destroyed all hope of reform being gained without violence. Against bombs his armies are powerless and for that reson he cannot rule as his forefathers did by the sword. It becomes impossible for even the stoutest hearted men to govern fairly or strongly when every moment of their lives is spent in terror of revolting death, and they grow into craven shirkers, and sustain themselves by a frenzy of retaliation which increases the conflagration they are striving to check. Such conditions cannot last."

But now that such an outrage has been perpetrated in this country and not the Russian autocrats but the British bureaucrats are concerned, you just ask the Government to "sustain themselves by a frenzy of retaliation" forgetting that it only " increases the conflagration, they are striving to check." Evidently what in Russia you acknowledge to be " the only method of fighting left to a people who are at war with despotic rulers able to command great military forces against which it is impossible for the unarmed populace to make a stand," you consider in India as an "abominable and useless barbarity, " " a ghastly and useless barbarity," and in your " frenzy of retaliation" ask the Government to adopt repressive measures and even suggest resort to lynch laws. You possibly flatter yourself with the idea, as you have hitherto done that human nature in India is not what it is in Europe, and therefore in India such measures will not " increase the conflagration and that such conditions may last. "

আমি কেসরীতে যে সকল কথা বলিয়াছি, সেই সকল কথা স্যার হেনরি কটন, স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবরণ, লাহোরের বিশপ মহোদয় এমন কি, লর্ড মর্লি বাহাদুর পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন।

তুলনায় সমালোচনা।

আমি আমার বর্ণনা পত্রের সহিত যে ৭০ খানি সংবাদ-পত্রের উদ্ধৃতাংশ প্রমাণস্বরূপে দাখিল করিয়াছি, তাহার মধ্যে কয়েকটি নিতান্ত প্রয়োজন-বোধে এখানে আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতে হইল। ইহা হইতে আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, কেসরীর জন্য প্রবন্ধ লিখিবার সময় আমার মনের অবস্থা কিরূপ ছিল। এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্র-সমালোচনা

দেশীয়দিগের বিরুদ্ধে কিরূপ কঠোর ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আপনারা দেখিতে পাইতেছেন। আপনাদের বিরুদ্ধে যদি কেহ এরূপ কঠোর ভাষা ব্যবহার করিত এবং আপনারা যদি পত্র-সম্পাদক হইতেন, তাহা হইলে কেসরীর মত মৃদু ভাষায় কখনই তাহার উত্তর দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। বোমা-বিভ্রাটের সংবাদে এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্র-সম্পাদকগণের মাথা একেবারে ঘুরিয়া গিয়াছিল এবং তাঁহারা সমগ্র ভারতবাসীর প্রতি সমানভাবে কঠোর ব্যবহার করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ-দান করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় আমা-দিগের পক্ষে প্রতিবাদ না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কি সম্ভবপর ছিল?—না মনুষ্য-চরিত্রে এরূপ সহিষ্ণুতা স্বাভাবিক? তদ্ভিন্ন আমরা চুপ করিয়া থাকিলে কি কর্ত্তব্যে অবহেলা-প্রকাশের দোষে দোষী হইতাম না? ফল কথা,সংবাদপত্র-সম্পাদকের দায়িত্বের বিষয় স্মরণ করিয়াই আমি প্রতিপক্ষের আক্রমণের উত্তর দান করিয়াছি। সাহেবী সংবাদপত্রের তুলনায় কেসরীর উত্তর অতীব মৃদু ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তথাপি সেজন্য আমাকেই এই ক্লেশ-ভোগ করিতে হইতেছে কেন? আর এক কথা। আমি কি লিখিয়াছিলাম? "দেশের দুর্দ্দৈব" প্রবন্ধে মজঃফর-পুরে বোমা-নিক্ষেপ, দেশবাসীর প্রতি এংগ্লো-ইণ্ডিয়ানদিগের অকারণ দোষারোপ ও গবর্ণমেণ্টের দমননীতি প্রভৃতিকেই "দেশের দুর্দ্দৈব" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

[এইখানে শ্রীযুক্ত তিলক পূর্ব্বদিনের প্রতিশ্রুতি-মত জুরিদিগের হস্তে, তাঁহার প্রবন্ধগুলির ও তাহার অনুবাদের অনুলিপি অর্পণ করিলেন। তাঁহার প্রবন্ধের যে সকল অংশের ইংরাজী অনুবাদে ভুল হইয়াছিল, সেই সকল অংশ এই সকল অনুলিপিতে চিহ্নিত করা হইয়াছিল। সেই সকল ভ্রমের প্রতি জুরিদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার পূর্ব্বে তিনি ভূমিকা-স্বরূপ যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা এই।—]

পুরাতন কথা।

এই সকল প্রবন্ধ কিরূপ অবস্থায় ও উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল, তাহা আমি আপনাদিগকে বুঝাইয়া বলিয়াছি। এদেশের রাজনীতি-ক্ষেত্রে দুইটি দল আছে—একদলকে রাজপুরুষদিগের পক্ষপাতী ও অপর দলকে কংগ্রেসের পক্ষপাতী দল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। উভয় দলেরই মুখ-পত্রস্বরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সংবাদ-পত্র আছে। উভয় পক্ষেরই মত সমর্থন করিয়া বিবিধ গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কংগ্রেস পক্ষের বক্তব্য এই যে, এদেশের রাজ-কার্য্যে এদেশবাসীর বহু পরিমাণে নিয়োগ হওয়া উচিত। ইহার পরিণামে ক্রমশঃ এদেশবাসী স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ্য লাভ করিতে পারিবে। অপর পক্ষ বলেন, ইংরাজ রাজ-পুরুষেরা এদেশ পরিত্যাগ করিবামাত্র এদেশ ঘোর অরাজকতা-পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অবশ্য উভয় পক্ষই আপন আপন মতকে অকপটচিত্তে সত্য বলিয়াই মনে করেন। উভয় পক্ষে বিগত ত্রিশ বৎসর হইতে এই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে—এবিবাদ অদ্য আমি নূতন উপস্থিত করি নাই। শ্রীযুক্ত দাদা ভাই নৌরোজী প্রভৃতি মনীষিগণ কংগ্রেস পক্ষের অগ্রণী; ইঁহাদিগকে আমরা ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তি বলিয়া মনে করি। আমাদের প্রার্থনা ও চেষ্টা ধর্ম্ম-সঙ্গত, সুতরাং পরিণামে অবশ্যই জয়যুক্ত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে অনেকে এবিষয়ে আমাদের দলভুক্ত, আবার দেশীয়দিগের মধ্যেও কেহ কেহ প্রতিপক্ষের মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। সুতরাং এই দলাদলিকে বর্ণবিদ্বেষগত মতভেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। বিগত ত্রিশ বৎসর কাল আমরা এই মতের প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত আছি। কেসরীর বয়ঃক্রম ২৮ বৎসর হইয়াছে। এই ২৮ বৎসর-কাল আমরা পূর্ব্বোক্ত মতই নানা প্রকারে প্রকাশ করিয়াছি। অভিযোগের বিষয়ীভূত প্রবন্ধগুলিতেও সেই পুরাতন কথাই বলা হইয়াছে, কেসরীর

প্রাচীন পাঠকদিগের নিকট ইহা চর্ব্বিত চর্ব্বণ ভিন্ন আর কিছুই মনে হইবে না। ফলতঃ অভিযুক্ত প্রবন্ধে একটিও নূতন কথা কেহ দেখাইতে পরিবেন না। প্রত্যহ নূতন কথা আসিবেই বা কোথা হইতে? যাঁহারা সংবাদ-পত্রের সহিত কোনও প্রকারে সংশ্লিষ্ট বা সংবাদ-পত্রের পুরাতন পাঠক, তাঁহারা জানেন যে, পুরাতন কথাগুলিকেই প্রতি সপ্তাহে নূতন ভাষায় ও ভাবে সজ্জিত করিয়া সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। এইরূপেই ভাবের পুষ্টি ও দলের পুষ্টি হইয়া থাকে। ফলতঃ আমি পুরাতন কথা ছাড়া নূতন কথা আমার প্রবন্ধে যখন কিছুই লিখি নাই, তখন ঐ সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার পাঠকগণের হৃদয়ে নূতন ভাবের সঞ্চার হইবে কিরূপে? তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বড় জোর বলিবেন—"কথাগুলি পুরাতন হইলেও বেশ গুছাইয়া বলা হইয়াছে!" [এমন সময় ২৷৷৹টা বাজিল—আদালত হইতে তিলক মহাশয়কে মোটার গাড়ীতে করিয়া জেলখানায় লইয়া যাওয়া হইল। রবিবার রাত্রিকালে আবার তাঁহাকে হাইকোর্টের চতুর্থ তলের একটি প্রকোষ্ঠে আনিয়া রাখা হইয়াছিল।]

২০শে জুলাই (দায়রার ষষ্ঠ দিবস)।

সোমবার ১১৷৷৹ টার সময় আবার মোকদ্দমার শুনানি আরব্ধ হয়। ঐ দিবস বোম্বায়ের শেরিফ মহাশয় মোকদ্দমা শুনিবার জন্য আদালতে উপস্থিত হইয়া জজ বাহাদুরের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিলক মহাশয় জুরিদিগকে সম্বোধন করিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—আমি গত কল্য আপনাদিগকে বলিয়াছি, আমাদের দেশের শাসন-সংস্কার-বিষয়ক বিতণ্ডা নূতন ব্যাপার নহে—বোমাবিভ্রাটের ফলে এই বিতণ্ডার উদ্ভব হয় নাই। প্রায় ৫০ বৎসর কাল এই তর্ক চলিতেছে বলিলেও দোষ হয় না। লর্ড মর্লি সে দিন বক্তৃতাকালে Martial law and damned nonsense ইত্যাদি বাক্য-প্রয়োগ করিয়া আমাদের

বিপক্ষ-দলের মতের পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের বিপক্ষ দলভুক্ত এংগ্লো-ইণ্ডিয়ানদিগের মতে ভারতবাসীকে রাজনীতিক অধিকার-দানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করাই মূর্খতা-সূচক; কঠোরতর শাসনে এদেশবাসীকে শাসন করিবারই তাঁহারা পক্ষপাতী। লর্ড মর্লি এই মতের সমর্থক নহেন—তিনি ভারতবাসীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিকূলতা করা সঙ্গত মনে করেন না, বরং তিনি শাসন-সংস্কারেরই পক্ষপাতী, ইহা আমাদের পক্ষে সামান্য আনন্দের বিষয় নহে। বহু দিন পূর্ব্বে মেজর ইভান্স বেল মহোদয় তৎ-প্রণীত Vassal Empire নামক গ্রন্থে এখানকার এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান-দিগের কঠোরশাসন-প্রিয়তার উল্লেখ-পূর্ব্বক ঐ শাসন-নীতির ভ্রম ও অপকারিতা অতিসুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে হইলে, ভারতবাসীকে দিন দিন অধিকতর রাজনীতিক অধিকার দান করিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। [এইখানে তিলক মহাশয় উক্ত গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ জুরিদিগকে পড়িয়া শুনাইলেন।]

১২ই মে তারিখের প্রবন্ধ।

[অতঃপর "দেশের দুর্দ্দৈব"-শীর্ষক প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদে যে সকল ভ্রম সংঘটিত হইয়াছে, তিনি একে একে তাহার উল্লেখ করিলেন। এবং বলিলেন যে,] ১৯০৬ সালে পাইওনীয়র পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন যে, রুষ-রাজ্যে দমন-নীতির (repressive measures) ফলে বিপ্লববাদের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু ভারতে বিপ্লব-বাদের সূচনা দেখিয়া তিনি উহার দায়িত্ব দেশের রাজনীতিক লেখক ও বক্তাদের উপর অর্পণ করিয়াছেন। রাজ-পুরুষদিগকে "অধিকার-মদে অন্ধ" বলিয়া কেবল আমিই নির্দ্দেশ করি নাই—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিবিল সার্ব্বিস সম্বন্ধে আলোচনা-কালে বার্ক মহোদয় ঐ বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবরণ ও মেজর ইভান্স বেল প্রভৃতিও ঐ বাক্যের

প্রয়োগ করিয়াছেন। বার্কই রাজপুরুষদের সম্বন্ধে Migratory Bureaucray পদের ব্যবহার করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীদিগকে মেকলে সাহেব অতীব ভীরু ও দুর্ব্বল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহা স্মরণ করিয়া আমি গৃহে রুদ্ধ মার্জ্জারের কথা কর্ত্তৃপক্ষকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম। দমন-নীতির সাহায্যে দেশের রাজনীতিক অশান্তি দূর করিতে পারা যায় বলিয়া যাঁহারা মনে করিতেছেন, তাঁহাদের ভ্রান্তি-প্রদর্শন করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সেই জন্য আমি "কিন্তু মনুষ্যের সহিষ্ণুতারও সীমা আছে" ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছিলাম। আমি ইংরাজদিগকে স্বার্থপর বলিয়াছি বলিয়া আমার উপর দোষারোপ করা হইয়াছে। কিন্তু পঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব সিবিলিয়ান শাসন-কর্ত্তা থরবরণ সাহেব স্বীয় গ্রন্থে ও বক্তৃতায় ঐ কথার ব্যবহার করিয়াছেন। বরং তিনি enlightned selfishness শব্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমি তৎপরিবর্ত্তে enlightened self-interest শব্দের ব্যবহার করিয়াছি। এক জাতি অপর জাতির শাসনভার গ্রহণ করিলে এইরূপ ঘটা নিতান্তই স্বাভাবিক। এইস্থলে আমি আপনাদিগকে ১৯০২ সালের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে বিলাতের ইণ্ডিয়া পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইতেছি। (পাঠ) ইংরাজেরা কিরূপে এদেশের শিল্প-বাণিজ্য নষ্ট করিয়াছেন, এই প্রবন্ধে লেখক তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, কেবল লজ্জা ও ভয়েই ইংরাজেরা কিয়ৎ পরিমাণে যথেচ্ছাচার করিতে পশ্চাৎপদ হইয়া থাকেন; ফলতঃ ইংরাজেরা প্রধানতঃ স্বার্থের জন্যই ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেছেন, একথা স্বীকার করিতে ইংরাজেরা লজ্জিত হইবার কোনও কারণ নাই।"

ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালীর আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে ইংরাজদিগের মধ্যে ত্রিবিধ মত প্রচলিত দেখা যায়। তন্মধ্যে একটি মত এই যে, ভারতবাসীর মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইংরাজের ভারতবর্ষ শাসন করা উচিত। দ্বিতীয় মত এই যে, কেবল ইংলণ্ডের মঙ্গলের

জন্যই ভারতবর্ষ শাসন করা উচিত। তৃতীয় মতানুসারে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ এই উভয় দেশেরই মঙ্গলের জন্য "উদার স্বার্থের" (enlightned self-interest) প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতে শাসন-দণ্ড-পরিচালনা করা উচিত। এই তিনটি মতের মধ্যে শেষোক্ত তৃতীয় মতটীই আজকাল অধিক পরিমাণে পরিগৃহীত হইয়াছে। আমিও এই তৃতীয় মতেরই পক্ষপাতী। এই মতানুসারে ইংরাজের নিকট ভারতবাসীর রাজনীতিক ক্ষমতা প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে। বাদি-পক্ষ বলিয়াছেন, তিলক ক্ষমতা চাহিয়াছেন। আমি ক্ষমতা চাহিয়াছি সত্য; কিন্তু তাহা নিজের জন্য নহে,—দেশবাসীর জন্য। একথা আমি অধিকার-বিভাগমূলক কমিশনের সমক্ষেও স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছি। একথা আমি কেবল মারাঠী সংবাদ-পত্রে লিখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই—মারাঠী পত্রে লিখিলে উহা রাজপুরুষদের সহজে নজরে পড়িবে না, অথচ জনসাধারণকে উত্তেজিত করা হইবে—এরূপ উদ্দেশ্য আমার ছিল না। কারণ, আমি জানি, প্রতি সপ্তাহে দেশীয় ভাষার সংবাদ-পত্রে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। ফল কথা, আমি অধিকার-বিভাগমূলক (Decentralization) কমিশনের সমক্ষে যে কথা খুলিয়া বলিয়াছি, সেই কথাই আমার মারাঠী সংবাদ-পত্রে লিখিয়াছি। আপনারা কি মনে করেন যে, দেশীয় ভাষায় ঐ সকল কথা লিখিলেই রাজদ্রোহ হয়। শাসন-পদ্ধতির দোষে কোনও বিষয়ে যথেচ্ছাচার হইতেছে, একথা বলায় কখনই রাজদ্রোহ হয় না। এক কালে বুরোক্র্যাসীর বা যথেচ্ছাচার রাজপুরুষদিগের দ্বারা গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু এখন এমন সময় আসিয়াছে যে, রাজপুরুষদিগের একাধিপত্য দেশের লোকের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। লোকে এখন প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিতে চাহে। প্রায় ২৫।৩০ বৎসর হইতে এই

পরিবর্তন প্রার্থনা করা হইতেছে। কেসরীর প্রবন্ধেও নূতন ভাষায় এই পুরাতন প্রার্থনার কথাই আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতিকে আমি, শ্রীযুক্ত দাদা ভাই নৌরোজীর উক্তির অনুসরণ করিয়া Despotic বলিয়াছি, tyrannical বলি নাই। আমি repressive enactment বা দমন-নীতি-মূলক আইনের কথাই বলিয়াছি, অনুবাদের দোষে তাহা opressive enactmentরূপে আপনাদের গোচর হইয়াছে। ফলতঃ আমি সেরূপ কথা বলি নাই। অনুবাদের এই ভ্রমটি অতীব গুরুতর। আমি সংস্কার-কামনায় শাসন-পদ্ধতির দোষোল্লেখ করিয়াছি। ইহা যদি রাজদ্রোহ হয়, তাহা হইলে আজ পর্য্যন্ত যে অসংখ্য লোকে এ বিষয়ে পুস্তক ও প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই দণ্ড হওয়া উচিত। বিগত (১৯০৮ সালের) মার্চ্চ মাসের বজেট আলোচনা-কালে মাননীয় গোখলে মহোদয় এই সকল কথাই (More order is bound to appear irksome) বলিয়াছেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় ১৯০৬ সালে জাতীয় মহাসমিতির অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

Choice lies before you between contented people proud to be citizens of the Empire or another Ireland or perhaps another Russia.

ঘোষ মহোদয়ের এই উক্তির উল্লেখ করিয়া 'ইংলিশম্যান' পত্র বলিয়াছেন যে, "তাহা হইলে ডাঃ ঘোষ বোমার সংবাদ রাখিতেন!" দুর্ঘটনার পর আমি গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক হইতে বলিয়াও দোষী হইয়াছি। এখন দেখুন, আমরা লোকের অসন্তোষ-দর্শনে পূর্ব্বাহ্ণে গবর্ণমেণ্টকে সাবধান হইতে বলিলে এবং পরে কোনও দুর্ঘটনা ঘটিলে বলা হয়, "তোমরা এই ষড়্‌যন্ত্রের মধ্যে ছিলে, তোমরা ইহার বিষয় জানিতে!" আমরা প্রথমে চুপ করিয়া থাকিয়া পরে কোনও কথা লিখিলে (যেমন আমি লিখিয়াছি)

বলা হয় যে, তোমরা জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতেছ!” এরূপ অবস্থায় আমাদের কথা কহাও দায়, না কহাও দায় হইয়া উঠিয়াছে!

“তোমাদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে, তোমাদের মঙ্গল কিসে হইবে, তাহা তোমাদের অপেক্ষা আমরা অধিকতর বুঝি,”—ইত্যাদি মর্ম্মের কথা রাজপুরুষেরা আমাদিগকে বলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা, আমরা সেই কথা শুনিয়াই নিশ্চিন্ত হইব। কিন্তু এরূপ ঘটনা মনুষ্য-স্বভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিছু দিন পূর্ব্বে স্যার ফেরোজ শা মেটা মহাশয় ব্যবস্থাপক সভার বক্তৃতা-কালে এই কথাই বলিয়াছিলেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, ঐ প্রসঙ্গে তিনি ডিকিন্স প্রণীত উপন্যাস হইতে স্যার জর্জ “বাওলে”র (Sir G. Bowlay) উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। প্রকৃতি-পুঞ্জকে রাজকার্য্য-বিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশ করিতে না দিয়া বা তাহাদের মতানুসারে রাজকার্য্য পরিচালনা না করিয়া যে সকল রাজপুরুষ বলেন যে, “প্রজার মঙ্গলের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে,” তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ঔপন্যাসিক ডিকেন্স মহোদয় বাওলে নামক তাঁহার এক নায়কের মুখে পূর্ব্বোক্ত ব্যঙ্গপূর্ণ উক্তি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। স্যার ফেরোজ শাহও ডিকিন্সের অনুকরণে ঐরূপ একটি স্বগত উক্তি রাজপুরুষদিগের মুখে সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহাদিগকে ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন! বিগত ত্রিশ বৎসরকাল হইতে অন্যেও অনেকেই এইরূপ করিয়া আসিতেছেন। কেবল আমিই যে ঐ কথা বলিয়াছি, তাহা নহে। এক্ষেত্রে আমাকে পাইওনীয়ারের তীব্র কটূক্তির উত্তরে ঐ কথা লিখিতে হইয়াছিল, তথাপি আমি উহা যথাসাধ্য মৃদু ভাষায় লিখিয়াছি। রাজপুরুষেরা আপনাদিগের ভ্রম দেখিতে পান না, এবং এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্র-লেখকগণ তাঁহাদের পক্ষ-সমর্থন করিয়া দেশের অশান্তির জন্য রাজনীতিক বক্তা ও লেখকদিগকে দায়ী করিতেছেন। এই কারণে আমাদিগকে এই সকল কথার উল্লেখ করিতে হয়। বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতিকে

অনিয়ন্ত্রিত (uncontrolled) একমুখী (absolute) যথেচ্ছাচার (high-handed) প্রভৃতি বিশেষণে, আজ পর্য্যন্ত, আরও অনেক রাজভক্ত বলিয়া সুপরিচিত ব্যক্তিও শতাধিক বার বিশেষিত করিয়াছেন ; কিন্তু আমি ঐ সকল শব্দ ব্যবহার করাতেই কি দোষ হইয়াছে ? স্বয়ং মর্লি বাহাদুরও ত ভারতীয় শাসন-পদ্ধতির বর্ণনা-প্রসঙ্গে absolute পদের ব্যবহার করিয়াছেন। ফলকথা, আমি অভিযোগের বিষয়ীভূত প্রবন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছি, সে সকলে নূতনত্ব কিছুই নাই—রাজনীতিক আন্দোলন-কারিমাত্রেই ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। আমি বলিয়াছি, ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে একজনেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না—বা একজনও বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতির জন্য ক্ষেপিয়া উঠিবে না—ইহা সম্ভবপর নহে। মনুষ্য-স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমি একথা বলিয়াছিলাম। একই কার্য্যের ফল প্রকৃতি-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের উপর ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, ইহা দেখাইবার জন্য আমি দৃষ্টান্তচ্ছলে সহস্ররশ্মি সূর্য্যের ও মারওয়াড়, দার্জ্জিলিঙ প্রদেশের উল্লেখ করিয়াছিলাম। নাক টিপিয়া না ধরিলে মুখ খোলে না—ইহা মারাঠীভাষার বহুপ্রচলিত প্রাচীন প্রবাদ-মাত্র। রজ্জুতে সর্পভ্রমের দৃষ্টান্তটিও অতি প্রাচীন। অপরাধীর প্রতি কঠোর দণ্ডবিধানে আমি কোনও আপত্তি করি নাই ; তবে আমার মতে, তাহার পর যে স্থায়ী প্রতিকারের পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে. তাহা লইয়াই মতভেদ ছিল ও আছে। পাইওনীয়ার-প্রমুখ সাহেবী সংবাদপত্রের মতানুসারে Military law and no damned nonsense নীতির অনুসরণ কর্ত্তব্য অথবা প্রজা-রঞ্জনী নীতি অবলম্বনীয়, ইহা লইয়াই যত তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ আমার বিবেচনায় রোগের নিদান-নির্ণয়েই ভ্রম করিয়াছেন ; কাজেই তাঁহাদের ঔষধ-ব্যবস্থাও ভ্রমপূর্ণ হইয়াছে। শাসন-সংস্কার-বিষয়ক ঘোর নৈরাশ্য হইতেই যে বিপ্লব-বাদের উৎপত্তি হইয়াছে, এ কথা আমি এখনও বলি। আমার মতে শাসন-পদ্ধতির

সংস্কার ভিন্ন এই রোগের অন্য ঔষধ আর নাই। এ বিষয়ে মর্লি বাহাদুরের সহিত আমার মতভেদ গুরুতর নহে। ভারত-সচিবও শাসন-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন; তবে কোন্ কোন্ বিষয়ের সংস্কার অগ্রে আবশ্যক, তাহা লইয়া আমার সহিত তাঁহার মত-ভেদ আছে। আমি system of administrationএর দোষ প্রদর্শন করিয়াছি; "রাজ্য-পদ্ধতি" শব্দের সরকারি অনুবাদে system of Government শব্দের প্রয়োগ করায় মূল প্রবন্ধের ভাব-বিকৃতি ঘটিয়াছে। আমি অল্প অল্প করিয়া ক্রমে ক্রমে স্বরাজ্যের সারগর্ভ অধিকারসমূহ দেশবাসীকে দান করিবার কথাই বলিয়াছি। পাইওনীয়ারের মত অযৌক্তিক গালা-গালি দিয়া কাগজ পূর্ণ করি নাই। আপনারা হয়ত বলিবেন যে, পাইও-নীয়ার যদি অন্যায় কথা বলেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহাকেও শাস্তি দিবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা কখনই হয় না। গবর্ণমেণ্ট কখনই এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্র-সম্পাদকদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন না। বেনারস কলেজের আরুণ্ডেল সাহেব দেশবাসীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানু-ভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া পাইওনীয়ার তাঁহার প্রতি বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই দেশীয়-বিদ্বেষের জন্য পাইও-নীয়ারকে অভিযুক্ত করেন নাই। অবশ্য কাপ্তেন হিয়ার্সে সাহেবের ন্যায় সকলেই বেত্রহস্তে পাইওনীয়ার-কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিয়া সম্পাদককে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া তাঁহার কটূক্তির প্রতিশোধ-গ্রহণ করিতে পারে না। ঐরূপ করা প্রার্থনীয়ও নহে। এই কারণে দেশীয় সংবাদ-পত্রসমূহকে বাগ্‌যুদ্ধেরই আশ্রয়-গ্রহণ করিয়া কটূক্তির উত্তর-দান করিতে হয়। আপনারা হয়ত বলিবেন যে, সাহেবী পত্রের নামে আপ-নারা কটূক্তির জন্য অভিযোগ করেন না কেন? আপনারা বোধ হয় জানেন যে, সাহেবী পত্রের নামে অভিযোগ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে অনুমতি দিতে চাহেন না।

কয়েকবার চাহিয়াও সে অনুমতি পাওয়া যায় নাই। লাহোরের সিবিল ও মিলিটারি গেজেটের উদাহরণ এই বিষয়ের প্রমাণস্বরূপে আমি এস্থলে উল্লেখ করিতে পারি।

এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহ বলেন যে, দেশের জননায়কগণের বক্তৃতা ও রচনার জন্যই বোমা-বিভ্রাট ঘটিতেছে। তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, এইরূপে দেশের জননায়কদিগের উপর দোষারোপ করিলেই রাজপুরুষদিগের বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আমি তাঁহাদিগের এই চেষ্টার প্রতিবাদ করিয়াছি। বিলাতের ভিন্ন ভিন্ন রাজনীতিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও এইরূপ বাদানুবাদ চলে। সেখানে "হাউস অব্ লর্ডস" নামক অভিজাত সভার উপরও এইরূপ আক্রমণ হইয়া থাকে। অথচ ভারতের রাজপুরুষেরা ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্ম যাহা করিয়াছেন, বিলাতের হাউস অব লর্ডস্ তদপেক্ষা অনেক অধিক কার্য্য করিয়াছেন। ইংরেজীতে যাহাকে party tactics অর্থাৎ দলাদলিতে জিতিবার কৌশল বলে, এক্ষেত্রে বোমা উপলক্ষে সাহেবী সংবাদ-পত্রসমূহ তাহাই করিতেছেন। বোমা-বিভ্রাটের জন্ম দেশের জন-নায়কদিগকে দায়ী করিয়া তাঁহারা রাজপুরুষদিগের শক্তি-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। হইতে পারে, তাঁহারা সত্য সত্যই মনে করিতেছেন যে, বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির ন্যায় উৎকৃষ্ট শাসন-পদ্ধতি আর হইতে পারে না। কিন্তু ভারতবাসীর সে বিষয়ে অন্যরূপ ধারণা এবং সেই ধারণার কথা প্রকাশ করিবার তাহাদের অধিকারও আছে। শ্রীযুক্ত দাদা ভাই নৌরোজী বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতি আর এদেশের উপযোগী নহে—ইহা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত— আমিও ঐ কথাই বলিয়াছি। আমার প্রবন্ধে খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর ইউরোপের ইতিহাসের উল্লেখ দৃষ্টান্তস্বরূপে করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা করিবার উদ্দেশ্য আদৌ মন্দ ছিল না। সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা হরণ বা অন্যরূপ কঠোর শাসন-প্রণালীর অবলম্বনে কোনও ফল হইবে না, ইহা প্রতিপন্ন

করিবার জন্যই আমাকে প্রাচীন ইতিহাসের দোহাই দিতে হইয়াছিল। আলোচ্য বিপদে হতবুদ্ধি বা বিভ্রান্ত হইয়া গবর্ণমেণ্ট কঠোর শাসন-নীতির অবলম্বন-পূর্ব্বক অধিকতর বিপন্ন হইতে পারেন, এই আশঙ্কা করিয়া আমি তাঁহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য ঐ সকল ইতিহাস-কথার স্মরণ করাইয়া দিয়াছি। আমার মতে দুই একজন মাথাপাগলের আত-তায়িতার জন্য সমগ্র দেশবাসীকে দণ্ডিত করিতে অগ্রসর হওয়া যুক্তি-সঙ্গত নহে। আমার প্রবন্ধে, বোমা-বিভ্রাটকে দেশের দুর্দ্দৈব ও অন্যান্য কথা বলিয়া যথাসম্ভব নিন্দিত করা হইয়াছে। দুই চারি জন রাজপুরুষের হত্যা দ্বারা বৃটিশ রাজ্যের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইতে পারে, একথা আমি যেমন আমার পাঠকদিগকে বিশেষভাবে বুঝাইয়াছি, সেইরূপ বোমার ন্যায় অনর্থপাত প্রকৃতিপুঞ্জের রাজনীতিক নৈরাশ্যের ফল—লোকের এদিকে প্রবৃত্তির পরিচয় পাইবামাত্র শাসন-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া এই দুষ্প্র-বৃত্তির মূলোৎপাটন করা উচিত বলিয়া রাজপুরুষদিগকেও পরামর্শ দিয়াছি। দেশের শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে এই বোমা-বিভ্রাটের জন্য যাহাতে অকারণে নির্য্যাতন-ভোগ করিতে না হয়, তাহার প্রতি প্রধান-ভাবে লক্ষ্য রাখিয়াই আমি ঐ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম। ইহাতে আমার ভাষা ও আলোচনা-পদ্ধতি সকলের নিকট প্রীতিকর বলিয়া না মনে হইতে পারে; কিন্তু আমার উদ্দেশ্য কিছুমাত্র মন্দ ছিল না—আমি সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া ঐ প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং ঐরূপ ভাবেই উহা শেষ করিয়াছি। আমি সত্যের ও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া ঐ প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহা একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে আপনারাও বুঝিতে পারিবেন।

আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আমার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আপ-নাদের কি মনে হইল? আমি যে সকল কথা লিখিয়াছি, তাহা লিখিবার অধিকার আমার ছিল না বলিয়া কি আপনারা মনে করেন? বোমা-

বিভ্রাটের সুযোগে পাইওনীয়ার যদি, Martial law and no dammed nonsense অর্থাৎ দেশে কঠোর সামরিক বিধান প্রচলিত করা হউক, নির্ব্বোধের ন্যায় শাসন-সংস্কার প্রভৃতির কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দান করিতে পারেন, তাহা হইলে কি আমরা গবর্ণমেণ্টকে তাহার বিপরীত পরামর্শ দান করিতে পারি না? এইরূপ পরামর্শ দিলে কি আইনের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হয়? পাইওনীয়ার যতই কটূক্তি করুন, তাহার উদ্দেশ্য মন্দ ছিল বলিয়া যদি কর্ত্তৃপক্ষ মনে না করেন, তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্যই মন্দ ছিল, এমন কথা তাঁহারা কিরূপে বলিতে চান? আমি কেবল আত্মরক্ষিণী নীতির বশীভূত হইয়া, আমার দেশের লোকের ও দলের লোকের পক্ষ-সমর্থনের উদ্দেশ্যে ঐ প্রবন্ধ লিখিয়াছি। আমাদিগের যদি এই আত্মরক্ষার অধিকার না থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সমস্ত দেশীয় সংবাদপত্রই বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। ১২ই মে তারিখের কেসরীর সম্পাদকীয় মন্তব্য-স্তম্ভে আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা পাঠ করিলে আপনারা আমার অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

২০শে জুলাই—অপরাহ্ণে।

কেসরীর ১২ই মে ও ৯ই জুন তারিখের প্রবন্ধের জন্য ফরিয়াদি পক্ষ আমার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন; আর ১৯শে মে, ২৬শে মে ও ২রা জুনের প্রবন্ধগুলি তাঁহারা আমার অসদভিপ্রায় (animus) প্রতিপন্ন করিবার জন্য দাখিল করিয়াছেন। আমি ১৬ই জুনের কেসরীতে প্রকাশিত "যমজ আইন" শীর্ষক প্রবন্ধ আমার বর্ণনাপত্রের সহিত দাখিল করিয়াছি। এই ছয়টি প্রবন্ধেই বোমা-বিভ্রাটের বিষয়ে আলোচনা আছে বটে, কিন্তু প্রবন্ধগুলি প্রথম প্রবন্ধের অনুবৃত্তিরূপে লিখিত হয় নাই। প্রতি সপ্তাহে যে সকল নূতন ঘটনা ঘটিয়াছে, সেই সকল ঘটনা অবলম্বনে স্বতন্ত্রভাবে ঐ সকল প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। ফরিয়াদি

পক্ষ এই সকল প্রবন্ধকে একটি "প্রবন্ধমালা" অর্থাৎ একই বিষয়ে রচিত কতিপয় প্রবন্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। কিন্তু সেগুলি সেরূপ নহে। "দেশের দুর্দ্দৈব" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিবার পর আমি দেখিলাম, দ্বারবঙ্গের মহারাজ প্রভৃতি কতিপয় বড়লোক কয়েক স্থানে সভা করিয়া এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্র-সম্পাদকদিগের মতানুসরণ করিয়া কঠোরতর শাসন-নীতি অবলম্বন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন এবং দেশের রাজনীতিক বক্তা ও লেখকদিগকে মজঃফরপুরের দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করিতেছেন। এই সকল বড়লোকদের মন্তব্যের অসারতা প্রদর্শন করিবার জন্য ১৯শে মে তারিখের প্রবন্ধ আমি রচনা করি। দ্বারবঙ্গের মহারাজের ন্যায় লোকেরা যে, দেশবাসীর প্রকৃত প্রতিনিধি নহেন,—জন-সাধারণের চিত্ত যাহাতে শান্ত হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ না করিয়া ইঁহারা দমননীতির অনুসরণ করিতে কর্ত্তৃপক্ষকে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু দমননীতির দ্বারা এই সকল দুর্ঘটনার মূলোচ্ছেদ হওয়া সম্ভবপর নহে, —ইহা গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করাই আমার ঐ প্রবন্ধ-রচনার উদ্দেশ্য ছিল। ঐ প্রবন্ধে কোনও animus বা অসদভিপ্রায় ছিল না। হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ-বিষয়ে কাহারও আপত্তি নাই, দুর্ব্বৃত্তদিগের যথোচিত দণ্ড হওয়া উচিত,—একথা আমি ঐ প্রবন্ধে বলিয়াছি।

২৬ মে তারিখের প্রবন্ধ।

পরবর্ত্তী সপ্তাহে বিলাতী ডাকের কাগজপত্র আমার হস্তগত হয়। তদবলম্বনে আমি "বোমার প্রকৃত অর্থ" শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করি। বিলাতেও যে একদল লোক বোমা-বিভ্রাট-সম্বন্ধে আমারই মত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্য ঐ প্রবন্ধ রচিত হয়। ঐ প্রবন্ধের পার্শ্বেই বিলাতী সংবাদ-পত্রের মতামতসমূহ আমি কেসরীতে মুদ্রিত করিয়াছি। [ঐ তারিখের "কেসরী" প্রদর্শন] ২৪শে তারিখের "মারাঠা" সংবাদ-পত্রেও ঐ সকল মতামত প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিলাতে যাঁহারা বোমাবিভ্রাট-সম্বন্ধে আমারই মত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের নামে রাজদ্রোহের অভিযোগ উপস্থিত করা হয় নাই, অথচ এখানে আমার উপর অভিযোগ হইয়াছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। এই ২৬শে মে তারিখের প্রবন্ধের অনুবাদে এত ভুল হইয়াছে যে, তাহার সকলগুলি আপনাদিগকে দেখাইতে গেলে আদালতের বহু সময় নষ্ট হইবে। এই কারণে কয়েকটি অতি প্রধান ভ্রমের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। [ভ্রম প্রদর্শন] এই প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি যে, বোমাবিভ্রাট শোচনীয় ব্যাপার হইলেও উহা দেখিয়া হতবুদ্ধি হওয়া, কি রাজা কি প্রজা, কাহারও পক্ষে উচিত নহে। বোমার অত্যাচার সরকারি যথেচ্ছাচারের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই কারণে শাসন-সংস্কারই ইহার উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। রীস সাহেবের মতে দমননীতির কঠোরতা বৃদ্ধি না করিলে সুফল-লাভের আশা নাই; কিন্তু আমার মতে রীস সাহেবের পরামর্শ-মত কার্য্য করিলে বিপরীত ফলের উদ্ভব হইবে, কারণ ইংরাজী শিক্ষায় লোকের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। লর্ড মর্লি বাহাদুরও এই কথাই বলিয়াছেন; তিনি সার্ব্বজনিক দমননীতি অপেক্ষা শাসন-সংস্কারেরই সমধিক পক্ষপাতী। বড় লাট লর্ড মিণ্টো মহোদয়ও বলিয়াছেন যে, বোমাবিভ্রাটের জন্য শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব কিয়ৎকালেরও জন্য রহিত করিতে আমি কথনই অনুরোধ করিব না। সে দিন বিলাতের লর্ড্‌স্ সভায় মর্লি বাহাদুর ও কর্জ্জন সাহেবের মধ্যে যে প্রকার বাদানুবাদ হইয়াছিল, আমাদের সহিত সাহেবী সংবাদপত্রেরও সেইরূপ বাদানুবাদ হইয়া থাকে।

শাসন-সংস্কার-বিষয়ক বাদানুবাদ যে কেবল দেশীয় ভাষায় লিখিত সংবাদ-পত্রেই নিবদ্ধ আছে, তাহা নহে। সরকারি ব্যবস্থাপক সভাতেও লাটসাহেবদিগের সমক্ষে ঐ প্রসঙ্গের আলোচনা হইয়া থাকে। মাননীয় রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় বড় লাট বাহাদুরের সমক্ষেই একবার বলিয়া-

ছিলেন যে, শাসন-সংস্কার ঘটাইবার জন্য দেশে যে বিধিসঙ্গত আন্দোলন চলিতেছে, তাহা বিফল হওয়ায় দেশের যুবকসম্প্রদায়ের চিত্ত বিপথগামী হইতেছে। সভাবন্ধের আইনের আলোচনা-কালে বড় লাট বাহাদুর আমাদের শাসন-সংস্কার সংক্রান্ত আন্দোলনে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। আমি জাপানের অভ্যুদয়ের কথা বলিয়াছি, কিন্তু বড় লাট বাহাদুরও পূর্ব্বোক্ত আলোচনা-কালে বলিয়াছিলেন যে, জাপানের অভ্যুদয় দেখিয়া ভারতবাসীর হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগরূক হইয়াছে; এই নব ভাবকে সুপথে পরিচালিত করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। [এই খানে ইণ্ডিয়া গেজেট হইতে বড় লাট বাহাদুরের বক্তৃতার ঐ অংশ তিলক মহাশয় পড়িয়া শুনাইলেন] ফল কথা, আমিই আমার প্রবন্ধে এই সকল যুক্তি-তর্কের যে প্রথমে অবতারণা করিয়াছি, তাহা নহে। এই সকল তর্কযুক্তি বহু দিন হইতে এ দেশে প্রযুক্ত হইতেছে। আমাদের লিখিত প্রবন্ধসমূহ প্রতি সপ্তাহেই অনূদিত ও গবর্ণমেণ্টের গোচরীভূত হয়, ইহা জানিয়াই আমি ঐ সকল কথা লিখিয়াছি। ভারতবর্ষে রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় ও সম্ভাবনা অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই, এই কথা বলিয়া আমি গবর্ণমেণ্টকে সময় থাকিতে সাবধান হইবার উপদেশ দিয়াছি। এই প্রসঙ্গে স্পেন্সারের যে মতের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা তাঁহার Social Science নামক গ্রন্থে আপনারা দেখিতে পাইবেন।

২রা জুনের প্রবন্ধ।

অতঃপর ২রা জুনের কেসরীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ আমি আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেছি। [পাঠ] এই প্রবন্ধটি আমাদের প্রাচীন বাদানুবাদেরই একটি অংশ। এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সংবাদ-পত্র-সম্পাদকেরা ও রাজপুরুষেরা বলিতেছেন, "তোমরা বলিতেছ যে, তোমরা বোমাবিভ্রাটের প্রতিবাদ করিতেছ; তবে তোমরা গবর্ণমেণ্টকে বোমা-বিভ্রাট নিবারণের জন্য দমননীতির পরিচালন-বিষয়ে সহায়তা করিতেছ না কেন? তোমরা

যদি এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে সহায়তা না কর, তাহা হইলে আমরা বুঝিব যে, তোমরা সকলে রাজদ্রোহী হইয়াছ।” ইহার উত্তরে আমরা বলিতেছি যে, “আমরা বোমা-নিক্ষেপের প্রতিবাদ করিতেছি বটে; কিন্তু সেই সঙ্গে যথেচ্ছাচার শাসন-পদ্ধতির ও দমননীতিরও প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।” আমাদের এই উত্তরের মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় আমাদিগকে কপটাচারী বলিয়া মনে করিতেছেন। তাঁহাদিগের এই ভ্রম দূরীকরণ-মানসে “বোমার রহস্য” নামক প্রবন্ধ রচনা করি। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে ডিনামাইট্ লইয়া একটা বিভ্রাট উপস্থিত হয়। ফলে সেখানে একটী বিস্ফোরক-আইন বিধিবদ্ধ হয়। ঐ সময়ে বিলাতের “কণ্টেম্পোরারি রিভিউ” নামক মাসিকপত্রে The Ethics of Dynamite বা “ডিনামাইটের নৈতিক তত্ত্ব” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি ২রা জুনের কেসরীতে “বোমা-রহস্য” নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহা “কণ্টেম্পোরারি রিভিউ”র পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের ভাবাবলম্বনেই লিখিয়াছি। বড় লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভায় বিস্ফোরক-আইনের আলোচনা-কালে জনৈক মুসলমান সভাসদ “কণ্টেম্পোরারি রিভিউ”র ঐ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন। বিলাতে ঐ প্রবন্ধের জন্য কর্তৃপক্ষ রাজদ্রোহের মোকদ্দমা উপস্থিত করেন নাই। কিন্তু এখানে আমি ঠিক ঐ ভাবের কথা বলিয়া বিপন্ন হইয়াছি।

ঐ প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি যে, মৃত্যু যেমন মানুষকে জগতের নশ্বরত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইয়া মনুষ্যজীবনের প্রকৃত কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, ধর্ম্মপথের পথিক করে, বোমাবিভ্রাট সেইরূপ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি যথেচ্ছাচারের প্রতি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে তৎপ্রতিকারে যত্নশীল করে। মৃত্যু-সম্বন্ধে আমি এখানে যাহা বলিয়াছি, কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য, উভয় দেশের দার্শনিকেরাই সেই কথাই বলিয়াছেন। মেজর ইভান্স বেলের

গ্রন্থের ৯২ পৃষ্ঠাতেও আপনারা এ বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাইবেন। অমঙ্গল হইতেও সময়ে সময়ে মঙ্গলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই কারণে আমার মতে বোমাবিভ্রাটে একেবারে ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া রাজপুরুষদিগের ধীরচিত্তে উহার প্রতিকারে যত্নশীল হওয়া উচিত। ধীরভাবে দেশের অবস্থার বিষয় বুঝিয়া দেখিবার ইহাই উপযুক্ত সময় বলিয়া আমি নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমি বোমাকে ভারতীয় সমাজ-শরীরের একটি ব্যাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমার মতে বর্ত্তমান বিজ্ঞানশাস্ত্র এক দিকে যেমন রাজশক্তির সামরিক বল-বৃদ্ধি-বিষয়ে সহায়তা করিতেছে, অন্যদিকে সেইরূপ "টেরারিজম্" বা তাঁহাদিগকে ভয়-প্রদর্শনের শক্তিও লোকের বৃদ্ধি করিতেছে"।—ইহার প্রতি রাজপুরুষদিগের দৃষ্টি থাকা প্রয়োজনীয়। এই প্রবন্ধে ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুরোধে অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ডের ও রাজনীতিক হত্যার পার্থক্য দেখান হইয়াছে—কিন্তু আমি এ বিষয়ের প্রথম পথ-প্রদর্শক নহি। Decline of Tsardom নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আপনারা দেখিতে পাইবেন।

২১শে জুলাই (দায়রার সপ্তম দিবস)।

মঙ্গলবার যথা-সময়ে মোকদ্দমার শুনানি আরম্ভ হইলে তিলক মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—৯ই জুনের প্রবন্ধটি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধগুলির অনুরূপ নহে। বিস্ফোরক-আইন ও মুদ্রাযন্ত্রের নূতন আইন বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় ৮ই জুন তারিখে এক দিনের মধ্যেই পাস হইয়া যায়। সেইদিনই তারযোগে সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আলোচ্য প্রবন্ধটী আমি রচনা করি। মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক নূতন আইনের কোনও প্রয়োজন ছিল না এবং বিস্ফোরক দ্রব্য বিষয়ক আইনটী কোনও কোনও বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর হইয়াছিল বলিয়া লোকের ধারণা। ব্যবস্থাপক সভার দেশীয় সদস্যেরা মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক নূতন আইনের বিরুদ্ধে ভোট দান না করিলেও উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ব্যবস্থাপক সভায় কোনও আইনের পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে

মত প্রকাশ করিয়া, দেশীয় সদস্যগণের অধিক "ভোট" পাইবার আশা কখনই থাকে না। এক্ষেত্রেও তাঁহাদের প্রতিবাদ কার্য্যকর হয় নাই। যে আকারে বিস্ফোরক দ্রব্যের আইন পাস হইল, সে আকারে উহা পাস হওয়া উচিত ছিল না বলিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কারণ, কেরোসিন তৈলও এই আইনের আমলে আসিতে পারে; তদ্ভিন্ন আসামীর দোষ-প্রমাণের ভার বাদিপক্ষের উপর অর্পণ না করিয়া, এই আইনে আসামীর উপর আপনার নির্দ্দোষত্ব প্রতিপন্ন করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে। এই আইন পাস করিবার সময় যদিও রাজপুরুষেরা বলিয়াছিলেন যে, এই আইনটী ইংলণ্ডের ১৮৮৩ সালের বিস্ফোরক বিধানেরই অনুরূপ হইয়াছে, তথাপি প্রকৃতপক্ষে বিলাতী আইনের অপেক্ষা ভারতীয় আইনটী অধিকতর কঠোর হইয়াছে, অথচ প্রজাদিগকে শান্ত করিবার উপায় না করিলে এই আইনে দ্বারা দুঃসাহসিক কার্য্য একবারে রহিত হইবার সম্ভাবনাও নাই—ইত্যাদি কথা বলিয়া মান্দ্রাজের সদস্য মাননীয় নবাব সৈয়দ মহম্মদ সাহেব এই আইনে আপত্তি করিয়াছিলেন। অন্যান্য দেশীয় সংবাদ-পত্রেও এইরূপ মতই প্রকাশিত হইয়াছিল। আমিও ঐ কথাই আমার প্রবন্ধে বলিয়াছি।

"এ সকল উপায় স্থায়ী নহে।"

এই প্রবন্ধে আমি গবর্ণমেণ্টের প্রণীত আইন দুইটিকে "এগুলি আদৌ প্রতিকারের উপায়ই নহে" বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি নাই। আমি বলিয়াছি যে, এ উপায়গুলি "স্থায়ী" নহে। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই ১৮৯৭ সালে অবলম্বিত দমননীতির উল্লেখ করিয়াছি। ঐ প্রসঙ্গে প্রথমেই "দমন-নীতির ভূত ঘাড়ে চাপিয়াছে" বলিয়া উল্লেখ করায়, পরে দমন-নীতি-মূলক উপায়সমূহকেই ভূত-পিশাচ নামে বর্ণনা করিতে হইয়াছে। এই উপায়গুলিকে বশীভূত রাখা—সীমা অতিক্রম করিতে না দেওয়া লর্ড মর্লি বাহাদুরের কর্ত্তব্য। কিন্তু লর্ড মর্লির ন্যায় যোদ্ধাও

সে গুলিকে বশীভূত (সীমার মধ্যে) রাখিতে পারিতেছেন না। ব্রত-ভ্রষ্ট হইয়াছেন, অর্থে lost the power over the evil genius by failure of the requisite observances.—ইহাই আমার মূল প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি। কিন্তু সরকারী অনুবাদে সে অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। দমন-নীতি বা পশ্চাদ্গামিনী নীতির আমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা আমার কপোল-কল্পিত নহে। Science of Politics by Amos নামক গ্রন্থ হইতে আমি আপনাদিগকে একটি অংশ পড়িয়া শুনাইতেছি, তাহা হইতে আপনারা আমার ব্যাখ্যার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। [পাঠ] আরস্কিন সাহেবের বক্তৃতা-পুস্তকে ও শেল্ডনের গ্রন্থেও এই প্রকার ব্যাখ্যাই আপনারা দেখিতে পাইবেন। সার্ব্বজনিক বিষয়ে বাদানুবাদ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা না পাইলে ইংলণ্ডে বর্ত্তমান কনষ্টিটিউশন্যাল্ গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব কি সম্ভবপর হইত ? বক্তৃতার ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হইতেই যে রাষ্ট্রীয় ভাবের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি হইয়া থাকে, একথা Malcolm's Government of India নামক পুস্তকের ১৩৮ পৃষ্ঠায় স্বীকৃত হইয়াছে। হাইকোর্টের বা সুপ্রিম-কোর্টের রায় সংবাদপত্রে ছাপিয়া প্রকাশ করিলে রাজকার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং তাহা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা হ্রাস পায়—এইরূপ আপত্তি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ১৮৩৩ সালে উত্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৫৮ সালেও রাজপুরুষেরা আবার এই আপত্তি তুলিয়াছিলেন, নর্টন সাহেবের গ্রন্থে (Topics of Indian Statesmen) এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। নর্টন মহোদয় স্বীয় গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা যদি পৃথিবীর কোনও দেশে থাকা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ভারত-বর্ষেই তাহার আবশ্যকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আছে ; বরং ইংলণ্ডের অপেক্ষা ভারতে মুদ্রাযন্ত্রকে অধিক পরিমাণে স্বাধীনতা দান করা উচিত। ভারতবাসীরা অজ্ঞ বলিয়া, যথেচ্ছাচার শাসন-পদ্ধতির

পথে বাধাদান করিবার ক্ষমতা ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রকে দান করা নিতান্ত আবশ্যক। [এই স্থলে তিলক-মহাশয় সরকারি অনুবাদের কয়েকটি ভ্রমপ্রদর্শন করেন।]

বিপ্লব-বাদী সম্প্রদায়।

বোমার দ্বারা সমাজ-বিপ্লব ঘটিবে, অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের লোকেরা "এনার্কিষ্ট" হইয়া উঠিয়াছে—ব্যবস্থাপক সভার বক্তৃতায় স্বয়ং স্যার হার্ভি এডামসন মহোদয় এই কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে কার্ল জুবার্ট প্রণীত Fall of Tzardom গ্রন্থে অথবা রুষরাজ্য-সংক্রান্ত যে কোনও আধুনিক গ্রন্থে যথেষ্ট বিচার, বিতর্ক ও আলোচনা যে কেহ ইচ্ছা দেখিতে পাইবেন। সমাজ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা যাহারা অস্বীকার করে, তাহাদিগকেই এনার্কিষ্ট বা নিহিলিষ্ট বলা যায়। কিন্তু বঙ্গীয় যুবকেরা সমাজের বা সমাজ-ব্যবস্থার আবশ্যকতা কখনই অস্বীকার করে নাই। এই কারণে আমি বলিয়াছি যে, বাঙ্গালী যুবকদিগকে এনার্কিষ্ট বা সমাজের বিপ্লব-প্রয়াসী বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত নহে। আমি এই প্রবন্ধে তাহাদিগের সম্বন্ধে যে ভাবের কথা বলিয়াছি, সেই ভাবের কথা পাইওনীয়ার পত্রে রুষিয়ার বোমা-নিক্ষেপকারীদিগের সম্বন্ধে গত ১৯০৬ সালের ২৯শে আগষ্ট তারিখে লিখিত হইয়াছিল। সেই সময়ে Before the bomb armies of the Czar are powerless. অর্থাৎ বোমার ক্ষমতার সমক্ষে জারের সামরিক শক্তি অকিঞ্চিৎকর" এই সূত্র-রূপ বাক্যের দ্বারা পাইওনীয়ার যাহা বলিয়াছিলেন, লণ্ডন টাইম্‌স্ প্রভৃতি পত্রেও তাহাই লিখিত হইয়াছিল। সেই সর্ব্ববাদি-সম্মত সূত্রের অনুসরণ করিয়া আমি অভিযুক্ত প্রবন্ধে বোমার শক্তির বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি।

মোগল ও ইংরাজ।

মোগল ও ইংরাজশাসনের পার্থক্যবিষয়ে আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি, তাহা কাল্পনিক নহে। শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী মহোদয়ের

Poverty and un-British Rule in British India নামক গ্রন্থে বৈদেশিক শাসনের কুফল-সম্বন্ধে স্যার টমাস মন্‌রোর যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, আমার ঐ বিষয়ক মত ভিত্তিহীন নহে। মোগলদিগের মত উদারতা ও সামরিক শক্তি ইংরাজদিগের নাই,—মোগল-শাসন কোনও কোনও বিষয়ে ইংরাজ-শাসন অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ছিল, এমন কথা অনেক ইংরাজই অনেকবার বলিয়াছেন। [এই খানে তিলক মহাশয় কয়েকজন প্রসিদ্ধ ইংরাজের উক্তি জুরিদিগকে পড়িয়া শুনান।] টরেন্স সাহেবের Empire in Asia নামক গ্রন্থে ইংরাজ-শাসনে ভারতবাসীর হস্তপদ ভঙ্গ করার (Broken limbs) কথা লিখিত হইয়াছে ; মিঃ থরবরণ, ভারতীয় শিল্পের কণ্ঠরোধ-পূর্ব্বক বিনাশের কথা লিখিয়াছেন, তাহারই অনুকরণে কেসরীতে শুকপক্ষিরূপী ভারত-বাসীর "পক্ষ উৎপাটনের" কথা লিখিত হইয়াছে। অস্ত্র আইন সম্বন্ধে আমি যে কথা বলিয়াছি, ঠিক সেই কথাই স্যার ফেরোজা শা মেটা মহাশয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদের কংগ্রেসে বলিয়াছিলেন। অস্ত্র আইনের দ্বারা রাষ্ট্রীয় পৌরুষের বধ সাধিত হয়, অস্ত্র-হীন হইলে লোকে ভীরু ও কাপুরুষ হইয়া উঠে,—এ সকল কথা সম্পূর্ণ সত্য। অস্ত্র আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন-কালে এ সকল কথার উল্লেখ সকলেই করিয়া থাকেন এবং ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের আছে।

ইহার পরবর্ত্তী কথাগুলি আমি অধিকার-বিভাগ-মূলক (Decentralization) কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য-দান-কালেও বলিয়াছি। [এই খানে শ্রীযুক্ত তিলক হয়গ্রীবাচার্য্যের আত্ম-হত্যার উল্লেখ করিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু মিঃ ব্রান্সন তাহাতে এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, ঐ ঘটনা প্রকৃত কি না, তাহা এখনও নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয় নাই—একারণে উহার উল্লেখ এস্থলে কর্ত্তব্য নহে। বিচারপতি এ

আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন] এই প্রবন্ধে আমার ইহাই বক্তব্য ছিল যে, বিস্ফোরক দ্রব্য-বিষয়ক আইনের বা দমননীতির সাহায্যে বোমার মূল বিনষ্ট হইবে না। সামরিক শক্তি যতই অধিক হউক, কঠোর শাসন-নীতি যতই অবলম্বিত হউক, মাথা-পাগলদিগের বোমা-নির্ম্মাণে প্রবৃত্তি কিছুতেই হ্রাস পাইবে না। অর্থাৎ দমনমূলক নীতি পরিত্যাগ করিয়া দেশবাসীকে কিছু রাজনৈতিক-অধিকার দান করিলেই অসন্তোষ হ্রাস পাইবে ; বোমাও বিলুপ্ত হইবে।—এই কথা বলাই আমার প্রবন্ধ লিখিবার উদ্দেশ্য ছিল। এই ভাবের কথা লর্ড মর্লি তাঁহার সিবিল সার্ব্বিস ডিনারের বক্তৃতাতেও বলিয়াছেন। এদেশে ইংরাজী শিক্ষার ফলে লোকের মনে যে নূতন উচ্চাকাঙ্ক্ষার ও আদর্শের উদয় হইয়াছে, তিনি প্রথমে তাহার উল্লেখ করিয়া পরে বলিয়াছেন—

And unless we somehow or another can reconcile order with satisfaction of those ideals and aspirations, gentlemen, the fault will not be theirs. It will be ours. It will mark the break-down of British statesmanship. Now nobody, I think, believes that we can now enter upon an era of pure repression ; you cannot enter at this date, and with English public opinion, mind you, watching you, upon an era of pure repression ; and I do not believe that any body desires any such thing. I do not believe so. Gentlemen, we have seen attempts at the life-time of us here to night, we have seen attempt in continental Europe, to govern by pure repression and indeed in days not altogether remote from our own we have seen attempts of of that sorts. They have all failed. There may be now and again a spurious semblance of success, but in truth they have all failed.

লাক্ষণিক অর্থের আলোচনা।

বোমা সহজেই প্রস্তুত করা যায় বলিয়া যে আমি লিখিয়াছি, তাহাও আমার কল্পনা-প্রসূত কথা নহে। কলিকাতার ষড়্‌যন্ত্রের মামলায় বোমার বিস্তারিত বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে এবং সমস্ত দৈনিক সংবাদ-পত্রেই সে সকল কথা মুদ্রিত হইয়াছে। বোমা তৈয়ারি করা সহজ এবং উহার উপকরণ ভারতবর্ষে যথেষ্ট পাওয়া যায় বলিয়া এদেশ

হইতে বোমার মূলোৎপাটন করা বড় কষ্টসাধ্য—সরকারি শ্বেতাঙ্গ রাসায়নিক পরীক্ষক মহোদয়ও এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন। বোমা-বিভ্রাটের পরিচয়-দান-কালে কলিকাতা ও বোম্বায়ের এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহ বোমার সম্বন্ধে এই সকল কথাই বলিয়াছিলেন। ৮ই জুন তারিখের টাইম্‌স্‌ অব ইণ্ডিয়া পত্রে লিখিত হইয়াছিল যে, বোমা তৈয়ারি করা অতি সহজ—বিস্ফোরক বিষয়ক নূতন আইনেও বোমার মূলোৎপাটন হইবে না। সাহেবী সংবাদ-পত্রসমূহে এই সকল কথা লিখিত হইবার পর আমি কেসরীতে ঐ সকল কথা লিখিয়াছি। ফরিয়াদি পক্ষ আমার রচনার লাক্ষণিক অর্থ-গ্রহণ-পূর্ব্বক আপনাদিগকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বলিতেছেন যে, বোমার ঐরূপ বর্ণনা করিয়া আমি পাঠকদিগকে বোমা প্রস্তুত বিষয়ে উৎসাহ দান করিয়াছি। তাঁহাদের এই চেষ্টা যদি যুক্তি-সঙ্গত হয়, তাহা হইলে চিকিৎসা-বিষয়ে বা দ্রব্য-গুণ-বিষয়ে যাঁহারা গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই হত্যায় উৎসাহ-দান-অপরাধে অভিযুক্ত ও দণ্ড প্রাপ্ত হওয়া উচিত। কারণ, তাঁহারা স্ব স্ব গ্রন্থে অনেক বিস্ফোরক দ্রব্যের গুণাগুণের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। সংবাদপত্রে প্রায় প্রত্যহই চুরি ডাকাতি প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু সে জন্য কে কবে সংবাদপত্র-সম্পাদকদিগকে দস্যুতার উৎসাহ-দানকারী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন? গবর্ণমেণ্ট যে উপায় অবলম্বনে অগ্রসর হইয়াছেন, সেই উপায়ে বোমা বন্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা বুঝাইবার জন্যই আমাকে বোমার বর্ণনা করিতে হইয়াছে, মন্ত্রের সহিত উহার তুলনা করিতে হইয়াছে। বিস্ফোরক আইনের ফলে কতিপয় শিল্প-ব্যবসায়ের ক্ষতি সাধিত হইবে, ব্যবসায়ীদিগের উপর অত্যাচার হইবে। কারণ, ঐ সকল ব্যবসায়ে কোনও কোনও বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহার হইয়া থাকে—একথাও আমি প্রবন্ধে বলিয়াছি। ইহা হইতেও আপনারা

আমার উদ্দেশ্য স্থির করিতে পারিবেন। ফলতঃ বোমা সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা অপেক্ষা এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্রে অনেক অধিক কথা লিখিত হইয়াছে। বোমা সম্বন্ধে আমার অপেক্ষা তাঁহাদের বর্ণনা অধিকতর বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সে জন্য তাঁহাদিগের নামে বোমা প্রস্তুত বিষয়ে উৎসাহ-দানের অভিযোগ করা হইতেছে না! আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহাও আইন অনুসারে দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কারণ, প্রচলিত আলোচ্য বিষয়ের আমূল সংবাদ-প্রকাশ করা কখনই দোষাবহ নহে। এরূপ ক্ষেত্রে লাক্ষণিক অর্থ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করা অতীব অসঙ্গত কার্য্য।

[এই স্থানে তিলক ওরিয়েণ্টাল রিভিউ পত্রে উদ্ধৃত "মর্ণিং লীডার" নামক বিলাতী সংবাদ-পত্রের কলিকাতাস্থিত সংবাদ-দাতার পত্রটি জুরিদিগকে পড়িয়া শুনাইলেন। এই পত্রে লিখিত হইয়াছিল যে, কিছুতেই ভারতবর্ষ হইতে বোমার মূলোচ্ছেদ হইবে না; বোমা এদেশে চিরস্থায়ী হইবে; (The bomb has come to stay.) প্রকৃতিপুঞ্জকে স্বায়ত্ত-শাসন বা স্বরাজ্য-বিষয়ক কতিপয় সারগর্ভ অধিকার-প্রদান না করিলে ভারতবর্ষ হইতে অসন্তোষ কখনও দূরীভূত হইবে না; ইত্যাদি। মিঃ ব্রান্সন সরকার পক্ষ হইতে এই পত্র-পাঠে আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু বিচারপতি মহাশয় সে আপত্তি অগ্রাহ্য করায় পত্রখানি আদালতে পঠিত হয়। তিলক মহাশয়ের পত্র-পাঠ-কার্য্য শেষ হইলে বিচারপতি মহোদয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কোন্ উদ্দেশ্যে এই পত্রখানি পাঠ করিলেন? উত্তরে তিলক বলিলেন—কেসরীতে আমি যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছি, অনেক স্বাধীন-প্রকৃতি ইংরাজও যে সেইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্য আমি পত্রখানি পাঠ করিয়াছি।]

মর্ণিং-লীডারের পত্রপ্রেরকই যে কেবল বোমা-সম্বন্ধে আমার মত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে; ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নবাব সৈয়দ

মহম্মদ সাহেব ও কণ্টেম্পোরেরি রিভিউ পত্রের লেখকও Ethics of Dynamite প্রবন্ধে ঐরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। ফলকথা, আই-নের কঠোরতা ও গুপ্ত পুলিশের সংখ্যা-বৃদ্ধি করিলে বোমা বন্ধ হয় না,—যে অসন্তোষের ফলে লোকের বোমা প্রস্তুত করিবার বাসনা বলবতী হয়, সেই অসন্তোষ দূর করিবার চেষ্টা করিলেই বোমার অত্যাচার বন্ধ হইবে।

৯ই জুনের কেসরীর প্রবন্ধে কোনও প্রকারেই বোমায় উৎসাহ-দান করা হয় নাই। কেহই বোমার পক্ষপাতী নহে। কিন্তু নূতন আইনের কঠোরতায় বোমা বন্ধ হইবে কি না, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল। নূতন আইনের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, একথা ভারতের সকল দেশীয় সংবাদ-পত্রই বলিয়াছেন। আমিও সেই কথাই বলিয়াছি। কিন্তু ফরিয়াদি পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, ঐ কথা দ্বারা জনসাধারণকে বোমা নিক্ষেপ করিতে উৎসাহিত করি-বার আমার গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল! এইরূপে গূঢ় উদ্দেশ্যের আরোপ করিতে গেলে প্রত্যেক রচনার সম্বন্ধেই ঐরূপ করা যাইতে পারে। বিদ্রোহ-সম্বন্ধে বা অন্য কোনও অপরাধ-সম্বন্ধে যদি কেহ গ্রন্থ-রচনা করে এবং কোনও সংবাদপত্র-সম্পাদক যদি সেই গ্রন্থের সমালোচনা-কালে উহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কি তাঁহাকে বিদ্রোহের উত্তেজনাকারী বা ঐ অপরাধে উৎসাহ-দানকারী বলিয়া আপনারা অভিযুক্ত করিবেন? যে দিন নূতন আইন পাস হয়, সেই দিনই পুণায় এই প্রবন্ধ লিখিত হয়। নবাব সৈয়দ মহম্মদ সাহেব ব্যবস্থাপক সভায় ঐ সম্বন্ধে সে দিন যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তারযোগে তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া আমিও প্রবন্ধে সেই সকল কথাই লিখিয়াছিলাম। বোমা-নিক্ষেপ করা একটা অপরাধ ও উহা যে দুর্নীতি-মূলক কার্য্য, তাহা আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে স্পষ্টই বলিয়াছি। তথাপি আমার রচনায় গূঢ় উদ্দেশ্যের আরোপ করা হইতেছে। সুধারক, সুবোধ-পত্রিকা, জ্ঞান-প্রকাশ, ইন্দু-প্রকাশ

প্রভৃতি সংবাদ-পত্রে অবিকল আমার লিখিত প্রবন্ধের অনুরূপ প্রবন্ধই প্রকাশিত হইয়াছে। ফলতঃ আমি লোক-মতই (public opinion) প্রকাশ করিয়াছি। এরূপ ক্ষেত্রে রাজদ্রোহের উত্তেজনা করিবার চেষ্টার অভিযোগ কিরূপে চলিতে পারে? আমার উদ্দেশ্য মন্দ ছিল, ইহাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে?

সে দিন বিলাতের লর্ডদিগের সভায় লর্ড মর্লি ও লর্ড কর্জ্জনের মধ্যে বাদানুবাদ-কালে লর্ড কর্জ্জন এমন কতকগুলি কথা বলিয়াছিলেন যে, তাহা কাবুলের আমীর বাহাদুরের কর্ণগোচর হইলে বিভ্রাট ঘটিতে পারে, এংগ্লো-রুষীয় সন্ধি-পত্রে সম্মতি-দান-বিষয়ে আমীর মহোদয় অসম্মতি-প্রকাশ করিতে পারেন বলিয়া লর্ড মর্লি বাহাদুরের মনে হইয়াছিল। এ কারণে তিনি তাঁহার কথায় বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উপর অসদভিপ্রায়ের আরোপ বা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করার অভিযোগ উপস্থিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। কারণ প্রচলিত বিষয়ের আলোচনা-কালে স্বাধীনভাবে মতামত-প্রকাশ করিবার কাহারও অধিকার হরণ করা বিধেয় নহে। স্বাধীনভাবে মত-প্রকাশ করিলে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে লোকের ঘৃণা উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া ঐরূপ মত প্রকাশে বাধা-দান করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। জজ বাহাদুরেরা রায়ে পুলিশের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহাও আজকাল কোনও কোনও রাজ-পুরুষের নিকট অসহ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু ইহা শুভ লক্ষণ নহে। সে যাহা হউক, আমার প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাষায় আমি স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি, তাহা হইতে গূঢ় লাক্ষণিক অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমার প্রবন্ধে দুই একটি শব্দ সুস্পষ্ট, সুপ্রযুক্ত বা সযত্ন বিবেচনা-প্রসূত না থাকিতে পারে; কিন্তু আমাদিগকে কিরূপ ব্যস্ততার সহিত প্রবন্ধ রচনা করিতে হয়, বিশেষতঃ এই প্রবন্ধটি আমাকে কিরূপ অল্প সময়ের মধ্যে লিখিতে হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলে আপনারা দুই একটি

অস্পষ্ট বা অবিবেচনা-প্রসূত শব্দের জন্য আমাকে রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী করা কখনই যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিবেন না।

পোষ্ট কার্ডের কথা।

[অতঃপর শ্রীযুক্ত তিলক খানাতল্লাসিতে প্রাপ্ত পোষ্ট কার্ড সম্বন্ধে যে কথা স্বীয় বর্ণনাপত্রে লিখিয়াছিলেন, তাহাই বিশদ করিয়া জুরিদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, পুলিশ পোষ্ট কার্ডটিকে আমার বিরুদ্ধে একটা অতি গুরুতর প্রমাণ বলিয়া মনে করিয়া উহার ফটোগ্রাফ পর্য্যন্ত তুলিয়া লইয়াছে; হয়ত সে ফটোগ্রাফ ভারত-সচিব লর্ড মর্লি বাহাদুরের নিকটেও প্রেরিত হইবে! কিন্তু ঐ পোষ্ট কার্ডটি আমার টেবিলের দেরাজে কতকগুলি সংবাদ-পত্রের কর্ত্তিত অংশের মধ্যে অযত্ন সহকারে রক্ষিত ছিল, যে দেরাজে উহা ছিল, তাহাতে চাবি পর্য্যন্ত দেওয়া ছিল না। ফরিয়াদি পক্ষ পোষ্ট কার্ডটি দাখিল করিয়াছেন, কিন্তু উহার সঙ্গে যে সংবাদ-পত্রের কর্ত্তিত অংশসকল ছিল, তাহা দাখিল করেন নাই! যে ক্যাটালগ হইতে পোষ্টকার্ডে দুইখানি বিস্ফোরক দ্রব্য-বিষয়ক গ্রন্থের নাম লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তিলক মহাশয় তাহাও এই প্রসঙ্গে জজ ও জুরিদিগকে দেখাইলেন।

২১ জুলাই—অপরাহ্নে।

১৫৩ (ক) ধারার আলোচনা।

অপরাহ্নে জলযোগের পর সাড়ে তিনটার সময় আবার মোকদ্দমার শুনানি আরব্ধ হইলে শ্রীযুক্ত তিলক স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন,—৯ই জুনের প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুইটি অভিযোগ উপস্থাপিত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন্ অংশে ১২৪ (ক) ধারা এবং কোন্ অংশে ১৫৩ (ক) ধারার সীমা আমি অতিক্রম করিয়াছি, ফরিয়াদি পক্ষ তাহা অভিযোগে নির্দ্দেশ করেন নাই। এই কারণে এই

অভিযোগের উত্তর দান করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ১৫৩ (ক) ধারায় সম্রাটের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর (classes) প্রজার মধ্যে বৈরভাব (enmity) বর্দ্ধন বা বর্দ্ধনের "চেষ্টা" (promotes or attempts to promote) করা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই ধারায় promote পদটি excite বা incite (উত্তেজনা করা) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ধারাতেও ১২৪ (ক) ধারার ন্যায় 'চেষ্টা' (attempts) পদের ব্যবহার করা হইয়াছে। এই কারণে promote পদে উদ্দেশ্যের ভাব না থাকিলেও attempt পদের দ্বারা ঐ ভাব সূচিত হইতেছে। আমার উপর "বৈরভাব-বর্দ্ধনের" অভিযোগ না করিয়া "বৈরভাব-বর্দ্ধনের চেষ্টা"র অভিযোগ হইয়াছে। "চেষ্টা"র অভিযোগ না হইলে আমার উদ্দেশ্য নির্ণয় করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইত না।—আমি "বৈরভাব-বর্দ্ধন" করিয়াছি, ইহা প্রতিপন্ন করিলেই ফরিয়াদি পক্ষের কর্ত্তব্য শেষ হইত। কিন্তু আমার উপর যখন "চেষ্টার" অভিযোগ হইয়াছে, তখন আমার ঐ কার্য্যের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের প্রতি আপনাদের মনোযোগ করা আবশ্যক। উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় বুঝিবার জন্ম দেশ-কাল-পাত্রের সম্বন্ধেও বিবেচনা করা আবশ্যক। কিন্তু তাহা বুঝিবার যাহাতে আপনাদের সুবিধা হয়, তাহার কোনও ব্যবস্থা বা আমার অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ ফরিয়াদি পক্ষ হইতে আপনাদের নিকট উপস্থিত করা হয় নাই। অথচ ঐরূপ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল।

জ্ঞান-সহকৃত উদ্দেশ্য।

"পঞ্জাবী" পত্রের বিরুদ্ধে যে ১৫৩ (ক) ধারায় অভিযোগ হইয়াছিল, তাহার রায়ে প্রধান বিচারপতি মহোদয় বলিয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বৈরভাব-বর্দ্ধনের জ্ঞান-সহকৃত উদ্দেশ্য (conscious intention) না থাকিলে এই ধারা অনুসারে অপরাধ হয় না। conscious কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, শুদ্ধ অনুমানের বলে উদ্দেশ্যের নির্ণয় না করিয়া তৎসম্বন্ধে

বিশিষ্ট প্রমাণ-প্রয়োগ আবশ্যক। তাহার পর classes বলিতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা জাতি বুঝায়। ঐ শব্দের দ্বারা রাজনীতিক দলের (parties) জ্ঞান কিছুতেই হয় না। রাজনীতিক দলের মধ্যে বৈরভাব বা বিরোধ বিদ্বেষ-নিবারণের জন্য ১৫৩ (ক) ধারা কখনই প্রণীত হয় নাই।—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইউরোপীয় প্রভৃতি জাতির মধ্যে বিরোধ বা বিদ্বেষ-সঞ্চারের চেষ্টা ও দাঙ্গা হাঙ্গামার নিবারণের জন্যই ঐ ধারা প্রণীত হইয়াছে। আমি এই সকল জাতির বা ইহাদের কোনও দুই জাতির মধ্যে বিদ্বেষ বা বৈর-ভাব-বর্দ্ধনের চেষ্টা করি নাই। আমি রাজ-পুরুষদিগের কার্য্যে লোকের বিরাগ উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু রাজপুরুষেরা ১৫৩ (ক) ধারার কথিত classes পদের বিষয়ীভূত নহেন। এই ধারার সহিত আইনে যে ব্যাখ্যা সংযুক্ত আছে, সেই ব্যাখ্যানুসারেও আমার রচনা নির্দ্দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না—ইহা প্রদর্শন করা ফরিয়াদির পক্ষে উচিত ছিল। পাঠকগণের জ্ঞান-বর্দ্ধন কল্পে ভিন্ন ভিন্ন জাতির দোষের আলোচনা করিলে, তাহা যদি কাহারও অপ্রিয় বলিয়াও বোধ হয়, তথাপি এই ধারা অনুসারে দোষ বলিয়া গণ্য হয় না। কারণ, আইনে malicious intent অর্থাৎ বিদ্বেষ-মূলক অভিপ্রায়ে ঐ কার্য্য করিলেই তাহা দোষাবহ হইবে, বলা হইয়াছে। কিন্তু আমি এ বিষয়ের আলোচনাই করি নাই।—৯ই জুনের প্রবন্ধে বিস্ফোরক দ্রব্য-বিষয়ক আইনের ও মুদ্রাযন্ত্রের নূতন আইনের অকিঞ্চিৎকরতা-প্রদর্শনেরই চেষ্টা করিয়াছি। নিতান্ত কষ্ট-কল্পনা না করিলে এই প্রবন্ধের সহিত ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বৈর-ভাব-উদ্দীপন-চেষ্টার সম্বন্ধ আবিষ্কার করা সম্ভবপর নহে। বরং ১২ই মে তারিখের প্রবন্ধে ঐরূপ চেষ্টা করা হইয়াছে বলিলে ও রাজপুরুষদিগকে ১৫৩ ধারার প্রোক্ত classes পদের অন্তর্নিবিষ্ট করিলে কতকটা সঙ্গত হইত। কিন্তু ৯ই জুনের প্রবন্ধে সে প্রসঙ্গই আদৌ উত্থাপিত হয় নাই।

অস্পষ্ট দোষারোপ।

ফরিয়াদি পক্ষ আমার malicious intent বা বিদ্বেষমূলক অভিপ্রায় ম্বন্ধে কোনও প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। কোন্ দুই জাতির মধ্যে ামি বিদ্বেষ-বর্দ্ধনের চেষ্টা করিয়াছি, সে কথাও খুলিয়া বলেন নাই! নথচ আমার উপর ঐ বিষয়ের দোষারোপ করা হইয়াছে। এ অবস্থায় রিয়াদি পক্ষের মনোভাব-সম্বন্ধে কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ামাকে অভিযোগের উত্তর দান করিতে হইবে। আমার বোধ হয়, নটিব বা দেশীয়দিগের ও ইউরোপীয়দিগের মধ্যে বিদ্বেষ-উদ্দীপনের চেষ্টার" অভিযোগ আমার উপর করা হইয়াছে। কিন্তু বলিয়াছি যে, ামার প্রবন্ধে সে প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র নাই। তবে বিস্ফোরক আইনের মালোচনা-প্রসঙ্গে বোমা সহজে প্রস্তুত করা যায় প্রভৃতি কথা প্রবন্ধে াখিয়াছি বলিয়া ইউরোপীয়দিগের প্রতি বোমা-নিক্ষেপ করিতে ইঙ্গিত রা হইয়াছে,—এরূপ অনুমান করিলে তাহা কখনই সঙ্গত হইবে না। রূপভাবে লাক্ষণিক অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া গণ্য ইলে এদেশে সকল বিষয়ের আলোচনাই বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু রিয়াদি পক্ষ বলিতেছেন যে, আমি আইনের সমালোচনাচ্ছলে জন-াধারণকে শেতাঙ্গদিগের উপর বোমা-নিক্ষেপ করিতে ইঙ্গিত করিয়াছি। াথচ এই কথার কোনও প্রমাণ তাঁহারা প্রদান করেন নাই।

ফরিয়াদি পক্ষের কৌশল।

তাহার পর একটি সমগ্র প্রবন্ধের উপর ১২৪ (ক) ও ১৫৩ (ক) ই দুই ধারা অনুসারে কিরূপে অভিযোগ চলিতে পারে, তাহাও আমি ঝিতে অসমর্থ; ঐ দুই ধারার অপরাধও এক শ্রেণীর নহে। "এক লে দুই পাখী মারা"র প্রবাদ আমরা শুনিয়াছি বটে; কিন্তু একটি বন্ধের বা কার্য্যের জন্য একজন আসামীকে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ধারার পরাধে ফেলিয়া কিছুতেই দণ্ডিত করা যায় না। ঐরূপ কার্য্য কখনই

আইন-সঙ্গত হইতে পারে না। কিন্তু আসামীর দণ্ডের পরিমাণ যাহাতে অধিক হয়, তাহার উদ্দেশ্যেই ফরিয়াদিপক্ষ একটি সমগ্র প্রবন্ধের উপর দুইটি স্বতন্ত্র ধারায় অভিযোগ স্থাপন করিয়াছেন। প্রবন্ধটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগকে ১২৪ (ক) ধারা ও অপর ভাগকে ১৫৩ (ক) ধারার আমলে আনিবার চেষ্টা করিলেও কতকটা শোভা পাইত। কিন্তু ফরিয়াদি পক্ষ ঐরূপে প্রবন্ধের বিভাগ করিতে সমর্থ হন নাই; অথচ ইউরোপীয় জুরিদিগের চিত্ত যাহাতে আমার সম্বন্ধে কলুষিত হয়, তাহার জন্য ১২৪ (ক) ধারার সহিত ১৫৩ (ক) ধারার অপরাধেরও অভিযোগ আমার নামে উপস্থিত করিয়াছেন। এ কৌশলে আপনাদের প্রতারিত হওয়া উচিত নহে। ফরিয়াদিপক্ষ ১৫৩ (ক) ধারার অপরাধ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ না করিলে, ঐ অভিযোগের প্রতি কর্ণপাত করা জুরি মহাশয়দিগের কর্ত্তব্য নহে।

ইতঃপূর্ব্বে আমি ১২৪ (ক) ধারার ব্যাখ্যা করিয়াছি। সেই ব্যাখ্যা যে কেবল ইংলণ্ডের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য তাহা নহে, ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও প্রযোক্তব্য। বিশেষতঃ আইনে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ লইয়া যেখানে মত-ভেদ উপস্থিত হয়, সেখানে বিলাতের আদালতে সে সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই আপনাদিগকে দেখিতে হইবে। ১২৪ (ক) ধারার "চেষ্টা" (attempt) শব্দ থাকায় জুরিদিগকে দেশ-কাল-পাত্র বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া আমার উদ্দেশ্য স্থির করিতে হইবে। আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে জুরিরাই এই বিষয়ের নির্ণয় করিয়াছেন। যে বাদানুবাদ-প্রসঙ্গে আমিএই সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহা আপনাদিগকে বলিয়াছি। প্রমাণ-স্বরূপে বিবিধ সংবাদ-পত্রের কর্ত্তিত অংশও আদালতে দাখিল করিয়াছি। আশা করি, জুরিগণ সে সকলের বিচার করিয়া আমার কার্য্যের প্রকৃতি-নির্ণয় করিবেন এবং বিচারপতি মহাশয়ও সে বিষয়ে জুরিদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন।

আত্ম-রক্ষার অধিকার।

দণ্ডবিধির ৯৬ ধারায় আত্মরক্ষার অধিকারের (Right of private defence) কথা আছে। সকলেরই আত্মরক্ষা করিবার অধিকার আছে। ঐ ধারায় আত্ম রক্ষার সহিত আপনার সম্পত্তি-রক্ষার কথাও আছে। মনুষ্যের মান-সম্মানও সম্পত্তিরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আপনার সম্মান-রক্ষার চেষ্টা কখনই অবৈধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না বলিয়া আমি মনে করি। কোনও সংবাদ-পত্রে যদি আমার সমাজের সম্মান-হানিকর কোনও কথা প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সেই সংবাদ-পত্রের নামে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত ১৫৩ (ক) ধারা অনুসারে অভিযোগ করা চলে না। এদিকে গবর্ণমেণ্টও এদেশবাসীকে সাহেবী সংবাদ-পত্রের নামে নালিশ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে অনিচ্ছুক। একবার পঞ্জাবের বহুসংখ্যক ভদ্রলোক তত্রত্য "সিবিল ও মিলিটারি গেজেটের" গালাগালিতে উত্ত্যক্ত হইয়া ঐ পত্রের সম্পাদকের নামে নালিশ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলেন; কিন্তু গবর্ণ-মেণ্ট সে অনুমতি দান করেন নাই। এরূপ অবস্থায় প্রতিপক্ষের গালাগালি খাইয়াও নীরবে তাহা সহ্য করাই কি আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য? আমার মতে, গালিদাতারা যেরূপ তীব্রভাষায় প্রথমে আমা-দিগকে আক্রমণ করিবেন, সেইরূপ তীব্র ভাষাতেই তাহার উত্তর দান করিয়া আপনার সমাজের সম্মান-রক্ষা করা কিছুমাত্র দোষাবহ নহে। এইরূপে আত্ম-রক্ষার অধিকার আমাদের অবশ্যই থাকা উচিত।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথা।

[এই স্থলে শ্রীযুক্ত তিলক জুরিদিগের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে ফৌজদারী কার্য্যবিধির কয়েকটী ধারা পড়িয়া শুনাইয়া বলিলেন,] মারাঠী পাঠক-দিগের মনে আমার প্রবন্ধ পড়িয়া কিরূপ ভাবের উদয় হইবে, তাহা আপনাদিগকে জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে। Despotic, tyran-

nical, oppressive প্রভৃতি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমি যে সকল কথা বলিয়াছি, এই প্রসঙ্গে তাহাও আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। [এই স্থানে Lewes সাহেবের Abuse of Political Terms গ্রন্থ হইতে তিলক মহাশয় কিয়দংশ পাঠ করেন।] প্রতিপক্ষ হয়ত বলিবেন, প্রবন্ধে যেমন শাসন-পদ্ধতির দোষ দেখান হইয়াছে, সেইরূপ উহার গুণের উল্লেখও করা হয় নাই কেন? কিন্তু এরূপ বাদানুবাদ-মূলক প্রবন্ধে গুণের উল্লেখ না করিলেও দোষ হয় না,—ইংলণ্ডের আদালতে আরস্কিনের সময়ে ইহা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। ১২৪ (ক) ধারা, দণ্ডবিধিতে সংযোগ করিবার সময় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকার পক্ষ হইতে ষ্টিফেন্স সাহেব বলিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডে সংবাদপত্রের যেরূপ স্বাধীনতা আছে, ভারতেও সেইরূপ থাকিবে, ভারতের আইন এ বিষয়ে ঠিক বিলাতেরই আইনের অনুরূপ করা হইয়াছে। ষ্টিফেন্স সাহেবের এই কথার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে আপনারা বুঝিতে পারিবেন, আমি কেন ইংলণ্ডীয় মোকদ্দমাসমূহের কথা সবিস্তারে আপনাদের গোচর করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

আমি সংবাদ-পত্রের যে সকল কর্ত্তিত অংশ দাখিল করিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া কোন্ অবস্থায় অভিযুক্ত প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছিল, তাহা আপনারা বুঝিতে পারিবেন। সংবাদ-পত্রের সম্পাদকদিগকে যেরূপ তাড়াতাড়ি লিখিতে হয়, তাহাতে সকল সময়ে প্রত্যেক কথা ওজন করিয়া ব্যবহার করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সেই জন্য তাঁহাদের ব্যবহৃত শব্দ অপেক্ষা তাঁহাদের উদ্দেশ্যের প্রতি জুরিদিগের সমধিক লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রতিপক্ষ গালাগালি করিয়াছিলেন বলিয়া ঐরূপ কথা আমি লিখিয়াছি—অপরে রাজবিদ্রোহ করিয়াছে বলিয়া আমিও করিয়াছি, এমন কথা আমি বলি না—এরূপ যুক্তির অবতারণার জন্য আমি ঐ সকল কর্ত্তিত অংশ দাখিল করি নাই। আমার বক্তব্য এই যে, দেশে একটা গুরুতর তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, সেই

তর্কে যোগ-দান করা আমার পক্ষে আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ বাদানুবাদ-প্রসঙ্গে আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা রাজ-দ্রোহ বলিয়া গণ্যই হইতে পারে না। কারণ, এরূপ বাদানুবাদ ও সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে আদৌ রাজবিদ্রোহ হয় না। আলোচনার এই স্বাধীনতা আইন অনুসারেই আমাদের আছে। [এইখানে তিলক মহাশয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার সীমা সম্বন্ধে ষ্টিফেন্স সাহেবের Criminal Law vol II, p. 348 এবং Dicey's Constitutional Law পুস্তক হইতে কিয়দংশ পাঠ করিলেন।

১৮৯৭ সালে আমার নামে যখন রাজবিদ্রোহের অভিযোগ হইয়াছিল, তখন বিচারপতি ষ্ট্রাচী বলিয়াছিলেন যে, "দেশের বর্ত্তমান অশান্তিপূর্ণ অবস্থায় কেসরীতে ঐরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ করা সঙ্গত হয় নাই।" এবারও হয়ত বাদিপক্ষ হইতে সেই কথাই বলা হইবে। কিন্তু বাদিপক্ষের সে কথা এবার খাটিবে না। কারণ, আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অধুনা বোম্বাই প্রদেশে কোনও প্রকার অশান্তি বিদ্যমান নাই। বঙ্গ-দেশে অশান্তি আছে বটে; কিন্তু কেসরীতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি বাঙ্গালী পাঠকদের জন্য লিখিত হয় নাই। তদ্ভিন্ন প্রবন্ধ লিখিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা প্রবন্ধে স্পষ্টাক্ষরেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় বিনা প্রমাণ-প্রয়োগে আমার রচনায় অসৎ উদ্দেশ্যের আরোপ করা কিরূপে সঙ্গত হইবে? উদ্দেশ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য অন্যান্য তারিখে লিখিত প্রবন্ধ ফরিয়াদিপক্ষ হইতে আদালতে দাখিল করা হইয়াছে, কিন্তু মেন সাহেবের Criminal Law নামক পুস্তকে ঐরূপ কার্য্য-প্রণালীর দোষ কীর্ত্তিত হইয়াছে। তারপর আমার নামে যে অভিযোগ হইয়াছে, তাহা আমার মারাঠী প্রবন্ধের উপর নির্ভর করিয়া করা হয় নাই—অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া করা হইয়াছে, ইহাও এই প্রসঙ্গে আপনাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। [এইখানে ব্রান্সন সাহেব আপত্তি করিয়া

বলিলেন যে, অভিযোগ-পত্রে Marathi articles as translated in English এইরূপ বাক্য আছে।] ব্রান্সন সাহেবের কথিত বাক্যেরই আমি ঐরূপ অর্থ করিতেছি। অভিযোগ-পত্রে যদি লিখিত হইত যে, মূল মারাঠী প্রবন্ধের উপরই অভিযোগ স্থাপিত হইয়াছে এবং উহার অনুবাদ এই সঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে,—তাহা হইলে অনুবাদের ভ্রমের জন্য আইন অনুসারে আমার মোকদ্দমার কোনও ক্ষতি হইত না। কিন্তু তাহা না হওয়ায় অনুবাদের ভ্রমগুলির গুরুত্ব আইনের দৃষ্টিতে অত্যন্ত বাড়িয়াছে। অভিযোগ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে অনুমতি দান করিয়াছেন, তাহাও অনুবাদের উপরই প্রদত্ত হইয়াছে! এরূপ ক্ষেত্রে অনুবাদের ভ্রম প্রদর্শন-মাত্র সমস্ত মোকদ্দমাটি মাটি হইয়া যাওয়া উচিত। অনুবাদে ভ্রম ঘটিতে পারে বলিয়া যদি জুরিদিগের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়, তাহা হইলেও সেই সন্দেহের সুবিধা আমার পাওয়া উচিত। প্রবন্ধের প্রকৃত ও ভ্রমশূন্য অনুবাদ আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে আসামী বাধ্য নহেন। মারাঠী পাঠকসমাজে আমার প্রবন্ধের কিরূপ ফল হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহারও কোনও প্রমাণ আপনাদের গোচর করা হয় নাই।

২২শে জুলাই (দায়রার অষ্টম দিবস)।

শ্রীযুক্ত তিলকের বক্তৃতার উপসংহার।

বুধবার তিলক মহাশয়ের বক্তৃতা শেষ হইবার কথা ছিল। সুতরাং সেই দিনই মোকদ্দমার শেষ ফল প্রকাশিত হইতে পারে ভাবিয়া আদালতে লোক সমাগম কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছিল। অনেক পার্শী ও ইংরাজ আদালতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১১॥০টার সময় শুনানি আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত তিলক জজ ও জুরিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

আমার নিজের ব্যক্তিগত মঙ্গলের জন্য এবং আমি যে বিষয়ের সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছি, সেই বিষয়ে সিদ্ধি-লাভের পথ পরিষ্কৃত করিবার

আশায় আমি আপনাদের যথেষ্ট সময় নষ্ট করিয়াছি। ফরিয়াদি পক্ষ আমার উপর অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট ভাবে দোষারোপ করায় আমাকে আশাতীত দীর্ঘকাল বক্তৃতা করিতে হইল। আপনারা ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিরত থাকিয়াও ধীরভাবে এই দীর্ঘকাল আমার বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন, সেজন্য আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করা আমার প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করি। আমি স্বয়ং যখন নিজের মোকদ্দমা চালাইতেছিলাম, তখন এডভোকেট জেনারেল মহাশয় ইচ্ছা করিলে আমাকে পদে পদে বাধা দিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া আমার সহিত শিষ্টজনোচিত ব্যবহার করিয়াছেন, এ জন্য আমি তাঁহারও প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমি যে নিজেই নিজের মোকদ্দমা চালাইতেছিলাম, তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাহা হইলে অভিযোগের বিষয়ীভূত প্রবন্ধের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আপনারা প্রত্যক্ষভাবে আমার মুখে শ্রবণ করিবার সুবিধা পাইবেন এবং সেই সূত্রে আমি কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহাও আপনাদের জানিবার সুবিধা হইতে পারিবে। আদালতের আদব-কায়দা সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অভিজ্ঞ নহি বলিয়া হয়ত আমার বক্তৃতায় বা ব্যবহারে শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘিত হইয়াছে। যদি তাহা হইয়া থাকে, তাহা হইলে জ্ঞান-পূর্ব্বক সেরূপ করি নাই, ইহা আমি আপনাদিগকে জানাইতেছি।

আমরা প্রবন্ধ-সমূহ আপনাদের সম্মুখেই রহিয়াছে। বুরাক্র্যাসি বা শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষদিগের সহিত শাসন-পদ্ধতির সংস্কার উপলক্ষে এদেশের প্রকৃতিপুঞ্জের বাদানুবাদ বিগত ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতে চলিতেছে। আমি নানা গ্রন্থ হইতে যে সকল অংশ আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইয়াছি, তাহার সকল গুলিই আমার মতের সম্পূর্ণ অনুরূপ না হইলেও অনেকটা একরূপ, ইহা আপনারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আমার পূর্ব্বে অনেকেই যে এই রাজনীতিক তর্ক-প্রসঙ্গে ঐরূপ

ভাবের কথা বলিয়াছেন, তাহা আপনারা দেখিতে পাইবেন। Bureaucray বা রাজপুরুষগণ ও Government এক নহেন, ইহা আপনারা স্মরণ রাখিবেন। এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সংবাদ-পত্রসমূহে যেমন বোমার বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, আমার কেসরীর প্রবন্ধেও আমি সেইরূপ বোমার নিন্দা করিয়াছি। তাহাদের সহিত আমার কেবল এইটুকু পার্থক্য যে, আমি বোমার সঙ্গে সঙ্গে রাজপুরুষদিগের দমন-নীতিরও নিন্দা করিয়াছি। বোমা প্রস্তুত করা এখন অত্যন্ত সহজ হইয়া উঠিয়াছে, এই কথা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার প্রসঙ্গে আমি গবর্ণমেণ্টের সামরিক শক্তির উল্লেখ করিয়াছি। বোমা-বিভ্রাটের সুযোগে সাহেবী সংবাদ-পত্রসমূহ যেমন আমাদের রাজনীতিক আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমিও সেই সুযোগে সেইরূপ আমাদের শাসন-সংস্কার-বিষয়ক প্রস্তাবকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর করিবার চেষ্টা করিয়াছি। একই ঘটনা হইতে আপনাদের অনুকূল সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিবার যেরূপ অধিকার সাহেবী সংবাদ-পত্রসমূহের আছে, আমাদেরও সেইরূপ থাকা উচিত।

আপনারা মারাঠী ভাষা জানেন না, ইহা একটা অসুবিধার বিষয় হইলেও এক হিসাবে আপনাদের সমক্ষে এই মোকদ্দমার শুনানি হওয়ায় ভালই হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি। কারণ, আপনাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ইংলণ্ডে মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা-রক্ষা-বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার বিষয় স্মরণ করিয়া আপনারা অবশ্যই গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন। দেশীয় জুরি অপেক্ষা আপনারা (শ্বেতাঙ্গ জুরিরা) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার উপকারিতা অধিক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। এদেশে শক্তিশালী রাজপুরুষদিগের সহিত দুর্ব্বল ভারতবাসীর শাসন-সংস্কার-বিষয়ে বিষম কলহের সূত্রপাত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এ সময়ে আপনারা আমাদিগকে—ব্যক্তিগত

ভাবে আমাকে নহে—সাহায্য করিবেন বলিয়া আমি আশা করি। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আপনারা আমাদিগকে যত সাহায্য করিতে পারিবেন, ততটা সাহায্যেরই আমাদিগের প্রয়োজন আছে। ভারতবাসীর পরমায়ুর অনুপাতে আমি বার্দ্ধক্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি। আমার আর অধিক দিন বাঁচিবার আশা নাই। আমি এই মোকদ্দমাকে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া মনে করি না; আশা করি, আপনারাও সেরূপ মনে করিবেন না। এই মোকদ্দমা-সম্বন্ধে আপনারা যেরূপ মত প্রকাশ করিবেন, তাহার ন্যায্যান্যায্যতার বিষয় আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা স্থির করিবে। আপনারা ভাল করিলেন কি মন্দ করিলেন, তাহার বিচার তাহারা করিবে। এদেশে যথেচ্ছাচার শাসনের হস্ত হইতে মুক্তি-লাভের জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, তাহার ইতিহাসে আপনাদের প্রকাশিত অদ্যকার মতের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই কারণে আপনাদিগের দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক; আপনাদের মস্তকে গুরুতর কর্ত্তব্য-ভার ন্যস্ত হইয়াছে। আপনাদের মধ্যে একজনও যদি অগ্রসর হইয়া বলেন যে, আমার অবলম্বিত পথ দোষশূন্য ছিল, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব। জুরিদিগের মধ্যে একজনও অন্যমত প্রকাশ করিলে ইংলণ্ডে আসামীর পুনর্ব্বিচারের আদেশ হয়। এদেশে যদিও সেরূপ হয় না, তথাপি জুরিদিগের মধ্যে একজনেরও মত যদি আমার মতের অনুরূপ হয়, তাহা হইলে আমি তাহাকে নৈতিক সহায়তা (moral support) মনে করিয়া আনন্দিত হইব।

আইন অনুসারে "চেষ্টা" বলিলে কি বুঝায়, তাহা আমি আপনাদের নিকট বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছি। অভিযোগের বিষয়ীভূত প্রবন্ধসমূহ রচনা করিয়া আমি রাজদ্রোহ প্রচারের চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া যদি আপনারা সকলেই মনে করেন, তাহা হইলে অম্লান বদনে আমাকে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করুন, তাহাতে আমার কোনও আপত্তি

নাই। কিন্তু আমার এইমাত্র বিনীত অনুরোধ যে, আপনারা চেষ্টা করিয়া আপনাদের ঐকমত্য-সাধনের চেষ্টা করিবেন না। আপনাদের মধ্যে যিনি যাহা মনে করেন, অশঙ্কিত চিত্তে তাহা প্রকাশ করুন। সম্রাটের প্রজারূপে আমার যে মত-প্রকাশের অধিকার আছে, আমি তাহার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছি কি না, ইংলণ্ডের বৃটিশ প্রজার বা ভারতীয় এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান প্রজার যে অধিকার আছে, তাহা আমি ভোগ করিতে পারি কি না, তাহা আপনারা স্থির করিয়া বলুন। আমার মত যথার্থ কি না, তাহার মীমাংসা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমি যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা বলিবার আমার অধিকার আছে কি না, তাহারই মীমাংসা আপনাদিগকে করিতে হইবে। এডভোকেট জেনারেল ও বিচারপতি মহাশয় যাহা বলিবেন, তাহা অবশ্যই আপনারা ধীরভাবে শ্রবণ করিবেন। কিন্তু আমি "দোষী" কি "নির্দ্দোষ" তাহা স্থির করিবার ভার আপনাদেরই উপর ন্যস্ত হইয়াছে। বোম্বাই সহরে সংপ্রতি একটি ঘটনা ঘটিতেছে, তাহার সহিত এখানকার একটি দৈনিক সংবাদ-পত্র আমার সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছেন। আশা করি, আপনারা সে কথাকে এখন মনোমধ্যে স্থান দান করিবেন না। কারণ, উহার সহিত বর্ত্তমান মোকদ্দমার কোনও সম্বন্ধ নাই। মোকদ্দমার বহির্ভূত বিষয়ে মনোযোগ করিয়া চিত্তবৃত্তিসমূহকে কলুষিত হইতে দেওয়া আপনাদের উচিত নহে। পূর্ব্বোক্ত দৈনিক পত্রের ঐ মন্তব্যের প্রতি আমি বিচারপতি মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার সংকল্প করিয়াছিলাম ; কিন্তু ব্যাপারটা অতি তুচ্ছ বলিয়া আমি আর তাহা করিলাম না। আমার প্রতি অনেকেই অসন্তুষ্ট ; আমার সম্বন্ধে অনেকে ভ্রান্ত ধারণাও পোষণ করিয়া থাকেন, ইহা আমি জানি। কিন্তু আমি কাহার প্রিয়ভাজন বা কাহার বিদ্বেষ-ভাজন, আশা করি, তাহার প্রতি আপনারা মনোযোগ করিবেন

[illegible] সমক্ষে দণ্ডায়-

প্রাপ্ত হইবার অধিকার লাভ করিয়া আমি আপনাকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করিতেছি। আমি যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহা অতীব পবিত্র। আমার বিশ্বাস, যাঁহার নিকট আমাদিগের সকলকেই নিজের নিজের জ্ঞান-কৃত কার্য্যের কৈফিয়ৎ দিতে হইবে, সেই জগৎপিতা আপনাদিগকে বর্ত্তমান অভিযোগ-সম্বন্ধে আপনাদের অকপট মত প্রকাশ করিবার সাহস দান করিবেন।

[অতঃপর বিচারপতি মহাশয়ের নিকট শ্রীযুক্ত তিলক এই প্রার্থনা জানাইলেন যে, এডভোকেট জেনারেল নিজের বক্তৃতায় যদি কোনও নূতন তথ্য বা যুক্তির অবতারণা করেন, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে উত্তর দান করিবার অনুমতি যেন তাঁহাকে প্রদান করা হয়। বিচারপতি মহাশয় সে বিষয়ে তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিবেন বলিয়া আশ্বাস-দান করিলে শ্রীযুক্ত তিলক আসন-পরিগ্রহ করিলেন।]

এডভোকেট জেনারেলের বক্তৃতা।

শ্রীযুক্ত তিলক আসন-পরিগ্রহ করিলে এডভোকেট জেনারেল মিঃ ব্রান্সন সরকার পক্ষ হইতে বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হন। তিনি বলেন, অভিযোগের সম্বন্ধে অকারণে জেদপ্রকাশ করা বা আসামীকে দণ্ড দেওয়াইবার জন্য মোকদ্দমাকে গুরুতর করিয়া সাজাইয়া তোলা সরকারি ব্যারিষ্টারের কর্ত্তব্য নহে। মোকদ্দমার প্রকৃত অবস্থা যাহাতে জুরিরা বুঝিতে পারিয়া যথার্থ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করাই আমি আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। ন্যায় বা আইনের বিরুদ্ধে আপনাদিগকে মত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিবার আমার বাসনা নাই। আমার সে প্রকার ইচ্ছা সম্বন্ধে কাহারও মনে সন্দেহের উদয় হইতে পারে, এরূপ কোনও কথা আমি বলি নাই বা সেরূপ কোনও কার্য্যও আমি করি নাই। আমি আসামীর সহিত ভদ্র ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমি তাঁহার সহিত অন্যরূপ ব্যবহার করিব, এমন

সন্দেহ তাঁহার কেন হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়া আমার লাভ কি? শ্রীযুক্ত তিলক তাঁহার বিগত ৫ দিনের বক্তৃতায় যেরূপ অপ্রাসঙ্গিক রাজনীতিক বিষয়ের অবতারণা, অকারণ বাহুল্য ও একই কথার পুনঃ পুনঃ বিরক্তিকর আবৃত্তি করিয়াছেন, আমি সেরূপ করিয়া আপনাদিগকে ত্যক্ত করিব না। রাজনীতিক বিষয়ের আলোচনা ভিন্ন বিগত কয়েক দিবসের মধ্যে তিনি আর কিছুই করেন নাই। আমি কখনই তাহা করিব না। রাজনীতিক দলাদলি বা আন্দোলনের কথা আপনাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত। সে সকল বিষয়ে আসামী যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়া যাওয়াই আপনাদের কর্ত্তব্য। রাজনীতিক দলাদলি ও বাদানুবাদ সম্বন্ধে আসামী যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সহিত আপনাদের কোনও সম্বন্ধ নাই—আমারও কোনও সম্বন্ধ নাই। তিনি স্বীয় মতের সমর্থনের জন্য যে সকল লোকের মত আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন, তাঁহারা যতই প্রসিদ্ধ ও মহৎ হউন না কেন, তাঁহাদের মতামত আপনারা এই মোকদ্দমার বিচার-কালে গ্রহণ করিতে পারেন না।

সত্যাসত্য বিচার অনাবশ্যক।

যদি তর্কের খাতিরে স্বীকারই করা যায় যে, আসামীর সকল কথাই সত্য—এমন কি, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সকলগুলিই যথার্থ, শাসনপদ্ধতির সংস্কারও প্রয়োজনীয়, তথাপি বর্ত্তমান মোকদ্দমার বিচারের সহিত সে সকলের কোনও সম্বন্ধ নাই। ঐসমস্ত কথাই এ মোকদ্দমায় অপ্রাসঙ্গিক। ঐ সকল কথার বিচারভার আপনারা প্রাপ্ত হন নাই। বিচারপতি ষ্ট্রাচী, হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চ, স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স ও প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে কথিত হইয়াছে যে, প্রবন্ধে লিখিত সমস্ত কথা সম্পূর্ণ সত্য হইলেও যদি লেখকের রচনা ১২৪ (ক)

নির্দ্দেশ করিতেই হইবে। বিংশতিবর্ষ হইল, তিলক মহাশয় ওকালতি পাস করিয়াছেন। কিন্তু আইনের তেমন চর্চ্চা না রাখায় তিনি তাঁহার বক্তৃতায় অনেক ভুল করিয়াছেন। প্রবন্ধে লিখিত বিষয় সত্য কি মিথ্যা, তাহার আলোচনায় সময়-ক্ষয় না করিয়া তিনি যদি এ বিষয়ে আইনের প্রকৃত মর্ম্ম কি, তাহা আপনাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত, তাহার এত ভুল হইত না, আপনাদের মোকদ্দমা বুঝিবার সুবিধা হইত। আসামী নিজের বক্তৃতায় অসংখ্য ভুল করিয়াছেন। সেই সকল ভ্রমের সংশোধন আমাকে করিতে হইবে। প্রথমতঃ তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রবন্ধ-রচনার সময়ে জনসাধারণের চিত্ত উত্তেজিত অবস্থায় ছিল। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য অভিযোগের বিষয়ীভূত প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আসামী আপনাদিগকে জানাইয়াছেন; কিন্তু

জনহিতকর প্রবন্ধ

যদি বিদ্বেষোৎপাদক বা বিরাগবর্দ্ধক হয়, তাহা হইলেও উহা আইনের আমলে আসিতে পারে, ইহা আপনাদের মনে রাখা উচিত। জনহিতকর প্রবন্ধ হইলেই আইনের দায়ে অব্যাহতি পাওয়া যায় বলিয়া মনে করা যার অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। [এই কথায় শ্রীযুক্ত তিলক আপত্তি উত্থাপন করিলে মিঃ ব্রান্সন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আসামী এরূপে যদি আমায় বাধা দান করেন, তাহা হইলে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে!] আসামী অবশ্যই জানেন যে, দেশের রাজনীতিক সমস্যার সহিত এই মোকদ্দমার কোনও সম্বন্ধ নাই—সে বিষয়ের আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক। তিনি আইনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও যথার্থ নহে, ইহাও তাঁহার বিদিত থাকা উচিত। কারণ, এ বিষয়ে পূর্ব্ববারের মোকদ্দমায় তিনি অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য বলিবার যথেষ্ট অবসর পান নাই বলিয়া অভিযোগ করিবার সুযোগ যাহাতে তিনি বা তাঁহার বন্ধুগণ প্রাপ্ত না হন, সেজন্য তাঁহাকে স্বেচ্ছামত বক্তৃতা করিতে দেওয়া হইয়াছে।

এই মোকদ্দমাটি অতীব গুরুতর বলিয়া ইহার জন্য এতটা সময় ব্যয় করা সঙ্গত কার্য্যই হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি। এ মোকদ্দমায় প্রধানতঃ তিনটি বিচার্য্য বিষয়।

তন্মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ প্রবন্ধ-রচনার ও প্রকাশের দায়িত্ব আসামী স্বেচ্ছায় গ্রহণ করায় সে বিষয়ে অন্য প্রমাণের সবিশেষ প্রয়োজন নাই। তথাপি মুদ্রা-যন্ত্রের আইন অনুসারে তিনি কেসরীর প্রকাশক ও মুদ্রাকর বলিয়া আদালতে ঘোষণাপত্র (declaration) দাখিল করিয়াছেন, একথা এস্থলে আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত বলিয়া আমি মনে করিতেছি। দ্বিতীয় কথা, অভিযোগের বিষয়ীভূত প্রবন্ধগুলির মর্ম্ম কি ? আসামী ঐ সকল রচনার যে অর্থনির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা সঙ্গত নহে। তাঁহার রচনাসমূহ যে হত্যাকাণ্ডের উত্তেজনাকর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যেরূপ মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আসামী এক্ষণে নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেই মনোভাব প্রবন্ধ লিখিবার সময় তাঁহার ছিল কি না, তাহা আপনাদিগকে বুঝিয়া দেখিতে হইবে। সেজন্য প্রবন্ধের শব্দার্থের প্রতি মনোযোগ না করিলে চলিবে না। লিখিত প্রবন্ধের শব্দার্থ যদি ১২৪ (ক) ধারার আমলে আসিতে পারে বলিয়া আপনাদের মনে হয়, তাহা হইলে আপনারা আসামীকে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য। "আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা রাজদ্রোহকর হইতে পারে, কিন্তু রাজদ্রোহ করিবার আমার উদ্দেশ্য ছিল না"—এই কথা বলিয়া আইনের হস্ত হইতে কেহ নিষ্কৃতি পাইতে পারে না।

শ্রীযুক্ত তিলকের দুর্দ্দৈব।

"নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিবার ভার আমারই উপর অর্পিত হইয়াছে" বলিয়া আসামী পুনঃ পুনঃ অভিযোগ করিয়াছেন। কিন্তু এবিষয়ে, তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে, সমস্ত ব্যবহার-বিশারদ ব্যক্তিই তাঁহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আসামী আপনাদের নেত্রে যথাসম্ভব ধূলি নিক্ষেপ

বার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃত বিচার্য্য বিষয়টি তিনি নানা অবান্তর
য় চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রবন্ধের শব্দ-যোজনা হইতেই
তাঁহার উদ্দেশ্য-নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, এইরূপ মত হাইকোর্টের বহু-
্যক বিচারপতি ও প্রিভি কাউন্সিলের বিচারকেরাও প্রকাশ করিয়া-
। বাদিপক্ষ আসামীর অপরাধ সাধারণ ভাবে সপ্রমাণ করিতে পারি-
, আপনার নির্দ্দোষতা প্রতিপন্ন করিবার ভার আসামীর উপরই সর্ব্বত্র
ত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে আসামী আইনের মর্ম্ম যথাযথরূপে
তে পারেন নাই। "জুরিদের কৃত আইন" সম্বন্ধে আসামী দুই দিন
য়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতা আমি স্বীকার করি
। তবে এই প্রসঙ্গে আমর এই মাত্র বক্তব্য যে, ঐ সকল কথা প্রকৃত-
ক্ষ আরস্কিন সাহেবের জীবনচরিত হইতে একটি পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া দশ
নিটের মধ্যে বুঝাইতে পারা যাইত। বিচারপতির কথায় কর্ণপাত না
রিয়া জুরিগণ স্বতন্ত্রভাবে মত প্রকাশ করুন বলিয়া আসামী আপনাদিগকে
নুরোধ করিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় আইনের সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা
লিয়াছেন। কিন্তু এখানকার বিচারপতি ষ্ট্রাচী বলিয়াছেন যে, বিলাতে
াজদ্রোহ-প্রচারের অপরাধ পার্লামেণ্টের প্রণীত বিধানের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট
পরাধ বলিয়া গণ্য হয় না—সেখানে উহা সাধারণ আইন-লঙ্ঘনের
পরাধের ন্যায় অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে এবং তৎসংক্রান্ত
জবিধানও বহুসংখ্যক বিচারপতির রায়ের দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।
রি মহাশয়েরা এবিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করিবার বা জানিবার ইচ্ছা
রিলে স্বচ্ছন্দে তাহা করিতে পারেন; কিন্তু বিলাতের আইন ও ভারতের
াইন এ বিষয়ে সর্ব্বোতোভাবে এক নহে। ভারতের পিনাল কোডে
লথিত আইন অনুসারেই আমাদিগকে চলিতে হইবে। এবিষয়ে আসামী
ঘ সকল বড় বড় গ্রন্থ হইতে আপনাদিগকে অনেক অংশ পড়িয়া
শুনাইয়াছেন, তাহার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ পিনাল কোডই

এখানকার আইন, ইহা বিস্মৃত হওয়া আপনাদের উচিত নহে। পিনাল কোডের কোনও অংশ আপনারা বাদ দিতে বা উহাতে কোনও নূতন কথা সংযোজন করিতে পারেন না।

আইনের অর্থ-

সম্বন্ধেও আমাদিগকে বিলাতের আশ্রয় লইতে হইবে না। কারণ, এখানকার বহুসংখ্যক বিচারপতিই এখানকার আইনের অর্থ স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের রায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিরাগ-উৎপাদক রচনা-মাত্রই রাজদ্রোহের ধারার আমলে আসিতে পারে। "মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা" এই কথাটি আসামী এতবার ব্যবহার করিয়াছেন যে, উহাতে আপত্তি করিবার লোভ আমি বহু কষ্টে সংবরণ করিয়াছি। আসামী আপনাদিগকে "মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার রক্ষক" বলিয়া পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমি বলি, আমি যে পরিমাণে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার রক্ষক, আপনারাও সেই পরিমাণেই উহার রক্ষাকারী! প্রকৃত পক্ষে পিনাল কোডই (দণ্ডবিধিই) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার সংরক্ষক। আসামীর ব্যবহৃত ভাষা যদি আইনের আমলে আসিবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে ঐরূপ ভাষার প্রয়োগ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ রচনার দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে বিরাগ উৎপন্ন হইয়াছে কি না, তাহা দেখিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ফলতঃ আসামী এসম্বন্ধে আইনের মর্ম্ম আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। "চেষ্টা" (attempt) শব্দের তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় নাই ; এমন কি উহা ঘোর অনভিজ্ঞতা-প্রসূত বাক্য-ব্যয়ের তুল্য হইয়াছে, একথা তাঁহার যথোচিত সম্মান-রক্ষায় যত্নশীল হইয়াও আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি। বিবিধ রাজদ্রোহের মোকদ্দমায় জজেরা জুরিদিগকে মোকদ্দমার অবস্থা যেরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন, আসামী তাহার উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন

যে, জজের কথায় আপনাদের (জুরিদের) কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন নাই। কি ভয়ঙ্কর কথা! জজেরা মোকদ্দমা বুঝাইয়া দিবার সময় পক্ষপাত-দুষ্ট ভাষার প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এরূপ নির্দ্দেশ করা উদ্দাম নির্লজ্জতার পরিচায়ক।

অনুবাদে ভ্রম।

আসামী সরকারি অনুবাদের ভ্রম-প্রদর্শন মানসে বলিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং দীর্ঘকাল হইতে সংবাদ-পত্রের জন্য প্রবন্ধ-রচনার কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার পাঠকেরা তাঁহার রচনার মর্ম্ম গ্রহণ-কালে কখনই ভ্রমে পতিত হইবে না; কারণ, তাঁহার প্রবন্ধে নূতন কথা কিছুই বলা হয় নাই। কিন্তু আমরা তাঁহার প্রবন্ধের যে অর্থনির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা যে ভ্রমপূর্ণ, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি একজন সাক্ষীও আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করেন নাই। শুদ্ধ আসামীর কথা এ ক্ষেত্রে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তিনি যদি তাঁহার পাঠকবর্গের বা উপস্থিত মিত্রগণের মধ্য হইতে ২।১ জনকে তাঁহার উক্তির সমর্থনের জন্য সাক্ষিরূপে আদালতে উপস্থিত করিতেন, তাহা হইলে তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করিতে পারা যাইত। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি যেরূপভাবে তিন চারিবার সরকারি অনুবাদের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে। ফলতঃ তিনি নিতান্ত হতাশ হইয়া, যাহা মুখে আসিয়াছে, যেন তাহাই বলিয়াছেন। তিনি অনুবাদে শুদ্ধ ভ্রমের আরোপ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—অনুবাদ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিকৃত করা হইয়াছে, এরূপ ইঙ্গিতও করিয়াছেন। এরূপ নির্দ্দেশ করা বড়ই দোষের বিষয়। কারণ, উহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সরকারি অনুবাদকের চাকরি যাইতে পারে।

মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা

বিষয়ে আসামী অনেক কথা বলিয়াছেন; কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, বাদানুবাদের স্বাধীনতা নাই, কে বলিল? আইনের সীমা অতিক্রম না

করিলে তীব্র প্রতিবাদ, রোষোৎপাদক রচনা, অযৌক্তিক কথার অবতারণা, কুটিল তর্কপদ্ধতি প্রভৃতি সকলই মার্জ্জনীয় হইয়া থাকে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের উপর নীচ-উদ্দেশ্যের আরোপ, উহাকে বৈদেশিক বলিয়া নির্দ্দেশ ও গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জন সাধারণের মনে বিদ্বেষ-উৎপাদন প্রভৃতি কার্য্য নিশ্চিতই দোষাবহ ও আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। প্রকৃত পক্ষে গবর্ণমেণ্টই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছেন; কিন্তু আসামী তাঁহার প্রবন্ধে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট যদি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সংকুচিত করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, গবর্ণমেণ্টেরই অস্তিত্ব লোপ করা উচিত। তিনি পুণার ও বাঙ্গালার হত্যাকাণ্ডের আলোচনা করিয়া ঐ দুর্ঘটনা-সম্বন্ধে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধের দোষযুক্ত অংশসমূহে যাহাতে আপনাদের মনোযোগ না হয়, সে জন্য তিনি ঐ সকল অংশ অতি তাড়াতাড়ি পড়িয়া গিয়াছেন! এবং শাসন-পদ্ধতির সংস্কার-বিষয়ক অবান্তর কথার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাটি আগাগোড়া গবর্ণমেণ্টের নিন্দায় পূর্ণ।

[এমন সময় ২॥০ টা বাজিল—জুরিগণ ও জজ মহাশয় জলযোগের জন্য অবসর গ্রহণ করিলেন। কি কারণে জানা যায় না, জজ বাহাদুর বলিলেন, অদ্য জলযোগের নিমিত্ত অন্যান্য দিনের মত এক ঘণ্টা ছুটি না লইয়া জুরিগণ অর্দ্ধঘণ্টা ছুটি লইলেই ভাল হয়। জুরিগণ তাহাতেই সম্মতি-দান করিলেন। তখন বিচারপতি মহাশয় এডভোকেট জেনারেলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার আর কত বক্তব্য আছে? মিঃ ব্রান্সন বলিলেন, আমি সংক্ষেপে সারিবার চেষ্টা করিব।]

২২শে জুলাই—অপরাহ্নে।

আসামী বলিয়াছেন যে, সাহেবী সংবাদ-পত্রসমূহের গালাগালির উত্তরে তিনি ঐ সকল প্রবন্ধ-রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সাহেবী সংবাদপত্রের গালাগালির জন্য গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করিয়া জনসাধারণকে সরকারের প্রতি

বিদ্বেষসম্পন্ন করিবার চেষ্টা কি তাঁহার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কার্য্য হইয়াছে? একের অপরাধে অন্যের দণ্ড কেন? প্রকৃতপক্ষে সাহেবী সংবাদপত্রে এমন কিছুই লিখিত হয় নাই যে, তাহা পাঠ করিয়া আসামী বা তাঁহার দলের লোকের বিষম ক্রোধের (violent anger) সঞ্চার হইতে পারে! গালা-গালির প্রমাণ-স্বরূপে মূল কাগজপত্র আদালতে দাখিল করা হয় নাই—গুজরাথী প্রভৃতি অন্য পত্রে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাই দাখিল করা হইয়াছে। কোনও পত্রে যদি দেশীয় নেতৃবৃন্দকে প্রকাশ্য রাজপথে ধাঙ্গড়ের দ্বারা বেত্রাঘাত করাইবার কথা লিখিত হইয়া থাকে, তবে তাহা অবশ্যই দোষের বিষয় হইয়াছে বলিতে হইবে। আসামী যে পাইওনীয়ারের পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, সেই পাইওনীয়ারেও তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে কোনও আক্রমণই করা হয় নাই। আসামী ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য বা কংগ্রেসের ধীরপন্থী নেতাও নহেন—বরং তাঁহাকে চরম-পন্থী বলিয়াই আমরা প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছি। তাঁহার জন্য সুরাট কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যায়। আসামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যে আত্মপক্ষের সমর্থন-কল্পে লিখিত হইয়াছিল, এমন কথা কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বলিতে পারিবেন না। তাঁহার প্রবন্ধে গবর্ণমেণ্টকে বোমার ভয় দেখাইয়া শাসন-সংস্কারে বাধ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

উদ্দেশ্যের আলোচনা-

প্রসঙ্গে আসামী বলিয়াছেন, 'আমার উদ্দেশ্য (motive) দেশভক্তি-মূলক ছিল বলিয়া আমার কার্য্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।" কিন্তু এরূপ উদ্দেশ্যের (motive) নির্দ্দেশ পিনাল কোড বা দণ্ডবিধি অনুসারে গ্রাহ্য ও বিচার্য্য নহে। যদি অবস্থা বিবেচনা করিয়া জজ বাহাদুর এরূপ দেশ-ভক্তিমূলক রাজদ্রোহ (patriotic sedition) সঙ্গত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি আসামীর দণ্ড যাহাতে কিঞ্চিৎ লঘু হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন। জজ বাহাদুরের বিবেচনার উপর তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর

করে। কিন্তু আসামী আত্মপক্ষ সমর্থনের জ[illegible] এরূপ যুক্তির অবতারণা করিলে তাহা কখনই আইন-সঙ্গত বলিয়া [illegible]বেচিত হইবে না। জুরির কুণ্ড আইনের উল্লেখ করিয়া আসামী অ[illegible]দিগকে বলিয়াছেন যে, জজের কথায় আপনাদের কর্ণপাত করিবার [illegible]জন নাই। এবং তাহা করিতে আপনারা বাধ্য নহেন। কোনও ব্যক্তি [illegible] জুরিদিগের সমক্ষে এইরূপ অসত্য কথা বলিতে সাহসী হয়, তখন তাহার উদ্দেশ্যের সাধুতা ও হৃদয়ের উদারতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কারণ উপস্থিত হয়! তাহার পর মানুষের কার্য্য দেখিয়া উদ্দেশ্য-নির্ণয়ের নীতি (doctrine) অধুনা পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া আসামী আপনাদিগকে জানাইয়াছেন ; কিন্তু সে কথাও যথার্থ নহে। ঐ নীতি অদ্যাপি সর্ব্বত্র অবলম্বিত হইয়া থাকে। আসামীর দেরাজে যে পোষ্টকার্ড পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে তাঁহার উদ্দেশ্য আপনারা বুঝিতে পারিবেন। সাক্ষীর জেরার সময় তিনি বলিয়াছিলেন যে, কার্ডখানি পুলিশ তাঁহার অবর্ত্তমানে পাইয়াছিল ; কিন্তু তাহার পর তিনি যখন দেখিলেন যে, সে কথা বলিলে কোনও সুবিধা হইবে না, তখন তিনি বলিতেছেন যে, বিস্ফোরক দ্রব্যের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ করিবার জন্য তিনি ঐ কার্ডে লিখিত দুইখানি পুস্তক-সং[illegible] করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় কার্ডের বিষয়ে সকলের [illegible]নে সন্দেহের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য জুরিরা এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তাহার পর অভিযোগের বিষয়ীভূত প্রবন্ধে বোমার যেরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, উহা নির্ম্মাণ করিবার সহজ-সাধ্যতা-বিষয়ে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেও আসামীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। বঙ্গের বোমা-নিক্ষেপকারীদিগের উদ্দেশ্য যে সাধু ছিল, তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন এবং বোমার উপকারিতা ও শক্তির বর্ণনা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের শান্তিরক্ষার চেষ্টাকে তিনি দমননীতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। ভারতীয় সিপাহী সৈন্যের শৌর্য্যের প্রশংসা সকলেই করিয়া

থাকেন। তথাপি আসামী বলিয়াছেন, ইংরাজ-শাসনে ভারতবাসীর পৌরুষ নষ্ট হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের শাসন-চক্রের গতি রোধ করিবার জন্ত তিনি উহাতে কীলক অর্পণ করিতে জনসাধারণকে উপদেশ দিয়াছেন। রাজপুরুষদিগকে অত্যাচারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহার তাহার উপর বোমা নিক্ষেপ না করিয়া যথাযোগ্য স্থানে বোমা নিক্ষেপ করিবার জন্ত তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন। মোগলেরা বা ইউরোপীয় অত্যাচারী রাজারাও অস্ত্র-আইন প্রণয়ন করেন নাই বলিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতি লোকের বিরাগ উৎপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে। এই সকল কথা হইতে আপনারা আসামীর উদ্দেশ্য স্থির করিতে পারিবেন। অভিযুক্ত প্রবন্ধের বাক্যগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাঠ করিয়া বা উহার ২।৪টি বাক্যের উপর নির্ভর না করিয়া সমগ্রভাবে প্রবন্ধগুলির মর্ম্ম অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিলেই আপনারা আসামীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন।

আসামী বলিয়াছেন যে, তাঁহার রচনা দ্বারা যে রাজদ্রোহের বিস্তার হইয়াছে, তাহার প্রমাণ আদালতে উপস্থাপিত করা হয় নাই। কিন্তু রাজদ্রোহ-বিস্তারের চেষ্টা সফল হউক না হউক, ঐরূপ চেষ্টাই যে আইন অনুসারে দণ্ডনীয়, এ কথা আপনাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। এই বাদানুবাদে আসামী, বেচারী লর্ড মর্লি—আসামীর ভাষায় বলিতে গেলে পণ্ডিত মর্লিকেও টানিয়া আনিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার ও পণ্ডিত মর্লির মতের ঐক্য আছে! কিন্তু আপনাদের মনে রাখা উচিত যে, আসামী যাহাকে দমননীতি নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহাতে লর্ড মর্লি বাহাদুর সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন। আসামী বলিতে চান যে, দেশে বোমা ফাটুক, খুন হউক, দাঙ্গা-হাঙ্গামা হউক, শান্তিভঙ্গ হউক, কিছুতেই গবর্ণমেণ্ট ঐ সকলের দমনের উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন না। আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে গবর্ণ-

মেণ্ট কিজন্য দেশে আছেন? আপনারা কি মনে করেন, গবর্ণমেণ্ট শান্তিরক্ষার চেষ্টা করিলে, তাঁহাদের ঘাড়ে দমন-নীতির ভূত চাপিয়াছে বলিয়া তাঁহাদিগের নিন্দা করা সঙ্গত কার্য্য? গবর্ণমেণ্ট দাঙ্গা-হাঙ্গামা থামাইবার বা অশান্তি-নিবারণের চেষ্টা করিলেই তিলক-কোম্পানি তাহাকে প্রজাদমনের নীতি নামে অভিহিত করিবেন, আর বলিবেন, রাজপুরুষেরা এসব পরিত্যাগ না করিলে ও আমাদিগকে স্বরাজ্য-দান করিতে আরম্ভ না করিলে আমরা বোমা নিক্ষেপ করিব। এইরূপ যুক্তি ও ভয়-প্রদর্শনকে জুরিরা কি রাজবিদ্রোহ মনে করেন না? যদি তাঁহারা সেরূপ মনে না করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান রাজবিদ্রোহের আইন যত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। আসামীর যুক্তি যদি আইন-সঙ্গত বলিয়া আদালতে পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলে এ দেশে অরাজকতার বিস্তার হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না।

তাহার পর ১৫৩ (ক) ধারার কথা। আমি এ বিষয়ে আপনাদের অধিক সময় লইতে চাহি না। যদি ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে আসামী অপরাধী স্থির হন, তাহা হইলে ১৫৩ (ক) ধারার জন্য আমি বেশী চিন্তা করি না। আসামী বলিয়াছেন যে, কোন্ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার লেখার জন্য বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। অথচ তিনিই বিগত চারি দিবস কাল আপনাদিগকে এদেশের দুই দলের বিবাদের কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার এখন অজ্ঞ সাজিলে চলিবে কেন? বাদিপক্ষের অপরাধ-নির্দ্দেশ-পত্রে এবিষয়ে কোনও ত্রুটি হয় নাই।

[এমন সময় ৫।।০টা বাজিল। সকলেই মনে করিল, অতঃপর আদালত বন্ধ হইবে এবং এডভোকেট জেনারেলের অবশিষ্ট বক্তব্য তৎপর দিন শ্রবণ করা হইবে। কিন্তু জজ বাহাদুর জুরিদিগকে বলিলেন, 'আপনারা ২০।২৫ মিনিট বিশ্রাম করিয়া আবার মোকদ্দমা শুনিতে আরম্ভ করিলে ভাল

হয়। কারণ, যত রাত্রিই হউক, আমি অদ্যই এ মোকদ্দমার বিচার শেষ করিতে চাই।” তখন আদালত-গৃহ

দীপালোকে

আলোকিত করা হইল। সন্ধ্যা ছয়টার সময় মিঃ ব্রাসন আবার বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া অতি সংক্ষেপে উহা সহসা শেষ করিয়া ফেলিলেন।] তিনি বলিলেন,—রুষিয়ার বোমার ফল সম্বন্ধে আসামী নিজের প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সত্য নহে। বোমার ফলে, রুষিয়ার জনসাধারণের নূতন রাজনীতিক অধিকার প্রাপ্তি দূরে থাকুক, পূর্ব্বপ্রাপ্ত অধিকার-সমূহেরও সঙ্কোচ সাধিত হইয়াছে। কিন্তু আসামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যদি সত্যও হয়, তাহা হইলে ত বুঝিতে হইবে যে, তিনি বোমা ব্যবহার করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রাজনীতিক অধিকার-লাভ করিবার জন্য দেশবাসীকে উপদেশ দিয়াছেন। আর এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রচারিত নীতির ফলে যে সমগ্র গবর্ণমেণ্ট পর্য্যুদস্ত হইয়া যাইতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আসামী প্রবন্ধে প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, রাজপুরুষদিগের অত্যাচারের ফলে বর্ত্তমান বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে। তাহার পর বোমাকে রাজপুরুষদের অত্যাচার-নিবারণের ও রাজনীতিক অধিকার-লাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শুদ্ধ তাহাই নহে, ইঙ্গিতে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, ভ্রম-ক্রমে দুইজন শ্বেত মহিলার উপর বোমা পতিত হওয়ায় সকলেই দুঃখিত হইয়াছে—মিঃ কিংসফোর্ডের উপর বোমা পতিত হইলেই ভাল হইত। এই সকল ভয়ঙ্কর কথা যিনি বলিতে পারেন তাঁহাকে আইন অনুসারে অপরাধী বলিয়া নির্দ্দেশ করাই উচিত।

বিচারপতির বক্তৃতা।

এডভোকেট জেনারেল মহোদয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে, বিচারপতি ডাওয়ার মহাশয় জুরিদিগকে মোকদ্দমার অবস্থা বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন,—বিগত অষ্টদিবসে আপনাদের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। ইহার পর আমি দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া আপনাদিগের ধৈর্য্যের সীমা লঙ্ঘন করিতে চাই না। কারণ, আপনারা উভয় পক্ষের কথাই সবিস্তারে শ্রবণ করিয়াছেন। আপনারা অবশ্যই আসামীর ও এই মোকদ্দমার বিষয় এই আদালতে জুরিরূপে আসিবার পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। এই বিষয় লইয়া এখন ঘরে ঘরে নানা আলোচনা হইতেছে। কিন্তু আমি আশা করি, আদালতের বাহিরে আপনারা এ বিষয়ে যাহা কিছু শুনিয়াছেন, তাহা সমস্তই ভুলিয়া গিয়া, কেবল আদালতে শ্রুত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত ব্যক্ত করিবেন। আপনারা যে সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহার উপর আসামীর বিশ্বাস আছে শুনিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। আপনারা আসামীকে আপনাদের সমশ্রেণীস্থ প্রজা (fellow-subject) বলিয়া ভাবিবেন, এবং তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে সহানুভূতি-পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া তাহার পর যথোচিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন বলিয়া আমি আশা করি। গবর্ণমেণ্ট এই মোকদ্দমা চালাইবার আদেশ করিয়াছেন বলিয়া আপনারা যেন এই মোকদ্দমাকে বিন্দুমাত্র গুরুতর বলিয়া মনে না করেন। কারণ, দায়রায় যত মোকদ্দমা হয়, সে সকল মোকদ্দমার পরিচালনের অনুমতি গবর্ণমেণ্টই দান করিয়া থাকেন। সকল ফৌজদারী মোকদ্দমাতেই গবর্ণমেণ্ট বাদী হইয়া থাকেন। যেখানেই আইন লঙ্ঘিত হইয়াছে

ফলকথা, গবর্ণমেণ্ট নালিশ করিয়াছেন বলিয়া আসামীর বিরুদ্ধে আপনাদের চিত্ত আদৌ কলুষিত না হয়। আসামী বলিয়াছেন যে, মোকদ্দমা চালাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতি, কতকটা আসামীকে দণ্ডদানের আদেশের তুল্য বলিয়া রাজ-কর্ম্মচারীরা মনে করিয়া থাকেন। আমি মনে করিতে পারি না যে, আসামী ঠিক এই ভাবেই কথাটা বলিয়াছিলেন। কারণ, সর্ব্বত্র সকল গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই আদালতের উপর ঐরূপ আদেশ প্রচার করা অত্যন্ত অন্যায়। প্রকৃত পক্ষে বিবেকের আদেশ-ক্রমে পরিচালিত হওয়াই জজ ও জুরিদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য। আসামী যাহাতে সম্পূর্ণ অপক্ষপাত সুবিচার লাভ করিতে পারেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। এই কারণে আমরা আসামীকে তাঁহার বক্তব্য—স্থানে স্থানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও—স্বেচ্ছামত বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত করিবার সুযোগ-দান করিয়াছি।

জজ ও জুরির কর্ত্তব্য।

মোকদ্দমার অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে আপনাদের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আমি আবশ্যক মনে করি। [illegible]ী কার্য্য-বিধিতে জজের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত রহিয়া[illegible]তে লি[illegible] যে, জজ আইনের অর্থ ও প্র[illegible]-প্রভৃতি-[illegible]র মী[illegible] দিবেন, আইন ও তথ্[illegible] জটিল[illegible] জুরি[illegible]-পথ নির্দেশ করিয়া দিবেন, কিরূপ [illegible]ত্ত প্রম[illegible]া গৃহীত

হইতে পারে, তাহার নির্দ্দেশ করিবেন, এবং জুরিদিগকে কোন্ কোন্ বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, আর কোন্ কোন্ বিষয়ে তিনি স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহাও জজই ঠিক করিয়া দিবেন। জুরিদিগকে মোকদ্দমার অবস্থা বুঝাইবার সময় আইন ও তথ্য-ঘটিত যে কোনও বিষয়ে জজ নিজের অভিমতও জুরিদিগকে জানাইতে পারেন। পরবর্ত্তীর ধারায় জুরিদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জুরিগণ জজের আইন-বিষয়ক উপদেশ বা পরামর্শ অনুসারে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিবেন বলিয়া লিখিত আইন আছে। [আইনের ধারা পাঠ]।

আইনের অর্থ।

আপনারা উভয় পক্ষেরই কথা শুনিয়াছেন, আর আপনাদের উপর যখন আসামীর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তখন এ বিষয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনাদের উপর অর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতেছি। আমার মতে এ মোকদ্দমায় জটিলতা আদৌ নাই। বিগত দশবৎসরের মধ্যে এদেশে বহুসংখ্যক রাজদ্রোহের মোকদ্দমা হইয়াছে; সেই সকল মোকদ্দমায় এতদ্বিষয়ক আইনের অর্থ যত্ন-সহকারে মীমাংসিত ও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ঐ আইনের সুমীমাংসিত ও নির্দ্ধারিত অর্থই আমি আপনাদিগের গোচর করিব; আইনের অর্থ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মীমাংসা আপনাদিগকে জানাইব না। পূর্ব্ববর্ত্তী জজেরা আইনের যে অর্থনির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারই অনুসরণ করিতে আপনারা বাধ্য। ১৮৯৭ সালে (তিলক মহাশয়ের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত রাজদ্রোহাভিযোগের বিচার-কর্ত্তা) মিঃ ষ্ট্রাচী জুরিদিগকে আইনের যেরূপ অর্থ বুঝাইয়াছিলেন, বিজ্ঞ এডভোকেট জেনারল মহাশয় আপনাদিগকে তাহার অনেকাংশ পড়িয়া শুনাইয়াছেন। সামান্য একটি বিষয় ভিন্ন আর সকল বিষয়েই বিচারপতি মিঃ ষ্ট্রাচীর মন্তব্য ফুল বেঞ্চের ও বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের দ্বারা সঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে। এখানকার হাইকোর্টের অন্যান্য জজেরাও রাজ-

দ্রোহের মোকদ্দমার বিচার করিবার সময় মিঃ জষ্টিস্ ষ্ট্রাচীর ব্যাখ্যাই যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

অভিযোগের প্রকৃতি।

এক্ষণে আপনারা অভিযোগের প্রকৃতি-সম্বন্ধে বিচার করুন। আসামীর নামে ১০ই মে ও ৯ই জুনের কেসরীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য ১২৪ (ক) ধারানুসারে রাজদ্রোহের অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে; তদ্ভিন্ন শেষোক্ত প্রবন্ধের জন্য ১৫৩ (ক) ধারানুসারেও অভিযোগ করা হইয়াছে। ঐ ধারায় সম্রাটের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রজার মধ্যে বিদ্বেষ-উৎপাদনের অপরাধের কথা আছে। মূল ধারাগুলি পাঠ করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, উহাদের অন্তর্গত জটিলতা-সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা আপনাদের নিকট করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই নিষ্প্রয়োজন—প্রকৃত পক্ষে উহাদের মধ্যে কোন জটিলতাই নাই। ধারাগুলির উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম এই যে, আইন অনুসারে এদেশে প্রতিষ্ঠিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের উত্তেজনা করিলে তাহা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। ঘৃণা ও বিদ্বেষ বলিলে কি বুঝায়, তাহা আপনারা সকলেই স্ব স্ব জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে সমর্থ। Disaffection (বিরাগ) শব্দের অর্থ লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে; কথাটার মধ্যে একটু বিশেষত্বও আছে। ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের ক্ষেত্রে ঐ শব্দটির ব্যবহার হয় না—রাজা-প্রজার মধ্যে বিরাগ বুঝাইবার জন্যই উহার বহুল প্রয়োগ হইয়া থাকে। আইনের ঐ ধারার নিম্নে যে ব্যাখ্যা সংযুক্ত আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কোনও জটিলতা নাই। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর ও শাসন-পদ্ধতির সমালোচনা করিবার স্বাধীনতায় যাহাতে হস্তক্ষেপ না হয়, তাহার জন্যই ঐ ব্যাখ্যাগুলি আইনে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সকল প্রকার যুক্তি-প্রয়োগ করিয়া তীব্রভাষায় রাজকার্য্যের

সমালোচনা-পূর্ব্বক অসন্তোষ প্রকাশ করাও কাহারও পক্ষে দোষাবহ নহে। কিন্তু তাই বলিয়া গবর্ণমেন্টের উপর অসাধু বা দুর্নীতি-মূলক উদ্দেশ্যের আরোপ করিবার কাহারও অধিকার নাই—একথা আপনারা বিস্মৃত হইবেন না। মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা-রক্ষার প্রতি আমার যেমন আন্তরিক যত্ন আছে, আপনাদেরও সেইরূপ আছে, সে বিষয়ে আমার মনে আদৌ সন্দেহ নাই। মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা-সম্বন্ধে আসামী যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্তেরই বিষয় আপনারা বিবেচনা করিবেন; কিন্তু সেই স্বাধীনতার সুযোগে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ঘৃণা বা বিদ্বেষ-উৎপাদন করা আইন অনুসারে বিধেয় নহে। ১৫৩(ক) ধারার অর্থও অতি সরল। দেশে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যেই ঐ ধারায় সম্রাটের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রজার মধ্যে বিদ্বেষ-উৎপাদনের বা বর্দ্ধনের চেষ্টা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

"চেষ্টা" ও "উদ্দেশ্য"।

"বঙ্গবাসী" পত্রের মোকদ্দমায় কলিকাতা হাইকোর্টের বিচার-পতি স্যার কোমার পেথারাম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চেষ্টার ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা না হইলেও, ঐরূপ চেষ্টা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ স্যার জন এজ ও অপর বিচারপতিরা একটা মোকদ্দমার রায়ে বলিয়াছেন যে, অসৎ অভিপ্রায়-গোপনের জন্য যত চেষ্টাই করা হউক না কেন, বিদ্বেষ-উৎপাদনের সংকল্প থাকিলে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। মিঃ জষ্টিস্ ষ্ট্রাচী ও স্যার লরেন্স জেঙ্কিস বাহাদুর বলিয়াছেন যে, মানুষের ক্রিয়ার স্বাভাবিক সম্ভাবিত ফল হইতেই তাহার উদ্দেশ্যের নির্দ্ধারণ করা উচিত। [এই বলিয়া বিচারপতি ডাওয়ার ঐ সকল বিচারপতির রায় হইতে এক এক অংশ পড়িয়া জুরিদিগকে শুনাইলেন।]

অভিযুক্ত প্রবন্ধগুলি পাঠ করিবার সময় সেগুলি কিরূপ অবস্থায় লিখিত হইয়াছিল, তাহার প্রতি আপনাদিগকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে

হইবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ও প্রবন্ধের উদ্দেশ্যাদি-সম্বন্ধে আসামী যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎপ্রতিও আপনারা অবশ্যই মনোযোগ করিবেন। সেই সকল বিষয়ের চিন্তা করিয়া আপনারা বলুন, অভিযুক্ত প্রবন্ধগুলি আইনের আমলে আসিতে পারে কি না। মিঃ রতনলাল প্রণীত 'ক্রিমিন্যাল ল' নামক পুস্তকের ৭২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত যে একটি মোকদ্দমার উল্লেখ আসামী নিজের বক্তৃতায় করিয়াছেন, তাহার বিবরণ আমি পাঠ করিয়াছি। ঐ মোকদ্দমার আসামী হত্যার চেষ্টা করিবার অপরাধে অব্যাহতি পাইয়াছিল বটে; কিন্তু ভয়ঙ্কর আঘাত করিয়া শারীরিক হানি ঘটাইবার চেষ্টাপরাধে তাহার দণ্ড হইয়াছিল।

বিলাতী মামলার কথা।

আসামী বহু-সংখ্যক বিলাতী মামলার নজীর দেখাইয়াছেন। কিন্তু একে সেই মামলাগুলি শতাধিক বর্ষের পুরাতন; তাহার উপর ভিন্ন দেশে, ভিন্ন কালে ও ভিন্ন অবস্থায় তৎসমূহ সংঘটিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান মোকদ্দমায় সে সকলের কোনও প্রাসঙ্গিকতা নাই। তথাপি আমি সে সকল মামলার কথাও আপনাদিগকে বিবেচনাধীন করিতে অনুরোধ করি। সেই প্রসঙ্গে মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা-সম্বন্ধে আসামী যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাও আপনারা গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করুন। শুদ্ধ তাহাই নহে, রাজশক্তির পীড়ন হইতে দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের রক্ষা করিবার জন্য আপনাদিগকে দণ্ডায়মান হইতেও আমি অনুরোধ করিতেছি। শুদ্ধ তাহাই নহে, বিলাতের জুরিরা সেখানকার মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য যেরূপ যত্ন-প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখানকার মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে তদপেক্ষা অধিক যত্ন-প্রকাশ করিতেও আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। কারণ এদেশের মুদ্রা-যন্ত্র অদ্যাপি শৈশব দশা অতিক্রম করে নাই। আসামী যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি সম্যক্ লক্ষ্য রাখিয়া আপনারা তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া দেখুন এবং

বলুন, উহা পাঠ করিয়া আপনাদের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে। প্রবন্ধে যদি গবর্ণমেণ্টের মর্য্যাদা-হানিকর নিন্দা করা হইয়া থাকে, দাঙ্গাহাঙ্গামায় উৎসাহ প্রদত্ত বা সম্মতি প্রদর্শিত হইয়া থাকে, বা রাজনীতিক হত্যা-কাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রবন্ধগুলিকে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় বলিয়া মনে করিতে হইবে। এক একটি বাক্যের পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে অর্থগ্রহণ না করিয়া আপনারা সমগ্র ভাবে প্রবন্ধের বিচার করিবেন। আসামীর প্রবন্ধগুলি উচ্ছ্বাসময়ী ও আলঙ্কারিক মারাঠী ভাষায় রচিত হইয়াছে, ও তজ্জন্য তাহাতে অনেক নূতন শব্দের ও নূতন অর্থে পুরাতন শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া আসামী যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও আপনাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। এই সকল বিষয়ের প্রতি যথোচিত লক্ষ্য রাখিয়া অভিযুক্ত প্রবন্ধগুলি পাঠের পর যদি আপনাদের মনে হয় যে, আসামী ঐ সকল প্রবন্ধে গবর্ণমেণ্টের প্রতি লোকের ঘৃণা ও বিদ্বেষ উৎপাদনের বা বর্দ্ধনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলে আসামীর উদ্দেশ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সকল প্রবন্ধ দাখিল করা হইয়াছে, তৎসমূহও আপনারা পড়িয়া দেখুন।

সরকারী অনুবাদে ভ্রম

আছে বলিয়া আসামী আপত্তি করিয়াছেন। জোশীর জেরা আপনারা অবশ্যই আদ্যোপান্ত শুনিয়াছেন। তাহা শুনিয়া আপনাদের কি মনে হইয়াছে? আমার মনে হয়, জোশী অপক্ষপাত সাক্ষ্য দান করিয়াছেন, আসামীর প্রতি তাঁহার কোনও বিরাগ বা বিদ্বেষ ছিল না। তিনি জেরার উত্তর যেরূপভাবে দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মারাঠী ভাষার প্রগাঢ় জ্ঞানের ও পাণ্ডিত্যের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধগুলির অনুবাদেও তিনি যথেষ্ট শ্রম-স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয়। আর একটি কথা আপনাদের মনে রাখা উচিত। এই অনুবাদগুলি

কেবল জোশীরই কৃত নহে। হাইকোর্টের অনুবাদক প্রবন্ধগুলির অনুবাদ করিয়াছেন। ভ্রম-শূন্য অনুবাদ করিবার যথেষ্ট যোগ্যতা না থাকিলে কেহ হাইকোর্টের অনুবাদকের কার্য্য করিবার অনুমতি পায় না। এই কারণে সাধারণতঃ হাইকোর্টের অনুবাদ ভ্রম-শূন্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। হাইকোর্টের অনুবাদকের সহিত আসামীর মনোমালিন্য ছিল, এরূপ কোনও প্রমাণও দাখিল করা হয় নাই; তবে সে অনুবাদকে বিকৃত বলিয়া কেন মনে করিতে হইবে? হইতে পারে, মূল প্রবন্ধের ভাব Spirit অনুবাদে নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যে সকল স্থানে ঐরূপ বিভ্রাট ঘটিয়াছে বলিয়া আসামী মনে করিয়াছেন, সেই সকল স্থলের প্রতি তিনি আপনা-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমি বলি, ঐরূপ বিতর্ক-স্থলে আপনারা আসামীর কৃত অনুবাদের অনুসরণ করিলেই তাঁহার প্রতি সুবিচার করা হইবে। সন্দেহ বা বিতর্ক-স্থলে আসামীর কৃত অনুবাদের অনুসরণ-পূর্ব্বক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া আপনারা সিদ্ধান্ত-স্থাপনের চেষ্টা করুন।

কেসরীর পাঠক।

আসামী বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁহার পত্রের ন্যায় আর কোনও সংবাদ-পত্রেরই অধিক গ্রাহক নাই—তাঁহার পত্র সহস্র সহস্র লোকে পাঠ করিয়া থাকে। রাজনৈতিক দলাদলির বিশেষত্ব যাহারা বুঝে না, এমন অনেক অর্দ্ধ শিক্ষিত লোকও হয়ত কেসরী পাঠ করিয়া থাকে। অভিযুক্ত প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া তাহাদের মনের ভাব কিরূপ হইতে পারে, তাহাও আপনাদের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। আসামী ২১ ঘণ্টা ১০ মিনিট ধরিয়া স্বীয় প্রবন্ধগুলির যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা শুনিবার সুযোগ অবশ্যই তাহারা পায় নাই। তথাপি জুরিরা যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ধরিয়া লইতে পারেন যে, আসামীর মনোগত ভাব বা যে উদ্দেশ্যে প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছিল, তাঁহার সকল পাঠকই তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছে।

উদ্দেশ্যের প্রমাণ।

উদ্দেশ্যে সম্বন্ধে উভয় পক্ষেরই অনেক কথা আপনারা শুনিয়াছেন। আসামী প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা উদ্দেশ্যে প্রতিপন্ন করিবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এক পক্ষের সাক্ষীরা হয়ত বলিবেন যে, প্রবন্ধগুলি পড়িয়া তাঁহাদের মনে, রাজ-বিদ্বেষের সঞ্চার হইয়াছে; অপর পক্ষের সাক্ষীরা বলিবেন যে, রাজভক্তিই বৃদ্ধি পাইয়াছে! এরূপ অবস্থায় আমার মতে জুরিগণের নিজেরই মনে মনে বুঝিয়া দেখা উচিত যে, অভিযুক্ত প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া তাঁহাদের নিজের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়? ঐ প্রবন্ধ পাঠে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিতে পারে কি না, হিন্দু ও ইংরাজের মনে পরস্পরের সম্বন্ধে বিদ্বেষ জন্মিতে পারে কি না?—তাহা জুরিদিগকে অনুমান-বলেই স্থির করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব লোকের হৃদয়ে না থাকিলে অশান্তি বা দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় না, ইহা [illegible]ই আপনারা এক্ষেত্রে মনে রাখিবেন।

আইনের তর্ক।

"চেষ্টা" সফল না হইলে অপরাধ হয় না, এমন কথা আইনে নাই; সশস্ত্র বিদ্রোহ rebellion বা দাঙ্গা হাঙ্গামার উত্তেজনা না করিলে যে রাজদ্রোহের "চেষ্টা" হয় না, তাহাও আইনে বলে না। আসামী বলিয়াছেন, এবিষয়ে আইন বড় কঠোর—আইনের কঠোরতা হইতে আসামীকে রক্ষা করা আপনাদের উচিত। কিন্তু আইন বড় কঠোর কি না, তাহার বিচার করা আমার বা আপনাদের কার্য্য নহে। আইন যেরূপ আছে, সেইরূপ অবস্থায় উহার পরিচালনা করিতে আমরা বাধ্য। সদভিপ্রায় বা বিবেক-বুদ্ধির দোহাই দিয়া কেহ আইন লঙ্ঘন করিতে পারে না। অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্যের সহিত আপনাদের কোনও সম্বন্ধ নাই—প্রবন্ধের ভাষা হইতে আপনারা সিদ্ধান্ত করিবেন। প্রবন্ধে লিখিত বিষয়ের

সত্যাসত্য সম্বন্ধেও আপনাদের বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে ঐ প্রবন্ধের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিতে পারে কি না, প্রবন্ধে সেরূপ চেষ্টা আছে কি না, তাহাই আপনাদিগকে দেখিতে হইবে। আসামীর প্রতি সুবিচারের উদ্দেশ্যে আপনারা যথাসম্ভব তাঁহার রচনার সরল অর্থ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু অনেক সময়ে লেখকের প্রকৃত উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যও প্রবন্ধে অপরাধ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিরুদ্ধে মত প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই কারণে, দুই চারিটি বিশেষ বিশেষ বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্ত করা আপনাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। আপনারা ইহাও মনে রাখিবেন, ব্যক্তিগত নিন্দা ও আক্রমণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যক্তি-বিশেষ যেমন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, গবর্ণমেণ্টেরও সেইরূপ সংবাদ-পত্রের অকারণ আক্রমণ, রাজভক্তি-হীনতা ও শত্রুতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য আদালতের আশ্রয় লইবার অধিকার আছে। অবশ্য দুর্নীতিমূলক উদ্দেশ্যের আরোপ না করিয়া যে যতই গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা করুক, আমরা তাহাতে কখনও দোষ ধরিব না—গবর্ণমেণ্ট সেজন্য আদালতের আশ্রয়-প্রার্থী হইলেও আমরা তাহাতে কর্ণপাত করিব না। গবর্ণমেণ্ট যদি সকলের নিকট অনুরাগ পাইবার দাবী করেন, তাহা হইলে তাহাও ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। গবর্ণমেণ্টের প্রতি যে কেহ মনে মনে ঘোর বিরাগ বা শত্রুতা পোষণ করিতে পারে; কিন্তু তাহা বাক্যে বা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ-পূর্ব্বক অপরের মনে সেই ভাব উদ্দীপনের চেষ্টা করিলেই অপরাধ হয়।

আসামী বলিয়াছেন, তাঁহাকে তাড়াতাড়ি করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে হইয়াছে। আপনারা যদি মনে করেন যে, বোমা-বিভ্রাটের প্রায় ১৫ দিন পরে প্রকাশিত প্রবন্ধ অতি ব্যস্ততা-সহকারে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করা উচিত, তাহা হইলে তাহা করিতে পারেন। আত্মরক্ষার জন্য প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছে বলিয়াও আসামী আপত্তি করিয়াছেন।

আমার মনে হয়, কেহ কাহারও নাক ধরিয়া টানিলে বা কাণ মলিয়া দিলে তাহার প্রতিকারকে আত্মরক্ষা বলা যাইতে পারে। কিন্তু একজন নাক ধরিয়া টানিয়াছে বলিয়া যদি কেহ আর একজনের কাণ মলিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহা আত্ম-রক্ষার জন্য কৃত বলিয়া কিরূপে গণ্য হইবে? পাইওনীয়ার দেশীয় ভদ্রলোকদিগের বিরুদ্ধে অনুচিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু পাইওনীয়ার যে সরকারি সংবাদ-পত্র একথার প্রমাণ কি? যদি সে প্রমাণ না থাকে, তবে পাইওনীয়ারের প্রবন্ধের উত্তরে গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করা কি সঙ্গত? অবশ্য এবিষয়ে আমার যে সকল কথা মনে হইয়াছে, তাহাই আমি ব্যক্ত করিতেছি। আপনারা ইচ্ছা করিলে এসকল বিষয়ে অন্যমত প্রকাশ করিতে পারেন। আসামী অপরাধী কি না, তাহা নির্দ্দেশ করা আপনাদেরই কার্য্য।

"অপরে রাজদ্রোহকর প্রবন্ধ লিখিয়াছে বলিয়া আমিও লিখিয়াছি"— একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। আসামী এমন কথা বলিয়াছেন, আমি এরূপ বলিতেছি না। তবে অনেকে যেরূপ লিখিয়াছেন, আসামীও সেই-রূপ লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে যাঁহারা ঐরূপ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের নামে কেন অভিযোগ হয় নাই, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার আপনাদের প্রয়োজন নাই। আপনারা শুদ্ধ প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া আমায় বলুন যে, রাজদ্রোহ-বিষয়ক আইন যে আকারে এদেশে সংপ্রতি প্রচলিত আছে, প্রবন্ধগুলিতে তাহার সীমা উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে কিনা? আসামী বলিয়াছেন যে, তিনি শাসনসংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য রাজনীতিক আন্দোলনে বা বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—তাঁহার কার্য্য অতি পবিত্র ও ঈশ্বরাভিপ্রেত। অভিযুক্ত প্রবন্ধগুলি সেইরূপ মনোভাবের দ্বারাই পরি-চালিত হইয়া লিখিত হইয়াছে বলিয়া যদি আপনারা মনে করেন, তবে আসামীকে নির্দ্দোষ বলিয়া নির্দ্দেশ করুন। কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধে রাজনীতিক সংগ্রামের বৈধ (legitimate) ও স্বাভাবিক অস্ত্র বলিয়া

বোমার বর্ণনা করা হইয়াছে কিনা, সেইরূপ, এক একটা বোমায় কত লোকের প্রাণহানি হইতে পারে, সমাজের পক্ষে বোমা কিরূপ ভয়ঙ্কর অনিষ্টজনক ইত্যাদি কথারও সেই সঙ্গে বিচার করা উচিত। প্রকৃতিপুঞ্জকে স্বরাজ্যের অধিকারসমূহ-দান না করিলে দেশে অনুচিত ও ভয়ঙ্কর কার্য্য-সমূহ অনুষ্ঠিত হইতে পারে, প্রজার অভাব অভিযোগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবার পক্ষে হত্যাকাণ্ড অনেক সময়ে সহায়তা করিয়া থাকে—প্রভৃতি কথা পড়িয়া অর্দ্ধশিক্ষিত মারাঠী পাঠকগণের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইতে পারে, তাহাও আপনারা ভাবিয়া দেখিবেন। বঙ্গীয় বোমার আলোচনা-প্রসঙ্গে উহাকে "প্রগাঢ় স্বদেশ-ভক্তি হইতে উৎপন্ন" বলা হইয়াছে। লেখক বলিয়াছেন, রুষ-সম্রাটকেও বোমার নিকট নরম হইতে হইয়াছে। তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ শুক পক্ষীর সহিত দেশবাসীর তুলনা করিয়াছেন, অওরঙ্গজেবের সৈন্যের সহিত বৃটিশ সৈন্যের অবস্থার তুলনা করিয়াছেন। মুসলমান গুণ্ডার সাহায্যে রাজপুরুষেরা হিন্দুরমণীর ধর্ম্মনাশ করাইয়াছেন বলিয়াও প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। রাজনীতিক আন্দোলনকারীদিগের দোষে বোমা-বিভ্রাট ঘটিয়াছে বলিয়া সাহেবী সংবাদ-পত্রে লিখিত হওয়ায় আসামী ক্রুদ্ধ হইয়া প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন বলিয়াছেন। কিন্তু রাজনীতিক আন্দোলনের সহিত বোমার কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা, তাহার অনুসন্ধান আপনাদের কর্ত্তব্য-সীমার বহির্ভূত। তবে ইহা নিশ্চিত যে, যখন গবর্ণমেণ্টের প্রতি লোকের ঘৃণা ও বিদ্বেষ-বুদ্ধি পায়, তখনই বোমা-বিভ্রাটের ন্যায় দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। বোমার আবির্ভাবে আসামী মনে মনে খুসী হইয়াছেন, আসামীর প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়া এরূপ মনে হয় কি না? দেশে কতকগুলি দল আছে, তাহার পরিচয় মিঃ জোশী সাক্ষ্যদান-কালে আপনাদিগকে প্রদান করিয়াছেন—কিন্তু বোমার দল নামক কোনও দলের অস্তিত্বের বিষয় তিনি বলেন নাই। কেসরীর প্রবন্ধেই আমরা সর্ব্ব প্রথম "বোমার দল" নামে একটা

লের পরিচয় প্রাপ্ত হই। যেরূপ ভাবে সেই দলের উল্লেখ করা হইয়াছে, হা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মর্য্যাদা-হানিকর কি না, তাহা আপনারা বিবেচনা রিয়া দেখিবেন। আসামী বলিয়াছেন, প্রবন্ধের লাক্ষণিক অর্থের পর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে দণ্ড দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধ-লি পাঠ করিয়া কি আপনাদের মনে হইয়াছে যে, অভিযুক্ত প্রবন্ধ হইতে াক্ষণিক অর্থ আবিষ্কার করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে?

তাহার পর পোষ্ট কার্ডের কথা। আমার মনে হয়, সে সম্বন্ধে আসামী হা বলিয়াছেন, তাহা যথার্থ ও সঙ্গত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। বস্তু এবিষয়েও আপনারা স্বাধীন ভাবে বিবেচনা করিয়া মতামত স্থির রিতে পারেন। আসামীর নামে যে অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে, াহা অতীব ভয়ঙ্কর। তথাপি তাঁহাকে সন্দেহের সুবিধা দান করিতে াপনারা ঔদাস্য-প্রকাশ করিবেন না।

জুরিদিগের সিদ্ধান্ত।

৭ জনের মতে দোষী ও ২ জনের মতে নির্দ্দোষ।

প্রায় দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়া জজ বাহাদুর রাত্রি ৮টা মিনি-টের সময় জুরিদিগকে অভিযোগের বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া শেষ করিলেন। এখন জুরিগণ সিদ্ধান্ত করিবার জন্য মন্ত্রণাগারে প্রবেশ করিলেন। এদিকে কর্তৃপক্ষ আদালতে দেশীয়দিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিলেন। সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিদিগের বালক ভৃত্যেরা সংবাদ-পত্রের সংবাদ, টেলিগ্রাম প্রভৃতি আনিবার ও লইয়া যাইবার জন্য আদালতের বামভাগে বসিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সময়ে তাহাদিগকেও তথা হইতে অপসারিত করা হয়। পুলিশের কড়া পাহারা চারিদিকে আরম্ভ হয়। তিলক মহাশয়কে যে চেয়ার বসিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও এই সময়ে সরাইয়া দেওয়া হইল।

প্রায় ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট কাল তর্কবিতর্কের পর জুরিদিগের অগ্রণী মিঃ জর্জ এণ্ডারসন, ক্লার্ক অব দি ক্রাউনের প্রশ্নের উত্তরে আদালতকে জানাইলেন যে, তাঁহারা আসামীর অপরাধ সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে ৭জন আসামীকে দোষী ও ২জন নির্দ্দোষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া জজ বাহাদুর বলিলেন, আপনাদের একমত হইবার যদি কোনও সম্ভাবনা থাকে, তবে আপনারা আর একবার মন্ত্রণাগারে গিয়া চেষ্টা করিয়া দেখুন।” কিন্তু অগ্রণী মহাশয় বলিলেন, তাঁহাদের ঐকমত্যের কোনও সম্ভাবনাই নাই। তিনটি অভিযোগ সম্বন্ধেই সমান মতভেদ হইয়াছে।” তখন জজ বাহাদুর বলিলেন যে, তাহা হইলে আমাকে অগত্যা অধিক সংখ্যক জুরির মতেই মত দিয়া আসামীর প্রতি দণ্ড-বিধান করিতে হইবে।

ফুলবেঞ্চে আপীলের অনুমতি-প্রার্থনা।

তখন শ্রীযুক্ত তিলক বলিলেন,—এই মোকদ্দমা সংক্রান্ত কয়েকটি আইন ঘটিত সমস্যার মীমাংসা যাহাতে ফুলবেঞ্চে করা হয়, তাহার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া আমি ৪৩৪ ধারানুসারে আবেদন করিতেছি। এই বলিয়া তিনি আবেদন-পত্রটি জজ বাহাদুরকে পড়িয়া শুনাইলেন। আবেদন পত্রে লিখিত হইয়াছিল যে, “১২৪ (ক) ধারা অনুসারে আমার প্রবন্ধের কোন্ কোন্ অংশের উপর অভিযোগ-স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা ফরিয়াদি পক্ষ স্পষ্ট-ভাবে নির্দ্দেশ করেন নাই। কোন্ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ-বর্দ্ধনের চেষ্টা করার অপরাধে ১৫৩ (ক) ধারা অনুসারে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আমি কতিপয় সংবাদ-পত্র প্রমাণ-স্বরূপে আদালতে দাখিল করায় আমার শেষে বক্তৃতা করিবার অধিকার হরণ করা হইয়াছে।” এইরূপ আরও ১০।১২টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে আইন অনুসারে

কাজ করা হয় নাই বলিয়া নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক তিলক মহাশয় আবেদন-পত্রে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে,—"এই সকল কারণে বিচারে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে; অতএব এই মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের আদেশ করা হউক।"

উত্তরে জজ বাহাদুর বলিলেন, আবেদন পত্রে নূতন কথা কিছুই নাই। আসামী যে সকল তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার প্রায় সকলগুলিরই প্রতি বিচারকালে যথোচিত মনোযোগ করা হইয়াছিল। এই আদালতে ঐ সকল বিষয়ের সুক্ষ্মবিচার না হইয়া থাকিলে আমি অতীব আনন্দের সহিত ফুলবেঞ্চে আপীল করিবার অনুমতি দান করিতে পারিতাম। কিন্তু আসামীর উত্থাপিত সকল প্রধান তর্কেরই আমরা যত্নপূর্ব্বক মীমাংসা করিয়াছি—অবশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুক্তিগুলি তাদৃশ বিচারযোগ্য নহে। সুতরাং এই দরখাস্ত না-মঞ্জুর করিতে আমি বাধ্য হইলাম।

পুরাতন অভিযোগের উল্লেখ।

অতঃপর এডভোকেট জেনারেল মহোদয় বলিলেন, ইহার পূর্ব্বে একবার আসামী রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হইয়াছিলেন। একথা যদি আসামী অস্বীকার করিতে চান, তাহা হইলে এ বিষয়ের প্রমাণ আমি আদালতে উপস্থাপিত করিব। তিলক বলিলেন, ফরিয়াদি পক্ষ ৭৫ ধারা অনুসারে দণ্ড-বৃদ্ধির জন্য সে কথার উল্লেখ করিতে পারেন না। মিঃ ব্রান্সন বলিলেন যে, তিনি ৭৫ ধারা অনুসারে অভিযোগ স্থাপন করিতেছেন না—ফৌজদারি কার্য্যবিধির ৩১০ ও ৪২১ ধারার উপর তিনি নির্ভর করিয়াছেন। তিলক জজ বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ ধারা দুইটী এখানে খাটে কি?" উত্তরে জজ বাহাদুর "হাঁ" বলায় তিলক মহাশয় পূর্ব্বাপরাধের কথা স্বীকার করিলেন। তখন বিচারপতি তিলক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কিছু বক্তব্য থাকে ত আপনি বলিতে পারেন। শ্রীযুক্ত তিলক উত্তর করিলেন—

"জুরিরা যদিও আমাকে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তথাপি আমি আপনাকে নির্দ্দোষ মনে করি। মানবীয় বিচারক্ষমতার অতীত শ্রেষ্ঠ শক্তির দ্বারা জগতের কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে বলিয়া আমার বিশ্বাস। যে পবিত্র কার্য্য-সাধনের জন্য আমি যত্ন-প্রকাশ করিয়াছি, আমার ক্লেশ-ভোগে তাহা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে, বোধ হয় ইহাই ভগবানের অভিপ্রেত।"

দণ্ডাদেশ।

তখন বিচারপতি মিঃ ডাওয়ার শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বাল-গঙ্গাধর তিলক, আমাকে এক্ষণে তোমার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা-দান-রূপ ক্লেশকর কর্ত্তব্য-পালন করিতে হইতেছে। তোমাকে এই অবস্থায় পতিত দেখিয়া আমার মনে যে কিরূপ কষ্ট হইতেছে, তাহা আমি তোমার নিকট ব্যক্ত করিতে অক্ষম। তুমি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন, অনন্যসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন এবং প্রভাবশালী। এই প্রতিভা, এই শক্তি, যদি তুমি তোমার দেশের মঙ্গলসাধনে নিয়োজিত করিতে, তাহা হইলে তুমি যে সকল লোকের পক্ষ সমর্থন করিতেছ, তাহাদের সুখ-সমৃদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইত। দশ বৎসর পূর্ব্বে তুমি একবার শাস্তি পাইয়াছিলে, সেবার বিচারক তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেন,—কর্ত্তৃপক্ষ তোমার প্রতি আরও অধিক সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেবার দেড় বৎসর কাল তুমি বিনা শ্রমে কারারুদ্ধ থাকিবার পর, কর্ত্তৃপক্ষ তোমার ভবিষ্যৎ রচনা-সম্বন্ধে কতকগুলি সর্ত্তে তোমার দণ্ড রহিত করেন;—তুমিও সেই সর্ত্তে স্বীকৃত হও। আমার মনে হয়, তুমি যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছ,—সেগুলিকে যখন তুমি রাজনীতিক আন্দোলনের ন্যায়-সঙ্গত অস্ত্র বলিতে পারিয়াছ, তখন তোমার মস্তিষ্ক নিশ্চয় বিকৃত ও রোগগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে।

তোমার প্রবন্ধগুলি রাজদ্রোহে পূর্ণ, উহাতে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও নর-হত্যাদি করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উহা পড়িলে মনে হয়, বোমার সাহায্যে ভীরুতাপূর্ণ ও নৃশংস নর-হত্যাই যে কেবল তোমার অনুমোদিত, তাহা নহে,—পরন্তু তুমি মনে করিয়াছ, দেশের মঙ্গলের জন্যই যেন বোমার আবির্ভাব হইয়াছে। আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, যে ব্যক্তি মনে করে যে, বোমাই রাজনীতিক আন্দোলনের ন্যায়-সঙ্গত অস্ত্র এবং তোমার লিখিত প্রবন্ধগুলি বিধি-সঙ্গত, তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত ও পীড়াগ্রস্ত। শাসকদিগের প্রতি তোমার বিদ্বেষ এই দশ বৎসরেও অন্তর্হিত হয় নাই। এই প্রবন্ধগুলি, সপ্তাহে সপ্তাহে, বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া,—রাজবিধিকে অগ্রাহ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে;—তুমি যে বলিতেছ, হঠাৎ মনের আবেগে উহা লিখিত হইয়াছে, তাহা ঠিক কথা নহে। দুই জন নিরপরাধা অবলাকে নিষ্ঠুর ও ভীরুর মত হত্যা করিবার একপক্ষকাল পরে প্রবন্ধগুলি লিখিতে আরম্ভ করা হয়। বোমা সম্বন্ধে তুমি যে ভাবে লিখিয়াছ, তাহাতে যেন মনে হয়, রাজনীতিক আন্দোলনে বোমাই বিধি-সঙ্গত অস্ত্র। ঐরূপ ভাবে সংবাদপত্র-পরিচালন করা দেশের পক্ষে ঘোর অমঙ্গলকর। তোমার প্রতি দণ্ডাদেশ দিতে আমার দুঃখ হইতেছে। যদি জুরীরা তোমাকে দোষী বলেন, তাহা হইলে তোমাকে কিরূপ দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি। আমি তোমাকে যে দণ্ড দিব বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছি, তাহা হয়ত 'অযথা কারুণ্য-পূর্ণ' বলিয়া নিন্দিত হইবে। আমার মনে হয়, আমার কর্ত্তব্য-বুদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষা করিয়া এবং তোমার অপরাধের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, আমি ইহা অপেক্ষা লঘুতর শাস্তি দিতে পারি না। আমার মনে হয়, তোমার মত পদস্থ ও অবস্থা-পন্ন লোকের প্রতি আমি যে শাস্তি-বিধান করিতেছি, তাহাতে আইনের [illegible] এবং ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে। প্রথম অপ-

রাধের জন্ত তোমাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত করা যাইতে পারে। তোমাকে কারাগারে নিবদ্ধ করা উচিত, কি দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসিত করা উচিত, তাহাও আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি। আমি মনে করি, তোমার বয়স ও অবস্থা বিবেচনায় এবং তুমি যে দেশকে ভালবাস বলিয়া প্রকাশ কর, সেই দেশের শান্তিরক্ষা ও মঙ্গল-কল্পে তোমাকে কিছু কালের জন্ত এদেশে হইতে নির্ব্বাসিত করা বিধেয়। ১২৪ ধারা অনুসারে আমি তোমাকে যাবজ্জীবন বা তদপেক্ষা অল্পদিনের জন্য দ্বীপান্তরিত করিতে পারি। তোমার উপর প্রথম যে দুইটি অভিযোগের আরোপ হইয়াছে,—তাহার প্রত্যেকটীর জন্য আমি তোমাকে তিন বৎসর করিয়া মোট ছয় বৎসরের জন্য নির্ব্বাসনের আদেশ করিলাম। তৃতীয় অভিযোগে নির্ব্বাসন-দণ্ডের ব্যবস্থা নাই;—উহাতে অর্থদণ্ড অথবা কারাদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের উপর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া আমি আর তোমার বিড়ম্বনা-বৃদ্ধি করিতে চাহি না। সেই জন্য আমি তোমার এক হাজার টাকা জরিমানা করিলাম। আমি তোমাকে চতুর্থ অপরাধের দায় হইতে অব্যাহতি দিলাম।

তিলকের আপীল।

গত ১লা আগষ্ট তিলকের পক্ষের এটর্ণিগণ, বোম্বাই হাইকোর্টের এডভোকেট জেনারেল মিঃ ব্রান্সনের নিকট এক দরখাস্ত করিয়া অনুরোধ করে যে, "তিলকের মোকদ্দমার বিচার-কালে আইনের অনেক সমস্যার মীমাংসা-বিষয়ে মিঃ জষ্টিস ডাওয়ার ভুল করিয়াছেন, এবং সেই বিষয়গুলির পুনর্ব্বিচার হওয়া আবশ্যক; অধিকন্তু কোন কোনও স্থলে, বিচারপতি ডাওয়ার জুরিদিগকে মোকদ্দমার অবস্থা সম্বন্ধে ভুল বুঝাইয়াছেন,—এডভোকেট জেনারেল এই মর্ম্মে একখানি সার্টিফিকেট প্রদান করুন।

দরখাস্তের মর্ম্ম।

তিলক দরখাস্তে বলিয়াছেন,—জামিন না-মঞ্জুর করিয়া জজ বিষম ভুল করিয়াছেন, স্পেশাল বা বিশেষ জুরীর নির্ব্বাচনেও তাঁহার সবিশেষ

ল হইয়াছে; দুইটী অভিযোগের এক সঙ্গে বিচার করিয়া এবং দুইটী ভিযোগ এক করিয়া লইয়া,—বিচারপতি গুরুতর ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। রিয়াদি পক্ষের জবানবন্দী গ্রহণ না করিয়া এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের াদেশানুসারে স্থাপিত অভিযোগের কারণ না প্রদর্শন করিয়া ১২৪(ক) বং ১৫৩ (ক) ধারা অনুসারে পৃথক্ দুইটী অভিযোগের বিচারাধিকার-হণ করিয়া আদালত আইন-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন; এইরূপ মোক-দ্দমার বিচার এ আদালতে হইতে পারে না। অভিযোগ করিবার আদেশ-পত্রে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে ১৫৩(ক) ধারার মোক-দ্দমার বিচার-ভার গ্রহণ-পক্ষে এই আদালত সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। অন্যায়রূপে অভিযোগ গঠিত করিয়া, আসামী যাহা বলিয়াছে তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, বিকৃতও ও অযথা অনুবাদের ভাষার উপর নির্ভর করিয়া অভিযোগ গঠন করায়, আসামীর পক্ষে অনেক ক্ষতি হইয়াছে। কিরূপে এবং কোন্ দোষে আসামী দোষী, তাহার সবিশেষ উল্লেখ না করিয়া অভিযোগ গঠন করায়, অভিযোগ-গঠনে নানা দোষ হইয়াছে। আসামী কোন বিষয়ে দোষী, তাহার উল্লেখ করা হয় নাই; ১৫৩ক ধারা অনুসারে কাহার বা কোন্ সম্প্রদায়ের প্রতি আসামী বিদ্বেষ ভাবের উদ্রেক করিয়াছে, প্রতিপক্ষ তাহারও কোন উল্লেখ করেন নাই। প্রত্যেক অভিযোগেই আইন বিরুদ্ধ হইয়াছে; ফৌজদারী কার্য্যবিধির ২৩৩ ধারা অনুসারে এরূপ ভাবে অভিযোগ গঠিত হইতে পারে না। আসামীর আপত্তি-সত্বেও, ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২৩৩ ধারার অবমাননা করিয়া এই মোকদ্দমার বিচারে তিনটী স্বতন্ত্র অভিযোগের বিচার এক সঙ্গে করিয়া বিচারপতি আইন বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছেন। তাহাতে সমস্ত বিচার-প্রণালী অসিদ্ধ ও বৃথা হইয়াছে। আসামীর উদ্দেশ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য অন্যান্য তারিখের কেসরীও আদালতে প্রমাণরূপে দাখিল করা আইন-বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে। ইংরাজী অনুবাদে যেরূপ শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে, আসামী সেরূপ

শব্দের প্রয়োগ করেন নাই ; প্রতিপক্ষ আপনাদের অনুবাদের যথার্থ্য সম্বন্ধে কোনরূপ প্রমাণ-প্রয়োগ করিতেও সমর্থ হন নাই। এ কারণে সমস্ত বিচার-কার্য্য বে-আইনী হইয়াছে। আবেদনকারী সেরূপ ভাষা কিংবা ইংরাজী শব্দপ্রয়োগ করেন নাই। সুতরাং তাঁহাকে নিরপরাধ বলিয়া মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল। আসামীর আপত্তিসত্বেও গবর্ণমেন্টের অনুবাদককে জেরা করিতে না দিয়া বিচারপতি বিষম ভুল করিয়াছেন। প্রমাণস্বরূপ কাগজ-পত্র দাখিল করায়, সরকারী ব্যারিষ্টারের বক্তৃতার উত্তরদিবার অধিকার হইতে আসামী বঞ্চিত হইয়াছেন, এইরূপ মত-প্রকাশ করিয়াও বিচারপতি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আসামী পূর্ব্বে একবার ১২৪ক ধারা অনুসারে শাস্তি পাইয়াছিলেন,—তাহা প্রমাণ করিবার অনুমতি দিয়া বিচারপতি আইন বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন। জজ দুইটী অভিযোগকে একটী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসামীকে শাস্তি দিয়াছেন ; এরূপ প্রণালী আইন বিরুদ্ধ। একই অপরাধের জন্য, একই আইনের দুইটী ধারা (১২৪ক এবং ১৫৩ক ধারা) অনুসারে আসামীকে দণ্ড দিয়া বিচারপতি সঙ্গত কার্য্য করেন নাই। তিনি ১২৪(ক) ধারার ব্যাখ্যায় অনেক ভুল করিয়াছেন, তাঁহার ব্যাখ্যাপ্রণালীতে বক্তৃতার স্বাধীনতা এবং মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা অনেকাংশে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। জজ, জুরিদিগকে একথা বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই যে, গবর্ণমেন্টের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষভাবের উদ্রেক করাই,—এই ধারার অন্তর্গত শব্দ-পরম্পরায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জজ বলিয়াছেন,—আসামীর বিশেষ উদ্দেশ্য প্রতিপন্ন করা এই ধারার উদ্দেশ্য নহে। তিনি জুরীদিগকে বলিয়াছেন,—অসন্তোষজনক বাক্য বা শব্দের ব্যবহার করিলেই গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-ভাব প্রকাশ করা হয়, এবং ১২৪ক ধারার অভিযোগের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। আসামীর উদ্দেশ্য ভাল হইলেও এরূপ ক্ষেত্রে তাহার প্রতি মনোযোগ অকর্ত্তব্য। যেখানে কোনরূপ গুরুতর ফলের আশঙ্কা নাই, সে স্থলে এইরূপ যুক্তি বড়ই বিষ-

ময়। বিচারপতির বলা উচিত ছিল,—রাজনীতিকগণ ১৫৩ক ধারার অন্তর্ভুক্ত নহেন, কিংবা রাজকর্ম্মচারিগণও ১২৪ক ধারা অনুসারে কোন সম্প্রদায় বা গবর্ণমেণ্ট বলিয়া গণ্য নহেন। ইংরাজী সংবাদ-পত্রসমূহ ভারতবাসীর এবং নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যে সকল অযথা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই উত্তরে এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতি উপদেশ-স্বরূপে আসামী অভিযুক্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, জুরীদিগকে তাহা বুঝাইয়া দেওয়াও বিচারপতির উচিত ছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও মাননীয় বিচারপতি জুরিদিগকে ভুল বুঝাইয়াছিলেন,—বলিয়াও আবেদনকারীর মনে হয়। যদি জজ সেরূপ ভাবে জুরীদিগকে ভুল না বুঝাইতেন, আবেদনকারীর বিশ্বাস,—জুরিদিগের অনেকেই আসামীকে নির্দ্দোষ বলিতেন।"

এডভোকেট জেনারেলের উত্তর।

তিলকের উল্লিখিত আবেদনের উত্তরে সরকারী ব্যারিষ্টার জানাইয়াছেন,—লেটার্স পেটেণ্ট অনুসারে, বাল গঙ্গাধর তিলকের মোকদ্দমায় জজের বিচার ভ্রমমূলক হইয়াছে বলিয়া আমি কোন সার্টিফিকেট দিতে পারি না। জুরীদিগকে মোকদ্দমার বিষয় বুঝাইয়া দিবার সময় মাননীয় জষ্টিস ডাওয়ার জুরিদিগকে ভুল বুঝাইয়াছিলেন, অথবা কোন বিশেষ স্থলে জজের বিচার ঠিক হয় নাই এবং সেইজন্য সেই সকল বিষয়ের পুনর্ব্বিচার হওয়া আবশ্যক—এই মর্ম্মেও আমি কোন সার্টিফিকেট দিতে পারি না।"

ইহার পর বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নিকট প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া আবেদন করা হয়। তিলকের পক্ষে ব্যারিষ্টার আইনের নানা তর্ক উপস্থিত করিয়া আপীলের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রধান বিচারপতি বলেন,—বিচারে কোনও ভুল বা অবৈধ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হয় নাই। সুতরাং আপীলের অনুমতি প্রদত্ত হইতে পারে না। এক্ষণে প্রধান বিচারপতির এই আদেশের বিরুদ্ধে বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিবার কথা চলিতেছে।